বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮১ সংখ্যা। } বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

নববর্ষ।

যাঁহার করুণা স্রোতে ভাসে ত্রিভুবন,
নবভাবে তাঁর দয়া করিতে কীর্ত্তন।
নব বেশে সুসজ্জিত করি সমুদয়,
মহাহর্ষ নববর্ষ হইল উদয়॥

দেখিতে দেখিতে পুরাতন বৎসর আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইল, আমরা নূতন বর্ষে পদার্পণ করিলাম। পৃথিবী বার্ষিক গতিদ্বারা সূর্য্য-মণ্ডলকে আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। কিন্তু পৃথিবী এক মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিবার নহে, আবার আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ আরম্ভ করিল। আমরাও নূতন আশা ও উৎসাহের সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্য পথে সঞ্চরণ করিব। গত বর্ষ আমাদিগের নানাবিধ ত্রুটি স্মরণ করাইয়া বার বার ধিক্কার দিয়াছে, মৃত বৎসরের সহিত আমাদিগের দোষ সকলকে বিদায় দিয়া নূতন হৃদয় মন লইয়া যেন নূতন বৎসরের সহিত কার্য্য করিতে পারি। আমরা অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বরের আবার অনেক দয়া পাইব, তিনি সুখ দুঃখ নানাবিধ উপায় প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিবেন এবং সাক্ষীরূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পাপের শাস্তি

ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করিবেন। আমরা যেন তাঁহার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে থাকি। সকলকেই এই নূতন বৎসরের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে, অতএব সকলেই যেন ইহার জন্য বিশেষ রূপে প্রস্তুত হই।

লোকে কথায় বলে "নূতন বৎসরের প্রথম দিন যেরূপে যায়, সম্বৎসর সেইরূপে গত হয়।" বস্তুতঃ একথাটীর অর্থ আছে। এই জন্য সকল দেশের লোকেই বৎসরের প্রথম দিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য চেষ্টা পায়। নববর্ষ উপলক্ষে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি কিরূপ উৎসব করে আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিব এবং তাহা হইতে যে উপদেশ লাভ করা যায় তাহাও নির্দ্দেশ করিব।

আমাদিগের দেশে এই দিন একটী মহোৎসবের দিন। ভ্রমণ, গান, নৃত্য, মল্লক্রীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে নানা স্থান পূর্ণ হয়। ব্যবসায়ী লোকে হালখাতা খুলে। হিন্দু জ্যোতিষ গণনানুসারে সূর্য্য মেষরাশিস্থ* হইলে বৎসরের আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের লোকেরা সূর্য্য ঠিক্ যে সময়ে মেষ রাশিতে প্রবেশ করে তাহা লক্ষ্য করে, এবং এই ঘটনা দুই প্রহর রাত্রের সময় হইলে তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র এবং মধ্যাহ্নে হইলে উজ্জ্বল রক্তবস্ত্র পরিধান করে। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অন্য সময়ে হইলে তাহার উপযুক্ত রঙের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত 'নৌয়া রোজের' বস্ত্র পরিধান করে। রাজা সিংহাসনস্থ হইয়া অমাত্য ও প্রজাদিগের নিকট হইতে নজর গ্রহণ করেন।

* জ্যোতিষের মতে পৃথিবী সম্পর্কে সূর্য্যের অবস্থিতি বিবেচনায় তাহার একটী বার্ষিক গতির পথ কল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে সূর্য্য দ্বাদশ মাসে রাশিচক্রের দ্বাদশটী রাশি ভোগ করিয়া থাকে। দ্বাদশটী রাশিঃ—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে সূর্য্য মেষ রাশিস্থ হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি সমান হইত, এই নিমিত্ত ঐ দিন বৎসরের প্রথম দিন গণিত হয়। কিন্তু প্রায় ১৩৫৫ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার কালের নিয়ম ছিল। গতির ক্রমশ পরিবর্ত্তনে এক্ষণে ১০ই চৈত্র সূর্য্য মেষ রাশিস্থ হয়। এখন রাশিচক্রের হিসাব মত এই দিবসকে নববর্ষের প্রথম দিন বলিয়া গণনা করা উচিত। হিন্দুদিগের চৈত্র সংক্রান্তির ধর্ম্মকার্য্য সকলও এখন ঠিক সময়ে হয় না।

" মাবারুখ নোয়া রোজ " নববর্ষের জয় হউক এই বলিয়া সকল লোকে পরস্পরকে সম্বোধন করে, রাজা ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সমস্ত দিবস আমোদে অতিবাহিত হয়, রাজ প্রাসাদে সাধারণ মেলা হয় এবং পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ও তত্ত্ব অল্লাশ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা অনেক দিন পুর্ব্ব হইতে শিল্প কার্য্যাদি প্রস্তুত করিয়া বন্ধুগণকে উপঢৌকন দেয়।

প্রাচীন রোমকেরা নববর্ষের প্রথম দিনে * পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিত। প্রজারা ভূস্বামীদিগকে সোনার পাতে মুড়িয়া ডুম্বুর, খাজুর ইত্যাদি ভেট দিত এবং দেবমূর্ত্তি ক্রয় ও তাঁহার পূজার নিমিত্ত টাকা ব্যয় করিত। ইউরোপের উত্তরাংশের লোকেরা থর ও ওডেন দেবতার পূজা করিত, তাহারা কাষ্ঠ জ্বালিত, বলি দিত, স্তব গান করিত এবং নূতন বৎসরের আরম্ভে মহৎ আনন্দ লাভ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের শুভ কামনা করিত। ড্রুইড নামে ইংলণ্ডের প্রাচীন যাজকেরা অরণ্যের বৃহৎ ওক বৃক্ষ আরোহণ করিয়া রৌপ্য ছুরিকাদ্বারা তাহা হইতে পবিত্র লতা ছেদন করিত এবং তাহাই সকলে নববর্ষের জাতি সাধারণ ভেট বলিয়া বিবেচনা করিত। রোমক, সাক্সন ও দিনামারেরা যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব করে, তখন তাহারা ইংলণ্ডে নববর্ষের আনন্দ প্রকাশ করিত। নিষ্ঠুর নর্ম্মান রাজারাও ইহার অন্যথা করে নাই। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় হেনরী নববর্ষের তোলা তুলিতেন। অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এবং রাজ্ঞী এলেজেবেথের সময়েও নববর্ষ উপলক্ষে রাজকীয় দানের রীতি ছিল এবং রাজকীয় কর্ম্মচারীরাও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতেন।

অদ্যাপিও ইংলণ্ড ও আইসলণ্ডে রাজপুত্রের জন্মদিনে যেরূপ উৎসব হয়, নববর্ষের জন্ম দিনে সেইরূপ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভজনালয়ে উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে। স্কট লণ্ডে নববর্ষের দিন ইংরেজদিগের বড় দিনকেও হারাইয়া দেয়।

---

* ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা ১ লা জানুয়ারি নববর্ষের প্রথম দিন গণনা করে

চীনদেশে নববর্ষের দিনে ধূমধামের সীমা নাই। নূতন বৎসর না পড়িতে পড়িতে পুরাতন বৎসরের সমুদায় দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে, তথাকার এইরূপ নিয়ম। বৎসরের শেষ মাসের মধ্যে ব্যবসায়ী লোকে দেনা পাওনা পরিষ্কার না করিলে ঘোরতর রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। গত বৎসরের সমুদায় ভাবনা চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকেরা মহা আনন্দ উৎসব করে এবং বহুল পরিমাণে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় তথায় বণিকেবা দোকান সকল পুষ্পদ্বারা সজ্জিত ও আলোক মালায় মণ্ডিত করে এবং বন্ধুবান্ধবগণকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ফ্রান্স দেশে নববর্ষের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব। দোকান সকলে ঘোর রোলে কোলাহল হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নববর্ষের দান প্রদান ও গ্রহণ করে। জার্ম্মাণিতে এই দিনে ঘন্টানাদ, তোপধ্বনি, নৃত্য, গীত সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি চলিয়া থাকে। লাপলণ্ড; সুইডেন এবং ডেন্মার্কে এ সময়ে অত্যন্ত শীত, তথাপি তাহারা গৃহমধ্যে মহোৎসব করে। সুইটজার্লণ্ডে শিঙ্গা বাজে এবং কৃষকেরা পর্ব্বতোপরি একত্র হইয়া আনন্দ-ধ্বনি করে। আমেরিকার লোকেরা পাঁচ ছয় জন দলবদ্ধ হইয়া বাটী বাটী ভ্রমণ করে, গৃহস্বামিনীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করে এবং এত উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য প্রার্থনায় সুরাপান করে, যে তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য শীঘ্র তিরোহিত হইয়া যায়।

নববর্ষ উপলক্ষে মনুষ্যজাতি সর্ব্বত্র এইরূপ আনন্দ ও উৎসাহ কর উৎসব করিয়া থাকে, ইহাতে অবশ্যই তাহাদিগের জীবন গত বর্ষের ক্লান্তি ও দুঃখ বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যম ও বল সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই ঘটনাটীকে যেরূপ চক্ষে দেখা উচিত এবং যেরূপ মনোযোগের সহিত ইহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত তাহা অতি অল্পলোকে ভাবিয়া থাকেন। ক্ষণিক আমোদ শেষ হইলে উৎসাহেরও শেষ হইয়া যায়। নববর্ষের আরম্ভের সহিত সংবৎসরের গাঢ় সম্বন্ধ, ইহা বুঝিয়া সতর্ক হইয়া সংবৎসর যাহাতে ভালরূপে কাটিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকে আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা আপনার বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রকৃত

অবস্থা যেন নিরূপণ করেন এবং সংবৎসরের কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন। অনিয়মে জীবন কাটান অপেক্ষা মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট যে যে কার্য্য সাধনের জন্য দায়ী, তাহা যত্ন পূর্ব্বক জ্ঞাত হইবেন এবং তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য শরীর, মন ও যে কিছু ক্ষমতা আছে সমর্পণ করিবেন, আর সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রত্যেকে আপনার নব জীবনের কার্য্য আরম্ভ করুন্ এবং তাহারই জন্য দৃঢ়রূপে চেষ্টা করুন, জীবন সার্থক হইবে।

ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তামাক ব্যবহার।

আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, সিন্দূর ব্যবহার দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যের যেরূপ হানি এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের যেরূপ ব্যাঘাত হয় কিছুদিন হইল, আমরা তদ্বিষয় লিখিয়াছিলাম। সেই অনিষ্ট কর ব্যবহারে তাঁহারা কতদূর বিরত হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। অদ্য আমরা তদপেক্ষা একটী অধিক অশিষ্ট ও অনিষ্ট জনক আচারের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদিগের দেশের ভদ্র বংশীয়া মহিলারা তামাক ব্যবহার করেন, একথাটী শুনিয়া অনেকে হয়তো প্রথমতঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন। কিন্তু ফলতঃ এটী আমাদিগের কল্পিত কথা নয়। সহরের মহিলাদিগের মধ্যে এ ব্যবহার তাদৃশ প্রচলিত নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ অনেক ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইহা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্দূর ব্যবহার যেমন একটী শাস্ত্রাদেশ বলিয়া মান্য এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ইহা সেরূপ নয় বটে, কিন্তু ইহা সামান্য অসভ্য ও অপকারক অভ্যাস নহে। সিন্দূর ব্যবহার একটী কুসংস্কারাপন্ন দেশাচারের মধ্যে গণ্য, তজ্জন্য উহার সহিত

মনের সংস্কারের অধিক সম্বন্ধ। মন হইতে কুসংস্কার দূর করিতে পারিলে উহা পরিত্যাগ সুসাধ্য হইয়া যায়। তামাক ব্যবহারের সহিত শরীরের প্রবল সম্বন্ধ। যিনি একবার ইহাতে অভ্যস্ত হন, তিনি পুনরায় ইহা ত্যাগ করা সাধ্যাতীত মনে করেন। পুরুষেরা তামাক বা অপর কোন মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হইলে তাহা পরিত্যাগ করা যেমন দুঃসাধ্য, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই দোষাকর অভ্যাসটী তদপেক্ষা কোন মতে সহজ নহে। যে তামাক পুরুষেরা ধূম দ্বারা সেবন করেন, তাঁহারা "তামাক পোড়া" বা 'গুল' নামে তাহা ব্যবহার করেন। কেবল তৈয়ার ও ব্যবহারের প্রকার ভেদ মাত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং তামাকের ধূম সেবন অপেক্ষা তামাক নিয়ত মুখে রাখাতে যে উহা অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইয়া অধিক অপকার করে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "তামাক পোড়া,, কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং উহা মুখে কি প্রকারে ব্যবহৃত হয় তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা আমরা আবশ্যক বোধ করিলাম না। কারণ যদি তাহা পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ অজ্ঞাত থাকেন, আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদের ভগ্নীদিগের নিকট তাহা সহজ ও উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন।

"কলিকাতা জরন্যাল অব মেডিসেন" নামক চিকিৎসা পত্র এই বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। সিন্দূর যেমন হিন্দুদিগের শাস্ত্রোক্ত একটী প্রাচীন ব্যবহার, গুল সেরূপ নয়; ইহা অধুনা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সিন্দূর ব্যবহারের অনিষ্টতায় সংশয় উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অপকারিতায় কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। ভদ্রবংশীয় হিন্দুমহিলাগণ যেমন নির্ম্মল চরিত্র এবং মিতাচারী এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অতএব তাঁহাদিগের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে এই কদভ্যাস রূপ কলঙ্কের কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে। কিন্তু একটী সুখের বিষয় এই, যখন এই কদর্য্য ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয় তখন মাদকতার জন্য ইহার প্রতি অবলাগণের অনুরাগ হয় নাই। আমাদিগের পরিচিত একটী সম্ভ্রান্ত প্রাচীনা স্ত্রী বহুদিন হইতে এই কুঅভ্যাসে অনুরক্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার প্রতিবাসী মণ্ডলীতে যখন উহার ব্যবহার প্রথমে আরম্ভ হয়, তখন সকলে এই

বিশ্বাসে উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা দাঁত শক্ত হয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি রমণীগণের যেরূপ স্বাভাবিক বিশেষ যত্ন যায়, তাহাতে যে বস্তু ব্যবহার দ্বারা দন্তহীনতা জনিত শ্রীভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ে যে তাঁহারা আদর ও আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে।

আমাদিগের দেশে যে চারি প্রকারে তামাক ব্যবহারের রীতি আছে তন্মধ্যে উক্ত প্রকার ভিন্ন অপর কোন প্রকারে তামাক ব্যবহার হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বামাবোধিনীর পাঠিকা, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ এরূপ জঘন্য অভ্যাসে আসক্ত থাকেন তাহা অতিশয় লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ সেরূপ নাই ইহা নিঃসংশয় হইয়া বলা যায় না। কারণ উল্লিখিত চিকিৎসা পত্রে উক্ত হইয়াছে, যে এই কদভ্যাসে একবার অনুরক্তি হইলে, আপনার কষ্ট অপরের নিন্দা এবং স্বামীর ভর্ৎসনা প্রভৃতি কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করাইতে পারে না। একটী এদেশীয় রমণী হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগের সহিত দেশীয় প্রায় সমস্ত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এই কদভ্যাসটী পরিহার করিতে পারেন নাই। ইহাদ্বারা স্বাস্থ্য ভঙ্গের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

গুল ব্যবহারে যে স্বাস্থ্যের হানি হয় তাহা প্রথমতঃ এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায়:—বমনেচ্ছা, বমন, শিরঃকম্পন, অর্থাৎ মাথা ঘোরা এবং শরীরস্থ মাংসপেশী সকলের শিথিলতা।

তৎপরে বুকজ্বালা, অম্লপিত্ত, অক্ষুধা, উদরভঙ্গ বা এককালে কোষ্ঠবদ্ধ এবং মুখাবয়ব পিঙ্গলবর্ণ ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহার কাহার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য হৃতপিণ্ডের সম্মুখভাগে বেদনা ও বুকের মধ্যে অধিক শব্দ অনুভব হয়। তদ্ভিন্ন নানাবিধ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। কোন পল্লীগ্রামস্থ একটী স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা বুক দুব্ দুব্ করিত এবং হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় নানা পীড়া হইত। নিয়ত "তামাক পোড়া" মুখে রাখা অর্থাৎ গুল ব্যবহার করা তাহার এক মাত্র কারণ নির্ণীত হইয়াছে।

তামাক ব্যবহার দ্বারা অতি বলবান শরীরেরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অতএব কোমল স্নায়ু বিশিষ্ট রমণীগণের স্বাস্থ্যের যে সমধিক অনিষ্ট হয় তাহাতে আর সংশয় নাই। ইহাতে আসক্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন এক একটী উৎকট পীড়া ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। মূত্রাশয় ও গর্ভাশয়ের পীড়া ও তাহাতে এক প্রকার বেদনা, অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগ, প্রদার এবং শারীরিক নিয়মিত কার্য্যের ব্যতিক্রম এই সমুদয় পীড়াও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে ধাতু এ প্রকার বিকৃত হইয়া যায় যে অনেক স্থলে অজীর্ণতা, অর্শ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কতকগুলি রোগ অঙ্গভার স্বরূপ চিরসঙ্গী হইয়া পড়ে।

গুলাসক্ত স্ত্রীদিগের কোন তরুণ রোগ হইলে ঔষধ সেবনের মহা-ব্যাঘাত হয়। কারণ তাঁহারা গুল কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ঔষধের গুণকারী শক্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ইহা দ্বারা যে সমস্ত অপকার ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদয় অপেক্ষা আর একটী বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অনিষ্টকর অভ্যাসে আসক্ত হয়েন শুদ্ধ তাঁহারা নিজে যে তৎদোষের ফল ভোগী হয়েন তাহা নহে, তাঁহাদিগের সন্ততিদিগকেও সেই দুঃখের উত্তরাধিকারী করেন। তাঁহাদিগের সন্তানেরা সুস্থশরীর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। মাতৃ প্রকৃতির বীজ লইয়া রুগ্ন শরীরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই স্নায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং জীবনের মধ্যে অতি অল্প কাল স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

"তামাক পোড়া" ব্যবহারের যে সমস্ত অপকারের কথা বলা হইল, তাহাতে পাঠিকাগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন যে এই বিষতুল্য মাদক দ্রব্য সেবন করা কি প্রকার গর্হিত কার্য্য। যাঁহারা ইহার অনিষ্টকরী শক্তির বিষয় অগ্রে না জানিয়া ভ্রম বশতঃ উহাতে অনুরক্ত আছেন, তাঁহারা এখন হইতে আর সচ্ছন্দ পুর্ব্বক উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। উহা পরিত্যাগের জন্য তাহাদিগের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, এবং যাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে এই মহাশত্রুর হস্তে আপনা-

দিগকে নিক্ষেপ করেন নাই, তাঁহারা বিশেষ রূপে সাবধান হউন যেন ভবিষ্যতে কখন ইহার অধিকার-ভুক্ত হইতে না হয়।

সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য পুষ্পের ন্যায় যেরূপ দেখিতে মনোহর, সেইরূপ শীঘ্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য থাকাতে রমণীরা যেমন সৌভাগ্যবতী, দুর্ভাগ্য ও বিপদেরও তেমনি অধীন। বিকসিত গুলাব পুষ্প দেখিলে যে কেহ আসিয়া বৃক্ষ হইতে তাহাকে অপহরণ করে, পরে উপভোগ দ্বারা ম্লান হইয়া পড়িলে আর তাহার সমাদর কোথায় থাকে? যাঁহারা রূপের নিমিত্ত গর্ব্বিত, দিবানিশি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আপনাদিগের অঙ্গ-রাগ ও বেশবিন্যাস করিতে থাকেন এবং সাধারণের নিকট আপনাদের রূপ দেখাইয়া প্রশংসালাভ করিতে উৎসুক, তাঁহারাও অবশেষে যার-পর-নাই ঘৃণাস্পদ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগকে সুরক্ষিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষার উপায় কি? প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের মতে

> "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
> পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।"

স্ত্রীগণকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করেন, তাহাদের স্বাধীনভাবে চলিবার যোগ্যতা নাই। আমরা এইরূপ প্রথা দেখিয়া আসিতেছি এবং ইহা হইতে সমাজের যে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অসভ্য কালের উপযুক্ত। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত অন্যায়। যখন তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উন্মেষ হয় তখন তাহারা আপনারাই আপনাদের রক্ষক। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রের অন্যত্র আছে ঃ—

> "অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
> আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।"

স্ত্রীগণ বহু সতর্ক আত্মীয় পরিজন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিলেও অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন তাঁহারাই সুরক্ষিতা। এই বাক্যটী অতি সার এবং মূল্যবান।

রমণীগণ! তোমরা আত্মরক্ষার জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্নবতী হও। পদ্ম যেমন নির্জ্জনে থাকিয়া সৌন্দর্য্য সংরক্ষণও বর্দ্ধন করিয়া থাকে, তোমরাও সেইরূপ বিনম্র থাকিয়া আপনাদের গৌরব রক্ষা কর। যদি রূপের জন্য প্রশংসা চাও সর্ব্বদা সকলের চক্ষে প্রকাশিত থাকিও না এবং যদি অনুরাগী সহৃদয় পতি চাও ধর্ম্ম, বিনয় ও কোমলতা গুণে বিভূষিত হও। তোমাদের রূপ বিনষ্ট হইলে এই সকল সদ্গুণে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। ইহা হইলে তোমরা সকল বিপদ্ হইতে সুরক্ষিত থাকিতে পারিবে।

বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা আপনাদের রূপ যদি প্রকাশ করিতে না পার, বামাগণ: তাহার জন্য দুঃখিত হইও না। যদি তোমাদের অন্তরের গুণ থাকে তাহা হইলে আর তোমাদের ভাবনা কি? যাহারা বাহ্যশোভায় ভূষিত, তাহাদের সে অস্থায়ী আড়ম্বরে গর্ব্বিত হওয়া উচিত নয়। পাছে শঠের প্রতারণা জালে পড়িতে হয় এই নিমিত্ত তাহাদিগকে কম্পিত-হৃদয় হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।

বাড়ায় অধিক রূপে যাতনা আপদ্
সামান্য রূপসীগণ সুখী নিরাপদ।

সমধিক রূপবতীগণের যেমন বিপদ্ সমধিক, তেমনি সমধিক আন্তরিক গুণে দৃঢ় হওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা প্রথম বয়সে চঞ্চলমতি হইয়া এই হিতবাক্যের অনুসরণ না করেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। বাহ্য শোভায় লোককে ক্ষণকাল মোহিত রাখিতে পারে, মনের সৌন্দর্য্যই চিরস্থায়ী। ছবি একখানি যত কেন সুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা সুচিত্রিত হউক না, তাহা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। যে নারীর সৌন্দর্য্য ভিন্ন অন্য-গুণ নাই, তাহার সে সৌন্দর্য্য অল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহার প্রতি অনুরাগ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?

দেখলো রূপসি! এই গুলাব সুন্দর,
ফুটিলে সকলে তারে করে সমাদর,
রূপের গৌরবে ফুল রবি পানে চায়
দম্ভভরে, আড়ম্বর অমনি শুকায়।

দেখলে পর্ব্বত পার্শ্বে ছায়াবগুণ্ঠিত
শুভ্রবেশে কমলিনী হয় প্রফুল্লিত!
নিষ্কলঙ্ক কুমারীর প্রতিমার প্রায়,
অক্ষয় কুসুম দল বিরাজে তথায়।

বিনয় নম্রতা যৌবনের আভরণ
জ্ঞানধর্ম্মে মন তব কর সুশোভন
চিরদিন অপার আনন্দে যাবে কাল,
না জানিবে পাপ তাপ বিপদ্ জঞ্জাল।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নক্স বলেন, সরলা কামিনী অতি দুর্লভ রত্ন। এরূপ কামিনী কন্যা হইলে পিতা ভাগ্যবান্, পত্নী হইলে স্বামী ভাগ্যবান্ এবং জননী হইলে সন্তানেরা ভাগ্যবান্। তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হয়েন। যে রমণীরা এরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন নহেন, কিন্তু কেবল মুখমণ্ডল সুন্দর ও বিচিত্র আড়ম্বর করিতে যত্নশীল, তাঁহারা ঔষধালয়ের রঙ্গিল বোতল বা দরজীর দোকানের সুসজ্জিত পুত্তলিকার ন্যায় সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন কিন্তু কোন কার্য্যকর হয়েন না। তাঁহারা আরও দুর্ভাগ্য! তাঁহারা বাল্যকালে রূপের জন্য সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়া থাকেন, সুতরাং মনের উন্নতির জন্য তাঁহাদের চেষ্টা হয় না। বিবাহিতা হউন বা অবিবাহিতা থাকুন বয়োবৃদ্ধি হইলে তাঁহারা প্রায় অলস ও বিলাসী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের দ্বারা না সন্তান পালন, না অন্য গৃহকার্য্য কিছুই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ভবিষ্যতে তাঁহারা প্রায়ই স্বামীর গলগ্রহ হইয়া থাকেন। যুবিনাল নামে একজন নীতিজ্ঞ

খেদ করিয়াছেন যে 'আমাদের সুখই অসুখের কারণ হয়। কে না সন্তান-গণকে রূপবান্ দেখিতে ইচ্ছা করেন? কিন্তু সেই' রূপ কত সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিনাশের কারণ হইয়াছে। তাহারা রূপহীন হইলে হয়ত উপকারী, নিরাপদ ও সুখী হইতে পারিত! অতএব ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে তিনি আর আর বিষয়ে আমাদের প্রতি দয়ালু কিন্তু এবিষয়ে নিষ্ঠুর হউন্।'

যাহা হউক সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

সৌন্দর্য্য চারি অংশে বিভক্তঃ—বর্ণ, গঠন, ভাব ও ভঙ্গী। বর্ণের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ক্ষয়শীল, কিন্তু ইহাই নির্ব্বোধদিগের চক্ষু আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিমিত রূপ হইলে গঠনের সৌন্দর্য্য হয়, ইহার মাধুর্য্য বুঝিতে একটু বিবেচনা আবশ্যক। বর্ণ ও গঠন সম্পূর্ণ বাহ্যিক। এ দুই গুণ না থাকিলেও ভাব ভঙ্গীদ্বারা অনেকে সুন্দর হইতে পারে। শরীরের ভাব মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। আমাদের এক একটী প্রবৃত্তি এক একটী ভাবের উৎস। কেবল মুখ ও চক্ষুতেই যে ভাব প্রকাশ হয় এরূপ নয়, অন্য অন্য অঙ্গদ্বারাও ইহার পরিচয় দেওয়া যায়। সৎপ্রবৃত্তি হইতে যে ভাবগুলি উত্থিত হয় তাহাই সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, অসৎপ্রবৃত্তি হইতে যে ভাব হয় তাহাতে শরীরকে আরও কুৎসিত করিয়া ফেলে। এই হেতু কথিত আছে যে সুশীলতা অতি সুন্দর মুখশ্রীকে আরও সুন্দর করে। পোপ বলেন ঃ—

প্রীতি আশা, আনন্দ সুখের সহচর;
হিংসা ভয় শোক হয় দুঃখের আকর।

বস্তুতঃ অন্তরে সদ্ভাব থাকিলে মুখমণ্ডল ও নয়ন যুগলে যে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় তাঁহাতে দর্শকের চিত্ত মোহিত হইয়া যায়, আর মনে অসৎ-ভাব থাকিলে আকার বিকৃত দেখায় তাহা সকলেরই ঘৃণাকর। অতএব ভাবের সৌন্দর্য্য উপার্জ্জন করা সকলেরই আয়ত্তাধীন।

ভঙ্গী দুই প্রকার গম্ভীর ও মধুর। মিল্টন মানব জাতির আদি পিতা মাতা আদম ও ইভের বর্ণনা স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ঃ—

অনুপম যুগল মুরতি
মরি কি সরল দীর্ঘাকৃতি,
যেন দেব অবতার, নাহি বেশ অলঙ্কার,
স্বভাব শোভায় বিশ্ব চমকে দম্পতি।
তাহাদের স্বর্গীয় বয়ান,
ত্রিদিবের দ্বার অনুমান,
জ্ঞান সত্য পবিত্রতা, সদা বিরাজিত তথা,
তাই সে নরের এত প্রভুত্ব সম্মান।
উভয়েরে ভিন্ন বলে গণি,
প্রকৃতিও বিভিন্ন তেমনি,
বিচার সাহসে নর, নারী হতে শ্রেষ্ঠতর,
কোমলতা মাধুরীতে প্রধানা রমণী।

করুণাময় পরমেশ্বর পদার্থ সকল অসংখ্য প্রকার করিয়া যেমন সৃষ্টির শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, সেইরূপ সৌন্দর্য্য অশেষবিধ করিয়াও কি আশ্চর্য্য অপার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন! সকল বস্তু সকলের চক্ষে সমান সুন্দর নয়। কেহ দীর্ঘ কেহ হ্রস্বাকার, কেহ শুক্ল কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কোমল কেহ উগ্র প্রকৃতি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন গুণকে সৌন্দর্য্যের আকর বোধ করে। দর্শনেন্দ্রিয় যেখানে শোভা দেখিতে না পায়, শ্রবণেন্দ্রিয় পাইয়া থাকে এবং স্বভাবতঃ যাহা কদাকার বোধ হয়, অভ্যাস দ্বারা তাহা প্রীতিকর হইয়া আইসে। এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে লোকের অসন্তোষের আর পরিসীমা থাকিত না। কেবল এক বস্তু সুন্দর হইলে সকলেই তাহা পাইবার নিমিত্ত লালায়িত হইত, তাহা হইলে পরস্পরের বিবাদের স্রোত কখন রুদ্ধ হইত না। বিশেষতঃ মানসিক গুণ সকল চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্যের নিদান করিয়া বিশ্বপতি ইহা সকলেরই আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে যে প্রেমের আকর ও সৌন্দর্য্যের সাগর হইয়া সাধুদিগের চিত্ত বিমোহিত করেন, তাহাই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া যত জানিতে পারিব, অন্যান্য পদার্থ বাস্তবিক কতদূর সুন্দর বা কুৎসিত ততই বুঝিতে পারিব।

পারস্যের প্রাচীন বিবরণ।

বর্ত্তমান কালের অনেক বিচক্ষণ ইতিহাস লেখক অনুমান করেন যে পারস্য দেশ মনুষ্য জাতির আদি বাসভূমি ছিল। ইহার প্রাচীন নাম ইরান্, তদনুসারে তাঁহারা মনে করেন যে পারস্যের পশ্চিমদিকস্থ মিডিয়া দেশে আরীয় এবং পূর্ব্বদিকস্থ ভারতবর্ষে আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এই উভয় জাতি পারস্যের উপনিবেশী। যাহাহউক এদেশের লোকেরা যে অতি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা প্রথমতঃ গো মেষ প্রভৃতি চরাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। জেমসিদ্ নামে এক রাজা ইহাদিগকে কৃষি-কার্য্যের প্রথম শিক্ষা দেন, তাহাতে তাঁহার বংশ পুরুষাণুক্রমে রাজবংশ বলিয়া সম্মানিত হয়। ইহারা প্রথমে মিডিয় জাতির অধীনস্থ ছিল, পরে সাইরস্ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পারস্যের প্রথম রাজা হন। ইনি খৃষ্টের জন্মের ৫৩৩ বৎসর পূর্ব্বে যে রাজ্য সংস্থাপন করেন, খৃষ্টের জন্মের ৩৩৬ পূর্ব্বে মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাহা ধ্বংস করেন। পারস্যের রাজাদিগের নামঃ—সাইরস্, কাম্বাইসিস্, স্মার্ডিস, ডেরায়স্ হিষ্টা-স্পিস্, জরাক্ষিস, আর্টাক্ জরাক্ষিস্, ২য় জরাক্ষিস, সগ্ডায়নস্, ডেরায়স্ নোথস, ২য় আর্টাক্ জরক্ষিস্, ৩য় আর্টাক জরক্ষিস্, আর্সিস, এবং ডেরায়স্ কডোমেনস্।

সাইরস্ অনেক জাতি জয় এবং প্রাচীন বাবিলন মহারাজ্য ধ্বংস করিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। তাঁহার পুত্র কাম্বাইসিস্ মিসর এবং জামাতা ১ম ডেরায়স্ ইউরোপের কিঞ্চি-দংশ ইহাতে ভুক্ত করেন। এই শেষ রাজার সময়ে প্রাচীন গ্রীক জাতির সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা পারস্য সংগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। এই উপলক্ষে মারেথন্, থার্ম্মপালি, সালামিস এবং প্লেটিয়া নামে কয়েকটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। গ্রীকদিগের আপনাদের মধ্যে যতদিন ঐক্য ছিল, ততদিন পারস্যেরা পরাজিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাদিগের মধ্যে পিল-পনিসস্ নামে ঘোর গৃহ-যুদ্ধ ঘটিলে পারস্যেরা তাহাদের পরস্পর দ্বারা পরস্পরের অনেক বিনাশ সাধন করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে পারস্যের

শেষ রাজা ডেরায়স্ ইসস্ ও আর্‌বেলা নামে দুই যুদ্ধে আলেক-জাণ্ডারের নিকট পরাস্ত হইয়া রাজ্য ও প্রাণ হারা হন।

মিডিয়ান্‌দিগের রাজত্বকালে মেজাই অর্থাৎ যাজকদিগের অসীম প্রভুত্ব ছিল এবং পারস্যেরা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা করিত। তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বরের ভাব অস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত ছিল। মিডিয়ান্‌দিগের রাজ্য ধ্বংস হইলে যাজকদিগের ক্ষমতারও হ্রাস হইল। পারস্যেরা প্রবল হইয়া যাজক জাতির বিষম বিদ্বেষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত কাল্‌ডীয় ও মিসরের ব্রাহ্মণজাতি তাহাদিগের শাসনে নিপীড়িত ও অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। প্রথম ডেরায়সের রাজত্বকালে জরোয়াষ্টার নামে এক ঋষি 'জেন্দাবেস্তা' নামে এক ধর্ম্ম-পুস্তক রচনা করেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার মতে ' পরমেশ্বর নিত্য কাল বিদ্যমান এবং আকাশ ও কালের ন্যায় অসীম। জগতে দুই দেবতা—হর্ম্মুজ যাবতীয় মঙ্গলের এবং আরিমান্ যাবতীয় অমঙ্গলের কর্ত্তা। হর্ম্মুজের অনুচরগণ সৃষ্টির রক্ষার জন্য সযত্ন, আরিমানের চরগণ তাহা ধ্বংস করিতে সচেষ্ট। ইহাদের অবিশ্রান্ত বিবাদে জগতে যত মঙ্গল ও অমঙ্গল ঘটিতেছে। কিন্তু হর্ম্মুজ অনন্ত বলিয়া অবশেষে মঙ্গলের জয় হইবে। আলোক মঙ্গলের এবং অন্ধকার অমঙ্গলের দেবতার প্রতি মূর্ত্তি।' পরমেশ্বর না কি জরোয়া-ষ্টারকে বলিয়াছিলেন 'যাহা কিছু উজ্জ্বল তাহার মধ্যে আমার জ্যোতি প্রচ্ছন্ন।" এই জন্য তাঁহার শিষ্যগণ যখন মন্দির মধ্যে পূজা করেন তখন বেদীর জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যখন বাহিরে পূজা করেন সূর্য্য মণ্ডল দর্শন করেন। তাহাদের মতে অগ্নি এবং সূর্য্যই দিব্য আলোক এবং পরমেশ্বর ইহাদের মধ্য দিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চিরকাল সৃষ্টি কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন। বোম্বাই নগরের পারসীদিগের মধ্যে এইরূপ পৌত্তলিক পূজা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, ইহারা প্রাচীন পারস্য বংশীয়।

প্রাচীন পারস্যেরা হিন্দুদিগের মত চারি জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। ১ম, আম্মুজবান। ইহাঁরা যাজক জাতি, কেবল ধর্ম্মকার্য্যে সময় ক্ষেপ ও

পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। ২য়, নিশারী অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যবসায়ী। ৩য়, কৃষক। ৪র্থ, আনেনসাহী অর্থাৎ শিল্পকার ও শ্রমজীবী।

জরোয়াষ্টার যাজক সম্প্রদায় সংশোধন করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেন, কিন্তু প্রকাশ্য পূজাদিতে মেজাই ভিন্ন অন্য কেহ অগ্রসর হইত না। যাজকদিগের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। রাজসভা যাজক এবং দৈবজ্ঞ দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। রাজনিয়ম সকল ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়াতে পুরোহিতদিগের দেওয়ানী বিচারে অধিকার ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে ঠিক্ প্রাচীন ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত। এই জন্য মিডিয় ও পারস্য ব্যবস্থা সকল কঠোর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সামান্য প্রজার ন্যায় রাজাও জাতীয় নিয়মের অধীন ছিলেন; কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। ছত্রপতি বা প্রদেশের শাসন কর্ত্তারাও স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে অসীম আধিপত্য করিতেন। বর্ত্তমানকালে পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের সভা যেরূপ, তাহাদিগেরও সেইরূপ ছিল। রাজার অগণ্য স্ত্রী এবং এক দল ক্লীব দাস থাকিত। বল দ্বারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে হইত এবং বিমাতাগণ আপনাপন সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে গুপ্ত হত্যা বা বিষপান দ্বারা সংহার করিত। রাজা এবং ছত্রপতিদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য পারস্য প্রজাদিগকে এত কর দিতে হইত, যে আসিয়ার মধ্যে তাহাদিগের তুল্য দরিদ্র কৃষক আর দেখা যাইত না। রাজার অধীনে অপরিমেয় সৈন্য ছিল, তদ্ভিন্ন দেশের চতুর্দ্দিকস্থ লুণ্ঠনকারী জাতিদিগকে অর্থ দিতে হইত এবং আবশ্যক হইবা মাত্র প্রত্যেক প্রদেশের সক্ষম প্রজাগণকে অস্ত্র ধারণ করিয়া সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে হইত, ইহাতেও দেশের সামান্য পীড়ন হইত না। ইহাদ্বারা পারস্যেরা অনেক দেশ শীঘ্র শীঘ্র জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্য অধিক কাল রক্ষা করিতে পারে নাই। সৈন্যেরা বেতন বা লুঠের লোভেই যুদ্ধ করিত এবং সেনাপতির প্রতি অনুরাগ ভিন্ন তাহাদের আর কোন সাধারণ বন্ধন ছিল না। সুতরাং তাহারা যত অধিক সংখ্যক হউক না কেন, সেনাপতির পলায়ন দেখিলেই ভঙ্গ দিত এবং দেশ রক্ষা করিতে পারিত না। যেখানে রাজা একাধিপতি, সেখানে সৈন্যগণ একদল

দাসের ন্যায়, রাজকর অতি পীড়নকর এবং প্রজাদিগের স্বত্ব অগ্রাহ্য। পারস্যদিগের মধ্যেও না স্বদেশহিতৈষিতা, না জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াস ছিল; কোন আক্রমণকারী যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভ করিলে আর তাহার শত্রু ভয় থাকিত না। রাজশাসন পরিবর্ত্তনে সাধারণ লোকের কষ্টের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইত না, সুতরাং যখন যে রাজা হউক তাহারা কোন আপত্তি করিত না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দয়া।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কৌমারাবস্থায় লণ্ডনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত তথাকার নানাবিধ সুরম্য আপণ শ্রেণী ও বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তন্নিমিত্ত রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে সহচর, রক্ষক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে না লইয়া শুদ্ধ একখানি শকটারোহণ পূর্ব্বক সামান্য বেশে ও ছদ্মভাবে সহরের ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি এক জন মণিকারের দোকানে নানাবিধ সুসজ্জিত সুন্দর বস্তু অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে একটী তরুণ বয়স্ক রমণী সহসা তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। ঐ ভদ্রবালাটী একছড়া সোণার হার লইবার জন্য নানাবিধ হার দেখিতে ছিলেন। তথায় এমনই সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন প্রকার হার সকল ছিল যে যাহা তিনি দেখেন তাহাই তাঁহার লইবার ইচ্ছা হয়। অবশেষে এক ছড়া হারের কারিকরী ও সৌন্দর্য্যে তিনি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাহা লইবার মানসে মণিকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কিছু সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না? মণিকার বলিলেন ইহা অল্প মূল্যের বস্তু নয়, ইহার মূল্য অধিক। রমণী উত্তর শুনিয়া যেরূপ মুখের ভাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে উহা লইবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহার নাই। তজ্জন্য দুঃখের সহিত মনোনীত দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গতি মত একছড়া অল্প মূল্যের হার ক্রয় করিলেন এবং তাহা তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিতে মণিকারকে বলিয়া গেলেন।

রাজকুমারী অবলাটীর মনের ভাব এবং কার্য্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মণিকারকে কহিলেন তুমি ঐ রমণীর বাটীতে যে হার পাঠাইয়া দিতেছ তাহার সঙ্গে অধিক মূল্যের হার ছড়াও এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়া দেও যে আপনি যৌবনাবস্থার স্বভাব-সুলভ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বশতঃ এই বহুমূল্য সুন্দর হার লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু সদ্বুদ্ধির আদেশে প্রবল ইচ্ছাকে দমন করত যথা কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইহা দেখিয়া আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এবং আপনার সদ্গুণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে পুরস্কার স্বরূপ এই হার আপনাকে প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রবল আশা যে আপনি যৌবন সুলভ চঞ্চল প্রবৃত্তির উপর চিরদিন এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির শাসন রক্ষা করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারিণী হইবেন।

অদ্ভুত দেশাচার।

(৫ম ভাগ ২৩১ পৃষ্ঠার পর)।

২। হাই তুলিলে তুড়ি দেয় কেন? আমরা কোন পল্লীগ্রামস্থ জমীদারের কাছারীতে এক দিন গিয়া দেখি, জমীদার এক এক বার হাই তুলিতেছিলেন, আর চারিদিক তুড়ি-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। সভাস্থ লোকদিগের তোষামোদ দৃষ্টে মনে মনে কতই হাস্য করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলাম, এই সর্ব্বসাধারণ ব্যবহারের কি কোন যৌক্তিক কারণ নাই। অনেকক্ষণ পরে সহসা সৌভাগ্য ক্রমে কোন চিকিৎসক বন্ধুর কথা মনে উদয় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন জনৈক বৃদ্ধ একদা হাই তুলিতে গিয়া তাহার কসের প্রান্তভাগস্থ অস্থি এরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছিল যে, সে ব্যক্তি আর মুখবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। চিকিৎসালয়ে আনীত হইলে, একবার শুদ্ধ যন্ত্রের আঘাতে অস্থি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে বৃদ্ধ অনায়াসে মুখবন্ধ করিয়া সচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই আখ্যা-য়িকাটী স্মরণ হইবা মাত্র তুড়ির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে প্রবৃত্ত

হইলাম। তখন ইহার অর্থ ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম এই তুড়িধ্বনি কেমন ভাব পূর্ণ সঙ্কেত। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা স্মরণ করাইয়া দেয়। হাই তোলা সহজ ক্রিয়া। যখন আমরা অন্যমনস্ক ও অলস হই; প্রায় তখনই ইহা উত্থিত হয়। উত্থিত হইলে ইহার বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না। হাই ফেলিবার সময় প্রায় আমরা মুখব্যাদন বক্র করিয়া লই। ইহাতে মুখের পার্শ্বাস্থি স্থানান্তরিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে আমরা অধিক বিকৃত না করিয়া সমান ভাবে মুখবন্ধ করি, এ প্রকার সতর্ক হওয়া ভাল। এজন্য উপস্থিত ব্যক্তিরা তুড়িধ্বনি করিয়া উঠে। যদি এই সম্ভব কারণ সত্য হয়, ইহা অকারণ নহে এবং ইহার জন্য পূর্ব্বকালীন বিজ্ঞজনগণের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

৩। শৈশবাবস্থায় একদা আমাদিগের বৃদ্ধা পিতামহী রাত্রিকালে সিস দিতে নিবারণ করেন। শুনিয়াছিলাম, রজনীতে সিস দিলে অমঙ্গল হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আবার শুনিলাম, রাত্রিকালে বংশীধ্বনি শুনিলে, এক পুত্র যুক্তা জননীর অন্ন গ্রহণ হয় না। অনুমান হয়, পল্লীগ্রামে আমরা যে প্রকার জঙ্গলের মধ্যে থাকি, তাহাতে আমাদিগের আবাস গৃহের সন্নিকটে সর্প থাকিবার অসম্ভাবনা নাই। সর্পেরা প্রায় সিস এবং বংশীধ্বনিতে উৎফুল্ল হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়। এইরূপ বিপদাশঙ্কায়, বোধ হয়, রজনীতে বংশী ও সিসধ্বনি নিষিদ্ধ আছে।* নিরাহারে থাকিলে জননীর সমস্ত রাত্রি ক্ষুধার জ্বালায় জাগরিতা থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহার অঙ্কস্থিত শিশুসন্তান উত্তম রূপ রক্ষিত হইতে পারে।

শ্রী

---

* বংশীধ্বনি বিষয়ে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে নবদ্বীপের মহাত্মা চৈতন্য শচী মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করাতে তাঁহার জননী সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে নিকটে রাখিতেন। একরাত্রে শচী অত্যন্ত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চৈতন্য বাহিরে তাঁহার কোন সঙ্গীর বংশীধ্বনি শুনিয়া এই সুযোগে গৃহ পরিত্যাগ করেন। শচী বংশীধ্বনি শুনিয়া জাগরিত হইয়া আর পুত্রকে খুঁজিয়া পাইলেন না। এই নিমিত্ত এক পুত্রবতী নারী বংশীধ্বনি শুনিলে পাছে শচীর ন্যায় অবস্থা হয়, এই ভয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

মাতা। সুশীলে ও সত্য! অনেক দিন অবকাশ ছিল না বলিয়া তোমাদিগকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কথা বলিতে পারি নাই, আজি যদি তোমাদের কিছু জানিবার থাকে বল?

সত্য। মা! তুমি বলিয়াছিলে জড় পদার্থের আকর্ষণ গুণ অনেক প্রকার। আমরা মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণের কথা শুনিয়াছি। আর কি আকর্ষণ আছে বল?

মা। আজি তোমাদিগকে কৈশিক আকর্ষণের কথা বলিব। ইহাও এক প্রকার যোগাকর্ষণ অর্থাৎ পরমাণু পরমাণুতে যোগ হইয়া আকর্ষণ হয়। তবে প্রভেদ এই যে ঘন পরমাণু জলীয় পরমাণু আকর্ষণ করে।

সু। মা! ঘন পরামাণু আর জলীয় পরমাণু কি?

মা। তোমরা জান পদার্থ সকল তিন অবস্থায় থাকিতে পারে, ঘন, জলীয় বা দ্রব এবং বায়বীয়। দেখ, জল স্বভাবতঃ জলীয় দ্রব অবস্থায় থাকে, ইহা বরফ হইলে ঘন এবং বাষ্প হইলে বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক খণ্ড স্বর্ণ ঘন অবস্থায় থাকে, তাহা আগুণে গলাইলে দ্রব হয় এবং খুব্ উত্তাপ দিলে ধোঁয়া হইয়া বায়বীয় আকারে উড়িয়া যায়। যোগাকর্ষণের আধিক্য বা অল্পতা প্রযুক্ত পদার্থের এই তিন প্রকার অবস্থা হয়। কৈশিক আকর্ষণে দ্রব পদার্থ ঘন পদার্থের যোগে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জলে হাত দিলে খানিকটা জল হাতে লাগিয়া থাকে। ঘন বস্তু যে দ্রব বস্তুকে আকর্ষণ করে ইহার দৃষ্টান্ত কি দেখ নাই?

সু। আচ্ছা, জলেত কাপড়, কাগজ, কাঠ ভিজিয়া যায়?

মা। ঠিক্ কথা। কিন্তু কৈশিক আকর্ষণের একটী নিয়ম ঘন বস্তু দ্রব বস্তুকে আকর্ষণ করে, ইহার আর একটী প্রধান নিয়ম জান? তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে।

সত্য। কৈশিক শব্দ কি কেশ অর্থাৎ চুল হইতে হইয়াছে?

মা। ঠিক্ বলেছ। কেশ অর্থাৎ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা এই আকর্ষণের কার্য্য হয়, এই জন্য ইহাকে কৈশিক আকর্ষণ বলে? তোমাদিগকে একটা সামান্য কথা

জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি গেলাস্ কি প্রদীপ কি জন্য জ্বলে?

সু। গেলাস্ ও প্রদীপে তেল দেয়, পলিতা-দেয় এবং আলো দিয়া জ্বালাইয়া দিলেই জ্বলিতে থাকে।

স। আমার বোধ হয় ইহার ভিতর কিছু কৌশল আছে, আলো বুঝি তেল টানিয়া লইয়া জ্বলিতে থাকে এবং তেল ফুরাইলেই নিবিয়া যায়।

মা। এখানে কৈশিক আকর্ষণের একটী দৃষ্টান্ত দেখ। তৈলের সহিত পলিতা সংযুক্ত থাকে এবং পলিতার মধ্যে সরু ছিদ্র থাকে, তাহাতে তেল টানিয়া পলিতার মুখের কাছে দেয়, আলো এক জায়গার থাকিয়া যত তেল পায় তাহা গ্রাস করিয়া জ্বলিতে থাকে। যতক্ষণ তেল থাকে কৈশিক আকর্ষণে তাহা উঠিতে থাকে, তেল ফুরাইলেই আলো নিবিয়া যায়।

সত্য। আমি বুঝিয়াছি, আলো না থাকিলেও কৈশিক আকর্ষণে তেল উঠিতে পারে। সে দিন মা আমি পড়িবার জন্য তোমার নিকট হইতে এক প্রদীপ তেল লইয়া রাখিয়াছিলাম, কেবল তাহার মুখ হইতে একটী সলিতা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কি এক এক ফোঁটা করিয়া সমুদায় তেল নীচে পড়িয়া যাইবে? একটু তেল প্রদীপে দেখিলাম না!

সু। এক দিন মা আমি নেকড়া বাঁধিয়া খানিকটা মিছরি ভিজাইয়াছিলাম। নেকড়াটা কিছু বড় হইয়া বাটীর বাহিরে ঝুলিয়াছিল। তাহাতে অর্দ্ধেক মিছরির জল পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিতে না পাইলে সব পড়িয়া যাইত।

মা। তোমরা যাহা দেখিয়াছ তাহাতে আকর্ষণে পলিতা বা নেকড়ার সুক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা তেল ও জল টানিয়া লইয়াছে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহা নীচে পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ কৈশিক আকর্ষণে আমাদের লোম কূপ দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হয়, সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম শিরা দ্বারা শরীরের নানাস্থানে রক্ত সঞ্চারিত হয়; বৃক্ষদিগের রস-প্রণালী মধ্য দিয়া রস সর্ব্বদা গমনাগমন করিতে থাকে। এই আকর্ষণের একটী ত্রুটী হইলে মহা অনিষ্ট ঘটনা হয়।

সু। আমরা শুনিয়াছিলাম, 'নিম্ন দিকেই জল যায়' কিন্তু কৈশিক আকর্ষণে জলত সকল দিকেই যাইতে পারে। এ বড় আশ্চর্য্য!

মা। তোমরা জান না, কৈশিক

আকর্ষণের কৌশলে পাহাড় সকল ফাটাইয়া ফেলা যায়। যাহারা পাথর কাটে, তাহারা পাহাড়ের পাশে একটু একটু কাটিয়া গোঁজা পুতিয়া রাখে রাত্রিকালে সেই গোঁজা সকল শিশির আকর্ষণ করিয়া এত ফুলিয়া উঠে যে তাহা দ্বারা বড় বড় পাথরের খণ্ড আপনাপনি ফাটিয়া থাকে।

সত্য। কৈশিক আকর্ষণের আর কিছু কারণ আছে?

মা। ইহার প্রকৃত কারণ ভাল করিয়া বুঝা তোমাদের পক্ষে সহজ নয়, তথাপি আমি মোটামুটি কতকটা বলিব। এক ফোঁটা জল কাচের উপরে রাখিলে তাহা কাচদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অর্দ্ধ গোলাকার হয়, কিন্তু এক ফোঁটা পারদ সম্পূর্ণ গোলাকার হয় এবং সহজে গড়াইতে থাকে। ইহার কারণ এই, জলের পরমাণু সকলের পরস্পরের সহিত যত আকর্ষণ তাহার অপেক্ষা কাচের সহিত অধিক; এই জন্য তাহারা পরস্পরের আকর্ষণ ছাড়াইয়াও কাচের সহিত সংলগ্ন হয়। কিন্তু পারদের পরমাণু সকলের পরস্পরের সহিত যত আকর্ষণ, কাচের সহিত তত নয় এই জন্য কাচের সহিত মিলিত হয় না। এক পাত্র জলে আর এক পাত্র পারদে যদি এক একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট কাচের নলের মুখ ডুবান যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য দেখা যায়। জলের পাত্রে নলের ভিতরের জল বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ দেখা যায় এবং কি ভিতর কি বাহির উভয় দিকেরই জল সরার ভিতর পিঠের ন্যায় খালা হইয়া থাকে। কিন্তু পারদের পাত্রে নলের ভিতরের পারদ বাহিরের পারদ অপেক্ষা নীচু হইয়া পড়ে এবং কি ভিতর কি বাহির নলের উভয় দিকের পারদের উপরিভাগ সরার বাহির পিঠের ন্যায় উচুঁ হইয়া থাকে।

সত্য। এরূপ হইবার কারণ কি?

মা। ইহার কারণ এই, কাচের ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকাতে এবং কাচের সহিত জলের অধিক আকর্ষণ বলিয়া কাচের ভিতরে জল আকৃষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। পলিতার মধ্য দিয়া যে তৈল উঠে তাহাও ঠিক্ এইরূপে। কাচ সংলগ্ন জল অধিক আকৃষ্ট হয় এই জন্য তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী জল নীচু হইয়া থাকে। জল দুই প্রকারে উঠে, এক কাচের সহিত যাহা সংলগ্ন থাকে তাহা কাচের আকর্ষণে।

দ্বিতীয়, মধ্যের জল পার্শ্বের জলের আকর্ষণে। নলের মধ্যে জলস্তম্ভ যেমন উচ্চ হয়; তাহার ভারত্ব রক্ষার জন্য বাহিরের জল কমিয়া তেমনি ভিতরে আসিতে থাকে। পারদের পরমাণু সকল কাচ অপেক্ষা নিজের নিজের সহিত অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে ইহার বিপরীত ঘটনা হয়। তোমরা স্বচক্ষে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঠিক্ বুঝিতে পার।

সু। জলে আর পারাতে এমন উল্‌টা কার্য্য করে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

মা। কৈশিক আকর্ষণ সম্বন্ধে গুটিকত নিয়ম তোমাদিগকে বলিতেছি মনে রাখিও।

(১) শুষ্ক কাচের একধার জলে ডুবাইয়া অমনি তুলিয়া লইলে তাহাতে যতটুকু জল লাগিয়া থাকে, কাচ ততটুকু জল আকর্ষণ করে। সকল পদার্থের বিষয়েই এইরূপ। শুষ্ক বস্তু অপেক্ষা ভিজা বস্তুতে কৈশিক আকর্ষণ কম হয়।

(২) ছিদ্র যত সূক্ষ্ম হয় আকর্ষণের পরিমাণ ততই বাড়ে।

(৩) নলের নিম্নের ছিদ্র বৃহৎ এবং উপরের ছিদ্র ক্ষুদ্র হইলে উপরের ছিদ্র অনুসারে আকর্ষণ হয়।

(৪) একটা নলের ভিতর আর একটা নল বসাইলে দুই নলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে জল সমান উঠিবে।

(৫) একপাত্র জলে দুইখান কাচ পাশাপাশি ঘেঁশিয়া রাখিলে তাহার মধ্যেও নলের ন্যায় জল উঠিবে।

(৬) দুইখান কাচ ঘেঁশাঘেঁশি বক্র করিয়া রাখিলে জলও বক্র হইয়া উঠিবে।

বঙ্গদেশীয় বাত্যা।

বঙ্গদেশে বাত্যা-সম্বন্ধীয় এই কয়েকটী নিয়ম সচরাচর দেখা যায়।

১। পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিলে, সে বায়ু অত্যন্ত সজল ও অনিষ্টকর হয়। এই বাতাস অধিকক্ষণ গায় লাগাইলে ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বলেরা প্রায়ই দেহ ভার বোধ করে। ইহার সহিত এক প্রকার পাতলা, ছিন্ন ছিন্ন, ও বর্ষণী মেঘ কিয়ৎকাল ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে উড়িয়া আইসে। এই মেঘ ভূতলের অত্যল্প উপর দিয়া চলিয়া যায়। বাতাস যদি অল্পক্ষণেই থামিয়া যায়, তাহা হইলে বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে না। কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যে সকল মেঘ পাতলা, ও খণ্ড খণ্ড হইয়া আসিতে ছিল, তদ্রূপ একটী

বৃহৎকায় বর্ষণী মেঘ আসিয়া ক্রমশঃ গগন দেশ আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার করিয়া ফেলে। পরে বাদলা আরম্ভ হয়। এই বাতাসের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতা অনুসারে এই বাদলারও স্থায়িত্ব এবং প্রবলতা হয়। ইহা বহু-স্থান ব্যাপিয়া ঘটিয়া থাকে। একবার মেঘাবলীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইলে, বাতাস ধরিয়া গেলেও যতক্ষণ না সমুদায় মেঘ বর্ষণ হইয়া যায়, তত-ক্ষণ বাদলা ছাড়ে না। আমাদিগের অনুমান হয়, এই বাতাস ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যব-সায়-বাত্যা হইতে উৎপন্ন হয়। যে সময়ে ঐ স্থায়ীবাত্যার কিছু প্রবলতা হয়, তখন তাহার বেগ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। প্রশান্ত মহা-সাগরের প্রভূত বাষ্পরাশি ইহার সজলতার কারণ। এই মেঘপুঞ্জ হইতে অধিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। যে যে দেশ দিয়া এই বাত্যা বহিয়া যায় সেই সেই দেশে বাদলা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই বাত্যা একেবারে বহুস্থান ব্যাপিয়া যাইবে এইরূপই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

(খ) উত্তর দিকে নীলবর্ণের ঘন মেঘ যদি গোড়া বান্ধিয়া উঠে, তাহা হইলে প্রায় নিশ্চয়ই একটী ক্ষুদ্র ঝড়ের সম্ভাবনা জানিতে পারা যায়। ঝড়ের পরে এক পশলা ভারি বৃষ্টিও হইতে পারে। পশ্চিম দিকে এরূপ হইলেও ঝড় এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা জানা যায়।

গ্রীষ্মকালের প্রথমে অপরাহ্ণ সময়ে প্রায় এরূপ ঘটিয়া থাকে। এজন্য অনুমান হয়, ঐ কালের স্থলীয় অনিলের সহিত এই ঘটনাদ্বয়ের কিছু সম্বন্ধ আছে। আমাদিগের উত্তর দিকে হিমাচল ও পার্ব্বত্যদেশ এবং পশ্চিমে ভারতবর্ষের উচ্চতর মহাবিস্তার। দিবাভাগে এই সমস্ত দেশ উত্তপ্ত হইলে মেঘপুঞ্জ তথাকার স্থলীয় অনিল দ্বারা চালিত হইয়া বঙ্গদেশের নিম্নতলাভিমুখে আসিতে থাকে। নিম্নগামী হইয়া এখানে ঝড় উৎপন্ন করে। উচ্চ প্রদেশ হইতে নিম্নগামী হইলে, পার্থিব আকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে বাতাসের বেগ বৃদ্ধির অনেক সম্ভাবনা।

(গ) দক্ষিণ দিকে মেঘ হইলে প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারতীয় সাগরানিলের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, বোধ হয়। এই সকল মেঘ-পুঞ্জও ভারতসাগরীয় মেঘ বলিয়া অনুমান হইতে পারে।

(ঘ) কিন্তু যে জন্য ভারতবর্ষে বর্ষা ঋতুর উৎপত্তি হয়, তাহা আলো-চনা করিতে গেলে অস্মদ্দেশীয় সাম-য়িক বাত্যার বিশেষ উপকার মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এই বাত্যা যখন দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভারত-

সাগরীয় বিপুল মেঘমালা সমুদায় ইহারই দ্বারা প্রতাড়িত হইয়া ভারত-বর্ষোপরি আনীত হইয়া থাকে। উত্ত-রাঞ্চলে এই মেঘমালা ভীষণ ও উত্তুঙ্গ প্রাচীরের ন্যায় হিমাচলকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। সুত-রাং বাত্যা সহকারে বরাবর উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যায়। স্থানীয় প্রতিবন্ধক পাইলে অমনি ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে। এজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলীয় পার্ব্বত্য দেশসমূহে অগ্রে বর্ষা উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশ অত্যন্ত নিম্নভূমি এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমায় স্থিত এজন্য এখানে গ্রীষ্ম-কালের সর্ব্বশেষে বর্ষাঋতুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যে সকল মেঘপুঞ্জ উত্তরপশ্চিম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাই এখানে বর্ষিত হইয়া থাকে।

— শ্রীপূর্ণ

নূতন সংবাদ।

১ম। বোধ করি আমাদিগের পাঠিকাগণ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন রাজকুমার আলফ্রেড ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বোম্বায়ের বিদ্যালয়, দাতব্যালয় প্রভৃতি সাধারণ হিতকর স্থান সকল দর্শন করিয়াছিলেন। যখন তিনি আলেকজান-ডার বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে যান তখন এইরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছিল। দুইটী পারসি মহিলা একজন একখান বারাণসী কিনখাপের ওড়না ও একজন এক ছড়া ফুলের মালা হস্তে লইয়া রাজকুমারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। প্রথমে ওড়না তৎপরে মালা তাঁহার গলায় উক্ত মহিলাদ্বয় পর পর প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় রমণীটী মালা দিয়া দুই হস্তের অঙ্গুলী একত্র করতঃ যেরূপে জামাইকে বরণ করে সেইরূপে বরণ করিয়া রাজকুমারের মঙ্গলাচরণ করিলেন। রাজকুমার প্রথমতঃ এই কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়া-পন্ন হন পরে মহিলার মঙ্গল উদ্দেশ্য শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন।

২য়। আমাদিগের একজন পাঠি-কার কটকস্থিত ভ্রাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রের একটী সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"এখানে অদ্যাপি বালিকাবিদ্যা-লয় স্থাপিত হয় নাই। কেবল সাহেবদের জন্য একটী খৃষ্টান বামা-বিদ্যালয় আছে। পাদ্রি বকলী

সাহেবেরও তদীয় সহধর্ম্মিণীর আন্তরিক যত্নে পাঁচশত অনাথ রমণী বিদ্যারসের আস্বাদ পাইতেছে। তাহাদের হস্তপ্রস্তুত মোজা ও কার্পেট জুতা, ফুল প্রভৃতি দেখিলে মনে আনন্দ জন্মে ও মিস্ কার্পেন্টরের রেডলজ সংস্কারক বিদ্যালয়ের বিষয় স্মরণ হয়। উক্ত সাহেব ও বিবি অনাথ বালিকাগণকে সন্তানবৎ ভালবাসেন। এমন কি কেহ পীড়িত হইলে স্বহস্তে গু ফেলিয়া থাকেন এমন শুনিয়াছি।"

৩য়। ঢাকা প্রকাশ পাঠে জানা গেল, সিন্ধু নদের কোন শুষ্ক স্থানে মৃত্তিকার নীচে প্রায় সাড়ে আট শ বৎসরের একটী পুরাতন নগর বাহির হইয়াছে। উহার নাম ব্রাহ্মণাবাস।

৪র্থ। বিলাতের একখান কাগজে লিখিত হইয়াছে কোন অন্ধ বৃদ্ধা তাহার একটী কুকুরের শিকল ধরিয়া কন্যার বাটীতে যাইতেছিল। কুকুর আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইত। হঠাৎ বৃদ্ধার হাত হইতে শিকল পড়িয়া যায়। পরে বৃদ্ধা অনুমানে অনুমানে যাইতে যাইতে এক নালায় পড়িয়া গেল। কুকুর তাঁহার কন্যার বাটীতে যাইয়া নানা প্রকার আকার ইঙ্গিতে বৃদ্ধার জামাতাকে সেই স্থানে আনিল। পরে তিনি বৃদ্ধাকে উত্তোলন করিলেন।

৫ম। ১লা এপ্রেলে অর্থাৎ ১৯শে চৈত্র জব্বলপুর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত আরোহী গমনাগমনের রেলওয়ে খুলিয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে তিন দিনে বরাবর বোম্বাই যাইবার সুবিধা হইল। বিলাত গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সুয়েজ খালের সহিত ভূমধ্য সাগরের যোগ হওয়ায় জাহাজের ভাড়া অর্দ্ধেক কমিয়াছে, তাহাতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল খোলায় আরো অধিক সুবিধা হইল।

৬ষ্ঠ। অবলাবান্ধব পত্রে শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীর দানের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের সাহায্যার্থে ৫০টাকা ও যাওয়া আসার পাথেয় বলিয়া ২৫৲ টাকা সমুদয়ে ৭৫৲ টাকা তিনি পুনরায় দান করিয়াছেন। রাণী অনেক প্রকার হিতকর কার্য্যে অনেক দান করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণার্থ বামাকুলের স্থায়ী হিতকর কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করেন, আমাদিগের একান্ত বাসনা।

৭ম। আমাদিগের উড়িষ্যাস্থ কোন ভ্রাতার পত্র হইতে এই সংবাদটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"এখানকার ও ভারসিয়ার বাবু নিম্ন লিখিত ঔষধে ও প্রণালীতে অনেক রাতিকাণা ভাল করিয়াছেন। রোগীর চক্ষুদ্বয়ে সন্ধ্যার পর পানের রস২।১ ফোঁটা দিলে চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকিবে। ৫।৬ মিনিট পরে চক্ষে জলের আছড়া দিলে রোগী পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইবে। রোগ আরামযোগ্য হইলে তৎক্ষণাৎ আরাম হইবে। এই ঔষধে আমি ৪।৫ টী রোগী আরাম করিয়াছি ও করিতে দেখিয়াছি। ওভারসিয়ার বাবুর মুখে শুনিলাম যে, তিনি তাম্বুল রস দ্বারা অত্রত্য ৫০০।৬০০ রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।"

আমাদিগের পাঠিকাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যে এত অধিক সংখ্যক রাতিকাণা পাওয়া কি প্রকারে সম্ভব। কিন্তু আমরা শুনিলাম যে উড়িষ্যাবাসী দিগের মধ্যে অনেক রাতিকাণা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ স্থানে এই ঔষধের পরীক্ষাও হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের মহিমা।

যে দিকেতে ফিরাই নয়ন
সেই দিকে করি বিলোকন
অপার বিভু মহিমা
মিলে না যাহার সীমা
সকলই কৌশলে রচন।

প্রভাতের তরুণ তপন
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন
পাখীর ললিত গীত
সকলেই প্রফুল্লিত
মনুজের হরষিত মন।

নানাবিধ কুসুম নিচয়
সারি সারি ফুটে সমুদায়
সুমধুর মনোহর
শোভয়ে ধরণীপর
গন্ধবহ সুসৌরভ বয়।

শস্য পূর্ণ হরিত প্রান্তর
বীচিস্যেন ধরণী উপর
মনোহর সুরঞ্জিত
থাকয়ে হয়ে শোভিত
দর্শকের নেত্র তৃপ্তি কর।

সুষমা পূরিত উপবন
তাহে করে বিহগ কূজন
লতা পাতা বিমণ্ডিত
তরু রাজি সুশোভিত
সকলই হরে লয় মন।

নিরমল সুনীল আকাশে
আহা! যবে চন্দ্রমা প্রকাশে
দশদিক আলোময়
নিশীথে দিবসোদয়
হাসি মুখে কুমুদ বিকাশে।

নিবিড় নীরদ দল মাজে
ক্ষণ প্রভা কি সুন্দর সাজে,
চমকিয়া ত্রিভুবন
সচকিত করে মন
ক্ষণে ক্ষণে অম্বরে বিরাজে।

কাদম্বিনী হেরিলে অম্বরে
শিখীকুল পুলকের ভরে
স্বীয় পুচ্ছ বিস্তারিয়ে
শিখিনীরে সঙ্গে নিয়ে
কিবা নৃত্য আরম্ভন করে।

প্রকাণ্ড ভূধর শ্রেণীচয়
যেন কারো নাহি করে ভয়
উন্নত করিয়া শির
দৃঢ় কায় মহাবীর
কিছুতেই কাঁপে না হৃদয়।

সেই সব ভূধরের গায়
আহা কি সুন্দর শোভা পায়
সুশোভিত মনোহর
বিবিধ তরু নিকর
হেরিলেই নয়ন জুড়ায়।

নির্ঝরের সুশীতল জল
কিবা স্বচ্ছ কিবা নিরমল!
গিরিবর শির হতে
সুগম্ভীর নিনাদেতে
পড়ে আসি অচলের তল।

চারিদিকে সুবিশাল গিরি
দাঁড়াইয়ে শোভে সারি সারি
তার মাঝে সুললিত
উপত্যকা সুশোভিত
কি সুন্দর আহা মরি মরি।

এই সব অপূর্ব্ব রচন
দিবানিশি করিছে ঘোষণ
মহত বিভু মহিমা
অচিন্তন অনুপমা
গাও সবে আনন্দিত মন।

কুমারী ব্রাধারাণী
লাহিড়ী।
কলিকাতা।

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”
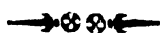
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮২ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্ম-শিক্ষার আবশ্যকতা।

বিদ্যাশিক্ষা কিসের নিমিত্ত? না মনুষ্য জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সকল সাধন করিবে। সকলেই জানে একটী গর্দ্দভ কি বলদের পৃষ্ঠে এক বোঝা পুস্তক চাপাইলে কিছু ফল দর্শে না, মনুষ্যও কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিলেই তাঁহার মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। প্রত্যুত, বিদ্যাদ্বারা কেবল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইলে হিত না হইয়া বিপরীত ঘটিয়া থাকে। বিদ্যা ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র পদার্থ, বিদ্যাবান্ হইলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ইহা অনেকে বুঝিয়াছেন। এখন আমাদিগের দেশে কত বিদ্যালয় হইয়াছে এবং বৎসর বৎসর কত পরিমাণে বিদ্বানের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কত অল্প! বিদ্বান্-অভিমানীদিগের মধ্যে নাস্তিকতা, সাংসারিতা, মাদক সেবন ও চরিত্র দোষ এত প্রবেশ করিতেছে যে তাহা ভাবিতে গেলে বিদ্যাকে ধিক্কার দিয়া দেশান্তরিত করিতে কত দেশহিতৈষী ব্যক্তির ইচ্ছা হয়! বালকদিগের ধর্ম্মহীন বিদ্যাশিক্ষাই এই দারুণ দুর্ভাগ্যের মূল। বিবেচক ব্যক্তিগণ এক্ষণে বুঝিতে

পারিতেছেন যে যতদিন বিদ্যালয়সকলে বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার যোগ না হইবে ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইবে না।

এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এ দেশের প্রাচীনলোকেরা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আপত্তি করেন তাহার প্রধান কারণ এই, তাহাদিগের চরিত্র মন্দ হইয়া যাইবে। অনেক বিদ্বান্ পুরুষের আচরণ দেখিয়া তাঁহারা এ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আরও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যেমন বরফের উপর এক বিন্দু মলা পড়িলে অধিক কুৎসিত দেখায়, কমনীয় নারী-চরিত্রে একবিন্দু দোষও সেইরূপ চক্ষুশূল হয়। এই জন্য যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন অথবা যে সকল অঙ্গনা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ যত্নবতী হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে চরিত্র পবিত্র হয় তাহার উপায় করেন। ধর্ম্ম-শিক্ষার সহিত যোগ রক্ষা করাই ইহার একমাত্র উপায়। পুরুষদিগের বিদ্যালয়ে এ প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্বাবধি হয় নাই এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে হওয়াও সুকঠিন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের এই শিক্ষার প্রারম্ভকাল হইতে সুব্যবস্থা হইলে তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে। আর তাহাদিগকে অর্থকরী বিদ্যার জন্য ভাবিতে হইতেছে না, অতএব চরিত্র বিশুদ্ধকরী বিদ্যার অনুশীলন করা বিধেয়।

আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক দেশের অপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারিণী, এই জন্য তাঁহারা নিতান্ত হীনাবস্থায় থাকিয়াও স্ব স্ব গৃহকে সুখধাম করিতেছেন। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে পুরুষেরা নিজে যত কেন দুশ্চরিত্র হউন না, তথাপি তাঁহাদিগের স্ত্রী, কন্যা ও মাতা প্রভৃতিকে ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে চান এবং তাঁহাদিগের চরিত্রের প্রতি কোন দোষস্পর্শ হইলে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন। অতএব এখন আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা নারীগণের কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা এবং কি কি উপায়ে তাহার নিরাকরণ হইতে পারে।

১ম। পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা চরিত্র সংশোধন হইতেছে না

কেন? ইহা অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, পুরুষেরা যে বিদ্যা শিখিতেছেন তাঁহা বাহ্যিক ও অসার, তাহাদ্বারা সংসারের কাজ কর্ম্মের উপযুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু চরিত্র শোধন ও মনুষ্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না। ধর্ম্ম-বিহীন বিদ্যা সামান্য বিদ্যা; তাহাতে কেবল অহঙ্কার হয়। সামান্য বিদ্যা অতি ভয়ানক। পোপ নামে এক কবি বলেন,

সামান্য বিদ্যার অতি ভয়ঙ্কর ফল,
ডুবিবে গভীর কিম্বা না ছোঁবে সে জল।

স্ত্রীলোকেরা সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইবেন আমরা তাহা চাহিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদিগের যে টুকু বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহা যাহাতে সার হয় এবং ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া চির-জীবনের কল্যাণসাধন করে এইটী আমাদিগের কামনা। এবিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সুবিধা আছে। পুরুষদিগের শিক্ষাপ্রণালী এক প্রকার স্থির হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হইতেছে এবং ইহাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর যেরূপ নিয়ম স্থির করা যায় তাহাতে তত প্রতিবন্ধক হইবার বিষয় নাই। অতএব স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার মূলে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা সংযুক্ত করা আবশ্যক। তাহা না হইলে অসার বিদ্যা শিখিয়া আড়ম্বর ও অভিমান প্রকাশ যত হইবে, উপকার তত দর্শিবে না।

২য়। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের যে সদ্গুণ গুলি আছে তাহার একটীও যেন অসাবধানতা ক্রমে অগ্রাহ্য বা বিলুপ্ত করা না হয়। বিনয়, সুশীলতা লজ্জা, দয়া, পতিভক্তি, গুরুজন সেবা এবং গৃহকার্য্য সাধনে যত্ন এই গুলি প্রাচীনা হিন্দুমহিলাগণের প্রধান গুণ। বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে যদি অহঙ্কার, নিলর্জ্জতা, গুরুজনের প্রতি অভক্তি, সৌখীনতা এবং গৃহকার্য্যে আলস্য বা ঔদাস্য এই সকল দোষ জন্মে, তাহা নিতান্ত দুঃখের কারণ হইবে। যে বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান মার্জ্জিত হয়, তাহা শিক্ষা করিলে এই সকল দোষ নিবারণ হইতে পারে।

৩য়। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা বিজাতীয়দিগের সহিত অধিক পরিচিত

হওয়া যায়। ইহাদ্বারা অন্য অন্য জাতির সভ্যতা অণুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়। অণুকরণ করিতে গেলে গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক শিক্ষা হয়। বাঙ্গালী পুরুষেরা সাহেবদিগের অণুকরণ করিতে গিয়া সুরাপান, হোটেলে অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং পিতা মাতা প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধা করিতে যত শিখিয়াছেন, তাহাদিগের সাহস, অধ্যবসায়, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকেরা বিবী হইতে গেলেও তাহাদিগের দোষ গুলি আগে অধিকার করিয়া বসিবে। হিন্দু-রমণীরা স্বজাতীয় প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অন্যজাতির সদ্‌গুণ গুলি যাহাতে বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিবেন।

৪র্থ। স্বাধীনতার অপব্যবহার। বিদ্যাশিক্ষা করিলে অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না জানিলে তাহা স্বেচ্ছাচার হইয়া অনেক কুফল প্রসব করিয়া থাকে। কোন শাসন মানিব না, যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, যে পথে যখন সুবিধা পাই সেই পথ অবলম্বন করিব, এই ভাবে চলিয়া অনেক বাঙ্গালী যুবক মারা গিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের এ ভাব হইলে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। ধর্ম্মের শাসন অনুসারে চলিতে না শিখিয়া স্বাধীনতার নাম লওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। মানুষের মন যেরূপ দুর্ব্বল এবং সংসারে যেরূপ প্রলোভন তাহাতে মন নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইলে প্রায়ই পাপ করিয়া ফেলে। অতএব স্ত্রীগণ যেন কম্পান্বিত হৃদয়ে স্বাধীনতার নাম গ্রহণ করেন। যে শিক্ষাদ্বারা ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকলকে বশে রাখিয়া ধর্ম্মপথে চলিবার ক্ষমতা হয় তাহাই উপার্জ্জন করা বিধেয়।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা পুরুষদিগের মধ্যে যে সকল ভয়ঙ্কর দোষ ঘটিতেছে তাহার দৃষ্টান্তে নারীগণকে সাবধান করা যাইতেছে। ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব কেবল এ সকল দোষের কারণ। নারীগণের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ হয়; তাহাদিগের জ্ঞানের যেমন উন্নতি হইবে, সেইরূপ যদি সদ্ভাব সকলেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে স্ত্রী-

শিক্ষার প্রতি কাহার বিদ্বেষ বা আপত্তি থাকিতে পারে না। জ্ঞানোন্নত ও ধর্ম্মভূষিত রমণী কাহার না আনন্দদায়িনী হয়েন? আমাদিগের নারীগণ প্রাচীনাগণের ন্যায় গৃহলক্ষ্মীর গুণ সকল ধারণ করেন, অথচ তাহাদিগের ভ্রম কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। ভ্রম কুসংস্কারে অনেক অপকার হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু রমণীগণের চরিত্র দূষিত হইলে তাহা হইতে নরক অগ্নি নির্গত হইয়া পরিবার ও সমাজকে এককালে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

এই স্থলে কিরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য তাহা একবার বিবেচনা কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মের নানাবিধ মতামত শিখিবে ও তাহা লইয়া তর্কশক্তি চরিতার্থ করিবে তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মের সাধারণ মূল নিয়ম গুলিতে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, যাহাতে কর্ত্তব্য জ্ঞান উজ্জ্বল হয়. এবং যাহাতে আপনাদিগের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া চরিত্র সুন্দর ও জীবন পবিত্র করিতে পারে, এইরূপ শিক্ষা আবশ্যক। ধর্ম্মের কয়েকটী মূল নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১। সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার পূজা করিবে।

২। সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া ভাই ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্বদেশের এবং মনুষ্য জাতির হিতসাধনে যত্ন করিবে।

৩। সংসার ধর্ম্ম পালন করিবে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, ভাই ভগিনীর প্রতি প্রীতি, স্বামীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম এবং পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে এবং আপনার ন্যায় তাহাঁদিগের সুখ ও মঙ্গল সাধনে সুখী হইবে। গৃহ কার্য্যে সুদক্ষা হইবে।

৪। সত্য পরায়ণ হইবে। মনে, বাক্যে, কি কার্য্যে কখন কপটতা, মিথ্যা কি প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইবে না। যাহা যাহার ন্যায্য তাহা তাহাকে দিবে। পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না।

৫। দয়াশীল হইবে। তোমার সাধ্যে যখন যাহার যে উপকার করিতে পার, তাহার সুবিধা ছাড়িবে না। শত্রুরও ইষ্ট সাধন করিতে সচেষ্ট হইবে।

৬। ত্যাগ স্বীকার করিবে। ধর্ম্মের জন্য সুখ ত্যাগ ও দুঃখ সহ্য

করিতে হয় তাহাতে কাতর হইবে না। সকলের প্রতি ক্ষমা ও নম্রতা প্রদর্শন করিবে।

৭। সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিবে। পতির প্রতি ভক্তি ও প্রাণ দিয়া তাঁহার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবে। পতি ভিন্ন অপর পুরুষকে মনে মনেও ইচ্ছা করিবে না।

৮। শারীরিক কর্ত্তব্য পালন করিবে। যাহাতে শরীরকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান, অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৯। জ্ঞান ও ধর্ম্ম দ্বারা মনের উন্নতি করিবে। কুসংস্কার ও পাপ যত্নের সহিত মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

১০। পরলোকের প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় থাকিয়া ইহলোকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে।

এইরূপ ধর্ম্ম-নিয়মের যত ব্যাখ্যা হইয়া—যত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া নারীগণের জীবন বিশুদ্ধ হয়, স্ত্রীশিক্ষার সেই উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয়। ইহাতে সমাজের কল্যাণ ও প্রত্যেকের কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

পতিব্রতা এবং সতী।

পতিব্রতা এবং সতী হইলে বামাগণের যে প্রকার শোভা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, নানালঙ্কার ভূষিতা হইলেও সে শোভা সৌন্দর্য্য লাভ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে যুবতী রমণীগণ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। স্ত্রী জাতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য অনেকেই প্রয়াসী নহেন।

যে স্ত্রী পতিব্রতা নহেন তাঁহাকে পুরস্ত্রী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সময়ে সময়ে হাব ভাব প্রকাশ করিয়া পতির মনোরঞ্জন করাকে পতিব্রতার লক্ষণ বলা যায় না। গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক বাস্তবিক পতিকে প্রণয় করেন না। তাঁহারা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিলাস বস্তুর প্রকৃত প্রণয়িনী; পতিপ্রণয়িনী

নহেন। যে পতি অর্থশালী, উপার্জ্জন-শীল, পত্নীর আজ্ঞামত বিলাস বস্তু সকল প্রদান করিতে পারেন তিনি কিছুদিন পত্নীর প্রণয় ভোগ করিতে পারেন। যদি তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন তবে তিনি স্ত্রীর প্রণয়ে অধিকারী নহেন! যে স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহাকে বিবিধ উপাদেয় পদার্থ প্রদান করিত, তাঁহার একটু পীড়া হইলে তাহার অসুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না, অর্থাগমের অভাব প্রযুক্ত ঘোর দরিদ্র দশা উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রী সেই পতিকে সহস্র কটু বাক্য না বলিয়া শাকান্নও প্রদান করে না, অনেক দুর্ভাগ্য পুরুষ এই অবস্থায় প্রত্যেক অন্ন গ্রাস অশ্রুপাতের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। পাঠিকাগণ! তোমরাই সত্য সত্য বল দেখি এরূপ স্ত্রী পতিকে প্রণয় করে, কি, বিলাস বস্তুকে প্রণয় করে? যে বিলাস বস্তুকে প্রণয় করে তাহাকে পতিব্রতা বলা যায় না। বিলাস প্রণয়িনী এবং বারাঙ্গানতে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই, ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যে স্ত্রী প্রকৃতরূপে পতিপ্রণয়িনী, সেই যথার্থ পতিব্রতা। পতির সুখেই তাহার সুখ, পতির দুঃখেই তাহার দুঃখ। পতিব্রতার নিকট পতির নামটী যেমন সুমধুর ও আনন্দ জনক এমন আর কোন পদার্থ নহে। পতির নাম শুনিতে তাহার আনন্দ হয়, পতির নাম বলিতে তাহার আনন্দ হয়, পতির প্রশংসাবাদ শুনিয়া তাহার হৃদয় স্ফীত হয়। সে প্রাণান্তে পতির নিন্দা শ্রবণ করিতে পারে না। পতিব্রতা স্ত্রী উপার্জ্জন শীল পতিকে যে প্রকার সমাদর করেন, পতি দরিদ্র হইলেও সেই প্রকার সমাদর করেন। পতি অট্টালিকায় থাকিলে পতিব্রতা অট্টালিকায় থাকেন পতি বনে গমন করিলে তিনিও বনে গমন করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে এসকল সত্যযুগের কথা, কলিকালে এমন স্ত্রীলোক দেখা যায় না। সতী, দময়ন্তী কি সীতার মত রমণী কি এখন সম্ভব? কলিকালেও পতিব্রতা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। আমরা ইহার গুটিকত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। চাকদহ যশড়া নিবাসী কোন ভদ্র লোকের স্ত্রী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বহস্তে পতির সেবা সুশ্রুষা করিতেন। তাঁহার যখন অল্প বয়স ছিল তখনও তিনি স্বহস্তে পতিকে স্নান করাইতেন, পতির ভোজন হইলে সেই অন্ন ভোজন করি-

তেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে পতিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া গাত্রো-থান করিতেন। কালক্রমে তাঁহার পতির বিষয় কার্য্যে অসুবিধা হওয়াতে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে মানস করিলেন, তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে চাহিলেন-কিছুতেই তাঁহাকে নিবারণ করা গেল না। সুতরাং সেই দম্পতি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। গঙ্গাপার হইয়াই তাঁহারা গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী বেশে বহুকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেই কোমলাঙ্গী কুলবালা স্বামি-সেবার জন্য কতদূর কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন চিন্তা করিতেও হৃদয় বিকম্পিত হয়। 'কোন কোন পতিব্রতা স্বামীকর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িতা হইয়াও নিস্বার্থ ভাবে স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। রঙ্গপুরে ভদ্র বংশীয় কোন পাষণ্ড সুরা ও বেশ্যাসক্ত হইয়া স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিত; সেই পতি-ব্রতা স্ত্রী এত যন্ত্রণার মধ্যেও স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অনেকে তাঁহাকে স্বামী হইতে দূরে থাকিতে পরা-মর্শ দিতেন তিনি উত্তর করিতেন যে, "আমি উহাঁর দাসী, আমি উহাঁর চরণ ছাড়া হইতে পারি না। আমি যে, দিনান্তে একবার উহাঁকে দেখিতে পাই ইহাই আমার সৌভাগ্য, আমি অন্য সুখের প্রত্যাশী নহি।" এই প্রকার পতিব্রতার স্বামীই জীবন। স্বামীর বন্ধু তাঁহার বন্ধু, স্বামীর আত্মীয় তাঁহার আত্মীয়, স্বামীর পিতা মাতা তাঁহার পিতা মাতা। তিনি প্রাণান্তেও পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না।

এই স্থলে আমাদের কিছু বলিবার আছে। পতি যদি অসৎ কার্য্য করিতে বলেন পতিরই মঙ্গলের জন্য তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য নহে। সে আদেশ পালন করিলে পতির অমঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক দিন হইল আমরা কলিকাতার এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে বাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সুরাপান করিয়া থাকেন। সেই স্ত্রীলোকটী স্বামীর আদেশে স্বামীর বন্ধু বান্ধবের সহিত সুরাপান করিয়া যে প্রকার কুৎসিত কার্য্য করেন তাহা মুখে উচ্চারণ করাও পাপ। পূর্ব্বে

সে স্ত্রীলোকটী সুরাপান করিত না। স্বামীর নিতান্ত অনুরোধে আরম্ভ করিয়া শেষে এই প্রকার পিশাচী হইয়াছে। অতএব পতিব্রতা হইয়া স্বামীর মঙ্গলের জন্য যত্নবতী থাকিতে হইবে সুতরাং স্বামীর কোন কথা পালন করিলে যদি স্বামীর অমঙ্গল হয় তবে প্রাণান্তেও তাহা প্রতিপালন করিবেন না। যেমন স্বামী পীড়িত হইয়া কুপথ্য চাহিলে তাহা প্রদান করা কখনই উচিত নহে। পতিব্রতা সহস্র যন্ত্রণা পাইয়াও প্রাণান্তে স্বামীকে কটু কর্কশ বাক্য কহিবেন না। বরং স্বামীকে সুখী করিবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিবেন।

প্রকৃত পতিব্রতার বৈধব্যদশা হয় না। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলেও তিনি সেই পরলোক বাসী পতিকে বিদেশ বাসী পতির ন্যায় অকৃত্রিম প্রণয় ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই পতিব্রতাকে বিধবাবলিয়া গণ্য করা যায় না। ফরিদপুর জেলাতে মুসলমান জাতীয় একটী পতিব্রতা স্ত্রীলোক, তাঁহার কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত স্বামীকে সর্ব্বদা সেবা সুশ্রুষা করিতেন একদিনও তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। বিষম রোগ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে একজন ধনী মুসলমান সেই পরমসুন্দরী রমণীকে "নিকা" করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। সেই পতিব্রতা উত্তর করিয়াছিলেন যে, "আমার স্বামী পরলোকে জীবিত আছেন, পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।" তথাপি দুষ্ট যবন পীড়া পীড়ি করিয়াছিল, কএকজন ভদ্র লোকের সাহায্যে পতিব্রতার ধর্ম্ম রক্ষা হয়। যে স্ত্রী এইরূপ পতিব্রতা, তিনিই বামাকুলের ভূষণ। পৃথিবী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া পবিত্র হয়।

কেবল পতিব্রতা হইলে হইবে না, সতী হইতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, যে স্ত্রী পরপুরুষে উপগতা না হয় সেই সতী। সতীর এই মাত্র লক্ষণ নহে। পরপুরুষে উপগতা হইলে সতীত্ব নষ্ট হয়, পরপুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়, মনে মনে পরপুরুষ ইচ্ছা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। ক্রোধ করিলে, কলহ করিলে, হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা করিলে, চুরি করিলে, কোন প্রকারে পরের অনিষ্ট চিন্তা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। যে কোন প্রকারে ইষ্টদেবের

পূজা না করে তাহার সতীত্ব নষ্ট হয়। বাস্তবিক ধর্ম্ম হইতে একপদ বিচ্যুত হইলেই সতীত্ব হইতে বিচ্যুত হওয়া হয়। যে স্ত্রী ঈশ্বর পরায়ণা হইয়া কায়মনোবাক্যে পাপ না করে সেই সতী। এই রূপ পতিব্রতা ও সতী না হইলে বামাগণের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অতএব বামাগণ! পতিব্রতা এবং সতী হইয়া স্ত্রী সমাজের মুখ উজ্জ্বল কর। ইহলোকে পরলোকে তোমাদের সাধু জীবন পরিকীর্ত্তিত হউক।

রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভূচিত্রে পুরাতন মহাদ্বীপের উত্তরাংশে যে বৃহৎ রাজ্যের চিত্র দেখা যায় ইহাকে রুসিয়া বলে। শুনা যায় প্রাচীন কালে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় করিতে গিয়া এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা উত্তর কুরুবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই রাজ্য ইউরোপ ও আসিয়া উভয় খণ্ডে থাকাতে ইহার এক ভাগকে ইউরোপীয় রুসিয়া ও অপর ভাগকে সাইবিরিয়া বলে। ইউরোপীয় রুসিয়াতেই ইহার রাজধানী। মহাত্মা পিটার নামে এক সম্রাট ইহা সংস্থাপন করেন বলিয়া ইহার নাম সেন্ট পিটার্সবর্গ। কলিকাতা নগর যতদিন ইহাও ততদিন মাত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রুসিয়ার কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহার বাস্তবিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা পিটার সিংহাসনারূঢ় হইয়া ইহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। ১৭২৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী রাজ্ঞী ১ম কাথারিন উত্তরাধিকারিণী হন। তাঁহার রাজত্ব ২ বৎসর ছিল। তৎপরে তাহার পুত্র ২য় পিটার ৩ বৎসর রাজ্য করেন। পিটারের ভ্রাতুষ্পুত্রী আনী ১৭৩০ হইতে ১৭৪০ পর্য্যন্ত শাসন করেন। তৃতীয় ইভান নামে এক শিশু রাজার রাজত্ব প্রায় দুই বৎসর ছিল। ১ম পিটারের কন্যা এলিজেবেথ ১৭৪২ অব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া ২০ বৎসর শাসন করেন এবং রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান। ৩য় পিটার উত্তরাধিকারী হইয়া এক বৎসরের মধ্যে রাজ্য ও প্রাণ হারা হন। বিধবা রাণী ২য় কাথারিন সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রুসিয়ার

যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ১৭৯৬ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত পুত্র ১ম পল সম্রাট হইয়া ফ্রান্সের বিপক্ষতা করেন এবং সেনাপতি সুয়ারোর পরাক্রমে রুসিয়ার বহু জয় লাভ দেখিতে পান। পলের অত্যাচারে প্রজাগণ তাহাকে হত্যা করে এবং তাহার পুত্র আলেক্‌জাণ্ডার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সম্রাট্ নিকোলস্ আপনার ক্ষমতা বদ্ধমূল করেন। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ইংরাজ, ফরাসী ও তুরুষ্ক জাতির ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৮৫৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বর্ত্তমান সম্রাট্ ২য় আলেক্‌জাণ্ডার সিংহাসন আরোহণ করেন।

রুসিয়ার লোকদিগকে স্ক্লাবোনিক জাতি বলে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ নয়। মদ্যপান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। জুয়া খেলারও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। ভদ্র লোকেরা ভূস্বামী, তাহারা বড়মানুষী রূপে চলিয়া থাকেন এবং অসংখ্য ভৃত্য রাখেন। রুসিয়ার কৃষকেরা দাস-বৎ এবং ভদ্রলোকেরা মূর্খ, অহঙ্কারী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং যথেচ্ছাচারী। নীচ জাতিরা মিথ্যা প্রবঞ্চনায় বিলক্ষণ পটু। ইহারা গ্রীক চর্চ্চ নামে একটী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কিন্তু রাজনিয়মানুসারে প্রজারা যাহার যে ধর্ম্ম তাহা মানিয়া চলিতে পারে। মুসলমানদিগের প্রতিও বিদ্বেষ নাই। রুসিয়ার প্রায় এক কোটী লোক প্রচলিত ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়াছে। এখানে বিদ্যাশিক্ষা সামান্য, কিন্তু ক্রমে তাহার উন্নতি হইতেছে। রুসিয়ার নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৬ লক্ষ। রুসিয়ার রাজাকে ঝার অথবা সম্রাট্ বলে। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাহার ক্ষমতার সীমা নাই। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৮ কোটী। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ অধিক। ভদ্রলোকদিগের অদ্যাপি অন্যূন দুই কোটী ক্রীতদাস আছে। সাইবিরিয়ার লোক সংখ্যা ৪০ লক্ষ।

পৃথিবীর মধ্যে রুসিয়েরা এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা দিগ্বিজয়ী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা তাতার দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষের নিকটস্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি বরাবর আছে। পিটার এই দেশ জয়ের উপর তাহাদিগের মহোন্নতি নির্ভর করে বলিয়া গিয়াছেন।

নারীচরিত।

প্রাস্কোবিয়া।

রুসিয়া মহারাজ্যের অন্তর্গত সেন্টপিটার্সবর্গ নগরে লফুলপ নামে এক ভদ্র লোক বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে রাজার নিকট কোন অপরাধ করাতে তিনি সপরিবারে সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত হন। এই দেশে লোকালয় অতি বিরল। ইহার অধিকাংশ অরণ্য পূর্ণ এবং হিংস্র জন্তুর বাসভূমি। লফুলপ সমুদায় ধনসম্পত্তি, জন্মভূমি এবং আত্মীয় কুটুম্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার ভার্য্যা ও একটী কন্যা সঙ্গে লইয়া এই ভয়ানক স্থানের অধিবাসী হইলেন। এই কন্যার নাম প্রাস্কোবিয়া। নির্ব্বাসন কালে তিনি অতি শিশু ছিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন তাহার বয়স পনর বৎসর হইল, তিনি একদিন পিতা মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাদিগের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা আপনাদিগের অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। প্রাস্কোবিয়া মাতার মুখে সমুদায় দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যার পর নাই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বিনয় পূর্ব্বক জননীকে বলিলেন "মাতঃ। আমি সম্রাটের নিকটে স্বয়ং গিয়া আপনাদের মুক্তির জন্য আবেদন করিতে চাই, অনুমতি প্রদান করুন।" তাহার এই অসম সাহসিক কথায় তাহার পিতা মাতা প্রথমে স্বীকার পাইলেন না. কিন্তু পরে তাহার একান্ত জিদ্ নিবারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন। প্রাস্কোবিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবত সুশীলা ও ধর্ম্ম পরায়ণা ছিলেন। তাহাকে বহুদূরে একাকী নিঃসম্বল যাইতে হইবেক. এজন্য বিপদ ভঞ্জন দয়াময় পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন। পরে পিতা মাতার চরণ বন্দন করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন।

পথিমধ্যে তিনি যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিতে গেলে অনেক হয়। এক সময়ের কথা বর্ণনা করা যাইতেছে, ইহা পাঠ করিলে তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একদা অরণ্যের মধ্যে যাইতে যাইতে ঝড়ে একটী বৃহৎ বৃক্ষ উপাড়িয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। তিনি ভীত হইয়া অরণ্যের নিবিড় স্থানে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় আহার পাইবেন! কাজে কাজেই সমস্ত কষ্ট বহন করিতে হইল। পরদিন প্রাতে চলিতে চলিতে একটী লোক শকট লইয়া তথায় উপস্থিত দেখিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে পৌঁছিয়া দিল। কিন্তু শকট হইতে নামিবার সময় প্রাস্কো পড়িয়া গিয়া কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইলেন। পরে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান, কিন্তু লোকেরা তাহার সেই দুরবস্থায় ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাহাকে অপমানিত কেহ চোর বলিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। হায়! এ সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিলে কোন্ পাষণ্ডেরও হৃদয় না বিদীর্ণ হইয়া যায়! একে তাহার দুরবস্থার অবধি নাই, তাহার উপরে নিষ্ঠুর লোকদিগের কটুবাক্য তাহার পক্ষে "মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা" হইয়া তাহার কত না মর্ম্মান্তিক কষ্ট প্রদান করিয়াছিল! কিন্তু ইহাতেই তাহার দুঃখের শেষ হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত অপমান সহ্য করিয়া তিনি এক ধর্ম্মালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। কি করেন, কোথায় যান, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহাতেও কি তিনি সুস্থির থাকিতে পারিলেন? দুষ্ট বালকেরা তথায় আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। অবলা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সর্ব্ব দুঃখহারী পরমেশ্বরের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতে এক দয়ালু রমণী তাঁহার নিকট আসিয়া খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। প্রাস্কোবিয়া তথায় কিয়ৎদিন থাকিয়া অপার প্রীতি লাভ করিলেন, তৎপরে পুনরায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে এক দল কুকুর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আইসে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় এক জন পথিক তথায় আসিয়া তাহার সাহায্য করিল। কিছুদিন নানা অবস্থা সহ্য করিয়া চলিতেছেন, ইতিমধ্যে শীতকাল উপস্থিত হইল।

আমাদিগের দেশ অপেক্ষা রুসিয়াতে শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব। তথাকার সকল পথ বরফাচ্ছন্ন হইল, শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। প্রাস্কোর সঙ্গে শীত কাটাইবার উপযুক্ত বস্ত্রাদি ছিল না, সুতরাং তিনি পথিমধ্যে চলংশক্তি হীন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তৎকালে কতকগুলি ভদ্রলোক শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন, তাহার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন, তাঁহাকে মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত একটী জামা দিলেন এবং আপনাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গিয়া তিনি পথে পীড়াক্রান্ত হইলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে ও অনেক দিনের পর কতকগুলি দয়াশীল লোকের অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্য হইয়া তিনি ভ্রমণে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসরাধিক কাল বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অবশেষে সেন্ট পিটার্সবর্গ মহানগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় সুযোগ করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর সহিত দেখা করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন। সম্রাট প্রাস্কোর মুখে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে দণ্ড হইতে মুক্তি প্রদানের আজ্ঞা করিলেন এবং বালিকাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। লফুলফ প্রত্যাগমনের আদেশ পাইয়া সপরিবারে সেন্ট-পিটার্সবর্গ নগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কন্যাকে পাইয়া পুনরায় পরমানন্দে স্বদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

ধন্যা সেই নারী, যেই পিতামাতা তরে,
জীবন যৌবন সুখ তুচ্ছি অকাতরে,
সহিয়া অশেষ ক্লেশ করে দৃঢ় পণ,
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"
আশা তার পূর্ণ হয় ঈশ্বর কৃপায়,
চিরকীর্ত্তি সুখ তার খণ্ডন না যায়।

কুকুরের অদ্ভুত বিবরণ।

কাউপার নামে এক কবি বলিয়াছেন, নীচ জন্তু হইতেও মানুষ অনেক ভাল গুণ শিখিতে পারে। বস্তুত কেবল পাঠশালা মানুষের শিখিবার স্থান নহে, জগদীশ্বর তাহার শিক্ষার জন্য সমুদায় জগৎ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। বড় বড় লোকের অসাধারণ গুণের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন উপকার লাভ করা যায়; সেইরূপ সূর্য্য, চন্দ্র বায়ু অবিশ্রান্ত খাটিয়া জগতের উপকার করিতেছে, বৃক্ষ লতা অকাতরে ফল পুষ্প বিতরণ করিয়া জীবগণের সুখ সাধন করিতেছে, কত জন্তু আশ্চর্য্য স্নেহ, দয়া, সাহস ও ধৈর্য্য গুণ প্রদর্শন করিতেছে—এই সকল উপায়েও সদ্গুণ শিক্ষা করা যাইতে পারে। এই জন্য কবি গে সাহেব বলিয়াছেন:—

" তুচ্ছ হীন বস্তু হতে ধর্ম্মার্থীর মন,
নীতিরত্ন অনুক্ষণ করে সঙ্কলন। "

কুকুরকে আমরা অতি নীচ জন্তু বলিয়া ঘৃণা করি, কিন্তু এই কুকুরের নিকট হইতে মনুষ্য অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আমাদের নীতি-শাস্ত্রকার চাণক্য কুকুরের ছয়টী গুণ বর্ণনা করিয়াছেন :—

" বহ্বাশী স্বল্প সন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্র চেতনঃ
প্রভু ভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনোগুণাঃ। "

কুকুর অনেক আশা করে, অল্পে সন্তুষ্ট হয়; শীঘ্র নিদ্রা যায় এবং শীঘ্র জাগিয়া উঠে; প্রভুভক্ত এবং বীর স্বভাব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কুকুরের আরও অনেক গুণ দেখা ও শুনা যায়। তাহারা মেধাবী, যাহা শিখাও শিখিতে পারে। পরোপকারী, অভ্যাস করাইলে উৎসাহের সহিত অন্যের উপকার সাধন করে। কৌশলজ্ঞ, কোথায় কোন্ কৌশল খাটে তাহা বুঝিয়া অবলম্বন করিতে পারে। দুই একটী কুকুরের এমন বৃত্তান্তও পাওয়া গিয়াছে যে তাহারা ধর্ম্মালয়ে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমোদিত হয়। বস্তুতঃ কুকুরের যত গুণ, কোন ইতর জন্তুর তত নয়। সাহেবেরা যে কুকুরকে এত ভাল বাসেন, তাহার কারণ এই।

কুকুরের অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ আছে, নিম্নে গুটিকত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কোন ফরাসী বণিক তাঁহার কুকুরকে সঙ্গে করিয়া এক তোড়া টাকা লইয়া বাটী যাইতেছিলেন। পথে এক বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়া টাকার তোড়াটী লইতে ভুলিয়া যান এবং ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কুকুর তাঁহার এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া টাকার তোড়া নিজে আনিতে গেল, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া তুলিতে পারিল না। সে তখন দৌড়িয়া প্রভুর নিকটে গিয়া নানা প্রকারে ভয়ানক চিৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু বণিক কোন চিন্তায় মগ্ন থাকাতে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। তখন সে কোনমতে তাঁহাকে থামাইতে না পারিয়া ঘোড়ার ক্ষুরে কামড়াইতে লাগিল। বণিক তাহাকে বার বার নিস্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন "কুকুরটা পাগল হইয়াছে" ঠাহরিলেন। তিনি আবার বার বার তাহার মুখবন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুকুর ততই বিকট চিৎকার করিয়া ঘোড়ার পায় কামড়াইতে লাগিল। বণিক্ নিঃসন্দেহ স্থির করিলেন 'কুকুর পাগল হইয়াছে এবং তাহাকে মারিয়া না ফেলিলে আরও বিপদ্ ঘটিবে।' কিন্তু অনেক দিনের বিশ্বাসী ও প্রিয় কুকুর স্বহস্তে কি প্রকারে বধ করেন? যাহা হউক আর পরিত্রাণের উপায় নাই ভাবিয়া স্বহস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে গুলি করিলেন। সাংঘাতিক আঘাতে সে পিছু হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি গুড়ি মারিয়া প্রভুর নিকটে আসিতে ছাড়িল না। বণিক্ ভয়ে দুঃখে ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া দ্রুতবেগে চলিলেন এবং কোন্ কুযাত্রায় আসিয়া কুকুরটী হারাইল ভাবিতে লাগিলেন। টাকার কথা তখনও মনে উদয় হয় নাই। বার বার আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার টাকা গিয়া কুকুরটী কেন থাকিল না।' আবার পাগল জন্তুকে না মারিয়াই বা কি করেন এই বলিয়া এক একবার মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। হঠাৎ জেবে হাত দিয়া দেখেন টাকা নাই। তখন চৈতন্য হইয়া এককালে কুকুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং আপনার নির্ব্বুদ্ধি ও নৃশংসতার শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরে টাকা

দেখিবার জন্য ফিরিয়া চলিলেন, পথে বরাবর কুকুরের রক্তের ছড়া দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া চলিলেন। কুকুরকে পথে খুঁজিলেন, দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু বিশ্রাম স্থানে যেমন নামিলেন, সেখানকার ব্যাপার দেখিয়া দুঃখে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি আপনার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। হা ' নিরপরাধী কুকুর তাহার নিষ্ঠুর প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে না পারিয়া যতক্ষণ শ্বাস ছিল তাঁহার সেবা করিতে ছাড়িল না। সে রক্তাক্তশরীরে গুড়ি মারিয়া সেই টাকার তোড়া আগলাইতে আসিল। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু প্রভুকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল ; উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। তাহার প্রভু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং সে যেন তাঁহার হাত চাটিয়া তাঁহার নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া গিয়াছে দেখাইতে লাগিল। এইরূপে প্রভুর দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে কুকুর প্রাণত্যাগ করিল।

ইংলণ্ডের সফোক সায়ারের একজন ভদ্রলোক তাঁহার বন্ধুর নিকটে আপনার কুকুরের প্রশংসা করিয়া বলেন যে ' যত দূরে যে বস্তু উহাকে আনিতে বলিবে, আনিবেক। ' বন্ধু পরীক্ষার জন্য রাস্তার ধারে একটী আধুলি বৃহৎ প্রস্তর চাপা দিয়া রাখিয়া প্রায় দেড়ক্রোশ দূর হইতে তাহাকে আনিতে বলিলেন। কুকুর অনেক চেষ্টা করিয়া পাথর তুলিতে না পারিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। পথ দিয়া দুই জন ঘোড়সোয়ার যাইতেছিলেন, তাহারা কুকুরের ভাব গতিক দেখিয়া যেমন পাথর খানি তুলিলেন, আধুলিটী পাইয়া জামার জেবে ফেলিলেন। তাঁহারা দশক্রোশ পথ চলিলেন, কুকুর কিছু না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে তাহারা রাত্রে এক সরাই খানায় আহার করিয়া আধুলি সুদ্ধ জামাটী এক প্রেকে ঝুলাইয়া নিদ্রা গেলেন। কুকুর সুযোগমতে তাহাদিগের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল, সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া জামাটী মুখে করিয়া এক ছুটে প্রভুর বাটীতে আসিল। জামার মধ্যে একটী বহুমূল্য ঘড়ী ছিল, প্রভু এই আশ্চর্য্য বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া ঘড়ী ও জামা ফিরাইয়া দিলেন, এবং কুকুরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

প্রায় ৮০ বৎসর হইল, গ্রাম্পিয়ন পর্ব্বতের* উপর এক মেষপালক মেষ চরাইত। একদিন সে তাহার তিন বৎসরের একটী শিশু ও কুকুর সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের উপর মেষ অন্বেষণ করিতেছিল। পরে একটী উচ্চ পাহাড়ে উঠা কঠিন দেখিয়া বালকটীকে নিম্নে রাখিয়া বলিয়া গেল "কোন ক্রমে এ ঠাঁই ছাড়া হবে না"। কৃষক পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া হঠাৎ এমন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল, যে দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার রাত্রি বোধ হইল। পাহাড়ে সময় সময় এপ্রকার হইয়া থাকে। চিন্তাকুল পিতা পথ হারা হইয়া বালকটীকে খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি হইয়া পড়িল এবং সে বাটীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিল। রাত্রে আর চেষ্টা করা বৃথা দেখিয়া প্রিয় পুত্র ও কুকুরটীকে হারাইয়া একাকী বাটী ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রাতে কৃষক অনেক সঙ্গী লইয়া সমস্ত দিন খুঁজিল, শিশুটীকে পাইল না। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল তাহার কুকুর একবার মাত্র বাটী আসিয়াছিল, কিন্তু এক খানি রুটি পাইয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া কৃষক অন্বেষণ করে, আর বাটীতে আসিয়া প্রতিদিন কুকুরের ঐরূপ কথা শুনে। ইহাতে একদিন সে বাটী থাকিল এবং যখন কুকুর রুটী মুখে করিয়া চলিয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। মেষ পালক যেখানে শিশুটী রাখিয়াছিল, তাহার অল্পদূরে একটী ঝরণার নিকটে কুকুর গমন করিল। তথায় একটী ভয়ঙ্কর গভীর গহ্বর ছিল, বোধ হয় ভূমিকম্প কি কোন আকস্মিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কুকুর এক দুর্গম পথ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবেশ করিল এবং স্রোতের সহিত সংলগ্ন গহ্বরের মুখে উপস্থিত হইল। মেষপালক কষ্টে শ্রেষ্ঠে প্রাণপণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দেখে, কি আশ্চর্য্য! তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশু তথায় বসিয়া সুখে রুটী খাইতেছে, বিশ্বাসী কুকুর আনন্দে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় বালকটী একটু চলিয়া গিয়া কি প্রকারে গড়াইয়া গর্ত্তে পড়িয়াছিল এবং স্রোতের ভয়ে বাহির হইতে পারে নাই। কুকুর ঘ্রাণ দ্বারা তাহাকে খুঁজিয়া লয় এবং তাহাকে বাঁচা-

* ইংলণ্ডের উত্তরে স্কট্‌লণ্ড দেশে।

ইবার নিমিত্ত প্রতিদিন আপনি অনাহারে থাকিয়া তাহাকে এক খানি করিয়া রুটী খাওয়াইত। সে এই আহার আনিবার সময় ভিন্ন দিবা কি রাত্রির মধ্যে শিশুটীর কাছ ছাড়া হইত না এবং সে সময়েও যত শীঘ্র পারিত ছুটিয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিত।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

মা। সুশীলে! কৈশিক আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ?

সু। মা! বুঝিয়াছি। সরু ছেঁদা-ওয়ালা নল জলের সহিত সংযোগ করিলে জল আপনা হইতে তাহার ভিতর উঠিতে থাকে। কিন্তু কি রকম নলে কত জল উঠে তাত জানি না।

মা। নলের ছেঁদা যত সরু হয়, জল তত অধিক করিয়া উঠে। ছিদ্র এক বুরুলের ৫০ ভাগ হইলে এক বুরুল জল উঠে, তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১০০ ভাগ হইলে দুই বুরুল, এবং সিকি হইলে চারি বুরুল এই রূপ নিয়মে জল উঠিয়া থাকে। যা হউক, আজি আর একটী বিষয়ের আরম্ভ করা যাউক।

সত্য। মা! আজি চুম্বক আকর্ষণের কথা বল না? সেই বলিয়াছিলে হাঁসের মুখে চুম্বক থাকে বলিয়া কেমন কলে তাহাকে জলে চরান যায়!

সু। মা! চুম্বক জিনিষটা কি?

মা। ইহা এক প্রকার ধাতু। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে অয়স্কান্ত মণি বলে। ম্যাগ্নেসিয়া দেশের কাছে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার ইংরাজী নাম ম্যাগ্নেট্। ইহার রঙ্ পাঁশুটে, দেখিতে কুৎসিত। কিন্তু ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই ইহা লৌহ ও আর কোন কোন ধাতু কাছে পাইলে টানিয়া লয়। চুম্বকের মুখে যদি এক খানি লৌহ ধর তাহা কামড়াইয়া ধরে এবং সহজে ছাড়ান যায় না। একটী কাগজে যদি কতকগুলি লোহার সূচ রাখ, আর তাহার নিকটে এক খানি চুম্বক ধর, সব সূচ গুলি তাহার গায় আসিয়া লাগিবে। দরজিরা এক এক খানি চুম্বক সঙ্গে রাখে

এবং কোন প্রকারে সুচ হারাইলে চুম্বক দিয়া বাহির করে।

সু। এ বড় আশ্চর্য্য! আমি এক খান চুম্বক কাছে রাখিব।

স। চুম্বক যেমন লৌহকে টানে, লৌহ কি সেইরূপ চুম্বককে টানিতে পারে না?

মা। চুম্বক বড় ও লৌহ ছোট হইলে চুম্বক লৌহকে টানিয়া লয়। কিন্তু লৌহ চুম্বক অপেক্ষা বড় হইলে লৌহই চুম্বককে টানিয়া থাকে। এই কথায় এক জন ধূর্ত্ত সন্ন্যাসীর গল্প মনে পড়িল। সে একটী বৃক্ষের তলে শূন্যে একটী শিব মূর্ত্তি রাখিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্য করিয়াছিল। তাহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে দেবতা, মহাপুরুষ বলিয়া সকলে ভক্তি করিতে লাগিল। একজন সাহেব তথায় আসিয়া ঠাহরিয়া ঠাহরিয়া দেখিলেন এবং শিবের মাথার উপরে যে ডাল ছিল কাটিতে আজ্ঞা দিলেন শিব তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িলেন। তখন সন্ন্যাসীর বুদ্ধি বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে চুম্বক পাথরের শিব করিয়া উপরে ও নীচে এক একখণ্ড লৌহ রাখিয়াছিল। দুই দিক্ হইতে দুই লৌহের আকর্ষণে কাজে কাজেই চুম্বক মাঝ খানে ঝুলিয়াছিল।

সু। বা! আমরা দ্রব্যের গুণ জানি না বলিয়া ধূর্ত্ত লোকেরাত অনেক সময় প্রতারণা করিয়া থাকে?

স। চুম্বকের কি আর কিছু গুণ আছে?

মা। চুম্বকের শলাকা বা সুচ আলগা করিয়া রাখিলে তাহার এক মুখ উত্তরে ও এক মুখ দক্ষিণদিকে নিয়ত থাকিবে। তাহাকে হাজার ফিরাইয়া দেও, সে আবার ঠিক উত্তরদক্ষিণ মুখে ফিরিয়া স্থির হইবে। চিনেরা ইহা প্রথমে জানেন। ইহার এই গুণ জানিতে পারাতে কম্পাস্ অর্থাৎ দিগ্ দর্শন যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। তাহা না হইলে অকূল সাগরে পড়িয়া নাবিকেরা দিক্ নিরূপণ করিতে পারিত না এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সকল আবিষ্কৃত হইত না।

স। কেন, সূর্য্য কোন্ দিকে আছে দেখিয়াত দিক্ নির্ণয় করা যায়?

সু। রাত্রি হইলে কি হইবে?

মা। দিনের বেলা সূর্য্য এবং রাত্রি কালে উত্তরীয় একটী নক্ষত্র

দ্বারা অনেক সময় দিক্ নিরূপণ হয় এবং পূর্ব্বে তাহা ভিন্ন নাবিকদের আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহাতে সকল কালে সকল দিক্ ঠিক্ জানা যায় না। বিশেষতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে এবং সমুদ্রে যেরূপ গাঢ় ধোঁয়া ও কোয়াসা সচরাচর হয় তাহাতে দিক্ হারা হইতে হয়। এই জন্যে পূর্ব্বে কেহ সমুদ্রে অধিক দূরে যাইতে ভরসা করিত না। দিক্‌দর্শন যন্ত্রে চুম্বক শলাকা উত্তরদক্ষিণে থাকে এবং তদ্ভিন্ন আর আর দিকও তাহাতে আঁকা থাকে। ইহাতে কোন সময়ে আর দিক্ জানিবার ব্যাঘাত হয় না।

সু। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দক্ষিণে কেন থাকে?

মা। তোমরা শুনিয়াছ পৃথিবীর কেন্দ্রে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়। রাত্রিতে তথাকার লোকদিগের কার্য্য হানি না হয় এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়মে সেই কয়েক মাস একটী উজ্জ্বল তারা উত্তরের আকাশকে আলোকময় করে। অনেকে এই তারাকে চুম্বকের আশ্চর্য্য গুণের কারণ বলেন, অনেকে ঐ তারা এবং চুম্বকের গুণ এই উভয়ের অন্য কোন সাধারণ কারণ আছে অনুমান করেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে একটী বৃহৎ চুম্বক বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাও নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণ মুখে রহিয়াছে বলেন।

সত্য। তুমি বলিতেছিলে, চুম্বকের শলাকা আলগা করিয়া রাখিলে উত্তর ও দক্ষিণ মুখ হয়, তাহা কিরূপে পরীক্ষা করা যায়?

মা। কম্পাস্ যন্ত্র দেখিলে বুঝিতে পার। আর জলে সোলা ভাসাইয়া। তাহার উপর যদি চুম্বক শলাকা রাখ, দেখিবে তাহা সরিয়া সরিয়া উত্তর মুখ হইবে। উত্তরের মুখ যদি দক্ষিণে করিয়া রাখিয়া দেও, সমুদায় সোলা সুদ্ধ ঘুরিয়া উত্তরের মুখ উত্তরদিকে ঠিক্ থাকিবে।

সু। এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য! কিন্তু চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মুখের কি নাম ধরা আছে!

মা। চুম্বকের দুই ধার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহাদেরই গুণ অধিক দেখা যায়। এক খান কাগজের উপর কতকগুলি সূচ রাখিয়া চুম্বক পাথর নিকটে ধরিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে সূচ আসিয়া লাগে বটে, কিন্তু দুই ধারেই অধিক লাগে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণদিককে

যেমন সুমেরু ও কুমেরু বলা যায়, চুম্বকের ও চুম্বক শলাকার দুই ধারকেও সুমেরু ও কুমেরু বলিয়া থাকে। এই দুই ধারের বিপরীত গুণ। উত্তরের দিক্ দক্ষিণ ও দক্ষিণের দিক্ উত্তরে থাকিতে পারে না। যদি জলে ভাসা সোলার উপরে দুইটী চুম্বক শলাকা রাখিয়া তাহাদের পরস্পরের উত্তর দিক্‌কে ক ক´, এবং দক্ষিণ দিক্‌কে খ খ´, বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে ক ও ক´, একত্র করিয়া দিলে পরস্পরে ছাড়া ছাড়ি হইয়া যাইবে। খ ও খ´, ও সেই রূপ। কিন্তু ক ও খ´, এবং ক´, ও খ একত্র হইলে ছাড়িবে না। এই জন্য চুম্বকার্ষণের একটী নিয়মঃ— এক নামের দিক্ ছাড়া ছাড়ি এবং ভিন্ন ভিন্ন নামের দিক্ মিলিত হইয়া থাকে।

স। স্থান ও কাল ভেদে চুম্বক শলাকার কি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না?

মা। হয়, কিন্তু তাহার নিবারণের ও উপায় আছে। কম্পাসের কাঁটা অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে দিবারাত্রে ১৩৷৷ এবং অত্যন্ত শীতে ৭ অংশ সরিয়া থাকে। সহজ অবস্থায় শলাকার উত্তরদিক্ ৭১৷৷ অংশ নামিয়া থাকে এই জন্য দক্ষিণমুখে ভার দিয়া সমান রাখিতে হয়। দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং উচ্চ ও নিম্ন স্থানেও শলাকার স্থানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। অত্যন্ত বজ্রাঘাতের সময় চুম্বক শলাকার দিক্ বিপরীত হইয়া যায়।

সু। চুম্বকের আকর্ষণ কি দূরে নিকটে এক সমান?

মা। দূরত্ব অনুসারে চুম্বকের আকর্ষণ কমিয়া থাকে। এক বুরুল অন্তরে যদি আকর্ষণ ৯ গুণ হয়, দুই বুরুল অন্তরে ৪ এবং ৩ বুরুল অন্তরে ১ গুণ মাত্র হইবে।

সু। চুম্বক পাথর ভিন্ন আর কিছুতে কি চুম্বকের গুণ হয় না?

মা। চুম্বক দুই প্রকার অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। আসল চুম্বক ধাতু অকৃত্রিম। কিন্তু লোহা, ইস্পাত ও আর কয়েকটী ধাতুতে চুম্বক ঘষিলে তাহারা চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইয়া কৃত্রিম চুম্বক হয়। এই সকল ধাতু হাতুড়ী আদি দ্বারা পিটিলে এবং তাড়িত আদি সংযুক্ত করিলেও চুম্বক হয়। কামারদের হাতুড়ী ও নেহাইতে চুম্বকের গুণ হয়। দুই খণ্ড চুম্বক গুণ বিশিষ্ট লোহদণ্ডের বিপরীত মুখ একত্র করিয়া তাহার

মধ্যে উত্তপ্ত এক খণ্ড লৌহ ঘষিলে তাহাও চুম্বকের গুণ ধারণ করে। অকৃত্রিম চুম্বকের গুণ নষ্ট হয় না এবং তাহা যত খণ্ড কর, প্রত্যেক খণ্ড পৃথক্ চুম্বক গুণ ধারণ করিবে। কৃত্রিম চুম্বকে এরূপ হয় না।

গৃহ-চিকিৎসা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ছোট ছেলেদের সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসক ডাকা বা অধিক ঔষধ খাওয়ান কেবল অনাবশ্যক নয়, অপকারকও হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা বহু দর্শন দ্বারা যে সকল ঔষধ স্থির করিয়াছেন, তাহাতে উপকার দর্শে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তাহা জানা উচিত।

১। ছেলেদের জ্বর হইলে এই নয় প্রকারে বাল্‌সা ব্যবহার হয়:—

(১) ঘোলমউনে গাছের শিকড় ✓ আনা ওজন ২।০টা মরিচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইবে।

(২) বনপুঞ্জের শিকড় ৵ ... ঐ।

(৩) অপাঙ্গের (চিড়চিড়ে) শিকড় ঐ।

অত্যন্ত শিশু হইলে মরিচ ঘষিয়া দিবে। অধিক অচৈতন্য দেখিলে উপরি উক্ত ৩টা শিকড় একত্রে ৵০ আনা ওজন ২॥ মরিচ দিয়া খাওয়াইবে।

(৪) মাইল কাঁকড়ার শিকড় ৵ ঐ।

(৫) এঁসো বগ্‌লী, নফট্‌কিরী, গোবরা — তিনের শিকড় একত্রে ৵ ঐ

২। পেটের পীড়া হইলে দয়ে খয়ের শিকড় ৵০, দুই টা আস্ত ও দুইটা পোড়া লবঙ্গের সহিত বাটিয়া আলো চালুনির জল দিয়া খাওয়াইবে।

৩। কোষ্ঠ না হইলে মুক্তঝুরী বা মুক্তকেশীর শিকড় বা পাতা সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে। কাঁইবিচী, বা বকুল বিচী বাটিয়া গুহ্যদ্বারে দিবে। উচ্ছে পাতার রসও গুহ্যদ্বারে দিলে হয়।

৪। আমেরক্ত হইলে কোঁকসিম বা বনমুলার শিকড় বা পাতার রস চিনির সঙ্গে খাওয়াইবে।

৫। চক্ষুরোগ হইলে হিমসিমের পাতার রস, সাবান ও পদ্মমধু চক্ষুতে দিবে।

৬। সামান্য জলকাসী হইলে ঘৃতদিয়া আদা ভাজিয়া পাককরা চিনির রসে ফেলিয়া রাখিবে। তাহাই মধ্যে মধ্যে এক একখান খাইতে দিবে।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

আমরা অনেক দিন অবধি কলিকাতায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, মধ্যে মিস্ কার্পেণ্টার এখানে আসিয়া এই বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনা করিয়া বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে ইহার ব্যবস্থা করিতে সম্মত হন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে ইহাতে যোগ দিতে আহ্বান ও অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদিগের কতকগুলি বন্ধুও এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে এই শুভ উদ্দেশ্যটী অদ্যাপি সম্পন্ন হইল না, ইহা অনেকে অবগত নহেন। অনেকে মনে করেন উড্রো সাহেব বিলাতে হইতে মেয়ে গাড়োয়ান না আনিলে হইবে না। মধ্যে কোন কোন সংবাদ পত্রের ব্রাহ্মদিগের প্রতি ভ্রান্ত সংস্কার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। আমরা এবিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের ভ্রম ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছি

বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের স্থান প্রস্তুত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিক্ষার অধ্যক্ষগণ ছাত্রীদিগের নিমিত্ত উপযুক্ত নিয়মাদি করিতেছেন না। ব্রাহ্মেরা বরাবর এ বিষয়ে সচেষ্ট আছেন এবং ১০।১২টী ছাত্রী দিবারও প্রস্তাব করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে মধ্যে তাঁহাদিগের যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তাঁহারা ভগ্নাশ হইয়াছেন।

প্রথমতঃ, অন্তঃপুরিকাগণের সম্যক উপযোগী নিয়মাদি সংস্থাপন করিয়া সুদ্ধ ভদ্রকুলবালাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অধ্যক্ষগণের অভিপ্রেত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল মহিলা ছাত্রী হইবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন, সেইখানেই যাইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মেরা হিন্দু-সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ যোগ দেন না, অতএব তাঁহাদিগের স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিয়া হিন্দু-সমাজের কোন উপকার হইবে না, অধ্যক্ষদিগের এই আশঙ্কা।

এই সকল কথা কেবল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় না হইতে দিবার কথা। ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত নহেন, তাঁহারাই ইহার উন্নত ও শিক্ষিত দলের প্রতিনিধি। ব্রাহ্মগণ দ্বারাই হিন্দু-সমাজ হইতে কুসংস্কার ও অনর্থকর দেশাচার উন্মূলিত হইয়া সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তাঁহারা সহস্র অত্যাচার ও বাধা সহ্য করিয়া সাহস পূর্ব্বক কার্য্য

করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া এতদ্দেশে একটী নূতন সভ্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষাধ্যক্ষগণ কি মনে করেন, বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ হিন্দু-সমাজ হইতে বয়ঃস্থা রমণী সকল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে আর তাহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেই খানে যাইবে? তাঁহারা নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক অথবা অসচ্চরিত্র রমণী পাইতে পারেন। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষাদ্বারা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্রা করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উন্নত ও পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত করা কিরূপ সম্ভব সকলেই বুঝিতে পারেন।

যাহা হউক আমরা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করি যে তিনি বৃথা আশা বা আশঙ্কায় আর কালহরণ না করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়মে বিদ্যালয়টীর কার্য্যারম্ভ করিয়া দিন :—

১ম। শিক্ষয়িত্রী হইতে ইচ্ছুক হউন আর না হউন যে সকল ভদ্ররমণী বিদ্যাশিক্ষার্থ অভিলাষিণী, তাহাদিগকে ছাত্রী করুন, বরং তাঁহাদিগের নিকট কিছু কিছু বেতন লইতে পারেন। কতক গুলি ছাত্রী হইলে বিদ্যালয়টী জমিয়া যাইবে এবং অন্ততঃ স্ব স্ব অন্তঃপুরে থাকিয়া তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য চলিতে পারিবে।

২য়। যাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শিক্ষয়িত্রী করিতে যান, তাহাদিগের উপযুক্ত ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা করুন এবং পশ্চাৎ শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করিবার সময় তাঁহাদিগের যুক্তিসঙ্গত সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিবেন বলুন। অনেক দুঃখিনী ও বিধবা ভদ্র মহিলা দ্বারা ক্রমে অভাব পূরণ হইতে পারিবে।

৩য়। ভদ্র মহিলাদিগের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও মান সম্ভ্রমের কোন হানি হইবার আশঙ্কাও না হয়, বিদ্যালয়ের এরূপ উদার নিয়ম অবধারণ করুন।

এ বিষয়টীর আর আর কথা পশ্চাৎ লিখিবার মানস রহিল।

নূতন সংবাদ

১। কয়েক দিন হইল, কলিকাতায় গণেশসুন্দরী নামে বৈদ্যবংশীয় একটী অল্প বয়স্কা বিধবা বালিকা খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। মার্থা নামে এক জন দেশীয় খৃষ্টান রমণী হিন্দুদিগের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে যাইতেন, তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক। খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বালিকাটী বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং অনেক সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু শুনা যায় সে তাহার মাতার মনে অনর্থক মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছে এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের কিছুই বুঝে নাই ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ইহা হইতে কএকটী মহৎ

অনিষ্ট ঘটিল। খৃষ্টান স্ত্রীলোকদিগকে হিন্দু পরিবারের আর শীঘ্র বিশ্বাস করিবে না; তাহাদিগের দ্বারা অন্তঃপুর শিক্ষার যে সাহায্য হইতেছিল তাহার ক্ষতি হইল; ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান মিসনরীদিগের প্রতি এ দেশীয়দিগের অশ্রদ্ধা বাড়িল। আমরা দেশীয় লোকদিগকেও বলি, এইরূপ ঘটনা না হইলে কি আপনারা দুঃখিনী বিধবাদিগের সংবাদ লইবেন না এবং ইহা দেখিয়াও কি তাহাদিগের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবেন না?

২। গত ৫ই ফাল্গুণ বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও আর ৫ জন দেশীয় ভ্রাতা ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পত্র ও বিলাতী সংবাদ পত্র হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ গুলি জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। তাঁহারা জাহাজে দুই দিবস ঈশ্বরোপাসনা করেন, তাহাতে জাহাজস্থ প্রায় সকল সাহেব বিবি ও অপরাপর লোক যোগ দিয়াছিলেন। বিলাতে একটী সভায় তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তথায় এক এক করিয়া ক্রমশঃ অনেকগুলি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইয়া এমন সুন্দর রূপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে এক জন লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকে এমন উত্তমরূপে বলিতে পারে ইহা আমি কখন জানিতাম না সুতরাং শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু স্ত্রীলোক মৃত খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেশব বাবুর নিকট জীবন্ত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন। কেশব বাবু মার্টিনো চাপেল এবং ফিন্‌সবেরী চাপেল নামক ধর্ম্ম মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন এবং হানোবর স্কোয়ার গৃহে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত বিলাত হইতে ভাল শিক্ষয়িত্রী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

৩। উত্তর জার্ম্মানির দণ্ডবিধির নূতন আইন হইতে মনুষ্যের প্রাণদণ্ডের বিধান উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল সুসভ্য রাজ্যে এই বিধি প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

৪। কাশীর কালেজের পণ্ডিত হিন্দী ভাষাতে "স্ত্রীশিক্ষা সুবোধিনী" নামে একখান পুস্তক লিখিয়াছেন, তজ্জন্য সার উইলিয়ম মিয়র নামে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে পাঁচ শ টাকা পুরস্কার দিবেন।

৫। এডুকেশন গেজেট পাঠে জানা গেল দিল্লীগেজেট নামক পত্র বলেন ফ্রান্সে তামাকের বিরুদ্ধে একটী সভা হইয়াছে। তাহার সভ্যেরা তামাকের বিপক্ষে রচনা লেখাইয়া গতবর্ষে সাতটী পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং এবৎসর তাহারা তজ্জন্য আটটী পুরস্কার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

বিদেশ ভ্রমণ।

মাঘের প্রথম ভাগে আনন্দিত চিতে।
বাষ্পরথে চলিলাম বিদেশ ভ্রমিতে॥
কত দেশ কত নদী এড়াইয়া যাই।
অবশেষে সোম ভাদ্র দেখিবারে পাই॥
দেখিয়া তাহার রূপ ভয়ে উড়ে প্রাণ।
ক্রমে ক্রমে দিনমান হলো অবসান॥
সন্ধ্যার পরেতে যাই মঙ্গল সরাই।
এত লোক এক স্থানে কভু দেখি নাই॥
আট ঘন্টা রাত্রি যবে প্রবেশিনু কাশী।
জয় জয় করিতেছে যত কাশী বাসী॥
ডিউক কল্যাণে পুরী হলো আলোময়।
বম্ ভোলা বম্ ভোলা সকলেতে কয়॥
কাশীর ভিতরে দেখি গলি অতিশয়।
শঙ্খ ঘন্টা বাজিতেছে যত দেবালয়॥
পচাগন্ধে বমি ওঠে নাহি থাকে নাড়ি।
ঘেসাঘেসি কত শত পাষাণের বাড়ী॥
এক্কে কাশী তাহে যোগ লাগিল গ্রহণ।
লোকের গোলেতে নাহি স্থির হয় মন॥
ছয় দিন থেকে মাত্র কাশীত্যাগ করি।
এলাহাবাদেতে যাই জগদীশ, স্মরি॥
ধন্য বলি সাহেবের অপরূপ লীলে।
যমুনার সেতু ভাই কি করে বাঁধিলে॥
গাড়ি গেলে পরে যেন ভূমিকম্প হয়।
কার সাধ্য নিম্ন ভাগে এক দৃষ্টে রয়॥

সেখানেতে কুম্ভ যোগ লোক সেইরূপ।
অশ্ব করী চড়ি কত আসিতেছে ভূপ ॥
কোথা বা বড় বাজার কোথা কালীঘাট।
থরে থরে কত দ্রব্যে শোভে বেণীঘাট ॥
আমার সঙ্গিনীগণ বেণীঘাটে যায়।
একে একে সকলেতে মস্তক মুড়ায় ॥
নাপিতে ধরিয়ে কেশ মাথে দেয় ক্ষুর।
পৈরাগী দাড়ান কাছে সাক্ষাৎ অসুর ॥
দেখিয়া ঘৃণিত কাজ অঙ্গ গেল জ্বলে।
আমাকে সকলে মাথা মুড়াইতে বলে ॥
অনুরোধ নাহি রাখি না কহি বচন।
বিরস বদনে করি বাসায় গমন ॥
কহিলাম তিল অর্দ্ধ এখানে না রব।
রজনী প্রভাতে সবে আগরাতে যাব ॥
সেই মতে মত দেন যত সঙ্গিগণ।
পর দিন সন্ধ্যা কালে করিয়া গমন ॥
দেখিলাম মন্দ নহে আগরা নগর।
তাজ বিবী মস্‌জিদ অতি মনোহর ॥
ফওরাতে জল উঠে পড়ে ঝর ঝর।
বাগ বাটী পরিষ্কার দেখিতে সুন্দর ॥
নীলাম্বরী পরি আছে যমুনা সুন্দরী।
কত মত হাব ভাব আহা! মরি মরি ॥
বাগানের শোভা দেখে হরষিত প্রাণ।
বাটী ঘর যত কিছু মার্ব্বেল পাষাণ ॥
সেই খানে ডাকি প্রভু কোথা দয়াময়।
হিন্দু স্থানি দেশে নাথ হয়েছ সদয় ॥

(ক্রমশঃ)

Printed at J. G. Chrtteajea & Co's Press, 115, Amherst Street

বামাবোধিনী পত্রিকা।

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”
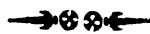
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৩সংখ্যা। | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৭। | ৬ষ্ঠভাগ।

গৃহস্থাশ্রম।

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মতে আশ্রম চারি প্রকার, গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। স্ত্রীপুত্র পরিজন বর্গ লইয়া সংসার ধর্ম্ম-পালনকে গৃহস্থাশ্রম; সংসারের সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া উপবাস, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি কঠোর ব্রহ্মচারীর ব্রত আচরণকে ব্রহ্মচর্য্য, বনে প্রস্থান করিয়া তপস্যাকে বানপ্রস্থ; এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণকে সন্ন্যাস কহে। এই কয়েক আশ্রমের মধ্যে জ্ঞানিগণ গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম কেবল সুখের প্রধান আকর নহে, ইহা প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনেরও উপযোগী। করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং যেরূপ উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃজন করিয়াছেন গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণতা হয় না। মনুষ্য সামাজিক জীব, একাকী থাকা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাহাতে না তাহার শান্তি, না তাহার সুখ, না তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয় এবং অন্যদিকে দেখিলে সে ইহলোক হইতে জ্ঞান কি ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া পরলোকের সম্বল করিতে পারে না। অসাধারণ প্রকৃতি সম্পন্ন দুই এক ব্যক্তির বিষয়ে যাহা হউক, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সামাজিক সাহায্য ভিন্ন কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

গৃহস্থাশ্রম ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র আশ্রম। মাতা পিতা, পতি পত্নী, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা লইয়া যে সম্বন্ধ তাহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ও স্বর্গীয়। অন্যান্য জীবের শিশু সন্তান দিগকে পালন করিতে যত যত্ন ও সময় ব্যয় হয়, মনুষ্য সন্তানের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জন্তুর শাবকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করিতে হয়, মনুষ্য শিশুর প্রতি তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক চাই। মনুষ্যের ভাগ্য যেমন অবিশ্রান্ত দুঃখের অধীন, তাহাতে সুখধাম গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে শীতল হইবার স্থান আর কোথায়? অন্যান্য জন্তুর সত্যযুগ অবধি একাল পর্য্যন্ত একই প্রকার অবস্থা রহিয়াছে, মনুষ্যেরাই কেবল ক্রমশঃ অধিকতর জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে বিদ্যা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন। এখন ভাবিয়া দেখ, কোন মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য পরিত্যাগ করিলে তাহার দশা কি হয়? নেকড়িয়া পালিত বালকের যে দশা, তাহার ভাগ্য তদপেক্ষা বড় উৎকৃষ্ট হয় না। অতএব গৃহস্থাশ্রম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

সামান্যতঃ লোকে গৃহস্থাশ্রমকে সংসার বলে এবং ধর্ম্ম হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর গৃহস্থাশ্রম কি জন্য? তাহারা বলিবে আমোদ প্রমোদ সুখভোগের জন্য। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি? না মনুষ্য ধর্ম্মসাধন করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবে। যাঁহারা গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না, বনে গিয়া তপস্যা না করিলে হইবে না মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদিগের শাস্ত্রেই আছে :—

> "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
> যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। যে যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা পরব্রহ্মের উদ্দেশে করিবেন।

গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিল, সে আপনাকে আপনি ঠকাইল, তাহার জীবন ধারণ করা বৃথা। সংসারে সুখও আছে,

দুঃখও আছে, সকলই ঈশ্বরাধীন। স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পরিবার কে জানে কাহার সহিত কত দিনের সম্বন্ধ? কিছু দিন পরে আপনাকেও সকল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব অসার, অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ না হইয়া সার ও নিত্যধন লাভে যত্নকরা বিধেয়। সংসারের মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের মন থাকিবে। সংসারকে বিদ্যালয় ভাবিয়া ইহা হইতে সত্য সকল শিক্ষা করিতে হইবে। সংসারকে কার্য্য ক্ষেত্র জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিতে হইবে। সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া পরকাল ও মুক্তি লাভের সম্বল করিতে হইবে। এই জন্যই গৃহস্থাশ্রম, এই জন্যই সংসার ধর্ম্ম।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

(৫ম ভাগ ২১৪ পৃষ্ঠার পর)

শৈশবে মাতৃ সন্নিধানে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না হইলে সন্তানের মনে ভবিষ্যতে ধর্ম্মানুরাগ স্থাপন করা যখন দুষ্কর হইতেছে তখন সন্তানকে যত অধিক দিন মাতার নিকট রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অনভিজ্ঞ জননীরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন তত শীঘ্র কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত হইল মনে করিয়া থাকেন। স্নেহময়ী বিশ্বজননী তাঁহাদিগের হস্তে যে সুমহৎ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবনীতলে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অন্য কর্ত্তৃক কখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। যে বৃক্ষ যে ভূমির উপযোগী তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি তাহাতেই হইয়া থাকে, অন্যত্র তাহার উন্নতির সম্যক্ ব্যাঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের শরীর পালন জন্য মাতা ঈশ্বরের নিকট যেরূপ দায়ী তাহার আত্মোন্নতির নিমিত্ত তদপেক্ষা অল্পদায়ী নহেন। সেই মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে জননীরা বিশিষ্টরূপে মনোযোগী হউন।

অন্যের হস্তে সে ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না।

যদি কোন মাতা পীড়িত সন্তানকে চিকিৎসালয়ের নানা রোগীদিগের মধ্যে রাখিয়া গৃহে নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার আচরণ কেমন গর্হিত বলিয়া বোধ হয়। অতএব একটী সন্তানের অবিনশ্বর আত্মাকে পাপরোগগ্রস্ত অসুস্থ আত্মাদিগের সংসর্গে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তদপেক্ষা অনেক গুণে অনিষ্টকর ও অনুচিত কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জননীরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে ইহা সচরাচর করিতেছেন। শরীরের রোগ যেমন সংক্রামক দোষে বিস্তৃত হইয়া থাকে আত্মার রোগের সংক্রামক দোষ তদপেক্ষা অধিক প্রবল ও অহিতকর। "সংসর্গজা দোষাগুণা ভবন্তি" যেমন সংসর্গ সেই অনুসারে মনুষ্যের দোষ বা গুণ হয়। দৃষ্টান্তের দোষ বা গুণ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী এমন আর কিছুই নয়। যদি শিশুগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে বা কর্কশ বচন বলিতে দেখিতে পায়, তবে ভাল কথা বলিয়া বা অন্য প্রকারে আদর প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কোমল স্বভাব ও সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা করা বৃথা। মুখের বাক্য ও উপদেশ অপেক্ষা কার্য্যের ও আচরণের দ্বারা শিশুর চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হয়। অতএব জননীদিগের কর্ত্তব্য স্ব স্ব জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুদিগের হৃদয়ে এমন সকল উন্নত ও পবিত্র ভাব অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন যে তাহা চিরস্মরণীয় থাকিয়া সংসারের পাপ প্রলোভন মধ্যে তাহাদিগকে পবিত্র পথে রক্ষা করিতে পারিবে এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল ভাব যত অধিকতর উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, মাতৃ-চরিতের মহত্ত্ব তাহাদিগের তত হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মাতাদিগের অপর এক বিষয়ে মনোনিবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। জননীরা স্বভাবতঃ যে সকল উন্নত ও পবিত্র গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহাদিগের যথাবিধি পরিচালনা দ্বারা তাঁহারা সন্তানদিগের নিকট যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন ইহা সত্য বটে কিন্তু তাঁহাদিগের হইাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যেমন এক সময়ে শিশুর মাতা রহিয়াছেন, আবার কিছুদিন পরে উন্নত জ্ঞান বুদ্ধিশালী মনুষ্যের মাতা

হইবেন। তন্নিমিত্ত শিশুকালে তাঁহারা মাতৃ হৃদয়ের যেমন উৎকৃষ্ট ভাব ও পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ মনের উন্নত জ্ঞানের পরিচয় দিতে না পারিলে শিশুর জ্ঞানোন্নতির সহিত তৎপ্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়া অসম্ভব নহে।

মনুষ্য যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে প্রখর জ্ঞান প্রভাবে ও স্বাভাবিক তেজস্বিতা বশতঃ বিবেচনা নিরপেক্ষ হইয়া সহসা ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হয়। সে অবস্থায় পিতা প্রভৃতি রুক্ষ প্রকৃতি উন্নত জ্ঞানশালী পুরুষদিগের উপদেশ তাহাদিগের অহঙ্কার-স্ফীত চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে না, কিন্তু মাতা যদি পুত্রাপেক্ষা জ্ঞানে উন্নত হয়েন তাহা হইলে তিনি তৎকালে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ আশ্চর্য্য বশীকরণ গুণে অক্লেশে যৌবনের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু অনেক মহিলাকে এই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যটীতে অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানেরা যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত দিন দিন উন্নত জ্ঞান সোপানে উত্থিত হইতে থাকে, তাঁহারা তেমনই নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বিদ্যালোচনা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকেন। ভবিষ্যতে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের শিক্ষা দানে যে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবেন এবং এক্ষণে তৎকার্য্যে তাঁহাদিগের যে পরিমাণ যোগ্যতা আছে, উন্নতির পথে অগ্রসর না হইলে তাহাও যে তাঁহারা হারাইবেন ইহা তাঁহারা মনে করেন না।

শৈশবে মাতৃ উপদেশে সন্তানেরা যেরূপ শিক্ষিত হইতে থাকে, যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা মাতা দ্বারা সেরূপ শাসিত বা প্রতিপালিত হয় না, ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে মাতা তৎকালে স্বীয় জ্ঞানের অনুন্নতি বশতঃ সন্তানের শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত হন। সুতরাং তাহাদিগের উপর তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না। মাতৃহৃদয়ের অকপট স্নেহ ও পবিত্রতার সহিত যদি উজ্জ্বল জ্ঞানের সংযোগ হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা সন্তানের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং শিশুকালে যেমন মাতার প্রতি তাহার অকপট শ্রদ্ধা থাকে তখনও তাঁহার উন্নত জ্ঞান ও শক্তির প্রতি সেই রূপ সংমাননা থাকে। তজ্জন্য মাতার উন্নত ও পবিত্র চরিত্র সন্তানের জীবনের আদর্শ

স্বরূপ হইয়া তাহার হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকে এবং যাবজ্জীবন তাহাকে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও পবিত্রতার পথে লইয়া যায়।

ভারতবর্ষের বিবাহ প্রণালী।

পুরাকালে আমাদের ভারত ভূমিতে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুরিক, রাক্ষস, পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহের নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যে ইদানীং প্রাজাপত্যই সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহাতে কি প্রকার আচার ব্যবহারাদি অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সকলেই জানেন। ইহার মন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ লিখিবার মানস রহিল। সম্প্রতি ভারত-বর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের বিবাহ প্রণালীর কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। বলগণ্টা, এবং কঙ্কণ প্রদেশে সাত আট বৎসরের বালকেরা বিবাহ করে। বিবাহের পূর্ব্বে বালকের পিতা মাতা ক্রমাগত এক পক্ষ উৎসব করিয়া থাকে। দিবারাত্র বিবিধ ক্রীড়া, এবং নানাবিধ সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। বিবাহের দিন সমুদয় আত্মীয় কুটুম্বেরা বালকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, মহা সমারোহে কার্য্য সমাপন করেন। দম্পতির প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিবার জন্য, তাহাদিগকে সাত বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। অসবর্ণ বিবাহ তাহাদের মধ্যে অপ্রচলিত। এই প্রথামতে কন্যা পিতার গৃহ হইতে একখানি সামান্য অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই আনিতে পারে না।

বিষ্ণুযোড় দেশে পুরুষেরা অসংখ্য স্ত্রী পরিগ্রহ করে; এবং বিবাহিত পত্নীগণ, তত্রস্থ রাজাকে কিঞ্চিন্মাত্র কর দান করিতে পারিলেই, পূর্ব্ব স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্য প্রতিবেশীকে বিবাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তথাকার প্রতিবাসীরাও ইহা ঘৃণিত মনে করে না। রাজাজ্ঞায় পরিণীত স্ত্রীর স্কন্ধে একখণ্ড লৌহ স্থাপন করিলেই সে পূর্ব্ব স্বামী হইতে নিষ্কৃতি পায়। কানাড়া নিবাসীরাও কঙ্কণ দেশ প্রচলিত প্রথার অনুকরণ করে। মালাবার প্রদেশে বিবিধ শ্রেণীর লোক বসতি করে, তন্মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর সম্ভ্রান্ত, তাহারা অতি অল্প বয়সেই স্ত্রীগ্রহণ

করিয়া থাকে ; কিন্তু কদাচ অসবর্ণ বিবাহ করে না। যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচ কুল, তাহাদের মধ্যে একটী নিতান্ত গর্হিত প্রথা বর্ত্তমান। তাহাদের তিন চারি জন কি ততোধিক পুরুষও এক ভার্য্যা গ্রহণ করে ; এবং প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীর এককালে তিন জন স্বামীর সেবা করিতে হয়। কি আশ্চর্য্য !! যে পাপ শ্রবণ করিবা মাত্র সতী মহিলাদিগের হৃদয় কম্পিত হয়, সেই পাপ, অদ্যাপি ভারত ভূমির অন্য এক পার্শ্বে দেশাচার বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। মালাবার দেশীয় পুরুষদিগেরও কেমন অদ্ভুত স্বভাব! তাহারা অনেক জন একত্র হইয়া এক জায়া এবং তাহার সন্তানাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে ; অথচ তাহাদের হৃদয়ে ঈর্ষ্যা স্থান পায় না। বিবাহ-সময়ে ইহারা বিবিধ উৎসব, ও আনন্দ ব্যাপার সম্পন্ন করে। দেবমন্দিরে যাজক দ্বারা ইহাদের বিবাহ সম্পাদিত হয়। বিবাহের পরেও ইহারা প্রায় একপক্ষ কাল অলীক অনুষ্ঠানে অতিবাহন করে। স্ত্রীদিগের রূপ বর্ণন, এবং তাহাদের পরিচ্ছদ প্রশংসা ও বিবিধ ক্রীড়া, নৃত্য, গীত ইত্যাদিতেই ইহারা অক্লেশে মাসার্দ্ধকাল ক্ষেপণ করে। কি নিমন্ত্রিত, কি অনাহূত সকলকেই ইহারা সমাদর করিয়া আহারাদি প্রদান করে। দেশের প্রথানুসারে " নব বিবাহিত বর কন্যা কে " একটী উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়, এবং সেই সময় তাহারা এত অলঙ্কার পরিধান করে যে অনেকেই তাহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম হয়। যে সকল গৃহে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়, তাহা পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত হয়। সুন্দর রেশম, পট্টবস্ত্র ও কাঞ্চনের শোভাই তাহাদের বিশেষ মনোহর। স্বামীর ব্যয়ে নিমন্ত্রিতগণ দিন দুবার আহার করেন, কন্যা প্রতি রাত্রিতে সহচরী এবং দাসীদিগের সঙ্গে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন। পক্ষান্তে, বিবাহিতদিগকে বিবিধ রত্ন বিভূষিত হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হয়।

হস্তীর পৃষ্ঠে দুটী আসন সজ্জিত থাকে, বিবাহিতগণ তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া নগর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় এবং হস্তীর পশ্চাতে শত শত লোক তাহাদের অনুগমন করে। ভ্রমণের সময় তাহারা আত্মীয় কুটুম্বদিগের দ্বারে দ্বারে কিয়ৎক্ষণের জন্য থামিয়া থাকে। কুটুম্বেরা তাহাদিগকে সুমিষ্ট সামগ্রী দান এবং হস্তীর মস্তকে বিবিধ সুগন্ধ আতর জল প্রভৃতি

সিঞ্চন করিয়া থাকে ; কোন আত্মীয় এই নিয়ম লংঘন করিলে তাহারা অবমাননা জ্ঞান করে। নগর ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে পুনশ্চ তাহারা দেব-মন্দিরে গমন করে, এবং পরিশেষে সে স্থান হইতে কন্যার গৃহে প্রত্যাগত হয়। পরে মাহুতকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিয়া নিমন্ত্রিতগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করেন।

নিশিবটের ভূত।

শুকায়েছে নীলে ভুঁই মথুরার মাঠে,
ঘাস বনে পায়ে পায়ে পড়িয়াছে পথ ;
বেড়িয়া পুকুর পাড় চাষা যায় হাটে,
নিশিবটতলা দিয়া যথা ভাঙ্গা রথ।

সন্ধ্যাযোগে যায় বাড়ী চাঁড়ালের বুড়ী,
তাড়াতাড়ি আধক্রোশ নিশিপুর যেতে,
সে বিজন পথে তার নাহি কোন যুড়ী
বটের তলায় ভয় অন্ধকার রেতে।

যায় বুড়ী একাকিনী চলি সন্ সন্,
মাঝে মাঝে দুই পাশে দেখে বার বার
অন্ধকার বাড়ে মাঠে ক্রমে ঘন ঘন,
দূর বনে প্রতি শব্দ হয় পদচার।

চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ রব উঠিল আঁধারে,
পুকুরের পাড়েতে গা, করে ছম্ ছম্
মাঝে মাঝে বাঁশ বন পথের দুধারে
খস্ খস্ শব্দে ভয় লাগয় বিষম।

কি যেন দেখিতে শাদা পথে দেখা দিল,
ঠাহরিয়া দেখে বুড়ী শুয়ে এক ষাঁড়,
ভরসা তখন কিছু মনে উপজিল,
ফিরে চলে তাড়াতাড়ি শিরে করি ভাঁড়।

ক্রমে ক্রমে পথে যত বাড়ে অন্ধকার,
ততই বুড়ীর মনে বাড়য় হুতাশ ;
নিশিবট তলা যেই হলো বুড়ি পার,
পাছে পাছে শুনে শব্দ, ভাবে সর্ব্বনাশ।

ফিরিয়া দেখিল বুড়ী শব্দও থামিল,
আঁধারেতে কিন্তু কিছু দেখা নাহি যায় ;
ভয়েতে তখন বুড়ী দৌড়িতে লাগিল,
শব্দও দৌড়িয়া তার পাছু পাছু ধায়।

উড়িল বুড়ীর প্রাণ ঘন বহে শ্বাস,
বারেক সে ধীরে ধীরে চলিয়া দেখিল ;
তবু শব্দ পাছে পাছে ধায় আশ পাশ,
ঘন ঘন রাম নাম অন্তরে স্মরিল।

কিছু দূর গিয়া বুড়ী পাছে ফিরে চায়,
কে আসে করিয়া শব্দ পায় পায় তার।
কি যেন দাঁড়ায়ে কালু দেখিবারে পায় ;
ভূতেতে করেছে তাড়া নাহিক নিস্তার।

শত শত রাম নাম বুড়ী জপে মনে,
এদিকে চালায় পদ তাড়াতাড়ি কত ;

চলিল সকল মাঠ, ভূত বুড়ী সনে,
না মানিল রাম নাম তুক তাক যত।

পড়িল তালের বাল্‌দ বুড়ীর পশ্চাৎ,
অমনি শিহরে মন কাঁপে থর থর ;
মনে হয় পাছে ভূত পড়ে বা হঠাৎ,
ঝুপ করে চেপে ধরে ঘাড়ের উপর।

তবু ভূত খট্‌ খট্‌ আসে পায় পায়,
বরাবর পাছে পাছে চলেছে যেমন ;
বুড়ী এসে মূর্চ্ছা যায় দুয়ার গোড়ায়,
নাহি বাক, কপালেতে স্বেদ বরিষণ।

বাহিরে আইল বুড়া হয়ে চমৎকার,
দৌড়িয়া আইল তার দুহিতা সুন্দরী ;
কিছুই জানে না তারা বুড়ীর ব্যাপার,
কি হোল কি হোল হায়! এই রব করি।

আলোতে বুড়ীর শেষে চমক্ ভাঙ্গিল,
আধ রবে "ওই ভূত" বল্লে থর থরে ;
তখন মাঠের পানে প্রদীপ ধরিল,
প্রকাশ হইল ভূত চারি পায়ে চরে।

ওই সে গাধার ছানা হারায়েছে ধাড়ী,
কোথা যাবে অন্ধকারে রেতের বেলায় ;
না চেনে সে পথ ঘাট নাহি চেনে বাড়ী,
এসেছে বুড়ীর পাছে ধরিয়া সহায়।

নহে ভূত নহে প্রেত গেল তবে জানা,
না জানে নির্দ্দোষী গাধা পরের অহিত ;
ধরিয়া আনিল কন্যা সে গাধার ছানা,
সকলেতে যত্ন তারে করে যথোচিত।

প্রতি দিন হঁাটে গাধা খট্ খট্ করি,
বেড়ায় আনন্দে সদা চাষার উঠানে ;
যে রবে বুড়ীর মন উঠেছে শিহরি,
সে রব হরিষে এবে বুড়ী শুনে কাণে।

সকলের প্রিয়পাত্র গর্দ্দভ হইল,
কন্যার প্রমোদ বড় গাধারে পাইয়া ;
লালন পালনে গাধা বাড়িতে লাগিল,
তাহার রহস্য কথা গেল প্রচারিয়া।

সে গঁায়ের সবে হাসে গাধার কথায়,
ভাঙ্গিল ভূতের ভয় অনেকের তাই ;
লোকে ভাবে ভূত প্রেত এ গাধার প্রায়,
মিছা ভয়ে কত লোক মরে কত ঠাঁই।

চন্দ্র সূর্য্যের বিষয়।

শৈশবাবস্থায় আমাদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইলে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় আশ্চর্য্য পদার্থ আর কিছুই বোধ হয় না। ইহারা কি, এ বিষয় জানিবার জন্য আমাদিগের দিন দিন কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব এতৎ সম্বন্ধেই আমাদিগের প্রথম প্রশ্ন অন্তরে উদিত হয়। বৃদ্ধা পিতামহী অথবা জননীকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা দেবতা বলিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। সুতরাং ভবিষ্যতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায়

যখন ইহাদিগের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হই, তখন সেই বিশুদ্ধ নবভাবে আমরা একেবারে বিমোহিত ও আশ্চর্য্য হইয়া যাই। জননীকে অনভিজ্ঞা জ্ঞানে তখন তাঁহার প্রতি হয়ত কথঞ্চিৎ হতশ্রদ্ধাও হয়। কিন্তু যে মাতা বুদ্ধিমতী বা সুপণ্ডিতা, তিনি কি সেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। তিনি সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম জোন্সের জননীর ন্যায় কোন কৌতূহলজনক সদুত্তর প্রদানে আমাদিগের জ্ঞানস্পৃহা আরও উত্তেজিত করিয়া দেন। তিনি বলেন "বই পড়, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে।"

চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের পুরাণ ও উপপুরাণে যে নানাবিধ উপন্যাস কথা আছে, তাহা সত্য নহে, কেবল অনভিজ্ঞ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞান প্রভাবে এক্ষণে সেই সমুদায় কাল্পনিক উপন্যাস তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই চন্দ্র সূর্য্য বিষয়ে এদেশের ন্যায় নানা প্রকার গল্প কথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। যেখানে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে সেই সকল দেশে ক্রমে কাল্পনিক বৃত্তান্ত আপনাপনিই তিরোহিত হইতেছে। এই সকল কাল্পনিক উপন্যাস অত্যন্ত অদ্ভুত ও মনোহর বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত তদপেক্ষাও অধিক মনোরম ও বিচিত্র। একেত সত্যের প্রতি আমাদিগের অন্তরের কেমন একটী স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাতে সেই সত্য এমত সুমোহন ও বিচিত্র বেশে আমাদিগের নিকট উদিত হয় যে তদ্দর্শনে আমরা একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। এই কথার যথার্থতা এই চন্দ্র সূর্য্য বিষয়ক বৃত্তান্তে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

সৌর জগতের মধ্যে চন্দ্র আমাদিগের ভূলোকের যেমন সন্নিকট এমত কিছুই নহে। সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন নভোমণ্ডলস্থ পদার্থকে এমত জ্যোতির্ম্ময় বোধ হয় না। এজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দুই দ্যুলোক জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিৎ সুধীবর্গের আলোচ্য হইয়া আছে। মানবেরা ইহাদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। এই দুই পদার্থ হইতে আমরা ভূলোকে যে অসংখ্য উপকার লাভ করি তাহা প্রতি পদেই উপলব্ধি হয়। এজন্য পূর্ব্বকালে ইহারা দেবতা স্বরূপ গণ্য হইয়া মানবের উপাস্য হইয়া-

ছিল। স্বধু হিন্দুরা নয়, হিব্রু, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি প্রাচীন সমুদায় সভ্যজাতি মধ্যেই এই পদার্থ দ্বয়ের অর্চ্চনা রীতি প্রচলিত ছিল। ইহাদিগের হইতেই সময় গণনা উদ্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত আমরা দিবা গণনা করি, চন্দ্রের এক পূর্ণিমা হইতে অন্য পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পূর্ণমাসের গণনা হয় এই জন্য পূর্ণিমার নাম পৌর্ণমাসী। এই মাস ত্রিশ দিনে সম্পূর্ণ হয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, এরূপ বার মাস কাল অতীত হইলে, একবার মাত্র সূর্য্যদেব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসেন। এই প্রদক্ষিণ কাল বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী আহ্নিক ও বার্ষিক গতি বর্ণনা স্থলে আমরা দিবা ও বৎসরের বিবরণ লিখিয়াছি। এক্ষণে এই চান্দ্র মাসের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পৃথিবী সূর্য্যকে বার্ষিক গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যেরূপ সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্র তদ্রূপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ অথবা পারিপার্শ্বিক গ্রহ বলিয়া থাকে। পৃথিবীর দুই প্রকার গতি, কিন্তু চন্দ্রের তিন প্রকার গতি অনুমিত হইয়াছে। একটীকে চন্দ্রের দৈনিক গতি, অন্যটীকে পার্থিব মাসিক গতি, এবং তৃতীয়টীকে চন্দ্রের পার্থিব বার্ষিক গতি বলা যায়। আমরা দেখিতে পাই চন্দ্রের চিরকালই এক প্রকার আকার। এক পূর্ণিমার চন্দ্রে আমরা যে সকল কলঙ্ক দেখি প্রতি পৌর্ণমাসীতেই সেই সকল কলঙ্কই দেখা যায়। অর্দ্ধচন্দ্র, তৃতীয়া ও অন্যান্য তিথির চন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এই গোলাকার পদার্থের এক ভাগই পৃথিবীর দিকে বার মাস সমান ফিরান রহিয়াছে। চন্দ্রের অপর ভাগটী আমরা দেখিতে পাই না কেন? চন্দ্র গোল, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে অথচ তাহার সকল ভাগ দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকেরা যখন জামাইকে বরণ করেন, তখন তাঁহাদিগের হাতের এক পিট মাত্র জামাতার দিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকেন, অন্য পিঠ দেখান না। চন্দ্রও সেইরূপ যেন পৃথিবীকে বরণ করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই মনুষ্য চন্দ্রকে দেখিতেছে, কিন্তু সর্ব্বস্থানেই চন্দ্রের মূর্ত্তি একই রূপ।

ভারতবর্ষে তাহার যেস্থানে যেরূপ কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, আমেরিকাতেও ঠিক তদ্রূপ। এমত স্থলে চন্দ্রের এক প্রকার গতি অনুমান না করিলে এ বিষয় নির্ণীত হয় না। এই গতি দ্বারা চন্দ্র আপনাআপনি এরূপে ঘুরিতেছে যে তাহার এক দিকই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ফিরান রহিয়াছে, এই গতি অনুসারে একবার ঘুরিতে ইহার প্রায় সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা লাগে। আবার এই সময়ের মধ্যে ইহা পৃথিবীর চারিদিকেও ঘুরিয়া আইসে। অর্থাৎ ইহার দৈনিক ও মাসিক গতি এককালে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর যে গতি অনুসারে ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি সম্পন্ন হইতেছে, চন্দ্রেরও সেই গতি অনুসারে তাহার প্রায় সাতাইশ দিন, আট ঘণ্টায় এক দিবারাত্রি সংঘটিত হইতেছে; অতএব চন্দ্রের এক দিবস সম্পূর্ণ হইলে পৃথিবীকেও তাহার একবার বেষ্টন করা হইল। কিন্তু সাতাইস দিন আট ঘণ্টায় কি আমাদিগের মাস গণনা করা হয়? আমরা প্রায় ত্রিশ দিনে মাস গণনা করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই এক অমাবশ্যার পরে অন্য অমাবশ্যা সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ত্রিশ দিন লাগে। কিন্তু চন্দ্র যখন ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন, পূর্ব্ব-পর অমাবশ্যা ঘটিতে প্রায় ত্রিশ দিন লাগে কেন? পৃথিবীর গতি নিবন্ধন স্থান পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, পৃথিবীও তেমনি সেই সময়ে বার্ষিক গতি অনুসারে সূর্য্য সম্বন্ধে অনেক দূর স্থানান্তরিত হইতেছে; এক অমাবশ্যায় সূর্য্য পৃথিবীর যে স্থানে ছিল, পর অমাতিথিতে সূর্য্য সে স্থানে নাই। একটী ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবিষয় অনেক বোধগম্য হইবে। দ্বিপ্রহর বাজিলে আমরা দেখি, ঘড়ির দুইটী কাঁটাই এক স্থানে উপর্য্যুপরি আছে। ঠিক এক ঘণ্টাকাল অতীত হইয়া গেল, মিনিটের কাঁটা পুনরায় দ্বিপ্রহরের মাথায় ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে আর ঘণ্টার কাঁটা নাই। উঠা আরও পাঁচ ছয় মিনিট অতীত না হইলে ঘণ্টার কাঁটার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। ঘণ্টার কাঁটা না চলিলে মিনিটের কাঁটা ৬০ মিনিটে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিত, কিন্তু চলে বলিয়া ৬৫ মিনিটেরও অধিক লাগে। এই প্রকার কতকটা পৃথিবী ও চন্দ্র সম্বন্ধেও ঘটিতেছে। এজন্য এক অমা-

বশ্যার পর আর এক অমাবশ্যা সংঘটন হইতে ২৭ দিনের অধিক লাগে। প্রায় দুই দিন বেশি হইয়া পড়ে। সাড়ে ঊনত্রিশ দিন না হইলে দুইপক্ষ সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য আমরা ত্রিশ দিনে চান্দ্রমাস গণনা করি।

পৃথিবী যে সময়ে একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে চন্দ্র সে সময়ে তের বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু বারটী অমাবস্যা সম্পূর্ণ হয়। মাসের সংখ্যা দ্বাদশ হইলেও আমরা দেখিতে পাই সকল মাস ত্রিশ দিনে হয় না। তাহার কারণ পৃথিবী ও চন্দ্রের বার্ষিক গতিতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। পৃথিবীর সহিত চন্দ্রও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এমত নির্ণীত হইয়াছে, প্রায় তিন শত সাড়ে পয়ষট্টি দিনে এই প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়। ত্রিশ দিনে মাস গণনা করিলে আমরা বার মাসে তিন শত ষাইট দিনের অধিক প্রাপ্ত হই না। তবে প্রতিবর্ষে অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ দিন আমরা কিরূপে গণনার সহিত সমন্বয় করিব? এজন্য এক্ষণে বর্ষ গণনায় চান্দ্রমাস ত্যাগ করিয়া সৌর মাস ধরিতে হইয়াছে। ঐ সাড়ে পাঁচ দিন বর্ষের মধ্যে ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা অদ্যাপিও চান্দ্রমাস গণনা করে। পূর্ব্বে অনেক জাতি মধ্যে চান্দ্রমাস গণনাই প্রচলিত ছিল। পিলু দ্বীপপুঞ্জের* নৃপতি যখন তাহার পুত্রকে কাপ্তেন উইলসনের হাতে সমর্পণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কত চন্দ্রের পর সন্তানকে পুনরায় দেশে দেখিতে পাইব? ইহাতে প্রতীত হইতেছে ঐ দ্বীপবাসীরা চন্দ্রকেই কাল গণনার মূলীভূত জ্ঞান করে।

তীর্থ যাত্রা।

(অবলা ও সরলা।)

"মন ভাল নয় তীর্থ কর,
বৃথা কাজে ঘুরে মর।"

সরলা। ভাই অবলা! বড় যে ব্যস্ত দেখ্‌ছি কি সাজ গোজ কর্‌ছ?

অবলা। ভাই! সমুখে জগন্নাথ দেবের রথ। পাড়ার সব মেয়েরা যাবে। তাই মনে কর্‌ছি একবার শ্রীমুখটা দেখে আসি।

* আসিয়া-খণ্ডের পূর্ব্বাংশে প্রশান্ত মহাসাগরে।

স। তুমি কি কখন শ্রীক্ষেত্রে যাও নাই, শ্রীমুখ দেখ নাই?

অ। গেছিলাম, সেবার দোলের সময়। তা একবার দেখে কি আস্ মিটে? আর দোলের চেয়ে রথ দেখায় পুন্নি বেশী।

স। একে এই গরমী কালের কাটফাটা রৌদ্র, তায় এই পথ হেঁটে যাওয়া, আর লোকের ভিড়ে সর্দ্দি গরমী, তোমার নিজেরত এইরূপ কষ্ট! তা পাওগে। কিন্তু এই যে অবগণ্ড ছোট ছোট ছেলে গুলি, এদের ফেলে যেতে কষ্ট হবে না?

অ। লোকে কথায় বলে;
"জগন্নাথের কিবে লীলে,
কোলের ছেলে যায় গো ফেলে।"

স। তোমরা ভাই খুব পুণ্যধর্ম্ম করে নিলে। যাহোক, আর কোন্ কোন্ তীর্থ ভ্রমণ করেছ, আর তার কি মাহাত্ম্য বুঝেছ বল দেখি ভাই শুনি?

অ। আমাদের পাপীয়সীদের আবার তীর্থ ভ্রমণ। আর আপনার মুখে কি ওকথা বল্‌তে আছে?

স। কেন, পুণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে না কি? তা, শুনতে চাচ্চি কিছু বলই না।

অ। পুণ্যের ত ছালা বেঁধেছি। দেখ ভাই, শ্রীক্ষেত্রে ত একবার গেছিলাম; কলের গাড়ী হবার আগে একবার কাশী, গয়া, প্রয়াগ দর্শন করে আসি, আর তার পরে দুই বারে মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার পর্য্যন্ত দেখে এসেছি; বৎসর বৎসর এক একবার গঙ্গাসাগরে যাই; আর কাছে নিকটে যত ছোট বড় তীর্থ আছে তায়ত প্রায় যাতায়াত করি। শুনি সব জায়গারই মাহাত্মিটা খুব আছে! দর্শনে পর্শনে মুক্তি!!

স। আমারত তীর্থযাত্রার বাইটা ছেলে বেলা অবধি। এমন তীর্থের নাম শুনি নাই, যেখানে যাই নাই। তুমি বোধ হয় মনে করচ এত তীর্থের দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি লাভ করে ফেলেছ, আমারও ঐ রকম বোধ হইত। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, চিরদিন যে তীর্থ তীর্থ করিয়া বেড়ান গেল, গোলমাল ছাড়িয়া মনে স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে কি লাভ হইয়াছে বুঝা যায়! মুক্তি লাভ দূরে থাকুক, মন কি বেশ পবিত্র হইয়াছে—ভাল দিকে যায়? সংসারের মায়ায় মন মুগ্ধ হয় না? ঈশ্বরে মতি হইয়াছে? লোকের প্রতি রাগ, দ্বেষ হিংসা হয়

না সকলকে ভাল বাসা যায়, সকলের ভাল করিতে ইচ্ছা হয়? এই সকলত মুক্তির পথ। এই সকল না হইলে লোকে বলে আমাদের মুক্তি লাভ হইবে, তা হলেই কি হইল?

অ। তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক্‌ কথা। কিন্তু আমাদের মন কি একবারে ভাল হবে? পুণ্যের ফল যাবে কোথায়? পরকালেত ভাল হবে?

স। কথায় বলে,

"থাক্‌রে কুকুর আমার আশে,
ভাত দেব সেই পৌষ মাসে।"

ইহকালে কিছু হলো না, পরকালে হবে? পরকালেত এই পাপ-পোরা মন যাবে, সেখানেত স্বর্গের ভোগ প্রস্তুত! যে এখান হতে ভাল মন নিয়ে যেতে পারে, তারই পরকালে সদ্গতি। নয়ত দান কর আর ধ্যান কর, জপ কর আর তীর্থ কর সব বাহ্যিক—সব পণ্ড।

অ। তবে এত লোক তীর্থে যায় কেন?

স। এত লোক যাত্রা শুন্‌তে নাচ্‌ দেখ্‌তে যায় কেন? মনে কর কি সকলে ধর্ম্মের জন্য যায়? ও একটা হুজুক—একটা আমোদ। সত্য সাক্ষী করে বল দেখি, তীর্থ স্থানে কত অসৎ লোক ও পাপাচার দেখিয়াছ কি না?

অ। তীর্থ আমার মাথায় থাকুন, কিন্তু বল্‌তে কি, তীর্থে যত অসৎ লোক, যত পাপাচার এত আর কুত্রাপি দেখি নাই। এক একবার মনে হয় যে দেবতাদের সঙ্গে বাদ সেধে অসুরেরা বুঝি মূর্ত্তিমান্‌ হয়ে যাত্রীদের উপর উৎপাত করিতে আসিয়াছে—জাত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসা ভার। যত বেশী তীর্থ দেখিয়াছি, ততই বেশী পাপ দেখিয়াছি। হয়ত ভাল মনে গিয়া কত কুভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাই এক একবার তীর্থে যাইতে মন সরে না।

স। তোমার কাছে ঠিক্‌ কথা শুনে আমি বড় খুসী হলাম। কিন্তু তীর্থ স্থানের পাপ তুমি যত মনে করিতেছ, তার চেয়েও অধিক। যাদের কু-লোক বল্‌ছ তারাত তীর্থ দর্শন, তীর্থবাসের ছলে সব কুকর্ম্মই করে। কিন্তু বল্‌ব আর কি, যারা তীর্থের অধ্যক্ষ, যাজক, পুরোহিত তাদের মধ্যেও ভয়ানক কাণ্ড দেখা যায়। তাদের মধ্যে যথার্থ ধার্ম্মিক লোক অতি অল্প—অধিকাংশ ভণ্ড-তপস্বী। তারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবসায় বলিয়া ধর্ম্মের আড়ম্বর করে। তারা মিষ্ট মুখে ধর্ম্মের

কত কথা বলে, কত আশীর্ব্বাদ করে। কিন্তু যেমন কলিকাতার ঠাঁই ঠাঁই কসাই কালীর সেবা দেখিয়াছ, তাহাদের কার্য্য তদপেক্ষাও জঘন্য।

অ। তুমি তীর্থের উপর আমার মনটা বড় চট্‌য়ে দিলে। আমি মনে করিতাম অপর লোকে যে যে অভিসন্ধিতে যাক্, যে যা করুক্ ক্ষতি নাই; কিন্তু পূজরী প্রভৃতি দেবতার মত, তাঁহাদের দেখ্‌লেও পুণ্য হয়। তবে কি তীর্থে যাওয়ার কোন ফল নাই?

স। তীর্থযাত্রার কোন ফল নাই এমত নয়। হট্টগোলে না গিয়া দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায়ে রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া গেলে এবং আবশ্যক যাহা দেখিবার, দেখিলে অনেক বহুদর্শী হওয়া যায়। বঙ্গদেশের অবলারা চিরকাল কারারুদ্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে একপ ভ্রমণও আবশ্যক। কিন্তু যদি ধর্ম্মসাধনের জন্য বল, তবে তাহার তীর্থ অন্য প্রকার।

অ। অন্য প্রকার তীর্থ কি?

স। "চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং" পবিত্র মনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। তুমি জান, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ, 'তীর্থযাত্রা পর্য্যটন, কেবলই মনের ভ্রম'। মনে যদি পাপচিন্তা সংসার কামনা না থাকে, তাহা হইলে মন নির্ম্মল হয়। সেই নির্ম্মল মনে ভক্তি যোগে যেখানে ঈশ্বরকে ডাকিবে সেই খানেই হৃদয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহা না হইলে, কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র সকল স্থান সহস্র বার ভ্রমণ করিয়া আসিলেও কোন ফল দর্শিবে না। তাই বলি "মন ভাল নয়, তীর্থ কর, বৃথা কাজে ঘুরে মর"। ভাবিয়া দেখ দেখি, এতদিন বৃথা কাজে ঘুরিয়া মরিয়াছ কি না? যদি মনকে ভাল করিতে চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে আপনার হৃদয়ে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মন্দির দেখিতে, যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তাঁহাকে পূজা করিতে, সর্ব্বদাই তাঁহার আশীর্ব্বাদে মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে। প্রাচীন কালের মুনি ঋষিরা এই তীর্থে বাস করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অ। ভাই, তুমি আমারে যথার্থ তীর্থের সন্ধান বলিয়াছ। ঘরে তীর্থ থাকিতে কেন আমি দূরদেশে ঘুরিয়া মরিতে যাইব। জগতের নাথকে যদি আমি হৃদয়ে দেখা পাই আমি আর কিছুই চাহি না।

স। ঈশ্বর দয়াময়। তিনি ভক্তাধীন ভগবান্। ভক্তিভাবে তাঁহার জন্য প্রার্থনা কর। আর তাঁর উদ্দেশে পবিত্র ভাবে জীবনের কাজ সকল কর, দেখ দেখি, তাঁর নিকটে অক্ষয় তীর্থের ফল লাভ হয় কি না? ঈশ্বরের চরণে মন দৃঢ় করিতে পারিলে হুজুক করিয়া তীর্থে যাওয়া যে নিরর্থক বেশ বুঝিতে পারিবে।

আ। ভাই! হুজুক ঠিক্ বলেছ। আমি রথ দেখায় ক্ষান্ত হলাম। আমি মন কিছুতেই ভাল করিতে পারি নাই, এবার গিয়াই বা কি হবে? যত দিন মনটা ভাল করিতে না পারি, লোকের হুজুকে মিশিব না। আপনি ভাবিব এবং সকলকে বলিব,

"মন ভাল নয় তীর্থকর
বৃথা কাজে ঘুরে মর।"

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। জড় পদার্থের আর কোন প্রকার আকর্ষণ আছে কি না?

মা। আকর্ষণের কথা এখনও শেষ হয় নাই, আজি রাসায়নিক আকর্ষণের কথা বলিব। সুশীলে! বল দেখি, সৃষ্টির যত কিছু পদার্থ কি কি মূল পদার্থে তৈয়ার হইয়াছে?

সু। মা! লোকে না বলে ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম অর্থাৎ মাটী, জল, আগুণ, বাতাস আর আকাশ, এই পঞ্চভূতে সকল বস্তু হইয়াছে?

স। সেকেলে পণ্ডিতেরা এই রূপ বলিতেন বটে কিন্তু মা! তুমি একবার বুঝাইয়া দিয়াছ এখনকার পণ্ডিতেরা তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন।

মা। কিরূপে বলিতে পার?

স। ভূত, রূঢ়ি পদার্থ অথবা মূল পদার্থ, কি না যাহা এক, যাহা হইতে আর দুই তিন পদার্থ পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু মাটী হইতে নানা প্রকার ধাতু এবং আরও অনেক প্রকার মূল পদার্থ বাহির হইয়াছে; জলকে অম্লজন ও জলজন নামে দুই প্রকার বাষ্পে পৃথক্ করা যায়; বায়ুর মধ্যে যবক্ষার জন এবং অম্লজন এই দুই পদার্থের ভাগ অধিক, তা ছাড়া আর আর পদার্থও অল্প পরিমাণে আছে; আগুনকে অনেকে পদার্থ বলেন না, পদার্থের গুণমাত্র বিবেচনা করেন; আর আকাশ অর্থাৎ শূন্য,

ইহা কিছুই নয়। সুতরাং এই সকলকে কি প্রকারে মূল পদার্থ বলা যায়?

মা। বা! সত্যর ঠিক্ মনে আছে ত।

সু। পরমাণুর কথা বলিবার সময় তুমি বলিয়াছিলে, পরমাণু দ্বারা সকল পদার্থ রচিত। তবে কি পরমাণু সকল মূল পদার্থ নয়?

মা। পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, সকল পদার্থ পরমাণু দ্বারা রচিত বটে, এবং তাঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিলে অবশেষে পরমাণু মাত্র থাকে। কিন্তু পরমাণুতে ভাগ করা কল্পনায় বুঝিতে হয়। পদার্থ সকলকে মূল পদার্থে পৃথক্ করা এবং মূল পদার্থ কয়েকটীর সংযোগে পদার্থ উৎপন্ন করা অন্য প্রকার। যেমন বর্ণমালার ক খ ইত্যাদি অক্ষর একত্র করিয়া সকল শব্দ হয় এবং সকল শব্দকে ক খ ইত্যাদি অক্ষরে পৃথক্ করা যায়, ইহাও সেই প্রকার। যেমন ৫০টী ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে ৫০হাজারের অধিক শব্দ হইয়াছে, সেইরূপ ৫০।৬০টী মূল পদার্থ দ্বারা জগতের সমুদায় পদার্থ গঠিত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দেখ. কমল ও কলম যদিও ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কিন্তু দুয়েতেই অকারযুক্ত ক, ল ও ম এই তিনটী মাত্র অক্ষর ভিন্ন ভিন্নরূপে সাজান হইয়াছে। এইরূপ তোমরা শুনিয়াছ, কয়লা ও হীরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইলেও ইহাদের মূল পদার্থ একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্নরূপে সাজান।

সু। মা! যে বিদ্যা দ্বারা এমন আশ্চর্য্য বিষয় সকল জানা যায় তাহার নাম না রসায়ন বিদ্যা? মূল পদার্থ সকলের যোগে কত আশ্চর্য্য কার্য্য হইতেছে তাও শুনিয়াছি। আমরা যে আহার গ্রহণ করি তাহা হইতে অস্থি, মাংস, রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে; এক মৃত্তিকা হইতে কত প্রকার বৃক্ষ ও তাহাদিগের পাতা, ফুল, ফল জন্মিতেছে। জন্তুদিগের শরীর হইতে বৃক্ষ ল বৃক্ষলতা হইতে, মৃত্তিকা এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটিতেছে।

মা। এ সকল কেবল রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য।

সু। যোগাকর্ষণকে কি এক প্রকার রাসায়নিক আকর্ষণ বলা যায় না?

স। তা কি প্রকারে হইবে? এক খণ্ড মৃত্তিকার সহিত আর এক খণ্ড

মৃত্তিকার কি এক খণ্ড কাঠের সহিত এক খণ্ড লৌহের যোগত সহজে করা যাইতে পারে এবং উত্তাপ বা বল দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়। কিন্তু জলে যে দুই বাষ্প আছে তাহাদিগকে পৃথক্ করা কি যোগ করাত সহজ নয়।

মা। যোগাকর্ষণে পদার্থ সকলকে যোগ করে, কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব্ব অবস্থা বা গুণের কোন পরিবর্ত্তন করে না। ইহাতে বস্তু সকলের অণু যেমন তেমনি থাকে। রাসায়নিক আকর্ষণে যে যৌগিক পদার্থ হয় তাহাতে যে যে পদার্থ যোগ হইল তাহাদের চিহ্ন থাকে না, কিন্তু এক নূতন ভিন্ন প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। চূণ ও হলুদ মিশ্রিত করিলে চূণও থাকে না, হলুদও থাকে না, পাটল বর্ণের এক প্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই দেখ নাইট্রিক নামে এক প্রকার আরোকে এই পয়সাটী ফেলিয়া দিলাম। কেমন শীঘ্র শীঘ্র তামার পরমাণু আর আরোকের পরমাণু একত্র হইয়া এক নূতন রঙ্ হইতেছে।

সু। হাঁ মা, ঐ যে ক্রমে ক্রমে পয়সা ক্ষয়ে যাইতেছে, কিছুই কি থাকিবে না?

স। আমি বোধ করি আরোকের সঙ্গে তামার প্রণয় বেশী।

মা। রাসায়নিক আকর্ষণ এমন প্রবল এবং অদ্ভুত, যে পণ্ডিতেরা ইহাকে রাসায়নিক প্রণয়ও বলিয়া থাকেন। দেখ পয়সার পরমাণু সকল যোগাকর্ষণে কেমন শক্ত হইয়াছিল, কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণের কাছে যোগাকর্ষণ শিথিল হইয়া গেল, তামার পরমাণু সকল ছাড়াছাড়ি হইয়া আরোকে মিশিতেছে। এখানে দেখ যোগাকর্ষণ আর রাসায়নিক আকর্ষণে কেমন বিরোধ! আবার দেখ নূতন যৌগিক পদার্থ আরোকের ন্যায় বর্ণহীন কিম্বা তামার ন্যায় শক্ত, ভারী ও রক্তবর্ণ নয়, ইহা নীলের কসের মত হইয়াছে। ভাল করিয়া মিশ্রিত হইলে এবং জল শুকাইয়া গেলে ইহা অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, নীল কাঁচের মত হইবে এবং ইহাতে মিছরির মত দানা বসিবে। এই দেখ ইহার নমুনা কয়েক খানি আনিয়াছি।

সু। বা কেমন আকার, বর্ণ, স্বচ্ছতা! এমন আশ্চর্য্য জিনিষত দেখি নাই।

স। আচ্ছা, রাসায়নিক আকর্ষণে যেন পদার্থে পদার্থে মিশ্রিত হইল,

কিন্তু যৌগিক পদার্থ হইতে মূল পদার্থ পৃথক্ কেমন করিয়া হইবে?

মা। তুমি এই আকর্ষণকে রাসায়নিক প্রণয় বলিতেছিলে, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিলে হয়। মনুষ্যে২ যেমন প্রণয় থাকে, কিন্তু কম বেশী প্রণয়ও থাকে। আমি এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছি, কিন্তু তার চেয়ে আরও প্রিয় বন্ধু যদি আইসেন তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাই। তেমনি দুই পদার্থ মিশিয়া আছে কিন্তু তাহাদের নিকট যদি এমন একটী তৃতীয় পদার্থ আইসে যে উভয়ের একটীর সহিত তাহার রাসায়নিক প্রণয় অধিক, তাহা হইলে সে পদার্থ পূর্ব্ব সঙ্গীকে ছাড়িয়া নূতনের সহিত মিলিত হইবে, পূর্ব্ব সঙ্গী একা পড়িয়া থাকিবে।

সু। জড় পরমাণু সকলের চোক কাণ, আছে না কি? তাদের আবার বন্ধু! তাদের আবার প্রণয়! এ যদি হয় ত, এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

মা। বাস্তবিক এইরূপ আছে এবং তাহা অখণ্ড, ঈশ্বর-প্রদত্ত নিয়ম। যত তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিবে ততই বুঝিতে পারিবে। বোধ কর, আরোকে আর তামাতে নীলরঙের যৌগিক পদার্থটী হইয়াছে, তাহার সহিত যদি লৌহ একত্র করা যায়, তামার অপেক্ষা লৌহের সহিত আরোকের স্বাভাবিক অধিক প্রণয়, অতএব আরোক তামাকে ছাড়িয়া লৌহের সহিত মিশিবে, তামা নীচে পড়িয়া যাইবে।

সু। আচ্ছা, এই ছুরি খানিত লোহা নির্ম্মিত, আমি ইহা ঐ নীল রসে ডুবাইয়া দেখি। তাইত উপরে এই যে তামার রঙ হইল!

স। ভাল, লৌহের সঙ্গে তবেত তামার প্রণয় বেশী, আরোকের কই?

সা। এইটী বুঝিবার ভুল। আরোক যে বাহিরে দেখা যাইতেছে না, তাহার কারণ উহা লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। তামা মিশ্রিত হয় নাই বলিয়া বাহিরে দেখা যাইতেছে। তামা তুলিয়া ফেল, আরোকে লৌহ কেমন মিশিয়াছে বুঝিতে পারিবে। যৌগিক পদার্থের মধ্যে কোন একটী পদার্থ বাহির করিতে হইলে এইরূপে করিতে হয়। এক, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা ক্রমে২ সকল পদার্থ ছাড়াইয়া লইয়া একটী পদার্থ বাকী রাখা।

দ্বিতীয়, যে পদার্থের সহিত উহার অধিক প্রণয়, তাহাকে যৌগিক পদার্থ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করা। পণ্ডিতেরা ইহার লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারেন। নেকড়া হইতে যে চিনি বাহির হয়, মৃত ব্যক্তির যে পেট চিরিয়া বিষ পরীক্ষা হয় তাহা এই-রূপে।

সু। রন্ধন করা জিনিষ ত সময় সময় বিষ হইয়া উঠে।

স। আমার বোধ হয় রন্ধনের সময় রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য অনেক হয়। কত জিনিষ মিশিয়া একটী ব্যঞ্জন তৈয়ার হয়, দ্রব্য সকলের গুণ না জানিলে ত কিসে কি হয় বলা যায় না।

মা। রন্ধনের দোষে যেমন খাদ্য দ্রব্য বিষবৎ হইতে পারে, ঔষধ সকল তৈয়ার করিতে অসাবধান হইলেও সেইরূপ হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা রন্ধন করেন এবং ঔষধাদি প্রস্তুত করেন তাঁহাদিগের পক্ষে রসায়ন বিদ্যা অথবা দ্রব্য গুণ জানা নিতান্ত আবশ্যক।

স। রাসায়নিক আকর্ষণ পদার্থ সকলের যোগ হইলেই কি হয়?

মা। কেবল যোগ হইলেই হয় না, এমন অবস্থায় যোগ হওয়া চাই যে তাহারা মিশিতে পারে। চূণ আর হলুদে যে পাটল বর্ণ হয় তাহা শুষ্ক চূণ আর হলুদ একত্র করিলে হয় না, উভয়কে জল দিয়া আরও নিকট করিয়া দিতে হয়। এই জন্য দুই পদার্থের রাসায়নিক আকর্ষণ নিমিত্ত কখন কখন তৃতীয় পদার্থের সহকারিতা আবশ্যক হয়। অম্লজন ও জলজন বায়ু অনেক দিন একত্র থাকিলেও মিশ্রিত হয় না, কিন্তু যদি তাহাদিগকে খুব শীতল করা যায় অথবা তাহাদের সহিত তাড়িত যোগ করা যায় অমনি জল হইয়া পড়ে। ইহার বিষয় অন্য অন্য কথা পরে বলিব।

পুরাণ কথা-তিলোত্তমা

হিরণ্যক্ষ দৈত্যের সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা মহাবল পরাক্রান্ত এবং দুইজনে একমন একপ্রাণ ছিল। ত্রৈলোক্য জয় করিবার নিমিত্ত উভয়ে হিমালয়ে গিয়া বহুকাল তপস্যা করিল, লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দৈত্যেরা বলিল আমরা যেন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল জয় করিতে পারি, আর অমর হই। ব্রহ্মা বলিলেন আমার বরে ত্রৈলোক্য বিজয়ী হইবে, কিন্তু এককালে অমর কেহ নাই অতএব তোমরা তাহা কি প্রকারে হইবে? তবে যে প্রকারে মৃত্যু ইচ্ছা কর, সেই প্রকারে হইতে পারে। অসুরেরা যুক্তি করিয়া বলিল, তবে আমাদের দুই সহোদরে যবে বিবাদ হইবে তবে মৃত্যু হইবে, নচেৎ নয়। তাহারা মনে

করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিবাদ কখনই হইবে না। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অসুরেরা দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। তাহাদের ভয়ে ইন্দ্র অমরাবতী ছাড়িলেন, দেবগণ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিলেন। তাহারা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগালয় জয় করিয়া ত্রিভুবনের অপূর্ব্ব সুন্দরী দেবকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরী, কিন্নরী প্রভৃতি হরণ করিয়া আনিল, সর্ব্ব প্রকার রত্নে আপনাদিগের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল এবং যজ্ঞ, হোম, ব্রত ও সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম উৎসন্ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের অত্যাচারে ত্রিজগৎ কম্পিত হইল। দেবগণ কাতরভাবে ব্রহ্মার চরণে পড়িয়া সৃষ্টিরক্ষার উপায় প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আজ্ঞা করিলেন, অনুপমা ভুবনমোহিনী একটী রমণী নির্ম্মাণ কর। বিধাতার আদেশে দেবশিল্পী ত্রৈলোক্য মধ্যে যত সৌন্দর্য্য ছিল তাহা তিল তিল লইয়া এক অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী নারী রচনা পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন এবং করযোড়ে বলিলেন 'এখন কি করিব, আজ্ঞা করুন।' ব্রহ্মা রমণীর নাম তিলোত্তমা রাখিলেন এবং বলিলেন ইহা দ্বারা সুন্দ উপসুন্দ দুই দৈত্যের মধ্যে ভ্রাতৃভেদ জন্মাইয়া তাহাদিগের সংহার সাধন কর। কন্যার অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া দেবগণও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন-যিনি যে অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতেই সম্পূর্ণ মোহিত হইলেন। তাঁহারা এক বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! ইহা দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধ হইবে। বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমাকে লইয়া চলিলেন। সুন্দ উপসুন্দ লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লইয়া বিন্ধ্যগিরি মধ্যে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করিতেছিল, কন্যা তাহার অদূরে পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৈত্যদ্বয় তাঁহাকে দেখিবা মাত্র এককালে উন্মত্ত হইয়া ধাবমান হইল। জ্যেষ্ঠ সুন্দ কন্যার দক্ষিণ হস্ত এবং কনিষ্ঠ উপসুন্দ তাহার বামহস্ত ধারণ করিল। সুন্দ বলিল আমি কন্যাকে অগ্রে দেখিয়াছি, ইনি আমার ভার্য্যা; জ্যেষ্ঠের ভার্য্যা কনিষ্ঠের জননী-তুল্য; অতএব উপসুন্দ! তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দেও।' উপসুন্দ বলিল, 'কন্যা আমাকে বরণ করিয়াছেন, কনিষ্ঠের ভার্য্যাকে স্পর্শ করিলেও মহাপাপ, অতএব তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ কর।' এইরূপে কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়ে গালাগালি হাতাহাতি করিতে করিতে ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং অবশেষে দুই ভয়ঙ্কর গদা লইয়া পরস্পরকে প্রহার করিল। চন্দ্র সূর্য্য পাতের ন্যায় উভয়ে গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল কন্যাকে কালরূপী জানিয়া সকল দৈত্য তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। ব্রহ্মা ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক

হইয়াছে দেখিয়া তিলোত্তমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন এরূপ রমণী পৃথিবীতে থাকিলে সকলের ধর্ম্মাচরণ তপ জপ ভঙ্গ হইবে, অতএব তাঁহাকে সূর্য্যের কিরণের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখিলেন।

আমাদিগের পুরাণোক্ত উপকথার ন্যায় প্রাচীন গ্রীকজাতির পুরাণেও একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রমিথিয়স্ ও এপিমিথস্ নামে দুই দুর্ব্বৃত্ত রাজা ছিল। দেবাধিপতি জুপিটার প্রথমে প্রমিথিয়সকে দমন করিবার জন্য বল্‌কান (বিশ্বকর্ম্মা) দেবকে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। দেবশিল্পী যতদূর সাধ্য মনোহর করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিলে অন্যান্য দেবতারা যাহার যে উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, তাঁহাকে দান করিলেন। বিনস্ (রতি) তাঁহাকে সৌন্দর্য্য ও মোহিনী শক্তি দিলেন, আপলো (সূর্য্যদেব) গান বিদ্যা দান করিলেন, মারকরী (দেবদূত) বাগ্মিতা এবং মিনর্বা (সরস্বতী) অমূল্য জ্ঞান ভূষণ প্রদান করিলেন। সকল দেবতার দান হরণ করাতে তাঁহার নাম পাণ্ডোরা বা সর্ব্বহরা হইল। জুপিটার তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে একটী ঝাঁপী দিলেন এবং বলিলেন যে তোমাকে বিবাহ করিবে তাহাকে এইটী দিবে। মারকরী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া প্রমিথিয়সের নিকট লইয়া গেলেন। দৈত্য দেবচাতুরী বুঝিতে পারিয়া কন্যা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা এপিমিথসের তত দূর বুদ্ধি ছিল না। সে কন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত ঝাঁপীটী যেমন খুলিল, অমনি তাহার মধ্য হইতে যত ব্যাধি বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং সমুদায় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঝাঁপীর নিম্নে কেবল 'আশা' ছিল, তাহাতেই লোকদিগের কষ্ট যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিতে লাগিল।

পুরাণের এইরূপ উপাখ্যান যদিও কল্পিত গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে অনেক নীতি পাওয়া যায়। যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ ও বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হন, তাঁহারা জানুন তাহাতে কত সর্ব্বনাশ হয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পুরুষার্থ হানি, মৃত্যু এবং সকল প্রকার দুঃখ ইহা হইতে হয়। সে কালের জ্ঞানিগণ এই উপায়ে দুষ্টলোকদের বিনাশসাধন করিতেন।

নূতন সংবাদ।

কিছুদিন হইল খাঁটুরা এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে নিম্নলিখিত কয়েকটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

১। এক দিন এক চাষা আপন ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম করিয়া বাটী আ-

সিলে, তাহার মা বলিল, "বউটো বাড়ী বসে গরু দিয়ে কলাই গুণো খাওয়ালে রে" তাহা শুনিয়া হঠাৎ চপেটাঘাত করে, তাহাতেই তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এরূপ গোয়ারতমি মূর্খতা ভিন্ন প্রায় দেখা যায় না।

২। অল্প দিন মধ্যে এখানে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি লোক উদ্বন্ধনে প্রাণে ত্যাগ করিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বিধবা। যখনই অনুসন্ধানে করা হইয়াছে বৈধব্যযন্ত্রণা ঘটিত অধর্ম্মাচরণের লোকাপবাদ এই অপঘাত মৃত্যুর একমাত্র কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। একটী তরুণ বয়স্কা ভদ্রকুলবালা ভ্রূণহত্যা করিতে অসমর্থা হইয়া আত্মহত্যা পুর্ব্বক ভ্রূণের সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। এই অনাথিনীর বৃত্তান্তটী সবিশেষ অবগত হইলে মনুষ্যহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই শোকার্ত্ত ও দেশাচারের মহা অনিষ্টকর শাসনে ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

৩। কয়েকটী বালক এক দিন শালিক পাখীর বাচ্চা পাড়িতে গিয়াছিল, একটী বালক কোটর মধ্যে হাত দিয়াই ত্রস্ত হইয়া হাত বাহির করিয়া আনিল; আর আর বালকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, "ওরে! বাচ্চা বড় হইয়াছে! বড় ঠুকরাইয়া দেয়, ধরা যায় না।" অপর একটী বালক বলিল তোর কর্ম্ম নয় আমি যাইতেছি। সে তাহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া কহিল, "তবে এবার আমি যেমন করিয়া পারি বাহির করিতেছি" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া যেমন টানিয়া বাহির করিবে, অমনি দৃষ্ট হইল একটী প্রকাণ্ড গখুরা সাপে তাহার হাতের সমুদয় চাটুটা গিলিয়া ফেলিয়াছে। বালকটী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া অবিলম্বেই পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল।

এই সংবাদটী পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠিকাগণ আপন আপন সন্তানগণকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিবেন।

৫। লক্ষ্ণৌ নগরস্থ কৃতবিদ্যগণ খৃষ্টান রমণীদিগের সাহায্যে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্পন্ন করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন এবং আপনারা স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। গণেশ ইহার একটী কারণ সন্দেহ নাই। এ দেশের অধিকাংশ হিন্দু পরিবার খৃষ্টীয় শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু আসল অভাবটী পূরণ করিবার কি কোন উপায় করিবেন না?

৫। আমেরিকার রমণীরা সকল বিষয়ে অগ্রসর। তথায় স্ত্রী মাজিষ্ট্রেট ও জুরী প্রভৃতি বিচারক হইয়াছেন। সম্প্রতি মিস্ ফিবি কুজিন্স নাম্নী একটী পরমাসুন্দরী যুবতী বারিষ্টার হইয়া বক্তৃতাশক্তিতে সকলকে মোহিত করিয়াছেন। শুনা যায়, বি উড্ হল্ নামে এক নারী দালালের কাজ করেন, তিনি ইউ-

নাইটেড • ষ্টেটসের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা হই-বার প্রার্থী হইয়াছেন।

৬। অমৃতবাজার পত্রে দেখা গেল আফ্রিকার মোরজর নামক স্থানে এক উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছে, তাহার ভার ৬০ মণ ২ সের।

বামাগণের রচনা

বিদেশ ভ্রমণ।

পঞ্চ দিন আগ্রাতেই করিলাম বাস।
মথুরা যাইতে মন হইল উদাস ॥
পর দিন বৈকালেতে মথুরায় যাই।
দেব দেবী হাঠ ঘাট দেখিবারে পাই ॥
উত্তম সহর বটে মধুপুরী গ্রাম।
গাছে গাছে বসে আছে কত শালগ্রাম ॥
কমিসারি কর্ম্মচারী নাম * নাথ।
দয়া করেছেন তাঁরে অখিলের নাথ ॥
তাঁহার বাসায় থাকি করেন আদর।
যত্ন করিলেন কত যেন সহোদর ॥
সপ্ত দিন থাকি পরে বৃন্দাবন যাই।
দেখি ব্রজবাসী যত দয়া মাত্র নাই ॥
কিন্তু বটে বৃন্দাবন অতি রম্য স্থান।
নয়ন যুড়ায় দেখে সেটের বাগান ॥
সেট, সাহা, লালা বাবু, গোয়ালিয়া ভূপ।
দেবালয় করেছেন অতি অপরূপ ॥
নিধুবন কুঞ্জবন হেরে মন হরে।
নদীতে কচ্ছপ, গাছ সজ্জিত বানরে ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
বিরাজিত রাধাকৃষ্ণ মদনমোহন ॥
গোকুল দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল।
মহাবনে গেলে পরে নাহি থাকে কুল ॥
মহা বনবাসী ধরে টানাটানি করে।
অর্থ নাহি পেলে তারা জোরে গিয়া ধরে ॥
এমন তীর্থেতে বল শ্রদ্ধা কার হয়?
সেই খানে ডাকি প্রভু কোথা দয়াময় ॥

নন্দ যশোদার কীর্ত্তি দেখিলাম কত।
পাছু করে চলিলাম হইয়া বিরত ॥
ক্রমে ক্রমে আসিলাম যথা কানপুর।
দেখিলাম খাদ্য দ্রব্য তথায় প্রচুর ॥
উত্তম সহর বটে থাকিবার স্থান।
ফেরিওলা ফিরিতেছে করে 'পান পান' ॥
ইটুয়া টুণ্ডুলা আর যত গুলি গ্রাম।
এক্ষণেতে মনে নাই প্রত্যেকের নাম ॥
কত শত গাছ পালা আছে সারি সারি।
কেবল মনুষ্য ভাষা বুঝিতে না পারি ॥
থাকিতে বাসনা হয় পশ্চিম প্রদেশে।
হাট ঘাট মাঠ গুলি যেন আছে হেসে ॥
চণ্ডাল গড়েতে পরে সকলেতে যাই।
দেখিয়া গড়ের শোভা নয়ন জুড়াই ॥
আহা মরি গঙ্গাজল কিবা পরিষ্কার।
কেল্লা যেন পরিয়াছে রত্নময় হার ॥
নাচ গান দেখিলাম যত গুলি গ্রাম।
পরিশ্রমে মানুষের নাহিক বিরাম ॥
পরিশেষে সঙ্গী সবে গয়া তীর্থে যায়।
পিণ্ড দিবে মনে করে গদাধর পায় ॥
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম তুষ্ট নহে মন।
সদা হৃদে ভাবিতেছি পতিত পাবন ॥
গেয়ালিরে পূজাকর বলে সঙ্গিগণ।
কহিলাম নাহি পূজি মনুষ্য চরণ ॥
দিবানিশি ভাবিতেছি সত্য সনাতন।
আশীর্ব্বাদ কর পাই সেই নিরঞ্জন ॥
এ কথা শুনিয়া সবে কাণে দিল হাত।
বলে তুমি হও গিয়া ত্বরায় নিপাত ॥

* * * * *

দেশে দেখি প্রতিবাদী প্রতিবাদিগণ।
চুল আছে মাথে বলে কথা নাহি কন ॥
নিরুপায় হয়ে ডাকি কোথা দয়াময়।
সকলে ত্যজিল ত্যজনাকো এ সময় ॥

শ্রী লক্ষ্মীমণি *

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৪ সংখ্যা। } শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

গৃহস্থাশ্রম।

(৮৩ সংখ্যা-৫৯ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থাশ্রম যদি ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত তাহা হইলে ইহাকে পবিত্র ভাবে দেখা উচিত। লোকে এমনি ভ্রান্ত ও অজ্ঞান, যে তাহাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা, স্বামী স্ত্রী পুত্র লইয়া আপনা হইতে একটী সংসারের অধিকারী হইয়াছে মনে করে; কিন্তু যিনি এ সকল দিলেন বারেক তাঁহাকে ভাবে না। আবার যখন প্রিয় আত্মীয়গণের বিনাশ উপস্থিত হয়, এককালে সর্ব্বনাশ ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। যিনি ইহাদিগকে দিলেন, তিনিই যে ইহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন তাহা বুঝিতে চায় না। অতএব প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে সংসার সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত একটী বিশেষ ও প্রগাঢ় যোগ বন্ধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে প্রত্যেক সম্বন্ধ পরম পবিত্র হয়। পিতা আর মনে করেন না, তিনি চিরদিনের জন্য পরিবারের কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন; চুরি হউক, মিথ্যা হউক, প্রতারণা হউক যে প্রকারে পারেন অর্থোপার্জ্জন করিয়া পোষ্যগণের সুখ বর্দ্ধন করিবেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া

তাঁহার আদেশ মতে সুখে দুঃখে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এই মাত্র জানিয়া কার্য্য করেন। মাতা আর সন্তানের প্রতি মোহ পরবশ হইয়া তাহার ভাবনাতেই ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেন না ; কিন্তু আপনাকে নিতান্ত অক্ষম অথচ সেই পরমাত্মার স্নেহের আধার জানিয়া তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন করেন এবং তাঁহার পবিত্র ভাবে হৃদয় বিগলিত করিয়া পুত্রকে পালন করিতে থাকেন। পুত্রও কি আপনাকে মর্ত্ত্য জীবের সন্তান জানিয়া কেবল পিতা মাতার স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়া সন্তুষ্ট হন? তিনি আপনাকে অমৃত পুরুষের পুত্র বলিয়া জানেন এবং পিতা মাতার মধ্যে সেই ঈশ্বরের অতুলম প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া যত তাঁহা-দিগের চরণে প্রণত হন, ঈশ্বরের চরণে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি প্রদর্শন করেন। সংসারী লোকে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যেরূপ জঘন্য পশুভাবে দর্শন করে তখন সে ভাব কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পাতি পরস্পরকে বিশুদ্ধ প্রেম সাধনের সহকারী জানিয়া পরস্পরের প্রেম বন্ধনে এক হৃদয় হইয়া প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হন।

পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত এইরূপ গ্রথিত হইলে প্রত্যেকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারেন এবং পরস্পরে পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মপথে সহায়তা করিতে পারেন। তখন পরিবারের মধ্যে আছি কেন না সুখ লাভের জন্য, ধন মান পাই-বার জন্য, তামসিক আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবার জন্য এরূপ কথা মনে করিতেও লজ্জা বোধ হইবে। অতি প্রাচীন কালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন,

"যদি সমুদায় পৃথিবী ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট হও কি না?" মুনি পত্নী তাহাতে উত্তর দিলেনঃ—

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং?"

যাহাতে আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইরূপ হৃদয় লইয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকা উচিত। তাহাতে ইতর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের অনেক ব্যাঘাত হইতে পারে এবং অনেক সময়

দুঃখ কষ্টও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া জীবন চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইতে থাকে।

গৃহস্থাশ্রমে পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিলে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় কেবল ইহা নহে। আমরা বারংবার বলিতেছি, গৃহ ধর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত নিতান্ত উপযোগী। কত কত দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরিবার-বদ্ধ হইয়া সাধু হইয়াছে, কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক কোমল স্বভাব ধারণ করিয়াছে। সত্য, দয়া, স্নেহ, ন্যায়পরতা ও ক্ষমার সহস্র সহস্র উপদেশ প্রতি গৃহ হইতে প্রতিক্ষণে উত্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিবারের ব্যবস্থা না থাকিলে লোক সমাজ পরস্পরের অত্যাচারে ও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে সেবা করা এবং মনুষ্যগণকে ভ্রাতৃভাবে প্রীতি করা ধর্ম্মের যে দুইটী প্রধান নিয়ম, গৃহ হইতে তাহার প্রথম শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা আরও উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া একদিকে জন সমাজের কল্যাণ সাধন করে, অন্য দিকে প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

গৃহস্থাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সাধন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কতকগুলি সাংসারিক ব্যবস্থা অবলম্বন ও কর্ত্তব্য সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পরিবারের মধ্যে যদি সুশৃঙ্খলা না থাকে, কি প্রকারে তাহাদিগের শরীর রক্ষা, আহারোপায়, শিক্ষা বিধান হইবে? এ সকল না হইলে জীবিত থাকাই কঠিন সুতরাং ধর্ম্মসাধন কি প্রকারে হইতে পারে? আর সুনিয়মের অভাবে ভাবনা চিন্তা, পীড়া, বৃথা সময় ব্যয় ইত্যাদিতে প্রত্যেকের জীবনকে উত্ত্যক্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু এই কথাটী যেন মনে থাকে যে সাংসারিক সকল কার্য্য কেবল উপলক্ষ মাত্র, কোন কর্ম্মেতেই মূল লক্ষ্য ধর্ম্মকে যেন বিস্মৃত হইতে না হয়।

গৃহস্থাশ্রমস্থ প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আমরা এক এক করিয়া আলোচনা করিব। গৃহিণী গৃহস্থাশ্রমের প্রধান বন্ধন। অতএব প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

সলোমন নামক এক জন ইহুদীদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন ;— কার্য্যদক্ষতা এবং সম্মান গৃহিণীর অলঙ্কার; তিনি ভবিষ্যৎ সময় ভাবিয়া আনন্দিত হয়েন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য জ্ঞান পূর্ণ এবং তাঁহার রসনা দয়ার আধার। তিনি গৃহে সমুদায় কার্য্য উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করেন এবং আলস্যের অন্ন গ্রহণ করেন না। তাঁহার সন্তানগণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার গুণগান করে এবং তাঁহার স্বামীও আনন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।"

১—গৃহের সমুদায় কার্য্যের অধ্যক্ষতা করা গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য। রাজা যেমন রাজ্যের এবং সেনাপতি সৈন্য দলের সকল ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী সেইরূপ গৃহের সকল বিষয় অবগত থাকিয়া তাহার সুনিয়ম করিবেন। সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং কল্যাণ তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে জানিবেন। তিনি অলস বা অমনোযোগী হইলে পরিবারের সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং দাস দাসী হাজার থাকিলেও তাহা নিবারণ হইবে না। গৃহিণীর দোষে যেমন গৃহ কার্য্যের গোলযোগ ঘটে, সেই রূপ পরিবারের সকলেই তাহার কুদৃষ্টান্তে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গৃহিণী সদ্গুণ বিশিষ্ট হইলে পরিবারের সকলে তাহার সৎদৃষ্টান্তে সাধু হইতে পারে।" আমাদিগের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুণ যত দেখা যায়, এত আর কোন দেশে নয়। কিন্তু আজি কালিকার অনেক রমণী যেরূপ সুখবিলাসী হইয়া গৃহ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইতেছেন তাহাতে বড় সুলক্ষণ বোধ হয় না। ইংরাজদের স্ত্রীলোকদের যে এত সৌখীনতা তথাপি তাহাদের গৃহিণীর কার্য্য শিখিতে হয়। এক জন সুবিজ্ঞ সাহেব লিখিয়াছেন ;—বিনীত কুমারী, বিবেচক স্ত্রী এবং যত্নশীল গৃহিণী দ্বারা পরিবারের যে উপকার হয়, খোসপোসাকী ভোগবিলাসী আড়ম্বর প্রিয় অলস স্ত্রীগণ দ্বারা তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। যে রমণী স্বামীকে পাপ পথ হইতে নিবারিত এবং সন্তানগণকে ধর্ম্মপথে সুশিক্ষিত করিয়া সুখী করিতে পারেন, ইতিহাস ও উপন্যাস বর্ণিত বীরাঙ্গনাগণ অপেক্ষা তাহার মাহাত্ম্য অধিক। ইহারা লৌহবাণ বা নয়নবাণ দ্বারা কত শত

দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রাণবধ করে, তিনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া কত আত্মাকে চির-কল্যাণ পথে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

২—গৃহিণী অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে এবং সকল কার্য্য গুছাইবার সময় পাওয়া যাইবে। গৃহিণী যদি এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, পরিবারের অন্যান্য লোক দুই প্রহরে উঠিবে এবং প্রাতঃকালের কার্য্য সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হইবে। এরূপ গৃহে আলস্য, রোগ এবং দুঃখ চিরকাল বাস করে। কিন্তু যে গৃহে গৃহিণী রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে উঠেন, সে গৃহের সকল কার্য্য সুসময়ে সম্পন্ন হয় এবং সকল পরিবার সুস্থরূপে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিবার সময় অনেক পান।

৩—গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যূষে উঠিয়া যাঁহার দাস দাসী আছে তিনি তাহাদিগের দ্বারা গৃহ পরিষ্কার সম্পন্ন করিবেন, যাঁহার নাই নিজে করিবেন। স্নানাদি ও পরিচ্ছন্ন বসন পরিধান করিয়া যেমন আপনার শরীরকে প্রফুল্লিত করিবেন, তেমনি পরিবারের অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহিণী ম্লেচ্ছ রূপে থাকিতে ভাল বাসিলে সে গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হয়। এবিষয়ে অল্প অমনোযোগে অনেক অনিষ্ট হয়, নিশ্চয় জানা আবশ্যক।

৪—মিতব্যয়িতা গৃহিণীর একটী প্রধান ধর্ম্ম। আমরা ব্যয় বিষয়ে যে নিয়ম কয়েকটী নির্দ্দেশ করিয়াছি, গৃহিণীর তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে পদে পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। মহাপণ্ডিত জনসন বলেন "মিতব্যয়িতা বিজ্ঞতার কন্যা, মিতাচারিতার ভগিনী এবং স্বাধীনতার প্রসূতি। যিনি অপরিমিত ব্যয়শীলা, তিনি শীঘ্র দুঃখে পড়েন, দুঃখ হইতে স্বাধীনতা নষ্ট হয়, স্বাধীনতা নষ্ট হইলে পাপ আপনা হইতে অধিকার করে।" আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ব্যয় আয় ছাপাইয়া গেলে ঋণগ্রস্ত এবং অশেষ দুঃখভাগী হইতে হয়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয়।

(৮৭ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠার পর)

চন্দ্রের দৈনিক গতি দেখিয়া অনুমান হয়, চন্দ্রলোকে দিবা রাত্রি প্রত্যেকে এক পক্ষ ধরিয়া অবস্থান করে। আমাদিগের পৃথিবী যেরূপ এক প্রকার গোলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও তদ্রূপ পথে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। ইহার গতি পৃথিবী ও সূর্য্যের আকর্ষণেই প্রধানতঃ নিয়মিত হইতেছে। অন্যান্য গ্রহগণ সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডল, ধূমকেতু প্রভৃতি নানা প্রকার জ্যোতিষ্কগণ সেই গতির সামঞ্জস্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিয়া বিশ্বপতির সৃষ্টি কৌশলের কি আশ্চর্য্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!

গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্রও জ্যোতিহীন। চন্দ্র যদি নিজে জ্যোতির্ম্ময় হইত তাহা হইলে প্রতি রজনীতেই পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাইতাম। যেহেতু গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে যে দিক হইতে যখন দেখিবে, সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্বদিক হইতেই তাহার গোলার্দ্ধ অবশ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। আরও দেখা যায়, চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের দিকে থাকে সে দিকই আলোকময়। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, সূর্য্য হইতেই চন্দ্রলোক আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূর্য্য কখন গোলাকার বস্তুর সমুদায় দেশ একেবারে আলোকিত করিতে পারে না। তাহার এক গোলার্দ্ধ জ্যোতি-র্ম্ময় হইবে, অপর গোলার্দ্ধ একেবারে অন্ধকারময় থাকিবে। পৃথিবীতে এইরূপ ঘটে, চন্দ্রেতেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে যখন চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় তখন আমরা পূর্ণ চন্দ্র দর্শন করি। পূর্ণিমায় আমরা দেখিতে পাই, যে পশ্চিমে সূর্য্য অস্তগত হইতেছে, তাহার ঠিক বিপরীত পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে। পূর্ণিমার পর যদ্যপি পৃথিবী ও চন্দ্র সেই একস্থানে থাকিত, তাহা হইলে সকল সময়েই পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইতাম, কিন্তু প্রত্যহই চন্দ্র ও পৃথিবী প্রত্যেকেরই স্থান পরিবর্ত্ত হইতেছে। এই স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য ক্রমে

ক্রমে চন্দ্রের আলোকিত গোলার্দ্ধের অংশ মাত্র ভূলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

দৈনিক গতি অনুসারে চন্দ্র যেমন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকিত অংশ, কমিতে বা বাড়িতে দেখা যায়। পার্থিব মাসিক গতি অনুসারে চন্দ্র পূর্ণিমার পর, প্রতিপদে স্থানান্তরিত হয় এজন্য সে রাত্রে আর আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময় চন্দ্র দেখি না। ক্রমশঃ তাহার উদয় কালের বিলম্ব পড়িয়া যায়। শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথি হইতে চন্দ্রের নিম্ন দেশে আমরা যে জ্যোতির্ম্ময় গোল রেখা দেখি, সেই রেখা বাস্তবিক চন্দ্রেতে নাই। তাহা আমাদিগের দৃষ্টি পথের সীমা মাত্র। অর্থাৎ সেই রেখার অতীত আর চান্দ্র দেশকে আমরা দেখিতে পাই না। চন্দ্র গোল বলিয়া এই রেখাটী গোল দেখায়। এই রেখাস্থিত চান্দ্রদেশ সমুদায় অপেক্ষাকৃত অধিক তেজোময় বলিয়া এই রেখাটী অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখায়। এই রেখার ঊর্দ্ধে আমরা দেখিতে পাই চন্দ্রের তেজ ক্রমে হ্রস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই, ঐ ভাগটী আলোকিত গোলার্দ্ধের অংশ মাত্র; সুতরাং তাহার সীমাদেশে বক্রভাবে সূর্য্যের কিরণ পাত হওয়াতে তাহা তদ্রূপ তেজোময় হয় না। এই সূর্য্য রশ্মির শেষ সীমায় চান্দ্রদেশের রাত্রি-আরম্ভ হওয়াতে সেই অন্ধকারময় দেশ সমুদায় আর আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সকল রজনীতেই দেখা যায় ঐ আলোকিত গোল রেখাটী সূর্য্যের দিকে রহিয়াছে। এই রেখাটী প্রতি রাত্রিতেই শশিকলার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্থান পরিবর্ত্ত করিতেছে। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্ত করিয়া ক্রমশঃ অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাতে ঐ রেখাটী একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। অমাবশ্যায় আর দৃষ্ট হয় না, পূর্ণিমাতে সূর্য্যরশ্মির শেষ সীমার সহিত মিলিত হইয়া যায়। পূর্ণিমার পর আমরা দেখিতে পাই, প্রতি রজনীতে ক্রমশঃ বিলম্বে চন্দ্রোদয় হইতেছে। চন্দ্র, ক্রমশঃ সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে যাওয়াতে, পৃথিবী দৈনিক গতি অনুসারে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ না ঘুরিলে আর চন্দ্রোদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশেষে ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী রাত্রিতে চন্দ্রকে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের অত্যন্ত সন্নিকট পূর্ব্বাকাশে উদয় হইতে

দেখি। অমাতিথিতে আর তাহাকে একেবারে দেখিতে পাই না। তাহার কারণ এই এক্ষণে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র আসিয়াছে, সুতরাং তাহার আলোকিত সমুদায় গোলার্দ্ধটী রজনীতে ঠিক আমাদিগের বিপরীত দিকে পতিত হয় এবং তাহার সমুদায় অন্ধকারময় গোলার্দ্ধটী পৃথিবীর দিকে থাকে। ইহাতেই চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার যখন নির্দ্দিষ্ট গতি অনুসারে পৃথিবী সম্বন্ধে চন্দ্রের স্থান পরিবর্ত্ত হয় চন্দ্রকে পুনরায় পশ্চিম দিকে অস্তগত ও সূর্য্যের বামপার্শ্বে পূর্ব্ব ভাগে উদয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম হইতে চন্দ্র তখন সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে আইসে। ক্রমশঃ চন্দ্র প্রত্যহ উদয় কালে আরও অধিক পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে থাকে। অবশেষে পূর্ণিমাতে একেবারে তাহাকে সূর্য্যের ঠিক বিপরীতে উদয় হইতে দেখি। পূর্ণিমার পর আবার চন্দ্র সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে যাইতে থাকে। সূর্য্যের অস্ত গমন ও উদয়ের কারণ যেমন পৃথিবীর দৈনিক গতি, চন্দ্রেরও অস্তগমন ও উদয়ের প্রধান কারণ তাহাই। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঘুরিয়া পশ্চিম হইতে যেমন পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছে, চন্দ্রকেও তেমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে অস্তগত হইতে দেখিতেছি। বাস্তবিক চন্দ্র কিছু নিজ গতিতে প্রতিদিন পশ্চিম দিকে যায় না। চন্দ্রের এক এক অংশকে এক একটী কলা বলে।

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে অমাবশ্যাতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করে এবং পূর্ণিমাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী থাকে। কিন্তু এ প্রকার হইলে গ্রহণ হয় না কেন? তাহার কারণ এই, মধ্যস্থিত গ্রহ বা উপগ্রহটী সূর্য্য এবং অন্য বস্তুটীর সহিত সমসূত্রপাতে অর্থাৎ এক সরল রেখায় অবস্থান করে না—হয় একটু উপরে বা নিম্নে থাকে। ১১ সংখ্যক বামাবোধিনীতে চন্দ্র গ্রহণের যে ছবি দেওয়া গিয়াছে, সেই ছবির চন্দ্রকে অনুমান করিয়া কাগজের একটু উপরে তুলিয়া ধর, তাহা হইলেই দৃষ্ট হইবে প্রতি পূর্ণিমাতে কেন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। আবার ১৪ সংখ্যার ছবির চন্দ্রকেও অনুমানে একটু তুলিয়া ধর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে প্রতি অমাবশ্যাতে কেন সূর্য্যগ্রহণ সম্ভবে না। যে বারে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হয় কেবল সেই বারেই গ্রহণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্যথা, গ্রহণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অমাবশ্যা ভিন্ন সূর্য্য গ্রহন হয় না কেন, এবং পুর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় না কেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে অন্য তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাসিক গতি অনুসারে চন্দ্র অন্য সময় অন্য স্থানে থাকে।

শশী যেমন আমাদিগের চন্দ্র, আমাদিগের পৃথিবীও তেমনি চন্দ্র-লোকের পক্ষে চন্দ্র। চন্দ্র যেমন সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে, আমাদিগের পৃথিবীও তেমনি দিবালোক চন্দ্রলোকে প্রতি প্রদান করিয়া থাকে। চন্দ্রের যে ভাগটী পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল সেই ভাগটীই আবার পৃথিবীকে দেখিতে পায়। চন্দ্রের যে ভাগটী আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না, এই পৃথ্বীলোকও কখন সে ভাগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সে ভাগের চন্দ্রবাসিগণ সূর্য্যালোক বঞ্চিত। পৃথিবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাহাদিগকে পৃথিবীর সম্মুখস্থ ভাগে আগমন করিতে হয়। পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ, এজন্য চন্দ্রলোকের চন্দ্রও দেখিতে অনেক বৃহৎ।

আমাদিগের ভূলোক যেমন চতুর্দ্দিকে একটী বায়ু সাগরে পরিবৃত রহিয়াছে, চন্দ্রলোকও তদ্রূপ কি না জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এই প্রশ্ন লইয়া নানা-প্রকার অনুমান করিয়াছেন। পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা অনেকে স্থির করিয়াছেন চন্দ্রলোক বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত নহে। অথবা তাহার চতু-র্দ্দিকে যদ্যপি বায়ু থাকে, সে বায়ু পৃথিবীর বায়ু অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু। কিন্তু সকলেই প্রায় একমতে বলিয়া থাকেন চন্দ্রলোকে, পৃথিবীর ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ পাহাড় পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে।

চন্দ্রেতে আমরা যে নানা প্রকার কলঙ্কচিহ্ন দেখিতে পাই তাহার কারণ কি? সূর্য্য কিরণে যখন চন্দ্রলোক আলোকিত হয় স্থির হইল, তখন যে সমস্ত চান্দ্রদেশে রবিরশ্মি প্রবেশ করিতে না পারে, সেই সকল সুগভীর পর্ব্বত গুহা, ও উপত্যকা ভূমি যে চিরদিন তমসাচ্ছন্ন থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ডাক্তার হর্শেল

তাঁহার সংস্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে একদা কোন কোন কলঙ্ক দেশ মধ্যে তিনটী আগ্নেয়গিরি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাত না হওয়াতে, অর্থাৎ তাহার মেরুদ্বয় ঠিক সূর্য্যের বিপরীত না থাকাতে, এখানে নানা প্রকার ঋতুভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রের মেরুদণ্ড প্রায় সমসূত্রপাত হওয়াতে, অনুমান হয় তথায় তদ্রূপ নানাবিধ ঋতুর সঞ্চার নাই। যেহেতু ঋতুভেদের কারণ সর্ব্বস্থানেই সমান থাকিবে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের এই সমস্ত সুমহৎ আবিষ্কার পাঠে কাহার না চিত্ত পুলকিত ও কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়? তাহাদিগের পরিশ্রম ফলের সুখ কেবল তাহারাই সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন এমত নহে, আমরাও এক্ষণে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি। আমরা শিক্ষা করিয়াছি, চন্দ্র সূর্য্য কোন উপাস্য দেবতা নহে; আমাদিগের পৃথিবীর ন্যায় তাহারাও এক একটী প্রকাণ্ড জগৎ। তবে প্রত্যেকে পৃথিবীর কত সহস্র ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছে। তাহারা কি কেবল ভূলোকের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? পৃথিবীও কি তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয় নাই? ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে কেমন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পদার্থ পরস্পরের সহায়তা করিয়া বিশ্বপতির প্রেমোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। আমরা চন্দ্র সূর্য্য হইতে কত না উপকার লাভ করিতেছি। তাহাদিগের আকর্ষণে পৃথিবী শূন্য দেশে অবস্থিত ও নিয়মিত রহিয়াছে। বলিতে গেলে, সূর্য্যই পৃথিবীর এক প্রকার জীবনীশক্তি। তাহার কিরণ ও তাপ বর্ষণে ভূমণ্ডলের অসংখ্য কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। দিবারাত্রি, শস্যোৎপাদন, বায়ু সঞ্চালন, মেঘোৎপাদন, নানা প্রকার সামুদ্রিক স্রোত, এবং তাপ প্রভৃতি কত অসংখ্য উপকার সূর্য্য হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। এদিকে চন্দ্রের আকর্ষণে আমাদিগের সমুদ্র বারি স্ফীত হইয়া জোয়ার ভাঁটা হইতেছে। তাহার সান্নিধ্য নিবন্ধন, অসংখ্য তারকামণ্ডল সত্ত্বেও, কেবল তাহারই আলোকে রাত্রিকালে কত সুখ-সম্ভোগ ও কার্য্য সাধন করিতেছি এবং তাহারাই গতি ও মূর্ত্তিভেদ দেখিয়া আমরা কাল গণনার কত সুবিধা করিয়া লইতেছি। জগদীশ! প্রতি

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৪ সংখ্যা। } শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। {৬ষ্ঠ ভাগ।

গৃহস্থাশ্রম।

(৮৩ সংখ্যা-৫৯ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থাশ্রম যদি ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত তাহা হইলে ইহাকে পবিত্র ভাবে দেখা উচিত। লোকে এমনি ভ্রান্ত ও অজ্ঞান, যে তাহাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা, স্বামী স্ত্রী পুত্র লইয়া আপনা হইতে একটী সংসারের অধিকারী হইয়াছে মনে করে; কিন্তু যিনি এ সকল দিলেন বারেক তাঁহাকে ভাবে না। আবার যখন প্রিয় আত্মীয়গণের বিনাশ উপস্থিত হয়, এককালে সর্ব্বনাশ ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। যিনি ইহাদিগকে দিলেন, তিনিই যে ইহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন তাহা বুঝিতে চায় না। অতএব প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে সংসার সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত একটী বিশেষ ও প্রগাঢ় যোগ বন্ধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে প্রত্যেক সম্বন্ধ পরম পবিত্র হয়। পিতা আর মনে করেন না, তিনি চিরদিনের জন্য পরিবারের কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন, চুরি হউক, মিথ্যা হউক, প্রতারণা হউক যে প্রকারে পারেন অর্থোপার্জ্জন করিয়া পোষ্যগণের সুখ বর্দ্ধন করিবেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া

তাঁহার আদেশ মতে সুখে দুঃখে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এই মাত্র জানিয়া কার্য্য করেন। মাতা আর সন্তানের প্রতি মোহ পরবশ হইয়া তাহার ভাবনাতেই ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেন না; কিন্তু আপনাকে নিতান্ত অক্ষম অথচ সেই পরমাত্মার স্নেহের আধার জানিয়া তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন করেন এবং তাঁহার পবিত্র ভাবে হৃদয় বিগলিত করিয়া পুত্রকে পালন করিতে থাকেন। পুত্রও কি আপনাকে মর্ত্ত্য জীবের সন্তান জানিয়া কেবল পিতা মাতার স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়া সন্তুষ্ট হন? তিনি আপনাকে অমৃত পুরুষের পুত্র বলিয়া জানেন এবং পিতা মাতার মধ্যে সেই ঈশ্বরের অতুলন প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া যত তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হন, ঈশ্বরের চরণে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি প্রদর্শন করেন। সংসারী লোকে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যেরূপ জঘন্য পশুভাবে দর্শন করে তখন সে ভাব কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পাতি পরস্পরকে বিশুদ্ধ প্রেম সাধনের সহকারী জানিয়া পরস্পরের প্রেম বন্ধনে এক হৃদয় হইয়া প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হন।

পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত এইরূপ গ্রথিত হইলে প্রত্যেকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারেন এবং পরস্পরে পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মপথে সহায়তা করিতে পারেন। তখন পরিবারের মধ্যে আছি কেন না সুখ লাভের জন্য, ধন মান পাইবার জন্য, তামসিক আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবার জন্য এরূপ কথা মনে করিতেও লজ্জা বোধ হইবে। অতি প্রাচীন কালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন,

"যদি সমুদায় পৃথিবী ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট হও কি না?" মুনি পত্নী তাহাতে উত্তর দিলেনঃ—

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং?"

যাহাতে আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইরূপ হৃদয় লইয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকা উচিত। তাহাতে ইতর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের অনেক ব্যাঘাত হইতে পারে এবং অনেক সময়

দুঃখ কষ্টও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া জীবন চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইতে থাকে।

গৃহস্থাশ্রমে পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিলে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় কেবল ইহা নহে। আমরা বারংবার বলিতেছি, গৃহ ধর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত নিতান্ত উপযোগী। কত কত দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরিবার-বদ্ধ হইয়া সাধু হইয়াছে, কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক কোমল স্বভাব ধারণ করিয়াছে। সত্য, দয়া, স্নেহ, ন্যায়পরতা ও ক্ষমার সহস্র সহস্র উপদেশ প্রতি গৃহ হইতে প্রতিক্ষণে উত্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিবারের ব্যবস্থা না থাকিলে লোক সমাজ পরস্পরের অত্যাচারে ও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে সেবা করা এবং মনুষ্যগণকে ভ্রাতৃভাবে প্রীতি করা ধর্ম্মের যে দুইটী প্রধান নিয়ম, গৃহ হইতে তাহার প্রথম শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা আরও উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া একদিকে জন সমাজের কল্যাণ সাধন করে, অন্য দিকে প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

গৃহস্থাশ্রমের মুল উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সাধন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কতকগুলি সাংসারিক ব্যবস্থা অবলম্বন ও কর্ত্তব্য সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পরিবারের মধ্যে যদি সুশৃঙ্খলা না থাকে, কি প্রকারে তাহাদিগের শরীর রক্ষা, আহারোপায়, শিক্ষা বিধান হইবে? এ সকল না হইলে জীবিত থাকাই কঠিন সুতরাং ধর্ম্মসাধন কি প্রকারে হইতে পারে? আর সুনিয়মের অভাবে ভাবনা চিন্তা, পীড়া, বৃথা সময় ব্যয় ইত্যাদিতে প্রত্যেকের জীবনকে উত্যক্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু এই কথাটী যেন মনে থাকে যে সাংসারিক সকল কার্য্য কেবল উপলক্ষ মাত্র, কোন কর্ম্মেতেই মুল লক্ষ্য ধর্ম্মকে যেন বিস্মৃত হইতে না হয়।

গৃহস্থাশ্রমস্থ প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আমরা এক এক করিয়া আলোচনা করিব। গৃহিণী গৃহস্থাশ্রমের প্রধান বন্ধন। অতএব প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

সলোমন নামক এক জন ইহুদীদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—কার্য্যদক্ষতা এবং সম্মান গৃহিণীর অলঙ্কার; তিনি ভবিষ্যৎ সময় ভাবিয়া আনন্দিত হয়েন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য জ্ঞান পূর্ণ এবং তাঁহার রসনা দয়ার আধার। তিনি গৃহে সমুদায় কার্য্য উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করেন এবং আলস্যের অন্ন গ্রহণ করেন না। তাঁহার সন্তানগণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার গুণগান করে এবং তাঁহার স্বামীও আনন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।"

১—গৃহের সমুদায় কার্য্যের অধ্যক্ষতা করা গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য। রাজা যেমন রাজ্যের এবং সেনাপতি সৈন্য দলের সকল ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী সেইরূপ গৃহের সকল বিষয় অবগত থাকিয়া তাহার সুনিয়ম করিবেন। সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং কল্যাণ তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে জানিবেন। তিনি অলস বা অমনোযোগী হইলে পরিবারের সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং দাস দাসী হাজার থাকিলেও তাহা নিবারণ হইবে না। গৃহিণীর দোষে যেমন গৃহ কার্য্যের গোলযোগ ঘটে, সেই রূপ পরিবারের সকলেই তাহার কুদৃষ্টান্তে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গৃহিণী সদ্গুণ বিশিষ্ট হইলে পরিবারের সকলে তাহার সৎদৃষ্টান্তে সাধু হইতে পারে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুণ যত দেখা যায়, এত আর কোন দেশে নয়। কিন্তু আজি কালিকার অনেক রমণী যেরূপ সুখবিলাসী হইয়া গৃহ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইতেছেন তাহাতে বড় সুলক্ষণ বোধ হয় না। ইংরাজদের স্ত্রীলোকদের যে এত সৌখীনতা তথাপি তাহাদের গৃহিণীর কার্য্য শিখিতে হয়। এক জন সুবিজ্ঞ সাহেব লিখিয়াছেন ;—বিনীত কুমারী, বিবেচক স্ত্রী এবং যত্নশীল গৃহিণী দ্বারা পরিবারের যে উপকার হয়, খোসপোসাকী ভোগবিলাসী আড়ম্বর প্রিয় অলস স্ত্রীগণ দ্বারা তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। যে রমণী স্বামীকে পাপ পথ হইতে নিবারিত এবং সন্তানগণকে ধর্ম্মপথে সুশিক্ষিত করিয়া সুখী করিতে পারেন, ইতিহাস ও উপন্যাস বর্ণিত বীরাঙ্গনাগণ অপেক্ষা তাহার মাহাত্ম্য অধিক। ইহারা লৌহবাণ বা নয়নবাণ দ্বারা কত শত

দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রাণবধ করে, তিনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া কত আত্মাকে চির-কল্যাণ পথে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

২—গৃহিণী অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে এবং সকল কার্য্য গুছাইবার সময় পাওয়া যাইবে। গৃহিণী যদি এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, পরিবারের অন্যান্য লোক দুই প্রহরে উঠিবে এবং প্রাতঃকালের কার্য্য সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হইবে। এরূপ গৃহে আলস্য, রোগ এবং দুঃখ চিরকাল বাস করে। কিন্তু যে গৃহে গৃহিণী রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে উঠেন, সে গৃহের সকল কার্য্য সুসময়ে সম্পন্ন হয় এবং সকল পরিবার সুস্থরূপে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিবার সময় অনেক পান।

৩—গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যূষে উঠিয়া যাঁহার দাস দাসী আছে তিনি তাহাদিগের দ্বারা গৃহ পরিষ্কার সম্পন্ন করিবেন, যাঁহার নাই নিজে করিবেন। স্নানাদি ও পরিচ্ছন্ন বসন পরিধান করিয়া যেমন আপনার শরীরকে প্রফুল্লিত করিবেন, তেমনি পরিবারের অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহিণী ম্লেচ্ছ রূপে থাকিতে ভাল বাসিলে সে গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হয়। এবিষয়ে অল্প অমনোযোগে অনেক অনিষ্ট হয়, নিশ্চয় জানা আবশ্যক।

৪—মিতব্যয়িতা গৃহিণীর একটী প্রধান ধর্ম্ম। আমরা ব্যয় বিষয়ে যে নিয়ম কয়েকটী নির্দ্দেশ করিয়াছি, গৃহিণীর তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে পদে পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। মহাপণ্ডিত জনসন বলেন "মিতব্যয়িতা বিজ্ঞতার কন্যা, মিতাচারিতার ভগিনী এবং স্বাধীনতার প্রসূতি। যিনি অপরিমিত ব্যয়শীলা, তিনি শীঘ্র দুঃখে পড়েন, দুঃখ হইতে স্বাধীনতা নষ্ট হয়, স্বাধীনতা নষ্ট হইলে পাপ আপনা হইতে অধিকার করে।" আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ব্যয় আয় ছাপাইয়া গেলে ঋণগ্রস্ত এবং অশেষ দুঃখভাগী হইতে হয়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয়।

(৮৭ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠার পর)

চন্দ্রের দৈনিক গতি দেখিয়া অনুমান হয়, চন্দ্রলোকে দিবা রাত্রি প্রত্যেকে এক পক্ষ ধরিয়া অবস্থান করে। আমাদিগের পৃথিবী যেরূপ এক প্রকার গোলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও তদ্রূপ পথে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। ইহার গতি পৃথিবী ও সূর্য্যের আকর্ষণেই প্রধানতঃ নিয়মিত হইতেছে। অন্যান্য গ্রহগণ সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডল, ধূমকেতু প্রভৃতি নানা প্রকার জ্যোতিষ্কগণ সেই গতির সামঞ্জস্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিয়া বিশ্বপতির সৃষ্টি কৌশলের কি আশ্চর্য্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!

গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্রও জ্যোতিহীন। চন্দ্র যদি নিজে জ্যোতির্ম্ময় হইত তাহা হইলে প্রতি রজনীতেই পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাইতাম। যেহেতু গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে যে দিক হইতে যখন দেখিবে, সর্ব্বক্ষণ ও *সর্ব্বদিক হইতেই তাহার গোলার্দ্ধ অবশ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে* পতিত হইবে। আরও দেখা যায়, চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের দিকে থাকে সে দিকই আলোকময়। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, সূর্য্য হইতেই চন্দ্রলোক আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূর্য্য কখন গোলাকার বস্তুর সমুদায় দেশ একেবারে আলোকিত করিতে পারে না। তাহার এক গোলার্দ্ধ জ্যোতি-র্ম্ময় হইবে, অপর গোলার্দ্ধ একেবারে অন্ধকারময় থাকিবে। পৃথিবীতে এইরূপ ঘটে, চন্দ্রেতেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে যখন চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় তখন আমরা পূর্ণ চন্দ্র দর্শন করি। পুর্ণিমায় আমরা দেখিতে পাই, যে পশ্চিমে সূর্য্য অস্তগত হইতেছে, তাহার ঠিক বিপরীত পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে। পূর্ণিমার পর যদ্যপি পৃথিবী ও চন্দ্র সেই একস্থানে থাকিত, তাহা হইলে সকল সময়েই পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইতাম, কিন্তু প্রত্যহই চন্দ্র ও পৃথিবী প্রত্যেকেরই স্থান পরিবর্ত্ত হইতেছে। এই স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য ক্রমে

ক্রমে চন্দ্রের আলোকিত গোলার্দ্ধের অংশ মাত্র ভূলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

দৈনিক গতি অনুসারে চন্দ্র যেমন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকিত অংশ, কমিতে বা বাড়িতে দেখা যায়। পার্থিব মাসিক গতি অনুসারে চন্দ্র পূর্ণিমার পর, প্রতিপদে স্থানান্তরিত হয় এজন্য সে রাত্রে আর আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময় চন্দ্র দেখি না। ক্রমশঃ তাহার উদয় কালের বিলম্ব পড়িয়া যায়। শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথি হইতে চন্দ্রের নিম্ন দেশে আমরা যে জ্যোতির্ম্ময় গোল রেখা দেখি, সেই রেখা বাস্তবিক চন্দ্রেতে নাই। তাহা আমাদিগের দৃষ্টি পথের সীমা মাত্র। অর্থাৎ সেই রেখার অতীত আর চান্দ্র দেশকে আমরা দেখিতে পাই না। চন্দ্র গোল বলিয়া এই রেখাটী গোল দেখায়। এই রেখাস্থিত চান্দ্রদেশ সমুদায় অপেক্ষাকৃত অধিক তেজোময় বলিয়া এই রেখাটী অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখায়। এই রেখার ঊর্দ্ধে আমরা দেখিতে পাই চন্দ্রের তেজ ক্রমে হ্রস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই, ঐ ভাগটী আলোকিত গোলার্দ্ধের অংশ মাত্র; সুতরাং তাহার সীমাদেশে বক্রভাবে সূর্য্যের কিরণ পাত হওয়াতে তাহা তদ্রূপ তেজোময় হয় না। এই সূর্য্য রশ্মির শেষ সীমায় চান্দ্রদেশের রাত্রি-আরম্ভ হওয়াতে সেই অন্ধকারময় দেশ সমুদায় আর আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সকল রজনীতেই দেখা যায় ঐ আলোকিত গোল রেখাটী সূর্য্যের দিকে রহিয়াছে। এই রেখাটী প্রতি রাত্রিতেই শশিকলার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্থান পরিবর্ত্ত করিতেছে। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্ত করিয়া ক্রমশঃ অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাতে ঐ রেখাটী একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। অমাবশ্যায় আর দৃষ্ট হয় না, পূর্ণিমাতে সূর্য্যরশ্মির শেষ সীমার সহিত মিলিত হইয়া যায়। পূর্ণিমার পর আমরা দেখিতে পাই, প্রতি রজনীতে ক্রমশঃ বিলম্বে চন্দ্রোদয় হইতেছে। চন্দ্র, ক্রমশঃ সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে যাওয়াতে, পৃথিবী দৈনিক গতি অনুসারে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ না ঘুরিলে আর চন্দ্রোদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশেষে ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী রাত্রিতে চন্দ্রকে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের অত্যন্ত সন্নিকট পূর্ব্বাকাশে উদয় হইতে

দেখি। অমাতিথিতে আর তাহাকে একেবারে দেখিতে পাই না। তাহার কারণ এই এক্ষণে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র আসিয়াছে, সুতরাং তাহার আলোকিত সমুদায় গোলার্দ্ধটী রজনীতে ঠিক আমাদিগের বিপরীত দিকে পতিত হয় এবং তাহার সমুদায় অন্ধকারময় গোলার্দ্ধটী পৃথিবীর দিকে থাকে। ইহাতেই চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার যখন নির্দ্দিষ্ট গতি অনুসারে পৃথিবী সম্বন্ধে চন্দ্রের স্থান পরিবর্ত্ত হয় চন্দ্রকে পুনরায় পশ্চিম দিকে অস্তগত ও সূর্য্যের বামপার্শ্বে পূর্ব্ব ভাগে উদয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম হইতে চন্দ্র তখন সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে আইসে। ক্রমশঃ চন্দ্র প্রত্যহ উদয় কালে আরও অধিক পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে থাকে। অবশেষে পূর্ণিমাতে একেবারে তাহাকে সূর্য্যের ঠিক বিপরীতে উদয় হইতে দেখি। পূর্ণিমার পর আবার চন্দ্র সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে যাইতে থাকে। সূর্য্যের অস্ত গমন ও উদয়ের কারণ যেমন পৃথিবীর দৈনিক গতি, চন্দ্রেরও অস্তগমন ও উদয়ের প্রধান কারণ তাহাই। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঘুরিয়া পশ্চিম হইতে যেমন পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছে, চন্দ্রকেও তেমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে অস্তগত হইতে দেখিতেছি। বাস্তবিক চন্দ্র কিছু নিজ গতিতে প্রতিদিন পশ্চিম দিকে যায় না। চন্দ্রের এক এক অংশকে এক একটী কলা বলে।

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে অমাবশ্যাতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করে এবং পূর্ণিমাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী থাকে। কিন্তু এ প্রকার হইলে গ্রহণ হয় না কেন? তাহার কারণ এই, মধ্যস্থিত গ্রহ বা উপগ্রহটী সূর্য্য এবং অন্য বস্তুটীর সহিত সমসূত্রপাতে অর্থাৎ এক সরল রেখায় অবস্থান করে না—হয় একটু উপরে বা নিম্নে থাকে। ১৩ সংখ্যক বামাবোধিনীতে চন্দ্র গ্রহণের যে ছবি দেওয়া গিয়াছে, সেই ছবির চন্দ্রকে অনুমান করিয়া কাগজের একটু উপরে তুলিয়া ধর, তাহা হইলেই দৃষ্ট হইবে প্রতি পূর্ণিমাতে কেন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। আবার ১৪ সংখ্যার ছবির চন্দ্রকেও অনুমানে একটু তুলিয়া ধর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে প্রতি অমাবশ্যাতে কেন সূর্য্যগ্রহণ সম্ভবে না। যে বারে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হয় কেবল সেই বারেই গ্রহণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্যথা, গ্রহণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অমাবশ্যা ভিন্ন সূর্য্য গ্রহণ হয় না কেন, এবং পূর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় না কেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে অন্য তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাসিক গতি অনুসারে চন্দ্র অন্য সময় অন্য স্থানে থাকে।

শশী যেমন আমাদিগের চন্দ্র, আমাদিগের পৃথিবীও তেমনি চন্দ্রলোকের পক্ষে চন্দ্র। চন্দ্র যেমন সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে, আমাদিগের পৃথিবীও তেমনি দিবালোক চন্দ্রলোকে প্রতি প্রদান করিয়া থাকে। চন্দ্রের যে ভাগটী পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল সেই ভাগটীই আবার পৃথিবীকে দেখিতে পায়। চন্দ্রের যে ভাগটী আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না, এই পৃথ্বীলোকও কখন সে ভাগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সে ভাগের চন্দ্রবাসিগণ সূর্য্যালোক বঞ্চিত। পৃথিবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাহাদিগকে পৃথিবীর সম্মুখস্থ ভাগে আগমন করিতে হয়। পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ, এজন্য চন্দ্রলোকের চন্দ্রও দেখিতে অনেক বৃহৎ।

আমাদিগের ভূলোক যেমন চতুর্দ্দিকে একটী বায়ু সাগরে পরিবৃত রহিয়াছে, চন্দ্রলোকও তদ্রূপ কি না জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এই প্রশ্ন লইয়া নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন। পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা অনেকে স্থির করিয়াছেন চন্দ্রলোক বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত নহে। অথবা তাহার চতুর্দ্দিকে যদ্যপি বায়ু থাকে, সে বায়ু পৃথিবীর বায়ু অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু। কিন্তু সকলেই প্রায় একমতে বলিয়া থাকেন চন্দ্রলোকে, পৃথিবীর ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ পাহাড় পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে।

চন্দ্রেতে আমরা যে নানা প্রকার কলঙ্কচিহ্ন দেখিতে পাই তাহার কারণ কি? সূর্য্য কিরণে যখন চন্দ্রলোক আলোকিত হয় স্থির হইল, তখন যে সমস্ত চান্দ্রদেশে রবিরশ্মি প্রবেশ করিতে না পারে, সেই সকল সুগভীর পর্ব্বত গুহা, ও উপত্যকা ভূমি যে চিরদিন তমসাচ্ছন্ন থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ডাক্তার হর্শেল

তাঁহার সংস্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে একদা কোন কোন কলঙ্ক দেশ মধ্যে তিনটী আগ্নেয়গিরি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাত না হওয়াতে, অর্থাৎ তাহার মেরুদ্বয় ঠিক সূর্য্যের বিপরীত না থাকাতে, এখানে নানা প্রকার ঋতুভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রের মেরুদণ্ড প্রায় সমসূত্রপাত হওয়াতে, অনুমান হয় তথায় তদ্রূপ নানাবিধ ঋতুর সঞ্চার নাই। যেহেতু ঋতুভেদের কারণ সর্ব্বস্থানেই সমান থাকিবে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের এই সমস্ত সুমহৎ আবিষ্কার পাঠে কাহার না চিত্ত পুলকিত ও কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়? তাহাদিগের পরিশ্রম ফলের সুখ কেবল তাহারাই সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন এমত নহে, আমরাও এক্ষণে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি। আমরা শিক্ষা করিয়াছি, চন্দ্র সূর্য্য কোন উপাস্য দেবতা নহে; আমাদিগের পৃথিবীর ন্যায় তাহারাও এক একটী প্রকাণ্ড জগৎ। তবে প্রত্যেকে পৃথিবীর কত সহস্র ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছে। তাহারা কি কেবল ভূলোকের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? পৃথিবীও কি তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয় নাই? ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে কেমন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পদার্থ পরস্পরের সহায়তা করিয়া বিশ্বপতির প্রেমোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। আমরা চন্দ্র সূর্য্য হইতে কত না উপকার লাভ করিতেছি। তাহাদিগের আকর্ষণে পৃথিবী শূন্য দেশে অবস্থিত ও নিয়মিত রহিয়াছে। বলিতে গেলে, সূর্য্যই পৃথিবীর এক প্রকার জীবনীশক্তি। তাহার কিরণ ও তাপ বলে ভূমণ্ডলের অসংখ্য কার্য্যে সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। দিবারাত্রি, শস্যোৎপাদন, বায়ু সঞ্চালন, মেঘোৎপাদন, নানা প্রকার সামুদ্রিক স্রোত, এবং তাপ প্রভৃতি কত অসংখ্য উপকার সূর্য্য হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। এদিকে চন্দ্রের আকর্ষণে আমাদিগের সমুদ্র বারি স্ফীত হইয়া জোয়ার ভাঁটা হইতেছে। তাহার সান্নিধ্য নিবন্ধন, অসংখ্য তারকামণ্ডল সত্ত্বেও, কেবল তাহারই আলোকে রাত্রিকালে কত সুখ-সম্ভোগ ও কার্য্য সাধন করিতেছি এবং তাঁহারাই গতি ও মূর্ত্তিভেদ দেখিয়া আমরা কাল গণনার কত সুবিধা করিয়া লইতেছি। জগদীশ! প্রতি

সূর্য্য ও চন্দ্র রশ্মিতে তোমাকে শতবার নমস্কার করি। প্রতি দিবারাত্রে তোমার আলোকে উপকার লাভ ও সুখ-সম্ভোগ করিয়া যেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত ব্যাপার মনে করিয়া তোমার অনন্ত শক্তি, ও মঙ্গলোদ্দেশ্য উপলব্ধি করি। অনন্ত আকাশ তোমার রাজ্য! বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র!!

বিধবা বামার শোকোক্তি।

নিশার স্বপন হোতে উঠিল সুন্দরী,
উষার আশায় চায় উদয় অচলে;
পূর্ব্ব বাতায়নে বসি পোহায় সর্ব্বরী,
যথায় নাচিছে চন্দ্র জাহ্নবীর জলে।

জাগিছে হৃদয়ে তার নিশার স্বপন,
সুখের হিল্লোলে কত ভাব উপজয়;
এখনো কল্পনা দেবী খেলেরে মোহন,
মন মুকুরেতে ধরি চিত্র মধুময়।

কিন্তু হায়! বলে বামা ত্যজিয়া নিশ্বাস,
কেন স্বপ্ন দিলে বৃথা এ যাতনা মোরে;
দুখিনীর নিদ্রাতেও নাহি সুখ আশ,
সকলি অদৃষ্ট মোর, বৃথা গঞ্জি তোরে!

কিছুতে কি পোড়া প্রাণ ভুলিবার নয়,
থেকে থেকে তার কথা উঠে মনে মনে;
পূর্ব্বের সে সুখ যত উথলে হৃদয়,
যখনি এরূপ আমি বসিব নির্জ্জনে।

উঠেছে সে শুক তারা নিশার কপালে,
এখনি হইবে ভোর রজনী আঁধার;
পোহাবেনা এ রজনী দুখিনীর ভালে,
ঝাঁপিয়াছে এ জীবন চির অন্ধকার।

হায় রে সবার কাছে আমি অভাগিনী!
শোক ভার বহি হৃদে অতি সুগোপন;
তবুও দেখিলে মোরে সবাই দুখিনী,
শুকায় সবার মুখ হেরি এ বদন।

নাহিক কিছুর সাধ এছার জীবনে,
নাহি কোন মনোবাঞ্ছা পূরিতে আমার;
গিয়াছে সকল সুখ, প্রাণ পতি সনে,
নাহি হেন জন যারে বলি আপনার।

এত গঞ্জি মনে মনে পোড়া দুনয়নে
কেন সে পরের সুখ দেখিবারে চায়;
কতই বুঝাই আমি গঞ্জিয়া শ্রবণে,
কি হবে থাকিয়া তার পরের কথায়।

পোড়া মন কিছুতেই না মানে সান্ত্বনা,
কি ছলনে যায় ভুলি কথায় কথায়;
বাড়ায় পরের সুখে নিজের যাতনা,
ঘন ঘন দুখ শ্বাসে শরীর শুকায়।

জনক জননী চায় সান্ত্বিবারে মন,
কাজের লীলায় আর ধরম করমে,

সে সকল মনে ভাল লাগে কি এখন,
মরমে লেগেছে ব্যথা মরি সে মরমে।

মনে করি থাকি ভুলে কর্ম্ম কাজ নিয়া,
কিন্তু কেহ এক কথা কহিলে আমায় ;
অমনি শোকের সিন্ধু উঠে উথলিয়া,
দর দর দুনয়নে অশ্রু ভেসে যায়।

ভাজের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি,
শাশুড়ীর জ্বালায় ছেড়েছি তাঁর ঘর ;
ভাই ভাবে গলগ্রহ অলক্ষণা নারী,
শুভকর্ম্মে অনামুখী ; যাই দেশান্তর।

সারাদিন চখে চখে থাকি বন্দী প্রায়,
তবু মনে সদা ভয় কলঙ্কের কালী ;
কাজে যদি কিছু ত্রুটি দেখে বাপ মায়
ঝঙ্কারেতে পাড়ে গালি আ পোড়া কপালী !

কারে কই সহি যত মরম বেদনা,
কে হইবে দুখিনীর ব্যথার ব্যথিনী ?
না জানে বিধবা বিনা বিধবা যাতনা,
গোপনে গুমুরে হায় ! মরি একাকিনী।

এ চির দাহন চেয়ে ছিল ভাল সুখ,
ভাল সহমরণের তপ্ত হুতাশন ;
একেবারে হত শেষ এ জীবন দুখ,
এ দাহনে চির দগ্ধ নাহত জীবন।

কি পাপে যে দোষী আমি পূর্ব্বের জনমে,
বিধাতা কোরেছে তাই জনম দুখিনী ;
আপনি পড়েছি হায় আপন করমে
বৃথা গঞ্জি বিধাতারে আমি অভাগিনী।

আসিছে সুগন্ধ সুধা সমীরের ভরে,
ফুটিছে কুসুম মালা উদ্যান শোভনী ;
হাসিছে ধরণী চারু বেশভুষা পরে,
আনন্দে সকল জীব করে জয়ধ্বনি।

কে আছে দুখিনী হায় বিধবা মতন,
আশা যার নাহি ফুটে হৃদয় কাননে ;
যার চির সুখ আশা কেবল মরণ
নাহি সাধ বাঁচিবার বৃথা এ জীবনে।

চিরদিন এক ভাবে যাবে এ জীবন !
হায়রে সকল সুখ গিয়াছে চলিয়া,
এতবলি সুবদনী ঝাঁপিল বদন,
ঝাঁপিল বদন বিধু বিশ্ব আঁধারিয়া।

উদিল প্রভাত রবি সুবর্ণ বরণ,
বাজিল বিনোদ বাদ্য নিকুঞ্জ কাননে ;
অঞ্চলে মুছিয়া অশ্রু ত্যজি বাতায়ন
উঠে সতী জগদীশ স্মরি মনে মনে।

নারী-চরিত।

পালমীরার রাজ্ঞী জেনোবিয়া।

আসিয়া খণ্ডে স্ত্রীলোকেরা প্রায় দাসীর অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের মধ্যে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, এমত নারীর দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সেমিরামিস (১) অতি প্রাচীনকালে বাবিলনে রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজ্ঞী জেনোবিয়া প্রসিদ্ধ হন। মিসরের মাসি-ডোনীয় রাজা (২) দিগের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রূপে তাঁহার বংশীয় ক্লিয়পেট্রার (৩) তুল্য, কিন্তু সতীত্ব ও বিক্রমে তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। জেনোবিয়া অতি প্রিয় দর্শন এবং সাহসী রমণী ছিলেন। নারী-দিগের রূপের বিচার আগে, অতএব বলিতে হইল তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার দন্ত পাঁতি মুক্তাকলাপের ন্যায় ছিল; তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়ে অসাধারণ তেজ প্রজ্বলিত হইত, অথচ তাহাতে অতি আশ্চর্য্য মাধুরী ছিল। তাঁহার স্বর গম্ভীর ও সুমিষ্ট। তাঁহার প্রখর মেধা অধ্যয়ন দ্বারা আরও মার্জ্জিত হইয়াছিল। লাটিন ভাষা তিনি জানিতেন এবং গ্রীক, সিরিয় ও মিসর ভাষায় তদ্রূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাহার নিজের পাঠার্থ পূর্ব্ব-দেশীয় ইতিহাসের এক খানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করেন এবং লঞ্জিনস্

(১) সেমিরেমিস্ খৃষ্টের জন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার স্বামী নাইনসের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া অনেক দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের সহিতও তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া যান। কেহ কেহ ইহাকে পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া অনু-মান করেন।

(২) মাসিডোনিয়ার রাজা মহাবীর আলেকজণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাহার সেনাপতিগণ তাহার রাজ্যের এক এক অংশ ভাগ করিয়া লন। টলেমি মিসর অধিকার করেন এবং তাহার বংশ ৩০০ বৎসরের অধিক তথায় রাজত্ব করেন।

(৩) ইহাঁর ন্যায় রূপবতী অথচ অসতী রমণীর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি জুলিয়স্ সিজর ও আন্টনী ইহার কপট প্রেমে মুগ্ধ হন। আন্টনী তাহারই জন্য অবশেষে ধর্ম্মপত্নী, ধনমান এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া মহাকবি হোমার ও দর্শনকার প্লেটোর গ্রন্থ সহজে সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ওডিনেথস্ নামে এক ব্যক্তি সামান্য সৈনিক বৃত্তি হইতে আসিয়ার একটী বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হন, জেনোবিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং ঐ বীরের সহকারিণী ও সহচারিণী হইলেন। যুদ্ধ হইতে অবকাশ পাইলে ওডিনেথস্ মৃগয়ায় অনুরক্ত হইতেন, তাহার পত্নী তদ্বিষয়ে সমান অনুরাগ প্রকাশ করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক শিকার করিতেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিতেন, মুদিত শকট পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধার বেশে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেন এবং কখন কখন পদব্রজে অনেক ক্রোশ পথ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যাইতেন। এই রমণীর বিজ্ঞতা ও সাহসে ওডিনেথস্ অনেক জয় লাভ করেন। তাহারা একত্রে সিরিয়ার মহারাজকে দুইবার বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়িত করেন এবং তাহাতে উভয়েরই যশ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা যে সৈন্য চালনা করিতেন ও যে দেশ জয় করিতেন, তাহার উপরে আর কোন রাজা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। রোমের মহাসভা ও প্রজাবর্গ এই বিদেশীয়ের সাহসে চমকিত হইলেন এবং বালিরিয়ানের পুত্র তাহাকে সহযোগী বলিয়া গণনা করিলেন।

গথ নামে এক অসভ্য জাতি আসিয়া লুণ্ঠন করিতে আইসে, পালমিরারাজ তাহাদিগকে জয় করিয়া সিরিয়ার অন্তঃপাতী ইমিসা নগরে আসিলেন। তথায় শিকারে গিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিওনিয়স্ তাঁহার পূর্ব্বে এক মৃগের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করে। এরূপ ব্যবহার অপমানসুচক বলিয়া দিলেও সে পুনর্ব্বার রাজার অপমান করিল। ওডিনেথস্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অশ্ব কাড়িয়া লইলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। মিওনিয়স্, আপনার দোষ শীঘ্র বিস্মৃত হইল, কিন্তু দণ্ডটী ভুলিল না। সে গুটিকত দুঃসাহসী সঙ্গী লইয়া এক বৃহৎ ভোজ স্থলে পিতৃব্যের হত্যাসাধন করিল এবং তাহার এক পুত্রকেও সেই সঙ্গে বধ করিল। কিন্তু মিওনিয়স্ রাজোপাধি গ্রহণ না করিতে করিতেই জেনোবিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া স্বামি হত্যার প্রতিশোধ লইলেন।

অতঃপর রাজ্ঞী কতক গুলি বিশ্বাসী বন্ধুর আনুকূল্যে শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং পুরুষের ন্যায় বিজ্ঞতা সহকারে পাল্‌মিরা, সিরিয়া ও তাহার পূর্ব্বদিকস্থ দেশ সকল পাঁচ বৎসর শাসন করিলেন। রোমের মহাসভা ওডিনেথসের সম্মানার্থ তাঁহাকে রাজ ক্ষমতা দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার লোকান্তর হইলে রাণীকে তাহা দিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এক সেনাপতি পাঠাইয়া দিল। রাজ্ঞী সসৈন্যে তাহাকে পরাভব করিয়া বলপূর্ব্বক রাজক্ষমতা ধারণ করিলেন। স্ত্রীলোকের রাজত্বে যে সকল বিবাদ, কলহ ও গোলযোগ হয়, জেনোবিয়ার শাসনে তাহা হয় নাই। যখন ক্ষমা আবশ্যক, তিনি রাগ সম্বরণ করিতেন ; যখন দণ্ড দেওয়া বিধেয়, তিনি দয়ালুতা দমন করিতেন। তাঁহার মিতব্যয়িতা অনেকে কৃপণতা বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু তিনি সময় উপস্থিত হইলে আড়ম্বর ও বদান্যতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। আরব, আর্ম্মণী, পারস্য প্রভৃতি সন্নিহিত দেশ সকল তাঁহার শত্রুতার ভয় ও বন্ধুতার প্রার্থনা করিত। তাঁহার স্বামীর রাজ্য ইউফ্রেটীস্‌ নদী হইতে বিথিনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল, তিনি তাহার সহিত আপনার পৈতৃক উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ মিসর দেশ একত্র করিলেন। রোম সম্রাট ক্লডিয়স তাঁহার গুণের প্রশংসা করেন। জেনোবিয়া রোমসম্রাটদিগের মত প্রজারঞ্জন ছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের ন্যায় আড়ম্বর ধারণ করিতেন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে দেববৎ পূজা না পাইলে সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। তাহাদিগকে লাটিন ভাষা শিক্ষা দেন, এবং রাজ পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সৈন্যদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। আপনি রাজমুকুট এবং পূর্ব্ব রাজ্যের অধীশ্বরী উপাধি ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

হিন্দু বিধবা।

দরিদ্র দেখিয়া যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে

আমাদিগের বিধবাগণের একটী নামই দুর্ভগা, সুতরাং তাহাদের

ভাগ্য যে কেবল দুর্ভাগ্য পূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা কিছু সুখ তাহা হইতে বঞ্চিত না হইলে তাহাদিগের পাপ এবং যাহা কিছু দুঃখ, তাহা অকাতরে বহন করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্যজাতি মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারিত এবং অত্যাচরিত জীব আর কেহই নাই। যদি কেহ করুণ রসের কাব্য নাটক রচনা করিতে চান, বক্তৃতা দ্বারা নিষ্ঠুর হৃদয় বিগলিত করিবার ইচ্ছা করেন, অথবা মানবমণ্ডলীর শোচনীয় ঘটনাবলী একত্র সন্দর্শন করিতে উৎসুক হন বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্। যে দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে সকলের সুখের বিষয় ও আশার পথ শত শত রহিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগের পক্ষে যে কেন চারিদিক শূন্য ও অন্ধকারময় হইবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদিগের প্রতি এই দারুণ বিধি করিবার কারণ পুরুষগণ, ইহার জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট যে কত অপরাধী তাহা কে বলিতে পারে?

হিন্দু-শাস্ত্রে বিধবাদিগের উপর তিনটী নিয়ম দেখা যায়—সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য ও পুনর্ব্বিবাহ। পতি মরিলে জীবন্ত তাঁহার সহিত দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ বলে। ইহা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা যাঁহার কিঞ্চিৎ বোধ শক্তি আছে তিনিই বুঝিতে পারেন। ইহা পূর্ব্বে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এক্ষণে রাজ নিয়মে রহিত হইয়াছে। সহমরণ প্রথা রহিত হওয়াতে স্ত্রীজাতির উপকার কি অপকার হইয়াছে ঠিক বলা সহজ নহে। কিন্তু এক দিকে দেখা যায়, পতির সহিত মরণে অল্পক্ষণের মধ্যে সকল দুঃখ শেষ হইয়া যাইত কিন্তু চির জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকা কতদূর অসহ্য ব্যাপার! বিধবাদিগের জীবন ধারণের উপায় করিয়া না দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করাতে তাহাদিগের যাতনাই বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিধবাদিগের দ্বিতীয় নিয়ম ব্রহ্মচর্য্য। ইহা অতি উচ্চ ও পবিত্র নিয়ম বটে। স্বামীর মৃত্যুর সহিত আপনার সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া এবং পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্ম কার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ করা যে কতদূর প্রণয়,

বিশ্বাস ও আত্মার মহত্ত্বের পরিচয় দেয় বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ ভাব পতির সহিত দৃঢ় প্রণয়জনিত আন্তরিক অনুরাগের ভাব। তাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না কেবল নহে, দেখিবার আশা করাও অসম্ভব। এই জন্য যাহারা পতি কি পদার্থ জানে না, পতির সহিত হৃদয়ের প্রণয় কখন অনুভব করে নাই এবং যাহারা দুর্ব্বল চিত্ত—ব্রত পালনে সক্ষম নহে, ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাদিগের উপর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম করিলে তাহা কি রক্ষা পাইতে পারে? তাহা অস্বাভাবিক। যাহা কিছু অস্বাভাবিক, তাহা হইতে কেবল অনর্থক ক্লেশ হয় এবং বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যদি আমাদিগের দেশের এক একটী করিয়া সকল বিধবার অবস্থা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় বর্ত্তমান সাধারণ প্রচলিত ব্রহ্মচর্য্য কতদূর নাম মাত্র এবং তাহা হইতে কত অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। আরও যেখানে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, তাহার জীবিতাবস্থায় পুরুষেরা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা, চপলতা ও অসদ্ব্যবহারের পরিচয় দেন, সেখানে অবলাকুলের প্রতি যতদূর সাধ্য কঠিন নিয়ম করা কেবল অত্যাচার করা মাত্র।

তৃতীয় নিয়ম বিধবা বিবাহ। ইহা কেবল অপ্রচলিত এরূপ নহে, ইহা দারুণ ঘৃণিত ও নীচ বর্ণোচিত বলিয়া হিন্দু সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার দাঁড়াইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ৮ কি ১০ ভার্য্যা ক্রমে ক্রমে বিদায় করিয়া নূতন বিবাহ সজ্জা করিলে তাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ৫ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকা পিতা মাতার কৌশলে কাহার পত্নী নামে আখ্যাত হইয়া বিধবা হইলে তাহাকে চির বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে! যদি আমরা দেশাচার নামে কুসংস্কারে অন্ধ না হইতাম, তাহা হইলে কি বলিতাম না, যাহারা এরূপ ব্যবহার পোষণ করে তাহাদিগের কি চক্ষু কর্ণ, ন্যায় পরতা, দয়াধর্ম্ম এবং ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি একটুও দৃষ্টি নাই? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, পত্নী বিয়োগ হইলে পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে ইচ্ছা ও আবশ্যকতা হয়, পতি বিয়োগ হইলে স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ হয় না। ইহা কেবল স্বার্থ-পরতা, নির্ম্মমতা এবং অনভিজ্ঞতার কথা। অনেক গুলি কারণে অবলা-

গণ মনের ভাব সাম্য করিয়া রাখেন। (১ম) বিধবার বিবাহ মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান; (২) লোকের নিকট অপমান ও অপযশের ভয়; (৩) নব বৈধব্যে ভবিষ্যতে কষ্ট না জানা; (৪) বৈধব্যের কষ্ট স্বীকার করিয়া লোকের নিকট গৌরব পাইবার আশা; (৫) কিছু দিন আত্মীয় স্বজনের নিকটে আদর ও সান্ত্বনা পাইয়া কৌতূহল; (৬) অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য হর্ষ দুঃখ মিশ্রিত এক প্রকার নূতন ভাব; (৭) আশা করা বৃথা বলিয়া নিরাশা; (৮) অন্য বিধবার দৃষ্টান্তে ধৈর্য্য অবলম্বন ইত্যাদি কারণে বিধবাদিগের মনের ভাব প্রকাশ পায় না। কিন্তু ইহার কোনটী প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব নহে। বিধবা বিবাহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিলেই এ সকল ভাব ক্ষণেকের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। স্বামীর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুরাগ বশতঃ যাঁহারা বৈধব্য ধর্ম্ম পালন করেন, আমরা এস্থলে তাঁহাদিগের কথার উল্লেখ করিতে চাহি না।

বিধবা কুলহিতৈষী পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের বিবাহের জন্য কায়মন ও অর্থ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল দ্বারা আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার প্রণালী থাকিতে ইহা সফল হইবার আশা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তিও বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ষুশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া কি প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে? তাহারা হয় আপনাদিগকে পরিত্যক্ত মনে করিয়া সমাজ হইতে দূরে বাস করিবে, নয় নিরন্তর ধিক্কার ও গ্লানিতে ক্ষিপ্ত হইয়া ঘাত মৃত্যু সাধন করিবে। এক দিকে বিবাহার্থীদিগের ধর্ম্মবল, অন্য দিকে সমাজের সংস্কার পরিবর্ত্ত এতদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহ কখনই কল্যাণকর হইবে না। এই জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই বিধবাবিবাহ অনেকটা প্রকৃত ও সুখকর দেখা যায়।

এক্ষণে সাধারণ হিন্দু বিধবাদিগের উপায় কি? সহমরণে আর তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার পথ নাই; ব্রহ্মচর্য্য তাহারা অবলম্বন করিয়া

চলিতে পারে না, বিধবাবিবাহও তাহাদিগের পক্ষে দূরের কথা। প্রকৃত বিধবা হিতৈষীগণ তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণার দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া কি কেবল কল্পনায় মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারেন? বিধবারা অতি কৃপা পাত্র, যে কোন উপায়ে হউক তাহাদিগের দুঃখের কিছু প্রতি বিধান করিতে হইবে। তাহাদিগের বিবাহ দিতে পারা গেল না, তবে তাহারা মরুক এ বলিয়া কি আর তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা যায়? আমাদিগের মতে যাঁহাদিগের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া আছে, তাঁহারা এই অভাগিনীদিগের জন্য কোন সদুপায় উদ্ভাবন করুন, দয়া সার্থক করিবার এমন উপযুক্ত পাত্র আর পৃথিবীতে নাই।

কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

কেণ্ট সায়ার নিবাসী হেনরী হক্‌স নামে এক কৃষক অপরিমিত সুরাপান করিয়া পথ ভুলিয়া একটী নদীতে পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু নদীর পাড় অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময় যেমন শীত, তেমনি বরফপাত হইতেছিল। মাতাল অবশ অঙ্গ হইয়া বরফে ডুবিয়া গেল। তাহার বিশ্বাসী কুকুর বরাবর তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। সে বরফ খুঁড়িয়া নিজ লোম দ্বারা প্রভুর শরীরকে আবৃত করিল, এবং আপনি শরীর ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহা না হইলে রাত্রির দারুণ শীতে সাহেবের প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পর দিন প্রাতে এক ব্যক্তি তথায় শিকারার্থ গিয়াছিল, কুকুর তাহাকে দেখিয়া শরীর হইতে রাশীকৃত বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া উত্থান করিল এবং নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা শিকারীর সাহায্য প্রার্থনা করিল। শিকারী সুরাপায়ীকে তুলিয়া মৃতপ্রায় দেখিল, কিন্তু নাড়ী অল্প অল্প নড়িতেছিল। অতএব অনেক সন্তর্পণে সে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। কৃষক কুকুরের এই উপকার কখন বিস্মৃত হয় নাই। এক ব্যক্তি কুকুরটী ক্রয়ের জন্য তাহাকে শতাধিক টাকা দিতে চাহিল, কৃষক বলিল যতদিন নিজের এক

গ্রাস অন্ন জুটিবে আমার প্রাণরক্ষকের সহিত ভাগ করিয়া খাইব, তথাপি তাহাকে কাছছাড়া করিব না।

মেষ পালকের কুকুরের ধৈর্য্য, মেধা, এবং প্রভুভক্তি অতিশয় বিস্ময়কর এবং তাহারা সঙ্কটকালে নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া যেরূপ কার্য্য সাধন করে তাহাতে তাহাদিগকে সমুদায় ইতর জন্তুর প্রধান বলিতে হয়। এক অন্ধকার রাত্রে এক মেষপালকের ৭০০ মেষশাবক তিন দল হইয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। মেষপালক ও তাহার ভৃত্য অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে পারিল না। তখন মেষপালক বিষম বিপদে পড়িয়া কুকুরকে চিৎকার করিয়া বলিল "সারা! সব যে চলিয়া গেল।" কৃষক ও তাহার সঙ্গী সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করিয়া হতাশ হইয়া প্রভুর নিকট বলিল, মেষপাল সমুদায় হারাইয়াছি এবং তাহাদের একটীরও উদ্দেশ পাই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিল, উপত্যকা মধ্যে কতকগুলি মেষশাবক রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সকল ভেড়া একত্র এবং কুকুর সাহস পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান, দেখিতে পাইল। দুই প্রহর রাত্রি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কুকুর এই প্রকারে প্রহরী দিতেছে, সে কি প্রকারে যে মেষপালকে বশে আনিল, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

এক মেষপালক তাহার মেষ সকলের চর্ম্মরোগ নিবারণার্থ তাহাদিগের চর্ম্মের স্থানের স্থানের লোম কাটিয়া তামাকের রস দিত। তিনি কিছু দিন কুকুরকে সঙ্গে লইয়া এই কার্য্য করেন। ইহাতে কুকুর এমত শিক্ষিত হইল যে রোগাক্রান্ত মেষ সকল আপনি ধরিয়া বাহির করিত, তাহাদিগের রোগযুক্ত চর্ম্ম হইতে দন্ত দ্বারা লোম তুলিয়া ফেলিত এবং মেষ পালকের নিকট ঔষধ লেপনার্থ সমর্পণ করিত।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

মা। তাড়িত আকর্ষণের কথা বলিতে আছে, আইস তাহা শেষ করা যাক্।

স। মা! তাড়িত না বিদ্যুৎ।

মা। তাড়িত ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ বটে; কিন্তু আমরা যাহাকে বিদ্যুৎ বলি তাহা তাড়িতের একটী অবস্থা মাত্র। তাড়িত পৃথিবীর সকল বস্তুতে এবং বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে আছে। জড় বস্তুর মধ্যে ইহার মত সূক্ষ্ম পদার্থ আর নাই। ইহা এত সূক্ষ্ম যে অনেক পণ্ডিত ইহাকে স্বতন্ত্র পদার্থ না বলিয়া পদার্থের একটী গুণ মাত্র বিবেচনা করেন।

সু। তাড়িত সকল পদার্থে যদি আছে, তবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

মা। তাড়িত মূলেই প্রত্যক্ষ করিবার বস্তু নহে। আমরা যে বিদ্যুৎ দেখি, বজ্রপাত শুনি তাহাতে তাড়িতের কেবল কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করি। মেঘের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ দেখিয়া থাকি। যখন সকল মেঘে তাড়িত সমান থাকে, তখন বিদ্যুৎ দেখা যায় না। কিন্তু যখন বায়ুমণ্ডলের অবস্থা ভেদে এক খানি মেঘে অধিক ও এক খানি মেঘে অল্প তাড়িত থাকে, তখন উভয় মেঘ নিকটবর্ত্তী হইয়া সমান পরিমাণে তাড়িত ভাগ করিয়া লয়। দুই মেঘের এইরূপ একত্র হইবার সময় বিদ্যুৎ আলোক দেখা যায় এবং বজ্রের শব্দ শুনা যায়।

সু। বিদ্যুৎ আর বজ্র কি এক জিনিষ? বিদ্যুৎত দেখিতে অতি সুন্দর আকাশে চিক্ চিক্ করিয়া যায়। বজ্র যেখানে পড়ে, একবারে যে সর্ব্বনাশ করিয়া যায়।

মা। মানুষের কি বিপরীত বোধ! বজ্র শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহাতে কোন অনিষ্ট করে না, কিন্তু তাহাকেই ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করে। আর যে বিদ্যুৎ যাহাতে পড়ে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহাকে অতি সুন্দর বস্তু এমন্ কি দেবকন্যা বিদ্যুৎলতা বলিয়া কত আদর করিয়া থাকে!

স। হাঁ মা! আমার এক জন সঙ্গী বালক বলিতেছিল, যে বিদ্যুৎ এক দেবকন্যা। মেঘেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়া করে বলিয়া তিনি

দৌড়িয়া পলায়ন করেন। তা, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ওসব সেকেলে গল্প কথা। মেঘ বিদ্যুৎ অচেতন জড় পদার্থ; স্বাভাবিক নিয়মে যেমন বাতাস চলে, আগুণ জ্বলে, তাহারাও তেমনি কার্য্য করে। আর তিনি একটী আশ্চর্য্য কথা বলিলেন, যে এক পণ্ডিত আকাশ হইতে ভূতলে বিদ্যুৎ নামাইয়াছিলেন।

সু। হঁা গো মা! তা কি সত্য?

মা। সত্য বই কি। আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাড়িত ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ প্রমাণ করিবার জন্য একদিন যখন ঘন কাল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিল, একটী ঘুড়ী খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া নাটাইটী পুতিয়া রাখিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, তারের সুতার সংযোগে আকাশ হইতে বিদ্যুৎ নামিয়া মাটী স্পর্শ করিল।

সু। তবেত বিদ্যুৎ আমরাও ধরিতে পারি?

মা। বিদ্যুৎ ধরা কিছু কঠিন নয়। মানুষের শরীরের সহিত বিদ্যুতের খুব আকর্ষণ, তাহাতেই কতলোক বিদ্যুৎ আলোকে অথবা বজ্রাঘাতে মরিয়া থাকে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যদি নাটাইটী ধরিয়া থাকিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইত সন্দেহ নাই। মানুষ আর এক প্রকারে বিদ্যুৎ ধরিয়া কত কাজ চালাইতেছে। ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তারের কলে অতি দূর দেশেও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদ যাতায়াত করে শুনিয়াছ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ বা তাড়িতের গুণে। এবিষয় পরে তোমাদিগকে বিস্তারিত করিয়া বলিব।

স। আচ্ছা মা, আকাশে বিদ্যুৎ না হইলে কি আর কোন প্রকারে তাড়িত বাহির করা যায় না?

মা। তাড়িত অনেক প্রকারে বাহির হইতে পারে। অন্ধকার রাত্রে কাল বিড়ালের গায়ের লোম ঘর্ষণ করিলে তাড়িত বাহির হয়। কাচ, রেশম, গালা, পশম, তৈল, স্ফটিক, গন্ধক, ধুনা ও কোন কোন প্রকার রত্ন ঘর্ষণ করিলেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। সচরাচর কাচ বা গালা শুষ্ক হস্তে ঘর্ষণ করিলে তাহাতে তাড়িতের গুণ হয়। সেই তাড়িত যুক্ত কাচ বা গালা চুল, সুতা, পালক, কাগজ বা আর কোন হাল্কা জিনিষের কাছে ধরিলে তাহাদিগকে

টানিয়া লয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহারা আবার খসিয়া পড়ে।

সু। তাড়িতের যে চুম্বকের মত গুণ দেখিতেছি, কিন্তু চুম্বকে কোন বস্তু লাগিয়া গেলেত আর খসিয়া পড়ে না?

মা। তাড়িত ও চুম্বকের গুণ অনেক স্থলে মিলে; এই জন্য পণ্ডিতেরা উভয়কে এক প্রকার পদার্থ বলিয়া থাকেন। তাড়িতের যে দুইটী গুণ দেখিলে, তাহাদিগের নাম আকর্ষণ ও বিয়োজন। তাড়িতের আকর্ষণে পদার্থ সকল সংযুক্ত হয় এবং বিয়োজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে।

স। চুম্বকের যেমন ভিন্ন নামের দিক পরস্পর আকর্ষণ এবং এক নামের দিক্ পৃথক্ করে বলিয়াছিলে, তাড়িতের কি সেইরূপ দুইটী দিক্ আছে না কি?

মা। তাড়িতের আকর্ষণ ও বিয়োজন গুণ দেখিয়া পণ্ডিতেরা দুই প্রকার তাড়িত অনুমান করেন। তাহাদিগের নাম ভাব ও অভাব। এখানেও বলা যায় ভিন্ন নামের তাড়িত আকর্ষণ করে ও এক নামের তাড়িত পরস্পর পৃথক হয়।

সু। চুম্বকের শলাকা যেমন উত্তর দক্ষিণ দিক্ দেখিয়া পৃথক্ করা যায়, কিন্তু দুই প্রকার তাড়িতের পৃথক্ কিরূপে করা যাইবে?

মা। তাহাদের পৃথক আকার কিছু দেখিবার যো নাই, তবে কার্য্য দেখিয়া এক একটী নাম করণ করা হইয়াছে। কাচ আর রেসমের কাপড় যদি একত্র ঘষ, 'ভাব' তাড়িত উৎপন্ন হইবে। গালা ও লোমজ বস্ত্র ঘষিলে অভাব তাড়িত জন্মিবে। কিন্তু তাড়িত যুক্ত একটী বস্তু অন্য বস্তুর কাহারও পক্ষে ভাব ও কাহার পক্ষে অভাব গুণ প্রকাশ করে।

স। তুমি বলিলে বিদ্যুৎ গায় লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়; তাড়িত লাগিলে কি সেরূপ হয়?

মা। বিদ্যুৎ তাড়িত যখন একই পদার্থ তখন না হইবে কেন? তবে তাড়িত অল্প পরিমাণে লাগিলে মৃত্যু হয় না, কিন্তু তথাপি আঘাত লাগে। তাড়িতের আঘাত দিবার যন্ত্র আছে; তাহা দ্বারা যে সকল অঙ্গ বাত কি পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে অসাড় হইয়া থাকে তাহা ভাল হইয়া যায়।

সু। ইহার কারণ কি?

মা। আমি পুর্ব্বে বলিয়াছি তাড়িতের সহিত আমাদিগের শরীরের আকর্ষণ আছে। আমাদিগের শরীরেও তাড়িত আছে। যে অঙ্গে তাড়িতের অভাব বা অনিয়ম হয় তাহা গা, বা চেতন শূন্য হয়, বাহিরের তাড়িৎ তাহাতে প্রবেশ করিলে তাহা আবার সুস্থ হইতে পারে। শরীরের আবার আর একটী গুণ আছে, ইহা তাড়িত পরিচালক। তাড়িত যন্ত্র দ্বারা একটী কৌতুক জনক পরীক্ষা করা যায়। তাড়িত যন্ত্রের তার যদি এক জন লোক ধরিয়া থাকে, আর তাহার হাত ও পরস্পরের হাত ধরিয়া যদি এক শত লোক সারি দিয়া দাঁড়ায়;

তাড়িতের আঘাতে সেই এক শত লোক চমকিয়া উঠিবে এবং সারির শেষে যে লোক দাঁড়াইয়াছ সে অধিক আঘাত পাইয়া হয়ত পড়িয়া যাইবে।

সু। তাড়িত কি এক এক করিয়া সকলের শরীর দিয়া চলিয়া গেল!

স। মা! শরীর এইরূপ তাড়িত চালায় বলিয়া ইহাকে না পরিচালক বলে? পরিচালক আর কি কি জিনিষ আছে?

মা। বস্তু মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিচালক, তবে যে সকল বস্তু তাড়িত সত্বর চালাইতে পারে তাহাদিগকে পরিচালক এবং যে সকল বস্তু অনেক বিলম্বে অল্প চালায়, তাহাদিগকে অপরিচালক বলে। সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। কয়লা, লোণা জলও পরিচালক।

স। অপরিচালক কি কি বস্তু?

মা। কাচ, গন্ধক, ধুনা, শুষ্ক বায়ু, কাঠ, কাগজ, চূণ, রেশম, পালক, পশম ইত্যাদিকে অপরিচালক বলে। কোন স্থানের তাড়িত স্ফুরণ নিবারণ করিতে হইলে এই সকল বস্তু মাঝে রাখিয়া থাকে। আবার ইহাদের ঘর্ষণেই তাড়িত উৎপন্ন হইয়া জন্মিয়া থাকে।

স। ধাতু পরিচালক বলিয়া বুঝি খবরের তার সকল লোহা দিয়া তৈয়ার করে? কাঠের কি রেসমের হইলে কি হইত না?

মা। তাহাতে বরং ব্যাঘাত হইত। ধাতু তাড়িত পরিচালক হওয়াতে তাহা দ্বারা আমরা আর একটী মহৎ উপকার পাই। উচ্চ কোটা ঘর সকলের ধারে ধারে লোহার শিক্ সকল পুতিয়া রাখে কেন জান?

সু। কেন মা! তাতে কি উপকার হয়?

মা। উচ্চ স্থানে বজ্রপাত হইবার অগ্রে সম্ভাবনা। এইরূপ লোহার শিক থাকিলে বিদ্যুতের তাড়িত প্রবাহ তাহা দ্বারা চালিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে, অট্টালিকাদির কোন হানি করিতে পারে না। ইহা না থাকিলে বজ্রাঘাতে গৃহ সকল ভগ্ন ও গৃহাস্থিত লোকদিগের প্রাণ নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সু। মা! লোহার শিকে এত উপকার! আমি মনে করিতাম ওটা থাকাতে ঘর বিশ্রী দেখায়।

স। মা! তুমি যে বলিলে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে গিয়া প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া কোথায় যায়?

মা। ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, পৃথিবী একটী বৃহৎ চুম্বক; কিন্তু পৃথিবীকে একটী বৃহৎ তাড়িতের আধারও মনে করিও।

সু। তাড়িত দ্বারা আর কি কোন উপকার হয়?

মা। তাড়িতের গুণ অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই ইহা দ্বারা সমুদায় পৃথিবীময় কত শীঘ্র সংবাদ যাতায়াত করিতেছে, গৃহ সকল বজ্র হইতে রক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতে স্থির বিদ্যুতের আলোক হয় তাহাতে ফরাসীদেশের

একটী নগর রাত্রিকালে দিবার ন্যায় আলোকিত হয়, তাহার কাছে গ্যাসের আলো কোথায় লাগে! ইহা দ্বারা বাত, পক্ষাঘাত, মৃগী, অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি কঠিন রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ইহা দ্বারা রসায়ন বিদ্যার অশেষ উন্নতি হইতেছে। তাড়িত দিয়া দস্তা, পিতল, কি তামার গহনা ও বাসন আদি রূপা ও সোণায় আশ্চর্য্য গিল্‌টী হয়। একটী পাত্র আরোকে রূপা কি সোণা গলাইয়া তাহাতে গহনা কি বাসন ডুবাইতে হয় এবং সেই সময়ে আরোকে তাড়িত প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। রূপা ও সোনার কঠিন ছাল গহনা ও বাসনে এমন সংলগ্ন হয় যে তাহা অনেক কালেও ছাড়ে না এবং গিল্‌টী জিনিষ ও সোণা রূপার জিনিষ সহজে প্রভেদ করা যায় না। ইহাতে কেবল সৌন্দর্য্য হয় তাহা নহে, জিনিষ সকল টেঁকসইও হয়। এখনকার বড় বড় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন তাড়িতের তত্ত্ব অধিক জানিতে পারিলে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি আয়ত্ত করা যাইবে এবং সমুদায় পীড়া অতি সহজে আরোগ্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন বাষ্প দ্বারা যে কাজ পাওয়া যাইতেছে, তদপেক্ষা অসংখ্য উপকার ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

নূতন সংবাদ

১। লণ্ডনের কতকগুলি বালিকা রীতিমত ব্যায়াম অর্থাৎ কুস্তী শিক্ষা করিতেছেন।

২। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ কুপ্রথা এইবার বোধ হয় উঠিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছয় বিবাহ করেন, কৃষ্ণমণি নামে তাঁহার এক স্ত্রী খোর পোষের দাবীতে নালিশ করিয়া মাসিক ১৫ টাকা ডিক্রী পান। জজ নর্ম্মান্ সাহেবের নিকট এই বিষয়ের আপীল হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্ত্রী, আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব?" জজ্ সাহেব বলিলেন, "তুমি যদি খাওয়াইতে না পারিবে তবে বিবাহ করিলে কেন? এক্ষণে জেলে যাও। প্রত্যহ ।০ আনা করিয়া খেরাকী পাইবে।" দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণকে জেলে যাইতে হইল!

৩। আটীয়ার অন্তর্গত ক[illegible] মারীর জমিদার ৺ গোলোক [illegible] রায় চৌধুরির পত্নী শ্রীমতী [illegible] চৌধুরাণী একটী উচ্চতর ই[illegible]র বিদ্যালয় নিজ ব্যয়ে স্থাপন করিয়[illegible] ছেন। এরূপ নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় গৌরবের বিষয়।

৪। বাঙ্গালিরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট নহেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারী লাল গুপ্ত নামে দুইটী যুবক সিবিল পরীক্ষায় ইংরাজ ছাত্রদিগকে হারাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পদ লাভ করিয়া-

ছেন। আমাদিগের বন্ধু বাবু আনন্দ মোহন বসু দেড় মাস মাত্র বিলাতে গিয়া অঙ্ক পরীক্ষার প্রথম হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে অনেক গুলি মনোহর বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন।

৫। রঙ্গপুর জেলার প্রসিদ্ধ জমীদার ৺ ঈশানচন্দ্র রায় একটী চিকিৎসালয় ও রাস্তা নির্ম্মাণার্থ ৫০০০ টাকা এবং ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের একটী জমীদারি গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রদান গিয়াছেন। এইরূপ দানে সাধারণের প্রকৃত উপকার হইবে।

৬। গত ১৯এ আষাঢ় শনিবার কলিকাতার টাউন হলে এদেশীয়দিগের একটী বৃহৎ সভা হয়। গবর্ণমেন্ট এখন উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার যে ব্যয় দিতেছেন, তাহা বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বায়ু, তাহার প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী' অর্থাৎ গবর্ণর জেনরলের উপরে বিলাতে যে কর্ত্তা আছেন তাঁহার নিকট আবেদন করিতেছেন।

৭। ষ্টেট সেক্রেটারী রাস্তা ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রে করিবার জন্য ভুমির উপর এক নূতন কর আদায়ের আজ্ঞা করিয়াছেন।

৮। টেলিগ্রাফের তার আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। গত ২৩এ জুন এই উপলক্ষে আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল আমারিকার (প্রেসিডেণ্ট) প্রধান শাসন কর্ত্তার নিকট আনন্দ প্রকাশ করেন। কি আশ্চর্য্য! ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক পিঠ হইতে অপর পিঠে টেলিগ্রাফে সংবাদ গিয়া তাহার উত্তর ফিরিয়া আসিয়াছে!

৯। ইংলণ্ডে মৃতপত্নীর ভগিনীর সহিত বিবাহ আইন বদ্ধ করিবার জন্য যে বিল হইয়াছিল, লর্ড দিগের সভায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরাজেরা খুড়তত জেটতুত ভগিনীকে বিবাহ করেন, কিন্তু শ্যালীকে বিবাহ করা বড় দোষ মনে করেন।

১০। দক্ষিণ ভারতবর্ষের বাঙ্গালোর নগরে হিন্দুবিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ হয়। তাহাতে ৬০,০০০ টাকা জমিয়াছে। তদ্ভিন্ন মাসে মাসে ৬০০ টাকা আদায় হয়। তাহার ৪০০ ব্যয় হইয়া ২০০অবশিষ্ট থাকে। আমাদের দেশে এরূপ না হয় কেন?

১১। মহারাজগঞ্জের নিকটস্থ ভিকমপুর গ্রামে একটী চণ্ডালের স্ত্রী এককালে ৪ সন্তান প্রসব করে। সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়াছে।

১২। একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কোন গুণের অধিক সমাদর করেন তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন:—

"ফরাসী রমণীরা রসিক ও বীর স্বামী চান; জার্ম্মন মহিলারা চিরপ্রণয়ী ও বিশ্বাসী পতি পাইতে ইচ্ছা করেন; ডচ কামিনীদিগের স্বামী সুখ সচ্ছন্দের কোন বিঘ্ন না

জন্মাইলেই সন্তুষ্ট হন; স্পেনীয়ারা স্বৈরনির্যাতনকারী পতি ভাল বাসেন; ইটালীয়ারা কল্পনা ও কবিত্বভূষিত পুরুষ বিবাহ যোগ্য বলেন; দিনামার ললনাদিগের স্বামী শ্বশুরের দেশকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুখী বলিলে তাঁহারা তুষ্ট; রুসীয়ারা স্বামী ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ জাতিদিগকে অসভ্য ও দুর্ভাগ্য বলিয়া ঘৃণা করিলে আমোদিত হন; ইংরাজ রমণীরা ধনী পতি চান।" বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা আর কিছু চান না, স্বামী শরীর পুরিয়া অলঙ্কার দিতে পারিলেই কৃতার্থ হন।

বামাগণের রচনা

কোথা ওহে জগদীশ জগত জীবন,
কৃপা করি কর নাথ পাপ বিমোচন।
পাপেতে পতিত হয়ে কাহারে জানাই?
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।
অধর্ম্মের পথ হতে কর মোরে ত্রাণ,
অবলা সরলা আমি নাহি কিছু জ্ঞান।
দয়াময় প্রভু তুমি জগতের সার,
কাতরে কাঁদি গো তাই, নিকটে তোমার
সংসার দুস্তারে নাথ নাহি দেখি পার,
ভরসা কেবল মাত্র চরণ তোমার।
কৃপা যদি কর নাথ এ দাসীর প্রতি,
তাহলে হইতে পারে এ দীনার গতি।
বন্দি ভাবে পিঞ্জরেতে রয়েছি এখন,
তোমার মহিমা নাথ হয়ে বিস্মরণ।
দয়ার সাগর প্রভু করুণা নিধান,
এ ঘোর তরঙ্গে মোরে কে করিবে ত্রাণ?
কৃপা কর কৃপাময় লয়েছি শরণ।
অখিল তারণ তুমি বিপদ ভঞ্জন।
সকলি অসার প্রভু তুমি মাত্র সার,
অচিন্ত্য শকতি তব মহিমা অপার।

জীবের জীবন, তুমি দুর্ব্বলের বল,
অনাথের নাথ, তুমি সাধক বৎসল।
সকলি অনিত্য প্রভু নিত্য কিছু নয়,
তুমি নিত্য নিরঞ্জন দাও পদাশ্রয়।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।
সাং সাত্রাগাছি।

ধর্ম্ম।

১। যেই জন করে সদা, সৎ আচরণ।
যেই কভু পর ধন, না করে হরণ॥
পরের সামগ্রী যেই, করে তুচ্ছ জ্ঞান।
তৃণের সমান বলি, তৃণের সমান॥
প্রাণান্ত হইলে তবু, নাহি ভাঙ্গে পণ।
সকলের কাছে সদা বিশ্বাস ভাজন॥
সকলের অগোচরে, যদিও কখন।
হেন নারী পর দ্রব্য, করেন হরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

২। সতী সাধ্বী পতিব্রতা খ্যাত যেই জন।
যতনে রাখেন যিনি নিজ ধর্ম্ম ধন॥
অপর পুরুষ প্রতি, পিতার মতন।
পবিত্র ভাবেতে সদা, করে বিলোকন॥
কভু নাহি মন্দ ভাব, করয়ে চিন্তন।
সদা রাখে রিপুগণে করিয়া দমন॥
এমন সুশীলা যদি, করিয়া গোপন।
সতীত্ব হারায় কভু, দেখি প্রলোভন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৩। যেই জন হিংসা দ্বেষ, দিয়া বিসর্জ্জন।
সকল লোকের করে, মঙ্গল চিন্তন॥
যদি তাঁর করে কেহ, অনিষ্ট সাধন।
তিনি তাহা কভু নাহি, করেন গণন॥
পরের মঙ্গলে যদি, যায় তাঁর প্রাণ।
তথাপি পারেন তাহা, করিতে প্রদান॥
গোপনে গোপনে যদি, সরলা এমন।
কাহারও অনিষ্ট কভু, করেন সাধন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৪। যেই জন রাগ রিপু, করেছে দমন।
শান্ত ভাবে অনুক্ষণ, রহে যার মন॥
কাহাকেও কভু নাহি, কহে কুবচন।
সকলের প্রতি করে প্রিয় আচরণ॥
রাগের কারণ যেই, রাগের কারণ।
কভু নাহি মন্দ কার্য্য, করেন সাধন॥
যদি বা এমন ধীরা, লুকায়ে কখন।
রাগে অন্ধ হয়ে করে, মন্দ আচরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয়?

৫। অহঙ্কার পরিত্যাগ, করে যেই জন।
বিনয়ে সবার মন, করে আকর্ষণ॥
কাহাকেও নাহি যেই, করে হেয়জ্ঞান।
যথোচিত সকলের, করয়ে সম্মান॥
কিবা দীন হীন আর, কিবা মূর্খ জন।
কাহাকেও কভু নাহি, করেন হেলন॥
হেন নারী গুপ্ত ভাবে, যদিও কখন।
কাহাকেও অপমান, করে অকারণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৬। ন্যায়-পরায়ণা অতি, হয় যেই জন।
অনুচিত কার্য্য যেই, না করে কখন॥
ভক্তি করে যেই সদা, গুরুজনগণে।
সমুচিত স্নেহ করে, স্নেহের ভাজনে॥
কাহার অন্যায় রীতি, করিলে দর্শন।
চেষ্টা পায় সদা তারে করিতে শোধন॥
এমন রমণী যদি, ছাপিয়া কখন।
অনুচিত কার্য্য কভু, করেন সাধন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয়?

৭। মোহের অধীন নাহি, হয় যেই জন।
পক্ষপাত শূন্য হয়, যাঁর আচরণ॥
সংসারে আসক্ত নাহি হয় যাঁর মন।
পরম পিতার আজ্ঞা, করেন পালন॥
মোহের কারণ যিনি, মোহের কারণ।
ধর্ম্ম সেতু কখন না, করেন লঙ্ঘন॥
গোপনেও যদি কভু, রমণী এমন।
বিষম মোহের জালে, হয়েন পতন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৮। যেই জন নীচ লক্ষ্য, করিতে সাধন।
ধর্ম্ম পথ হতে করে, বিধর্ম্মে গমন॥
মুখেতে কেবল কহে, ভক্তির কারণ।
কপট বচনে সবে করয় রঞ্জন॥
প্রথমে সবার কাছে পায় সে সম্মান।
যত দিন নাহি হয়, সত্যের প্রমাণ॥
কিন্তু পরে সত্য যবে, হইবে উদয়।
তখন সবার ভ্রম, যাইবে নিশ্চয়॥
ধার্ম্মিকা বলিয়া আর, তাহাকে তখন।
সমাদর করিবেক, হেন কোন জন?
যতই করুক শ্রম, সুনাম কারণ।
যতই করুক চেষ্টা, যতই যতন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ।

নারী-চরিত।

পালমীরার রাজ্ঞী জেনোবিয়া।

আসিয়া খণ্ডে স্ত্রীলোকেরা প্রায় দাসীর অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের মধ্যে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, এমত নারীর দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সেমিরামিস (১) অতি প্রাচীনকালে বাবিলনে রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজ্ঞী জেনোবিয়া প্রসিদ্ধ হন। মিসরের মাসিডোনীয় রাজা (২) দিগের বংশে তাহাঁর জন্ম হয়। তিনি রূপে তাঁহার বংশীয় ক্লিয়পেট্রার (৩) তুল্য, কিন্তু সতীত্ব ও বিক্রমে তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। জেনোবিয়া অতি প্রিয় দর্শন এবং সাহসী রমণী ছিলেন। নারীদিগের রূপের বিচার আগে, অতএব বলিতে হইল তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার দন্ত পাঁতি মুক্তাকলাপের ন্যায় ছিল; তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়ে অসাধারণ তেজ প্রজ্বলিত হইত, অথচ তাহাতে অতি আশ্চর্য্য মাধুরী ছিল। তাঁহার স্বর গম্ভীর ও সুমিষ্ট। তাঁহার প্রখর মেধা অধ্যয়ন দ্বারা আরও মার্জ্জিত হইয়াছিল। লাটিন ভাষা তিনি জানিতেন এবং গ্রীক, সিরিয় ও মিসর ভাষায় তদ্রূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাহার নিজের পাঠার্থ পূর্ব্বদেশীয় ইতিহাসের এক খানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করেন এবং লঙ্গিনস্

(১) সেমিরেমিস খৃষ্টের জন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার স্বামী নাইনসের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া অনেক দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের সহিতও তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া যান। কেহ কেহ ইহাকে পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া অনুমান করেন।

(২) মাসিডোনিয়ার রাজা মহাবীর আলেকজণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাহার সেনাপতিগণ তাহার রাজ্যের এক এক অংশ ভাগ করিয়া লন। টলেমি মিসর অধিকার করেন এবং তাহার বংশ ৩০০ বৎসরের অধিক তথায় রাজত্ব করেন।

(৩) ইহাঁর ন্যায় রূপবতী অথচ অসতী রমণীর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি জুলিয়স্ সিজর ও আন্টনী ইহার কপট প্রেমে মুগ্ধ হন। আন্টনী তাহারই জন্য অবশেষে ধর্ম্মপত্নী, ধনমান এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া মহাকবি হোমার ও দর্শনকার প্লেটোর গ্রন্থ সহজে সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ওডিনেথস্ নামে এক ব্যক্তি সামান্য সৈনিক বৃত্তি হইতে আসিয়ার একটী বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হন, জেনোবিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং ঐ বীরের সহকারিণী ও সহচারিণী হইলেন। যুদ্ধ হইতে অবকাশ পাইলে ওডিনেথস্ মৃগয়ায় অনুরক্ত হইতেন, তাহার পত্নী তদ্বিষয়ে সমান অনুরাগ প্রকাশ করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক শিকার করিতেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিতেন, মুদিত শকট পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধার বেশে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেন এবং কখন কখন পদব্রজে অনেক ক্রোশ পথ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যাইতেন। এই রমণীর বিজ্ঞতা ও সাহসে ওডিনেথস্ অনেক জয় লাভ করেন। তাহারা একত্রে সিরিয়ার মহারাজকে দুইবার বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়িত করেন এবং তাহাতে উভয়েরই যশ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা যে সৈন্য চালনা করিতেন ও যে দেশ জয় করিতেন, তাহার উপরে আর কোন রাজা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। রোমের মহাসভা ও প্রজাবর্গ এই বিদেশীয়ের সাহসে চমকিত হইলেন এবং বালিরিয়ানের পুত্র তাহাকে সহযোগী বলিয়া গণনা করিলেন।

গথ নামে এক অসভ্য জাতি আসিয়া লুণ্ঠন করিতে আইসে, পালমিরারাজ তাহাদিগকে জয় করিয়া সিরিয়ার অন্তঃপাতী ইমিসা নগরে আসিলেন। তথায় শিকারে গিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিওনিয়স্ তাঁহার পূর্ব্বে এক মৃগের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করে। এরূপ ব্যবহার অপমানসূচক বলিয়া দিলেও সে পুনর্ব্বার রাজার অপমান করিল। ওডিনেথস্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অশ্ব-কাড়িয়া লইলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। মিওনিয়স, আপনার দোষ শীঘ্র বিস্মৃত হইল, কিন্তু দণ্ডটী ভুলিল না। সে গুটিকত দুঃসাহসী সঙ্গী লইয়া এক বৃহৎ ভোজ স্থলে পিতৃব্যের হত্যাসাধন করিল এবং তাহার এক পুত্রকেও সেই সঙ্গে বধ করিল। কিন্তু মিওনিয়স্ রাজোপাধি গ্রহণ না করিতে করিতেই জেনোবিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া স্বামি হত্যার প্রতিশোধ লইলেন।

অতঃপর রাজ্ঞী কতক গুলি বিশ্বাসী বন্ধুর আনুকুল্যে শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং পুরুষের ন্যায় বিজ্ঞতা সহকারে পাল্‌মিরা, সিরিয়া ও তাহার পূর্ব্বদিকস্থ দেশ সকল পাঁচ বৎসর শাসন করিলেন। রোমের মহাসভা ওডিনেথসের সম্মানার্থ তাঁহাকে রাজ ক্ষমতা দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার লোকান্তর হইলে রাণীকে তাহা দিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এক সেনাপতি পাঠাইয়া দিল। রাজ্ঞী সসৈন্যে তাহাকে পরাভব করিয়া বলপূর্ব্বক রাজক্ষমতা ধারণ করিলেন। স্ত্রীলোকের রাজত্বে যে সকল বিবাদ, কলহ ও গোলযোগ হয়, জেনোবিয়ার শাসনে তাহা হয় নাই। যখন ক্ষমা আবশ্যক, তিনি রাগ সম্বরণ করিতেন; যখন দণ্ড দেওয়া বিধেয়, তিনি দয়ালুতা দমন করিতেন। তাঁহার মিতব্যয়িতা অনেকে কৃপণতা বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু তিনি সময় উপস্থিত হইলে আড়ম্বর ও বদান্যতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। আরব, আর্ম্মেণী, পারস্য প্রভৃতি সন্নিহিত দেশ সকল তাঁহার শত্রুতার ভয় ও বন্ধুতার প্রার্থনা করিত। তাঁহার স্বামীর রাজ্য ইউফ্রেটীস্‌ নদী হইতে বিথিনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল, তিনি তাহার সহিত আপনার পৈতৃক উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ মিসর দেশ একত্র করিলেন। রোম সম্রাট ক্লডিয়স তাঁহার গুণের প্রশংসা করেন। জেনোবিয়া রোমসম্রাটদিগের মত প্রজারঞ্জন ছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের ন্যায় আড়ম্বর ধারণ করিতেন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে দেববৎ পূজা না পাইলে সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। তাহাদিগকে লাটিন ভাষা শিক্ষা দেন, এবং রাজ পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সৈন্যদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। আপনি রাজমুকুট এবং পূর্ব্ব রাজ্যের অধীশ্বরী উপাধি ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

হিন্দু বিধবা।

দরিদ্র দেখিয়া যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।

আমাদিগের বিধবাগণের একটী নামই দুর্ভগা, সুতরাং তাহাদের

ভাগ্য যে কেবল দুর্ভাগ্য পূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা কিছু সুখ তাহা হইতে বঞ্চিত না হইলে তাহাদিগের পাপ এবং যাহা কিছু দুঃখ, তাহা অকাতরে বহন করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্যজাতি মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারিত এবং অত্যাচরিত জীব আর কেহই নাই। যদি কেহ করুণ রসের কাব্য নাটক রচনা করিতে চান, বক্তৃতা দ্বারা নিষ্ঠুর হৃদয় বিগলিত করিবার ইচ্ছা করেন, অথবা মানবমণ্ডলীর শোচনীয় ঘটনাবলী একত্র সন্দর্শন করিতে উৎসুক হন বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্। যে দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে সকলের সুখের বিষয় ও আশার পথ শত শত রহিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগের পক্ষে যে কেন চারিদিক শূন্য ও অন্ধকারময় হইবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদিগের প্রতি এই দারুণ বিধি করিবার কারণ পুরুষগণ, ইহার জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট যে কত অপরাধী তাহা কে বলিতে পারে?

হিন্দু-শাস্ত্রে বিধবাদিগের উপর তিনটী নিয়ম দেখা যায়,—সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য ও পুনর্ব্বিবাহ। পতি মরিলে জীবন্ত তাঁহার সহিত দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ বলে। ইহা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা যাঁহার কিঞ্চিৎ বোধ শক্তি আছে তিনিই বুঝিতে পারেন। ইহা পূর্ব্বে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এক্ষণে রাজ নিয়মে রহিত হইয়াছে। সহমরণ প্রথা রহিত হওয়াতে স্ত্রীজাতির উপকার কি অপকার হইয়াছে ঠিক বলা সহজ নহে। কিন্তু এক দিকে দেখা যায়, পতির সহিত মরণে অল্পক্ষণের মধ্যে সকল দুঃখ শেষ হইয়া যাইত কিন্তু চির জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকা কতদূর অসহ্য ব্যাপার! বিধবাদিগের জীবন ধারণের উপায় করিয়া না দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করাতে তাহাদিগের যাতনাই বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিধবাদিগের দ্বিতীয় নিয়ম ব্রহ্মচর্য্য। ইহা অতি উচ্চ ও পবিত্র নিয়ম বটে। স্বামীর মৃত্যুর সহিত আপনার সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া এবং পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্ম কার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ করা যে কতদূর প্রণয়,

বিশ্বাস ও আত্মার মহত্ত্বের পরিচয় দেয় বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ ভাব পতির সহিত দৃঢ় প্রণয়জনিত আন্তরিক অনুরাগের ভাব। তাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না কেবল নহে, দেখিবার আশা করাও অসম্ভব। এই জন্য যাহারা পতি কি পদার্থ জানে না, পতির সহিত হৃদয়ের প্রণয় কখন অনুভব করে নাই এবং যাহারা দুর্ব্বল চিত্ত—ব্রত পালনে সক্ষম নহে, ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাদিগের উপর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম করিলে তাহা কি রক্ষা পাইতে পারে? তাহা অস্বাভাবিক। যাহা কিছু অস্বাভাবিক, তাহা হইতে কেবল অনর্থক ক্লেশ হয় এবং বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যদি আমাদিগের দেশের এক একটী করিয়া সকল বিধবার অবস্থা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় বর্ত্তমান সাধারণ প্রচলিত ব্রহ্মচর্য্য কতদূর নাম মাত্র এবং তাহা হইতে কত অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। আরও যেখানে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, তাহার জীবিতাবস্থায় পুরুষেরা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা, চপলতা ও অসদ্ব্যবহারের পরিচয় দেন, সেখানে অবলাকুলের প্রতি যতদূর সাধ্য কঠিন নিয়ম করা কেবল অত্যাচার করা মাত্র।

তৃতীয় নিয়ম বিধবা বিবাহ। ইহা কেবল অপ্রচলিত এরূপ নহে, ইহা দারুণ ঘৃণিত ও নীচ বর্ণোচিত বলিয়া হিন্দু সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার দাঁড়াইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ৮ কি ১০ ভার্য্যা ক্রমে ক্রমে বিদায় করিয়া নূতন বিবাহ সজ্জা করিলে তাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ৫ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকা পিতা মাতার কৌশলে কাহার পত্নী নামে আখ্যাত হইয়া বিধবা হইলে তাহাকে চির বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে! যদি আমরা দেশাচার নামে কুসংস্কারে অন্ধ না হইতাম, তাহা হইলে কি বলিতাম না, যাহারা এরূপ ব্যবহার পোষণ করে তাহাদিগের কি চক্ষু কর্ণ, ন্যায় পরতা, দয়াধর্ম্ম এবং ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি একটুও দৃষ্টি নাই? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, পত্নী বিয়োগ হইলে পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে ইচ্ছা ও আবশ্যকতা হয়, পতি বিয়োগ হইলে স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ হয় না। ইহা কেবল স্বার্থপরতা, নির্ম্মমতা এবং অনভিজ্ঞতার কথা। অনেক গুলি কারণে অবলা-

গণ মনের ভাব সাম্য করিয়া রাখেন। (১ম) বিধবার বিবাহ মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান; (২) লোকের নিকট অপমান ও অপযশের ভয়; (৩) নব বৈধব্যে ভবিষ্যতে কষ্ট না জানা; (৪) বৈধব্যের কষ্ট স্বীকার করিয়া লোকের নিকট গৌরব পাইবার আশা; (৫) কিছু দিন আত্মীয় স্বজনের নিকটে আদর ও সান্ত্বনা পাইয়া কৌতূহল; (৬) অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য হর্ষ দুঃখ মিশ্রিত এক প্রকার নূতন ভাব; (৭) আশা করা বৃথা বলিয়া নিরাশা; (৮) অন্য বিধবার দৃষ্টান্তে ধৈর্য্য অবলম্বন ইত্যাদি কারণে বিধবা-দিগের মনের ভাব প্রকাশ পায় না। কিন্তু ইহার কোনটী প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব নহে। বিধবা বিবাহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিলেই এ সকল ভাব ক্ষণেকের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। স্বামীর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুরাগ বশতঃ যাঁহারা বৈধব্য ধর্ম্ম পালন করেন, আমরা এস্থলে তাঁহাদিগের কথার উল্লেখ করিতে চাহি না।

বিধবা কুলহিতৈষী পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের বিবা-হের জন্য কায়মন ও অর্থ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল দ্বারা আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার প্রণালী থাকিতে ইহা সফল হইবার আশা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তিও বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধা-রণের চক্ষুশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া কি প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে? তাহারা হয় আপনাদিগকে পরিত্যক্ত মনে করিয়া সমাজ হইতে দূরে বাস করিবে, নয় নিরন্তর ধিক্কার ও গ্লানিতে ক্ষিপ্ত হইয়া অপঘাত মৃত্যু সাধন করিবে। এক দিকে বিবাহার্থীদিগের ধর্ম্মবল, অন্য দিকে সমাজের সংস্কার পরিবর্ত্ত এতদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহ কখনই কল্যাণকর হইবে না। এই জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই বিধবাবিবাহ অনেকটা প্রকৃত ও সুখকর দেখা যায়।

এক্ষণে সাধারণ হিন্দু বিধবাদিগের উপায় কি? সহমরণে আর তাহা-দিগকে পোড়াইয়া মারিবার পথ নাই; ব্রহ্মচর্য্য তাহারা অবলম্বন করিয়া

চলিতে পারে না, বিধবাবিবাহও তাহাদিগের পক্ষে দূরের কথা। প্রকৃত বিধবা হিতৈষীগণ তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণার দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া কি কেবল কল্পনায় মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারেন? বিধবারা অতি কৃপা পাত্র, যে কোন উপায়ে হউক তাহাদিগের দুঃখের কিছু প্রতি বিধান করিতে হইবে। তাহাদিগের বিবাহ দিতে পারা গেল না, তবে তাহারা মরুক এ বলিয়া কি আর তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা যায়? আমাদিগের মতে যাঁহাদিগের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া আছে, তাঁহারা এই অভাগিনীদিগের জন্য কোন সদুপায় উদ্ভাবন করুন, দয়া সার্থক করিবার এমন উপযুক্ত পাত্র আর পৃথিবীতে নাই।

কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

কেন্ট সায়ার নিবাসী হেনরী হক্‌স নামে এক কৃষক অপরিমিত সুরাপান করিয়া পথ ভুলিয়া একটী নদীতে পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু নদীর পাড় অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময় যেমন শীত, তেমনি বরফপাত হইতেছিল। মাতাল অবশ অঙ্গ হইয়া বরফে ডুবিয়া গেল। তাহার বিশ্বাসী কুকুর বরাবর তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। সে বরফ খুঁড়িয়া নিজ লোম দ্বারা প্রভুর শরীরকে আবৃত করিল, এবং আপনি শরীর ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহা না হইলে রাত্রির দারুণ শীতে সাহেবের প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পর দিন প্রাতে এক ব্যক্তি তথায় শিকারার্থ গিয়াছিল, কুকুর তাহাকে দেখিয়া শরীর হইতে রাশীকৃত বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া উত্থান করিল এবং নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা শিকারীর সাহায্য প্রার্থনা করিল। শিকারী সুরাপায়ীকে তুলিয়া মৃতপ্রায় দেখিল, কিন্তু নাড়ী অল্প অল্প নড়িতেছিল। অতএব অনেক সন্তর্পণে সে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। কৃষক কুকুরের এই উপকার কখন বিস্মৃত হয় নাই। এক ব্যক্তি কুকুরটী ক্রয়ের জন্য তাহাকে শতাধিক টাকা দিতে চাহিল, কৃষক বলিল যতদিন নিজের এক

গ্রাস অন্ন জুটিবে আমার প্রাণরক্ষকের সহিত ভাগ করিয়া খাইব, তথাপি তাহাকে কাছছাড়া করিব না।

মেষ পালকের কুকুরের ধৈর্য্য, মেধা, এবং প্রভু ভক্তি অতিশয় বিস্ময়কর এবং তাহারা সঙ্কটকালে নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া যেরূপ কার্য্য সাধন করে তাহাতে তাহাদিগকে সমুদায় ইতর জন্তুর প্রধান বলিতে হয়। এক অন্ধকার রাত্রে এক মেষপালকের ৭০০ মেষশাবক তিন দল হইয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। মেষপালক ও তাহার ভৃত্য অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে পারিল না। তখন মেষপালক বিষম বিপদে পড়িয়া কুকুরকে চিৎকার করিয়া বলিল "সারা! সব যে চলিয়া গেল।" কৃষক ও তাহার সঙ্গী সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করিয়া হতাশ হইয়া প্রভুর নিকট বলিল, মেষপাল সমুদায় হারাইয়াছি এবং তাহাদের একটীরও উদ্দেশ পাই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিল, উপত্যকা মধ্যে কতকগুলি মেষশাবক রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সকল ভেড়া একত্র এবং কুকুর সাহস পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান, দেখিতে পাইল। দুই প্রহর রাত্রি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কুকুর এই প্রকারে প্রহরী দিতেছে, সে কি প্রকারে যে মেষপালকে বশে আনিল, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

এক মেষপালক তাহার মেষ সকলের চর্ম্মরোগ নিবারণার্থ তাহাদিগের চর্ম্মের স্থানের স্থানের লোম কাটিয়া তামাকের রস দিত। তিনি কিছু দিন কুকুরকে সঙ্গে লইয়া এই কার্য্য করেন। ইহাতে কুকুর এমত শিক্ষিত হইল যে রোগাক্রান্ত মেষ সকল আপনি ধরিয়া বাহির করিত, তাহাদিগের রোগযুক্ত চর্ম্ম হইতে দন্ত দ্বারা লোম তুলিয়া ফেলিত এবং মেষ পালকের নিকট ঔষধ লেপনার্থ সমর্পণ করিত।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

মা। তাড়িত আকর্ষণের কথা বলিতে আছে, আইস তাহা শেষ করা যাক্।

স। মা! তাড়িত না বিদ্যুৎ।

মা। তাড়িত ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ বটে; কিন্তু আমরা যাহাকে বিদ্যুৎ বলি তাহা তাড়িতের একটী অবস্থা মাত্র। তাড়িত পৃথিবীর সকল বস্তুতে এবং বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে আছে। জড় বস্তুর মধ্যে ইহার মত সূক্ষ্ম পদার্থ আর নাই। ইহা এত সূক্ষ্ম যে অনেক পণ্ডিত ইহাকে স্বতন্ত্র পদার্থ না বলিয়া পদার্থের একটী গুণ মাত্র বিবেচনা করেন।

সু। তাড়িত সকল পদার্থে যদি আছে, তবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

মা। তাড়িত মূলেই প্রত্যক্ষ করিবার বস্তু নহে। আমরা যে বিদ্যুৎ দেখি, বজ্রপাত শুনি তাহাতে তাড়িতের কেবল কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করি। মেঘের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ দেখিয়া থাকি। যখন সকল মেঘে তাড়িত সমান থাকে, তখন বিদ্যুৎ দেখা যায় না। কিন্তু যখন বায়ুমণ্ডলের অবস্থা ভেদে এক খানি মেঘে অধিক ও এক খানি মেঘে অল্প তাড়িত থাকে, তখন উভয় মেঘ নিকটবর্ত্তী হইয়া সমান পরিমাণে তাড়িত ভাগ করিয়া লয়। দুই মেঘের এইরূপ একত্র হইবার সময় বিদ্যুৎ আলোক দেখা যায় এবং বজ্রের শব্দ শুনা যায়।

সু। বিদ্যুৎ আর বজ্র কি এক জিনিষ? বিদ্যুৎত দেখিতে অতি সুন্দর আকাশে চিক্ চিক্ করিয়া যায়। বজ্র যেখানে পড়ে, একবারে যে সর্ব্বনাশ করিয়া যায়।

মা। মানুষের কি বিপরীত বোধ! বজ্র শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহাতে কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু তাহাকেই ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করে। আর যে বিদ্যুৎ যাহাতে পড়ে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহাকে অতি সুন্দর বস্তু এমন্ কি দেবকন্যা বিদ্যুৎলতা বলিয়া কত আদর করিয়া থাকে!

স। হাঁ মা! আমার এক জন সঙ্গী বালক বলিতেছিল, যে বিদ্যুৎ এক দেবকন্যা। মেঘেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়া করে বলিয়া তিনি

দৌড়িয়া পলায়ন করেন। তা, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ওসব সেকেলে গল্প কথা। মেঘ বিদ্যুৎ অচেতন জড় পদার্থ ; স্বাভাবিক নিয়মে যেমন বাতাস চলে, আগুন জ্বলে, তাহারাও তেমনি কার্য্য করে। আর তিনি একটী আশ্চর্য্য কথা বলিলেন, যে এক পণ্ডিত আকাশ হইতে ভূতলে বিদ্যুৎ নামাইয়াছিলেন।

সু। হাঁ গো মা! তা কি সত্য?

মা। সত্য বই কি। আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাড়িত ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ প্রমাণ করিবার জন্য একদিন যখন ঘন কাল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিল, একটী ঘুড়ী খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া নাটাইটী পুতিয়া রাখিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, তারের সূতার সংযোগে আকাশ হইতে বিদ্যুৎ নামিয়া মাটী স্পর্শ করিল।

সু। তবেত বিদ্যুৎ আমরাও ধরিতে পারি?

মা। বিদ্যুৎ ধরা কিছু কঠিন নয়। মানুষের শরীরের সহিত বিদ্যুতের খুব আকর্ষণ, তাহাতেই কতলোক বিদ্যুৎ আলোকে অথবা বজ্রাঘাতে মরিয়া থাকে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যদি নাটাইটী ধরিয়া থাকিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইত সন্দেহ নাই। মানুষ আর এক প্রকারে বিদ্যুৎ ধরিয়া কত কাজ চালাইতেছে। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তারের কলে অতি দূর দেশেও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদ যাতায়াত করে শুনিয়াছ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ বা তাড়িতের গুণে। এবিষয় পরে তোমাদিগকে বিস্তারিত করিয়া বলিব।

স। আচ্ছা মা, আকাশে বিদ্যুৎ না হইলে কি আর কোন প্রকারে তাড়িত বাহির করা যায় না?

মা। তাড়িত অনেক প্রকারে বাহির হইতে পারে। অন্ধকার রাত্রে কাল বিড়ালের গায়ের লোম ঘর্ষণ করিলে তাড়িত বাহির হয় কাচ, রেশম, গালা, পশম, তৈল, স্ফটিক, গন্ধক, ধুনা ও কোন কোন প্রকার রত্ন ঘর্ষণ করিলেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। সচরাচর কাচ বা গালা শুষ্ক হস্তে ঘর্ষণ করিলে তাহাতে তাড়িতের গুণ হয়। সেই তাড়িত যুক্ত কাচ বা গালা চুল, সূতা, পালক, কাগজ বা আর কোন হাল্কা জিনিষের কাছে ধরিলে তাহাদিগকে

টানিয়া লয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহারা আবার খসিয়া পড়ে।

সু। তাড়িতের যে চুম্বকের মত গুণ দেখিতেছি, কিন্তু চুম্বকে কোন বস্তু লাগিয়া গেলেত আর খসিয়া পড়ে না?

মা। তাড়িত ও চুম্বকের গুণ অনেক স্থলে মিলে, এই জন্য পণ্ডিতেরা উভয়কে এক প্রকার পদার্থ বলিয়া থাকেন। তাড়িতের যে দুইটী গুণ দেখিলে, তাহাদিগের নাম আকর্ষণ ও বিয়োজন। তাড়িতের আকর্ষণে পদার্থ সকল সংযুক্ত হয় এবং বিয়োজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে।

স। চুম্বকের যেমন ভিন্ন নামের দিক পরস্পর আকর্ষণ এবং এক নামের দিক্ পৃথক্ করে বলিয়াছিলে, তাড়িতের কি সেইরূপ দুইটী দিক্ আছে না কি?

মা। তাড়িতের আকর্ষণ ও বিয়োজন গুণ দেখিয়া পণ্ডিতেরা দুই প্রকার তাড়িত অনুমান করেন। তাহাদিগের নাম ভাব ও অভাব। এখানেও বলা যায় ভিন্ন নামের তাড়িত আকর্ষণ করে ও এক নামের তাড়িত পরস্পর পৃথক হয়।

সু। চুম্বকের শলাকা যেমন উত্তর দক্ষিণ দিক্ দেখিয়া পৃথক্ করা যায়, কিন্তু দুই প্রকার তাড়িতের পৃথক্ কিরূপে করা যাইবে?

মা। তাহাদের পৃথক আকার কিছু দেখিবার যো নাই, তবে কার্য্য দেখিয়া এক একটী নাম করণ করা হইয়াছে। কাচ আর রেসমের কাপড় যদি একত্র ঘষ, ভাব তাড়িত উৎপন্ন হইবে। গালা ও লোমজ বস্ত্র ঘষিলে অভাব তাড়িত জন্মিবে। কিন্তু তাড়িত যুক্ত একটী বস্তু অন্য বস্তুর কাহারও পক্ষে ভাব ও কাহার পক্ষে অভাব গুণ প্রকাশ করে।

স। তুমি বলিলে বিদ্যুৎ গায় লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়; তাড়িত লাগিলে কি সেরূপ হয়?

মা। বিদ্যুৎ তাড়িত যখন একই পদার্থ তখন না হইবে কেন? তবে তাড়িত অল্প পরিমাণে লাগিলে মৃত্যু হয় না, কিন্তু তথাপি আঘাত লাগে। তাড়িতের আঘাত দিবার যন্ত্র আছে; তাহা দ্বারা যে সকল অঙ্গ বাত কি পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে অসাড় হইয়া থাকে তাহা ভাল হইয়া যায়।

সু। ইহার কারণ কি?

মা। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তাড়িতের সহিত আমাদিগের শরীরের আকর্ষণ আছে। আমাদিগের শরীরেও তাড়িত আছে। যে অঙ্গে তাড়িতের অভাব বা অনিয়ম হয় তাহা গতি বা চেতন শূন্য হয়, বাহিরের তাড়িত তাহাতে প্রবেশ করিলে তাহা আবার সুস্থ হইতে পারে। শরীরের আবার আর একটী গুণ আছে, ইহা তাড়িত পরিচালক। তাড়িত যন্ত্র দ্বারা একটী কৌতুক জনক পরীক্ষা করা যায়। তাড়িত যন্ত্রের তার যদি এক জন লোক ধরিয়া থাকে, আর তাহার হাত ও পরস্পরের হাত ধরিয়া যদি এক শত লোক সারি দিয়া দাঁড়ায়;

তাড়িতের আঘাতে সেই এক শত লোক চমকিয়া উঠিবে এবং সারির শেষে যে লোক দাঁড়াইয়াছ সে অধিক আঘাত পাইয়া হয়ত পড়িয়া যাইবে।

সু। তাড়িত কি এক এক করিয়া সকলের শরীর দিয়া চলিয়া গেল!

স। মা! শরীর এইরূপ তাড়িত চালায় বলিয়া ইহাকে না পরিচালক বলে? পরিচালক আর কি কি জিনিষ আছে?

মা। বস্তু মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিচালক, তবে যে সকল বস্তু তাড়িত সত্বর চালাইতে পারে তাহাদিগকে পরিচালক এবং যে সকল বস্তু অনেক বিলম্বে অল্প চালায়, তাহাদিগকে অপরিচালক বলে। সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। কয়লা, লোণা জলও পরিচালক।

স। অপরিচালক কি কি বস্তু?

মা। কাচ, গন্ধক, ধুনা, শুষ্ক বায়ু, কাঠ, কাগজ, চূণ, রেশম, পালক, পশম ইত্যাদিকে অপরিচালক বলে। কোন স্থানের তাড়িত সঞ্চরণ নিবারণ করিতে হইলে এই সকল বস্তু মাঝে রাখিয়া থাকে। আবার ইহাদের ঘর্ষণেই তাড়িত উৎপন্ন হইয়া জমিয়া থাকে।

স। ধাতু পরিচালক বলিয়া বুঝি খবরের তার সকল লোহা দিয়া তৈয়ার করে? কাঠের কি রেসমের হইলে কি হইত না?

মা। তাহাতে বরং ব্যাঘাত হইত। ধাতু তাড়িত পরিচালক হওয়াতে তাহা দ্বারা আমরা আর একটী মহৎ উপকার পাই। উচ্চ কোটা ঘর সকলের ধারে ধারে লোহার শিক্ সকল পুতিয়া রাখে কেন জান?

সু। কেন মা! তাতে কি উপকার হয়?

মা। উচ্চ স্থানে বজ্রপাত হইবার অগ্রে সম্ভাবনা। এইরূপ লোহার শিক থাকিলে বিদ্যুতের তাড়িত প্রবাহ তাহা দ্বারা চালিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে, অট্টালিকাদির কোন হানি করিতে পারে না। ইহা না থাকিলে বজ্রাঘাতে গৃহ সকল ভগ্ন ও গৃহাস্থিত লোকদিগের প্রাণ নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সু। মা! লোহার শিকে এত উপকার! আমি মনে করিতাম ওটা থাকাতে ঘর বিশ্রী দেখায়।

স। মা! তুমি যে বলিলে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে গিয়া প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া কোথায় যায়?

মা। ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, পৃথিবী একটী বৃহৎ চুম্বক; কিন্তু পৃথিবীকে একটী বৃহৎ তাড়িতের আধারও মনে করিও।

সু। তাড়িত দ্বারা আর কি কোন উপকার হয়?

মা। তাড়িতের গুণ অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই ইহা দ্বারা সমুদায় পৃথিবীময় কত শীঘ্র সংবাদ যাতায়াত করিতেছে, গৃহ সকল বজ্র হইতে রক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতে স্থির বিদ্যুতের আলোক হয় তাহাতে ফরাসীদেশের

একটী নগর রাত্রিকালে দিবার ন্যায় আলোকিত হয়, তাহার কাছে গ্যাসের আলো কোথায় লাগে! ইহা দ্বারা বাত, পক্ষাঘাত, মৃগী, অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি কঠিন রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ইহা দ্বারা রসায়ন বিদ্যার অশেষ উন্নতি হইতেছে। তাড়িত দিয়া দস্তা, পিতল, কি তামার গহনা ও বাসন আদি রূপা ও সোণায় আশ্চর্য্য গিল্‌টী হয়। একটী পাত্র আরোকে রূপা কি সোণা গলাইয়া তাহাতে গহনা কি বাসন ডুবাইতে হয় এবং সেই সময়ে আরোকে তাড়িত প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। রূপা ও সোনার কঠিন ছাল গহনা ও বাসনে এমন সংলগ্ন হয় যে তাহা অনেক কালেও ছাড়ে না এবং গিল্‌টী জিনিষ ও সোণা রূপার জিনিষ সহজে প্রভেদ করা যায় না। ইহাতে কেবল সৌন্দর্য্য হয় তাহা নহে, জিনিষ সকল টেঁকসইও হয়। এখনকার বড় বড় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন তাড়িতের তত্ত্ব অধিক জানিতে পারিলে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি আয়ত্ত করা যাইবে এবং সমুদায় পীড়া অতি সহজে আরোগ্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন বাষ্প দ্বারা যে কাজ পাওয়া যাইতেছে, তদপেক্ষা অসংখ্য উপকার ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

নূতন সংবাদ

১। লণ্ডনের কতকগুলি বালিকা রীতিমত ব্যায়াম অর্থাৎ কুস্তী শিক্ষা করিতেছেন।

২। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ কুপ্রথা এইবার বোধ হয় উঠিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছয় বিবাহ করেন, কৃষ্ণমণি নামে তাঁহার এক স্ত্রী খোর পোষের দাবীতে নালিশ করিয়া মাসিক ১৫ টাকা ডিক্রী পান। জজ নর্ম্মান্ সাহেবের নিকট এই বিষয়ের আপীল হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্ত্রী, আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব?" জজ সাহেব বলিলেন, "তুমি যদি খাওয়াইতে না পারিবে তবে বিবাহ করিলে কেন? এক্ষণে জেলে যা[illegible] তেওঁহ ।০ আনা করিয়া পাইবে।" দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণে যাইতে হইল!

৩। আটীয়ার অন্তর্গত [illegible] মারীর জমিদার ৺ গোলোক মোহন রায় চৌধুরির পত্নী শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী একটী উচ্চতর ইংরাজী বিদ্যালয় নিজ ব্যয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় গৌরবের বিষয়।

৪। বাঙ্গালিরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট নহেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারী লাল গুপ্ত নামে দুইটী যুবক সিবিল পরীক্ষায় ইংরাজ ছাত্রদিগকে হারাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পদ লাভ করিয়া-

ছেন। আমাদিগের বন্ধু বাবু আনন্দ মোহন বসু দেড় মাস মাত্র বিলাতে গিয়া অঙ্ক পরীক্ষার প্রথম হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে অনেক গুলি মনোহর বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন।

৫। রঙ্গপুর জেলার প্রসিদ্ধ জমীদার ৺ ঈশানচন্দ্র রায় একটী চিকিৎসালয় ও রাস্তা নির্ম্মাণার্থ ৫০০০ টাকা এবং ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের একটী জমীদারি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান গিয়াছেন। এইরূপ দানে সাধারণের প্রকৃত উপকার হইবে।

৬। গত ১৯এ আষাঢ় শনিবার চা-কাতার টাউন হলে এদেশীয়-বলে। একটী বৃহৎ সভা হয়। গবর্ণ-চালক। পরিচালান উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার দতেছেন, তাহা বন্ধ করি-স। ধায় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সভা তাহার প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী' অর্থাৎ গবর্ণর জেনরলের উপরে বিলাতে যে কর্ত্তা আছেন তাঁহার নিকট আবেদন করিতেছেন।

৭। ষ্টেট সেক্রেটারী রাস্তা ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রে করিবার জন্য ভূমির উপর এক নূতন কর আদায়ের আজ্ঞা করিয়াছেন।

৮। টেলিগ্রাফের তার আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। গত ২৩এ জুন এই উপলক্ষে আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল আমারিকার (প্রেসিডেণ্ট) প্রধান শাসন কর্ত্তার নিকট আনন্দ প্রকাশ করেন। কি আশ্চর্য্য! ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক পিঠ হইতে অপর পিঠে টেলিগ্রাফে সংবাদ গিয়া তাহার উত্তর ফিরিয়া আসিয়াছে!

৯। ইংলণ্ডে মৃতপত্নীর ভগিনীর সহিত বিবাহ আইন বদ্ধ করিবার জন্য যে বিল হইয়াছিল, লর্ড দিগের সভায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরাজেরা খুড়তত জেটতুত ভগিনীকে বিবাহ করেন, কিন্তু শ্যালীকে বিবাহ করা বড় দোষ মনে করেন।

১০। দক্ষিণ ভারতবর্ষের বাঙ্গালোর নগরে হিন্দুবিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ হয়। তাহাতে ৬০,০০০ টাকা জমিয়াছে। তদ্ভিন্ন মাসে মাসে ৬০০ টাকা আদায় হয়। তাহার ৪০০ ব্যয় হইয়া ২০০অবশিষ্ট থাকে। আমাদের দেশে এরূপ না হয় কেন?

১১। মহারাজগঞ্জের নিকটস্থ ভিকমপুর গ্রামে একটী চণ্ডালের স্ত্রী এককালে ৪ সন্তান প্রসব করে। সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়াছে।

১২। একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কোন গুণের অধিক সমাদর করেন তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন:—

"ফরাসী রমণীরা রসিক ও বীর স্বামী চান; জার্ম্মন মহিলারা চিরপ্রণয়ী ও বিশ্বাসী পতি পাইতে ইচ্ছা করেন; ডচ কামিনীদিগের স্বামী সুখ সচ্ছন্দের কোন বিঘ্ন না

জন্মাইলেই সন্তুষ্ট হন; স্পেনীয়ারা বৈরনির্য্যাতনকারী পতি ভাল বাসেন; ইটালীয়ারা কল্পনা ও কবিত্বভূষিত পুরুষ বিবাহ যোগ্য বলেন; দিনামার ললনাদিগের স্বামী শ্বশুরের দেশকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুখী বলিলে তাঁহারা তুষ্ট; রুসীয়ারা স্বামী ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ জাতিদিগকে অসভ্য ও দুর্ভাগ্য বলিয়া ঘৃণা করিলে আমোদিত হন; ইংরাজ রমণীরা ধনী পতি চান।" বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা আর কিছু চান না, স্বামী শরীর পুরিয়া অলঙ্কার দিতে পারিলেই কৃতার্থ হন।

বামাগণের রচনা

কোথা ওহে জগদীশ জগত জীবন,
কৃপা করি কর নাথ পাপ বিমোচন।
পাপেতে পতিত হয়ে কাহারে জানাই?
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।
অধর্ম্মের পথ হতে কর মোরে ত্রাণ,
অবলা সরলা আমি নাহি কিছু জ্ঞান।
দয়াময় প্রভু তুমি জগতের সার,
কাতরে কাঁদি গো তাই, নিকটে তোমার।
সংসার দুস্তারে নাথ নাহি দেখি পার,
ভরসা কেবল মাত্র চরণ তোমার।
কৃপা যদি কর নাথ এ দাসীর প্রতি,
তাহলে হইতে পারে এ দীনার গতি।
বন্দি ভাবে পিঞ্জরেতে রয়েছি এখন,
তোমার মহিমা নাথ হয়ে বিস্মরণ।
দয়ার সাগর প্রভু করুণা নিধান,
এ ঘোর তরঙ্গে মোরে কে করিবে ত্রাণ?
কৃপা কর কৃপাময় লয়েছি শরণ।
অখিল তারণ তুমি বিপদ ভঞ্জন।
সকলি অসার প্রভু তুমি মাত্র সার,
অচিন্ত্য শকতি তব মহিমা অপার।

জীবের জীবন, তুমি দুর্ব্বলের বল,
অনাথের নাথ, তুমি সাধক বৎসল।
সকলি অনিত্য প্রভু নিত্য কিছু নয়,
তুমি নিত্য নিরঞ্জন দাও পদাশ্রয়।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।
সাং সাত্রাগাছি।

ধর্ম্ম

১। যেই জন করে সদা, সৎ আচরণ।
যেই কভু পর ধন, না করে হরণ॥
পরের সামগ্রী যেই, করে তুচ্ছ জ্ঞান।
তৃণের সমান বলি, তৃণের সমান॥
প্রাণান্ত হইলে তবু, নাহি ভাঙ্গে পণ।
সকলের কাছে সদা বিশ্বাস ভাজন॥
সকলের অগোচরে, যদিও কখন।
হেন নারী পর দ্রব্য, করেন হরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

২। সতী সাধ্বী পতিব্রতা খ্যাত যেই জন।
যতনে রাখেন যিনি নিজ ধর্ম্ম ধন॥
অপর পুরুষ প্রতি, পিতার মতন।
পবিত্র ভাবেতে সদা, করে বিলোকন॥
কভু নাহি মন্দ ভাব, করয়ে চিন্তন।
সদা রাখে রিপুগণে করিয়া দমন॥
এমন সুশীলা যদি, করিয়া গোপন।
সতীত্ব হারায় কভু, দেখি প্রলোভন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৩। যেই জন হিংসা দ্বেষ, দিয়া বিসর্জ্জন।
সকল লোকের করে, মঙ্গল চিন্তন॥
যদি তাঁর করে কেহ, অনিষ্ট সাধন।
তিনি তাহা কভু নাহি, করেন গণন॥
পরের মঙ্গলে যদি, যায় তাঁর প্রাণ।
তথাপি পারেন তাহা, করিতে প্রদান॥
গোপনে গোপনে যদি, সরলা এমন।
কাহারও অনিষ্ট কভু, করেন সাধন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৪। যেই জন রাগ রিপু, করেছে দমন।
শান্ত ভাবে অনুক্ষণ, রহে যার মন॥
কাহাকেও কভু নাহি, কহে কুবচন।
[illegible]লর প্রতি করে প্রিয় আচরণ॥
[illegible] কারণ যেই, রাগের কারণ।
[illegible]ধিনী অষ্টম বর্ষ[illegible]হি মন্দ কার্য্য, করেন সাধন॥
যদি বা এমন ধীরা, লুকায়ে কখন।
রাগে অন্ধ হয়ে করে, মন্দ অ[illegible] [illegible] হই[illegible]তছে।
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ [illegible]ক্রান্ত ইহয়া সমূহ কষ্ট
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা [illegible] ইহার প্রাণের আশা

৫। অহঙ্কার পরিত্যাগ, করে [illegible]কল ব্যাধি ও বিপদ হইতে
বিনয়ে সবার মন, করে আক[illegible]
কাহাকেও নাহি যেই, করে [illegible]ত্রে প্রবেশ করিতে উৎ-
যথোচিত সকলের, করয়ে সম্মা[illegible]বং বাহিরে কার্য্যক্ষেত্র
কিবা দীন হীন আর, কিবা মূর্খ [illegible]াপন করিতে সক্ষম
কাহাকেও কভু নাহি, করেন হেলন॥
হেন নারী গুপ্ত ভাবে, যদিও কখন।
কাহাকেও অপমান, করে অকারণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

ন্যায়-পরায়ণা অতি, হয় যেই জন।
অনুচিত কার্য্য যেই, না করে কখন ॥
ভক্তি করে যেই সদা, গুরুজনগণে।
সমুচিত স্নেহ করে, স্নেহের ভাজনে ॥
কাহার অন্যায় রীতি, করিলে দর্শন।
চেষ্টা পায় সদা তারে করিতে শোধন ॥
এমন রমণী যদি, ছাপিয়া কখন।
অনুচিত কার্য্য কভু, করেন সাধন ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয়?

৭। মোহের অধীন নাহি, হয় যেই জন।
পক্ষপাত শূন্য হয়, যাঁর আচরণ ॥
সংসারে আসক্ত নাহি হয় যাঁর মন।
পরম পিতার আজ্ঞা, করেন পালন ॥
মোহের কারণ যিনি, মোহের কারণ।
ধর্ম্ম সেতু কথন না, করেন লঙ্ঘন ॥
গোপনেও যদি কভু, রমণী এমন।
বিষম মোহের জালে, হয়েন পতন ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি [illegible]

৮। যেই জন নীচ লক্ষ্য, করি [illegible]।
ধর্ম্ম পথ হতে করে, [illegible]ধর্ম্মে গমন ॥
[illegible] হে, ভক্তির কারণ।

২। সতী সাধ্বি [illegible] সবে করয় রঞ্জন ॥
যতনে রাখে [illegible] কাছে পায় সে সম্মান।
অপর পুরুষ প্রতি, সত্যের প্রমাণ ॥
পবিত্র ভাবেতে যবে, হইবে উদয়।
কভু নাহি ম[illegible]ম, যাইবে নিশ্চয় ॥
[illegible]য়া আর, তাহাকে তখন।
সদা রাখে [illegible]বিবেক, হেন কোন জন?
যতই করুক শ্রম, সুনাম কারণ।
যতই করুক চেষ্টা, যতই যতন ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৫ সংখ্যা। | ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৭। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টম বাৎসরিক জন্মোৎসব।

বামাবোধিনী অষ্টম বর্ষীয়া হইয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। প্রতিবর্ষেই ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এবার কিছু বিশেষ আনন্দে হৃদয় উচ্ছলিত হইতেছে। বামাবোধিনী গত দুই তিন বৎসর দারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া সমূহ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময়ে আমরা ইহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়াছিলাম; কিন্তু ইনি এক্ষণে সকল ব্যাধি ও বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নব কলেবরে নূতন কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন। ইহার অন্তরে বলের সঞ্চার এবং বাহিরে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার দেখিয়া আমরা ইহার উপর নূতন আশা স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছি। এই শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে যেমন তিনি ইহাকে এতদিন স্বহস্তে রক্ষণ ও পোষণ করিলেন, ইহাকে দীর্ঘায়ু করুন। সহৃদয় পাঠিকা ও পাঠকগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারাও ইহার কল্যাণার্থ আশীর্ব্বাদ করুন।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এদেশীয় বামাগণের শিক্ষা ও অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইতেছে একবার আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়। এবিষয়ে যখন বামাবোধিনী প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সময় আর বর্ত্তমান সময় বিস্তর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদিগের আশা, উৎসাহ ও আনন্দ শত গুণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সাধারণের দারুণ কুসংস্কার ও বিদ্বেষ ছিল। তখন ইহাতে কোন অপকার নাই, উপকার আছে ইহা বুঝাইবার জন্য বক্তৃতা ও তর্ক করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে আর বক্তৃতা ও তর্কের আড়ম্বর করিতে হয় না, কার্য্য দ্বারা ইহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতি নগরে ও গ্রামে যেমন বালকবিদ্যালয়, সেইরূপ বালিকাবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইতেছে। সাধারণে ইহার যথোচিত আদর না করুন, আর অনাদর করেন না। কোন কোন স্থলে ইহার গৌরব এতদূর হইয়াছে যে পিতামাতারা বেতন দিয়াও কন্যাগণকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন।

অন্তঃপুরস্থ বয়স্কা নারীগণের শিক্ষা বিষয়ে অনেক উৎসাহ দেখা যায়। এখন কৃতবিদ্যমণ্ডলীর অধিকাংশ ব্যক্তি অনুভব করিয়াছেন, যে পত্নীগণ সুশিক্ষিতা না হইলে তাঁহাদিগের নিজের সুখ সচ্ছন্দ বা সমাজের উন্নতি না এবং অনেকেই সাধ্যমত স্ব স্ব গৃহে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য অনেক স্থানে রীতিমত বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকায় কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটী এবং খাঁটুরা গ্রামের এই প্রকার বিদ্যালয়ের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আরও স্থানে স্থানে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখা ও শুনা যায়। খৃষ্টান রমণীগণ এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ যদিও ধর্ম্মান্ধতা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা যে অনেক স্থলে উপকার হইয়াছে ও হইতে পারে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেন্টের যেরূপ উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য সেরূপ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অনেক আনুকূল্য করিতেছেন এবং বেথুন

বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে যথেষ্ট ফল লাভ হইতে পারে।

এদেশীয় পুরুষগণের মধ্যে ভ্রম, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা যেমন দিন দিন অন্তর্হিত হইয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, নারীগণের মধ্যেও সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। উপাসনা স্থান সকল কেবল পুরুষদিগের জন্য উন্মুক্ত ছিল, এক্ষণে নারীগণও স্বতন্ত্র স্থান লাভ করিয়া সামাজিক উপাসনার ফলভোগ করিতেছেন। অধিক সুখের বিষয় এই, আমারা কুমুদিনী, ব্রহ্মময়ী প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র নারীচরিত্র দর্শন করিতেছি।

নারীগণ কেবল অন্তঃপুরে বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া নিরস্ত নহেন। আমরা সমাজের উপকারব্রতে অনেককে নিযুক্ত হইতে দেখিতেছি। বিখ্যাতা রাণী স্বর্ণময়ী স্বদেশের হিতকর কার্য্যে বদান্যতার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য মহিলাকে তাহার অনুগামিনী হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। বামাগণের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণের হিতকর পুস্তক সকল প্রণয়ন এবং সংবাদ পত্র প্রচারের সহায়তা করিতেছেন ইহাও সামান্য শুভ সংবাদ নয়।

এতদ্দেশীয় সভ্যসমাজ নারীজাতির উৎকর্ষ সাধনার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক যত্নশীল হইয়াছেন। আমরা এই সাত আট বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনেক গুলি পুস্তক প্রচারিত দেখিয়াছি। প্রথমে নারীজাতির উদ্দেশে বামাবোধিনী একমাত্র পত্রিকা ছিল, আমরা ইহারই যথেষ্ট উৎসাহদাতা পাইব কি না আশঙ্কা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিলা নামে আর দুই খানি পত্রিকা সাদরে গৃহীত হইয়া নারীকুলের হিতব্রত সাধন করিতেছেন।

এদেশীয় সমাজ যেমন নারীকুলের হিতার্থী হইয়াছেন, আমাদিগের রাজদেশ ইংলণ্ডেরও কতকগুলি ব্যক্তি এবিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ মিস্ মেরী কার্পেণ্টার বৃদ্ধ বয়সে ভারতীয় অবলাগণের হিতসাধনোদ্দেশে বারম্বার এদেশে আগমন পূর্ব্বক যথেষ্ট কায়ক্লেশ স্বীকার করেন। তিনিই আমাদিগের গবর্ণমেন্টকে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়

স্থাপনার্থ সম্মত করিয়া যান। এক্ষণে তিনি স্বদেশে গিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই। একটী সভা স্থাপন করিয়া তাঁহার অনেক গুলি বন্ধুকে ভারতবর্ষের সাহায্য নিমিত্ত উৎসাহিত করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ কেশব বাবু ইংলণ্ডে এদেশের যে সকল অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা দূর করণার্থ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এ দেশের বামাকুলের উন্নতি সাধন সভার একটী প্রধান উদ্দেশ্য।

চতুর্দ্দিকে এদেশের দুঃখিনী বামাকুলের উন্নতি সাধনার্থ এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া অদ্য আমরা বামাকুলহিতৈষী সকল ব্যক্তিকে আমাদিগের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে আহ্বান করি এবং সেই সর্ব্ব শুভদাতা জগদীশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করি, তাঁহার প্রসাদে নারীজাতির সকল আপদ্ দূর হইয়া প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হউক।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের "ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ক বক্তৃতা হইতে অনুবাদিত।

স্ত্রীলোকেরাই দেশ প্রচলিত জন প্রবাদ, ভ্রম, কুসংস্কার এবং অনিষ্টকর আচার সকল পোষণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা শিক্ষিত না হইলে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং অসার হইয়া পড়িবে। আপনারা ভারতের জননীগণকে যদি সুশিক্ষিত না করেন, তাহা হইলে তাহার উদয়োন্মুখ বংশধরগণকে চিরানিষ্টকর দেশাচার সকল হইতে কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনারা আমার মাতৃভূমির স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিলেই সুশিক্ষিত মাতা সকল প্রস্তুত করিয়া

দিবেন এবং তাঁহারাই স্ব স্ব সন্তানগণকে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি করিতে এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরাগী হইতে শিক্ষা দিবেন। ইহা হইলে আমার স্বদেশীয়গণ যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, এমন নহে, তাঁহাদিগের বাস গৃহ সকলও সুখের আধার হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে কেবল এক জাতিকে শিক্ষাদান করিয়া আপনারা তাহাদিগকে পরস্পর হইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। ইহাতে ভারতীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা স্ত্রীদিগের সহিত কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি প্রতি দিনের সাংসারিক কাজ কর্ম্ম কোন বিষয়েই মিলিত হইতে পারেন না। স্ত্রীপুরুষের যদি একজন সুশিক্ষিত ও অপর জন অশিক্ষিত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে সন্মিলন ও সমহৃদয়তা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যেখানে পতি ও পত্নীর মত ও ইচ্ছা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেখানে বাসগৃহ কি প্রকারে সুখজনক হইতে পারে? এবিষয় কি আপনাদিগের গুরুতর রূপে বিবেচনা করা উচিত নহে? সমাজের এক সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করিয়া যাহাতে জাতি সাধারণের কষ্ট বৃদ্ধি না হয়, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে? বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ সংস্থাপন করিয়া ভারতবাসীদিগের দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু যদ্যপি আপনারা উভয় শ্রেণীকেই সুশিক্ষা প্রদান করেন, তবে উভয়কেই সত্যের ও উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সুখী করিবেন। তাঁহারা যে কেবল পবিত্র ভাবে গৃহকার্য্য সংসাধনে সাধ্যমত পরস্পরের সহকারী হইবেন এমত নহে, কিন্তু সমুদায় জাতির চরিত্র সংশোধন ও উন্নতি সাধন ব্রতে একত্র হইয়া চেষ্টা করিতে পারিবেন। শত শত বৎসরাবধি যে সকল কুসংস্কার ও অনিষ্টকর দেশাচার ভারতের পরিবার সকলকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার মূলোৎপাটন জন্য ও পরিজনবর্গের পবিত্রতা সাধন জন্য স্ত্রী পুরুষে একাসনে বসিয়া উপায়চিন্তা করিতে পারিবেন। ইহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগের উন্নত জ্ঞান ও সংস্কার প্রভাবে সমুদায় পরিবার ও সমাজ সংশোধন করিতে সক্ষম হইবেন।

আমি আনন্দ সহকারে ব্যক্ত করিতেছি যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণ-

মেণ্ট কতক আনুকূল্য করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দান জন্য ভারতবর্ষে দুই সহস্র বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে পাঁচ সহস্র ছাত্রী রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে আমরা সুশিক্ষিতা ও সুসংস্কার সম্পান্না রমণী পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই স্থানে এমন অনেক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন যে তাঁহারা ভারতভূমির নারীগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার অভিলাষী। কেহ কেহ অত্যুক্তি করিয়া বলেন যে ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের সকল অবস্থাই অতি দুঃখজনক ও শোচনীয়। আবার কেহ কেহ যথোচিত সংবাদ না লইয়া বিশ্বাস করেন যে তাহাদিগের সকল বিষয়ই সুন্দররূপ চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন, যে ভারতবর্ষীয় পরিবারের ও সমাজের উপর স্ত্রীলোকদিগের কোন ক্ষমতা নাই এবং তাহা তাহারা প্রদর্শন করিতেও পারে না। একথা সত্য নহে। ভারতীয় নারীগণ জাতির সাধারণ ভাগ্যের উপরে না হউক, গৃহকার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং সামাজিক অনেক গুরুতর বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ ভাবে আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা ক্ষমতাশালিনী এবং তাঁহারা অনেক স্থলে সেই ক্ষমতা প্রকৃত রূপে চালনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, আবার অনেক স্থলে তাঁহারা ক্ষমতার অপব্যবহারও করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষীয় কামিনীগণ চতুরা নহে, তাহারা অন্তঃপুর রূপ কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া স্বর্গীয় আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু ভোগ করিতে পায় না, সুতরাং সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ ও অসুখী হইয়া থাকে। একথাও কখন সত্য নহে। ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের ইংলণ্ডীয় ভগিনীদিগের ন্যায় চতুরা। ইংরেজেরা যেমন অনেক সময় আক্ষেপ করেন, যে তাঁহারা তাঁহাদের পত্নীদিগকে শাসন করিতে পারেন না, তাঁহাদের পত্নীরাই তাঁহাদিগকে শাসন করেন; ভারতবর্ষের অনেক স্বামীও নিজ নিজ পত্নীকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া ঐরূপ বিলাপ করেন। এই শাসনের ফলও স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকে ইংলণ্ডে আসিতে চাহেন, অনেকে জাতিভেদ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, অনেকে ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার ব্রতে জীবন সমর্পণ করিতে চাহেন, কিন্তু পত্নীরাই তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধক। তাঁহাদের পত্নীরা এই সকল বিষয়ে

তাঁহাদিগকে সাহস প্রকাশ করিতে দেন না, এবং ভাল বিষয়ে হউক না, হউক, অনেক বিষয়ে তাঁহারা যে পত্নীকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় রমণীগণ এইরূপ চতুরা ও ক্ষমতা-শালিনী হইলেও তাহাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহাদের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ নহে।

পঞ্চাশৎ পত্নীর পরিণেতা ভারতবর্ষীয় কুলীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পঞ্চাশৎ নারীর কি প্রতিপালন, কি শিক্ষা বিধান কিছুরই জন্য যে তিনি মনুষ্য অথবা ঈশ্বরের নিকটদায়ী, তাহা একবারও বিবেচনা করেন না। সেই একটী কুলীন পুরুষের মৃত্যু হইলে সকল নারীই বিধবা হয় ও চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের কষ্টদূর করি-বার চেষ্টা করেন না, কোন প্রকারে তাহাদিগের সাহায্য করা ভারতবর্ষীয় সমাজের পক্ষে অসম্ভব। পঞ্চাশৎ স্ত্রীলোক মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিধবা হয়েন এবং ধূর্ত্ত ধর্ম্মযাজকদিগের ব্যবস্থাপিত কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া পড়েন। এই দেশের চতুর্দ্দিকস্থ সহস্র সহস্র আশ্রয়বিহীনা বিধবার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাহারা প্রায় তপস্বিনীর ন্যায় কঠিন জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন স্ব স্ব কুগ্রহ ও সমাজের প্রতি অভিসম্পাত করেন। তাহাদের অবস্থা বাস্তবিকই পরিতাপজনক ও শোচনীয়। তাহাদের বিষয় ভাবিলে কোন সভ্যজাতির হৃদয়ে না দুঃখ ও দয়ার উদয় হয়? বাল্যবিবাহ প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয়ও চিন্তা করুন, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় জাতি দুর্ব্বল ও দুঃখী হইয়া পড়িতেছেন। ইহাও একটী ভয়ানক দেশাচার। এই সকল অমঙ্গলকর প্রথা দ্বারা ঐ জাতিকে কত হীনাবস্থ করিয়া রাখিয়াছে! আবার দেখুন সহস্র সহস্র কুসংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোক কাশী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানে গমন করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন এবং অনেকস্থানে ধূর্ত্ত যাজক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছেন। বোম্বাই প্রদেশের মহারাজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ভারতবর্ষবাসী সমুদায় বুদ্ধিমান লোক তাহাদিগের দুরাচারের নিমিত্ত তিরস্কার করিতেছেন এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক-দিগের অবস্থা কি অতি শোচনীয় ও পরিতাপজনক নয়? আপনারা যদি

তাহাদিগকে মূর্খতার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চাহেন এবং প্রকৃত সভ্যতার শুভ ফল প্রদান করিতে চাহেন, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে হইবেক। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি প্রণালীতে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধন করিতে চাহেন? কেবল ভারতবর্ষে নয় ইংলণ্ডেও এমন অনেক লোক আছেন যে তাঁহারা ভাবেন, যদি ভারতবর্ষীয় নারীগণ ঘাগরা না পরে, ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে না পারে, ও পিয়ানো না বাজায়, তবে আর তাহাদের উদ্ধার নাই এবং ইংলণ্ডীয় সভ্য সমাজে যে সকল বিষয় ভব্য বলিয়া গণ্য, তাহা শিক্ষা না করিলে তাহাদিগের সংশোধন ও উন্নতির আর উপায় নাই। এরূপে ভারতবাসিনীদিগকে বিজাতিভুক্ত করণ প্রস্তাবের আমি একান্ত বিরোধী। অন্তত ক্ষমা করুন, ঘাগরাটী আমাদিগকে দিবেন না। ভারতীয় ক্ষুদ্র গৃহে এই বৃহৎ ব্যাপার রাখিবার স্থান সমাবেশ নাই। আপনারা যদি ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ দূর ও অবস্থোন্নতি করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে মহান্ ও পবিত্র সত্য দ্বারা তাঁহাদিগের মন উন্নত ও পবিত্র করিবার উপায় করুন, বেশভূষা, খাদ্য ও বাহাড়ম্বর বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে না। তাহাদিগের মনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মের উন্নতভাব প্রবেশিত করিবার নিমিত্ত অনেকস্থলে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলেই সারবান্ অথচ প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবেক। এই সকল বিষয় সম্পাদনে যাহাতে তাহাদের স্ত্রীস্বভাব পরিবর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবেক। এবিষয়ে অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে গবর্ণমেণ্ট যে তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছেন এবং শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অতি আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক। যে সকল সদাশয় মহিলা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার প্রার্থনা, তাঁহারা তাঁহাদিগের ভারতবর্ষস্থ সখী ও আত্মীয়াদিগকে লেখেন যে যদি তাহারা দিবাভাগে উন্নত ও পবিত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে চাহেন তবে যেন তাহাদিগের ভারতবাসিনীগণের বাটীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। স্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই প্রকারে শিক্ষা প্রচারিত হয়, আমার ইচ্ছা। যদি

ইংলণ্ডীয় মহিলাগণ তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় ভগিনীগণকে নিত্য নিত্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে। ইহাতে যে কেবল তাহাদিগের জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য হইবেক এমন নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রকৃত সংশোধনোপযোগী কোমলস্বভাব এবং বাহ্য ও আন্তরিক জীবনের পবিত্রতাও সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

চিত্তবিনোদিনী।

প্রথম খণ্ডের উপসংহার।

(৭৯ সংখ্যা ২১৮ পৃষ্ঠার পর)

কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণ বোধ করি নির্দ্দোষী চারুচন্দ্র ও প্রিয়দর্শনা সরলা অবলাগণের দশা পরে কি হইল অবগত হইতে উৎসুক হইয়াছেন। না হইবেন কেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের উপর অকস্মাৎ তাদৃশ বিপৎপাতে সকলেই অস্থির হয়। স্নিগ্ধান্তঃকরণ পাঠক হয়ত আশা করিতেছেন, ঘটনার স্রোতেই হউক, অথবা উপন্যাসকারীর কৌশলেই হউক হতভাগ্য ব্যক্তিত্রয় নিশ্চয় বিপন্মুক্ত হইবেন—লক্ষ্মণ বধ করিয়া কথক নিরস্ত থাকিতে পারেন না। পাঠকগণ যদি এরূপ আশা করিয়া থাকেন ভালই, আমি তাহা ভঙ্গ করিতে চাহি না। এমন কি যদি হতভাগ্য ত্রয়ের ভাবী দশা না জানিতাম, আমিও ঐরূপে কাতর মনকে শান্ত করিতাম। যাহাহউক শেষ কি হইল না শুনিয়া বোধ হয় কেহই ক্ষান্ত হইবেন না। যখন উপযাচক হইয়া শোচনীয় মহাবিদ্রোহের কথা কহিতে বসিয়াছি, দুঃখের কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইলে কি হইবে? অতএব সংক্ষেপে কহিঃ—

দুষ্ট এনায়ত্ খাঁ সর্ব্বাগ্রেই দিল্লী পেঁ ৗছিলে, প্রতিজ্ঞা পরায়ণ পাঁড়েজি নিতান্ত ত্রস্ত হইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক রমণীগণ মোসলমানের ঘৃণ্য কবল হইতে উদ্ধৃত হইতে পারিলেন না।

এদিকে সদয়া এন্ প্রাতঃকালাবধি অচেতন ও চারুর প্রাণদণ্ডের বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিলেন, সুতরাং তৎকর্ত্তৃকও চারুচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইল না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন আর লিখিতে অক্ষম—অবশিষ্ট ভাগ, যাঁহার ঔৎসুক্য সহৃদয়তা অতিক্রম করিয়া নৃশংসতাতে প্রবেশ করে, তিনি অনুমান করিয়া লউন। সুকোমলা বালিকাদ্বয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিরহিত ইন্দ্রিয় পরায়ণ শাহজাদার অন্তঃপুরে কি দশায় আছেন এবং নিরপরাধী চারুচন্দ্র জঘন্য বধ্য কাষ্ঠে কি ভাবে লম্বমান আছেন, ইহা বর্ণনা করা পাষাণ হৃদয়ের কর্ম্ম। হা! প্রিয় চারুচন্দ্র, হা! সরলে এমি! হা প্রফুল্ল কুসুম কলিকা প্রভাবতি! তোমাদের কি এই চরম দশা হইল! রমণীদ্বয়, তোমরা এখনও জীবিত না জীবন্মৃত ভাবে মনোদুঃখে আছ? যাহাহউক আর তোমাদের কথায় সুখ নাই। সংসার বিপ্লবকারী বিদ্রোহীরা তোমাদিগের ন্যায় নিরপরাধী ব্যক্তির এতদ্রূপ দুর্দ্দশা করিয়া ভারতবর্ষকে চিরকালের নিমিত্ত কলঙ্কিত করিল। যদি ইচ্ছায় হইত সীতার বা শ্রীমন্ত সদাগরের ন্যায় দৈবশক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম। এক্ষণে বিদায় লইলাম, তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে মাত্র রহিল!

মীরটে সে রজনীতে কত মাতার ক্রোড় শূন্য—কত রমণীর বৈধব্যদশা হইয়াছে, তাহারাও ত কালে শোক সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ত প্রিয়জন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তবে পাঠকগণ এই অল্পদিনের পরিচিত মাত্র, এই ইতিহাসে শ্রুত মাত্র ব্যক্তিত্রয়কে অবশ্যই বিস্মৃত হইতে পারিবেন। যদি ইঁহারা প্রিয়জন হইয়া থাকেন বিসর্জ্জন করুন—শাহাজাদার উপপত্নী ও প্রাণহীন দেহ কাহারই বা প্রিয় থাকিতে পারে? আর এ "কাট খোট্টার" দেশ ভাল লাগে না। আসুন স্বদেশে আসিয়া নব নব ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া মনকে তৃপ্ত করি। স্বদেশ দর্শনে সকল দুঃখ নষ্ট হয়। চলুন জন কোলাহল শূন্য কোন প্রশান্ত পল্লীতে লইয়া যাই, তথায় শস্যাদির প্রাচুর্য্য, পুরাতন নিরীহ হিন্দুচরিত্র ও সন্তোষের আলয় দেখিয়া শান্তভাবাপন্ন হইবেন।

দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম অধ্যায়

সুন্দরবনের পার্শ্বে কীর্ত্তিপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ৬০।৭০ বৎসর হইল সুন্দরবন আবাদ হইবার কালে কীর্ত্তিচন্দ্র সেন নামক কোন এক ভদ্রবংশজ ব্যক্তি কতিপয় পারিষদ লইয়া স্বীয় আবাদ তত্ত্বাবধানার্থ ঐ স্থলে সময়ে সময়ে বাস করিতেন। তাঁহার বিচক্ষণতা, অমায়িকতা ও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অল্প দিনেই উহা একটি প্রকৃত গ্রাম হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রয়োজনীয় বিবিধ ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও কতিপয় ভদ্রলোকের বাসে স্থানটি মনোহর হইল। সেনজ মহাশয়ও সেখানে দৃঢ় বাস করিলেন। প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য ঐ স্থানে লব্ধ হওয়াতে কাহাকেও আর প্রায় লোকালয়ে যাইতে হইত না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর গত হইলে, প্রথম নিবাসীগণের মৃত্যু হইলে, নবীন গ্রামবাসীগণ গ্রামোৎপত্তির বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঐ স্থলটি সমস্ত পৃথিবী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার চৌদ্দ পুরুষের বাস ঐ খানেই ছিল। গ্রামবাসীদিগের আকাঙ্ক্ষাও স্বল্প সুতরাং কোন অভাব বোধ না করিয়া সন্তোষের সহিত তথায় বাস করেন। না করিবেন কেন? সভ্যতার কন্টক ত তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত না;—নবভাবোত্তেজক বিষম বিপর্য্যয়-কারী পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনও তাহাদিগের পুরাকালীন সনাতন সরল শান্ত প্রকৃতির বিকৃতি করিতে পারে নাই। এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ সেন বংশের ঐশ্বর্য্য হ্রাস ও নানা প্রকার বিপৎপাতে গ্রামটির পূর্ব্ব সৌষ্ঠবের কিঞ্চিৎ হ্রাস বোধ হয় বটে; তথাপি এখনও স্থানটি রমণীয় বলিতে হয়।

গ্রামের চতুঃপার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, প্রায়ই হরিৎ ধান্য ভূমি মাত্র। বায়ু বেগে ধান্য শিখা হিল্লোলিত হওয়াতে দূর হইতে গ্রামটিকে নীলাম্বু সমুদ্র গর্ভস্থ দ্বীপ মাত্র প্রতীয়মান হয়। মাঠের অপর পারে, সুদূরে, যথায় সুনীল গগণরূপ চন্দ্রাতপ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে বোধ হয়—সুন্দর বনের নিবিড় কানন দৃষ্ট হয়। অলস অনবধানকারী ভূম্যধি-কারীর দোষে কোন কোন স্থলে নিকটেও জঙ্গল দেখা যায়; বিশেষতঃ

যে ক্ষুদ্র লবণাক্ত খালের কূলে গ্রামটি নিবেশিত, তাহার অপর পার্শ্বে অনতিদূরে সুন্দর বনের অরণ্য রাজ্যের শ্যাম সীমা প্রকাশ পায়।

গ্রামটিতে প্রবেশ করিলে আরও সন্তোষ জন্মে। সুনির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন কুটীর নগরের সুশোভিত প্রাসাদ অপেক্ষাও সুখের আলয় বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন বাটীতে পূজোপকরণ পুষ্পবনে সম্মুখাঙ্গন সুসজ্জিত আছে। গ্রামে ইষ্টকের মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না, কেবল মধ্যস্থলে একটি পুরাতন ভগ্ন প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, ও তাহার সম্মুখে একটি প্রশস্ত দীর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে সুনির্ম্মিত ঘট্ট ও ঘট্টের উভয় পার্শ্বে এক একটি করিয়া মন্দির চতুষ্টয় সংস্থাপিত আছে। খালের উপকূলেও একটী পুরাতন বটবৃক্ষের তল ইষ্টকে আবদ্ধ এবং তদুপরি ষষ্টীমার্কণ্ড দক্ষিণদার ও বাবাঠাকুরাদি গ্রাম্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে একটীতে চণ্ডীদেবী, একটীতে নারায়ণ (শালগ্রাম) এবং অপর দুইটীতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। গ্রামের মধ্যে বিশ পঁচিশ ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করেন। তদ্ভিন্ন কতিপয় সামান্য শূদ্র বাস করে-যথা রজক, নাপীত, কলু, গোপ, তন্তুবায় এবং কুম্ভকার; ও এক ঘর চিত্রকরও আছে কেন না প্রতিমা পূজার সময় তাহার আবশ্যক। কর্ম্মকার প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে এবং পূজার সময় বলি ছেদন করা তাহারই ভারি। এক ঘর স্বর্ণকার, তাহাকে রৌপ্যকার বা কংসকার বলিলেও দোষ হয় না, যেহেতু কীর্ত্তি বাবুর মৃত্যুর পর স্বর্ণালঙ্কার আর প্রস্তুতই হয় না। খালের কূলে এক ঘর চর্ম্মকার আছে—ভাগাড় হইতে মৃত গোচর্ম্ম আহরণ করিয়া মুচী মহাশয় দুই এক জোড়া বিনামাও প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রতিবেশী ষষ্ঠীতলার রক্ষক ইতর হাড়ী ও ডোম্ জাতি; তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই ধাত্রী ব্যবসায়াবলম্বিনী এবং পুরুষেরা সাময়িক ভারবাহীর কার্য্য করে। নিকটস্থ শ্মশানের অপর পার্শ্বে এক ঘর শবদাহকারী ব্রাহ্মণ আছেন। উক্ত দীর্ঘিকার কূলে এক কোণে একটি আমুদে গোঁসাই আছেন। বাবাজী শিষ্যদ্বয় লইয়া করতাল করে " জয় যদুনন্দন জগত জীবন " বলিয়া দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকালে হরি সংকীর্ত্তন করেন। আর মধ্যে মধ্যে যুবাগণেরও মনস্তুষ্টি

করেন, কেন না গ্রামের কালাঁয়ৎ (গায়ক) তিনিই। তাঁহার শত্রু রেজো ঢুলী। সে প্রতি সন্ধ্যাকালে অন্নপূর্ণার আরতি বাজায় এবং পূজাদি বা বিবাহ কালে মস্তক ঘুরাইয়া নৃত্য করতঃ কর্ণভেদী বাদ্যে গ্রামবাসীদিগের আনন্দ সম্পাদন করে। রেজো ঢুলীকে দেখিলেই বাবাজী রাগ ভরে অদৃশ্য হন! রেজোও আরতির পর তাঁর আকড়ার কাছে গিয়া আপন ঢোলে দুই এক কাটী মারে, অমনি যেন গোঁসায়ের মাথায় বজ্র পড়ে।

তদ্ভিন্ন সকলেই কৃষি উপজীবী। ভদ্রলোক মাত্রেরই অল্প বা অধিক কিঞ্চিৎ ভূমি আছে। কৃষাণ হইতে তদুৎপন্ন কৃষিফলাংশ লাভেই সামান্য ভাবে অথচ সচ্ছন্দে তাঁহাদের দিনপাত হয়। প্রতি অপরাহ্ণে, বালকেরা পাঠশালায়, বৃদ্ধেরা ক্রীড়ালয়ে এবং যুবারা গোঁসাইর আকড়ায় অথবা দোকানীর নিকট মিলিত হয়। গ্রামে এক মাত্র দোকান কিন্তু তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তুই তাহাতে পাওয়া যায়। মসলা ও লবণ আনয়নার্থ মধ্যে মধ্যে দোকানীকে দূরদেশে যাইতে হইত। পূর্ব্বে গ্রামেই লবণ প্রস্তুত হইত, অধুনা কোন এক রাজপুরুষ আসিয়া লবণ প্রস্তুত করণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দূরদেশ হইতে লবণ আনয়ন করিতে হয়। যুবারা সায়ংকালে বিদেশদর্শী দোকানীকে অপূর্ব্ব গল্পের ভাণ্ড বোধে প্রদক্ষিণ করিয়া বসেন এবং অপরাহ্ণে কাশীদাসের মহাভারত বা কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করেন।

বেওবাব বৃক্ষ।

আমাদিগের দেশে বট ও অশ্বত্থকে বনস্পতি বলে, কেন না এই দুই বৃক্ষ উদ্ভিদ রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিক কাল জীবিত থাকে। কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডের পশ্চিমাংশে সেনিগাল দেশে বেওবাব নামে একটী তরু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মত বৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষ পৃথিবীতে দেখা যায় না। ইহার পত্র সকলে অঙ্গুলির ন্যায় ভাগ ভাগ আছে, এই জন্য নিগ্রোরা ইহাকে বেওবাব বলে। আডানসন নামে এক ফরাসী সাহেব ইহার আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহার আর

একটী নাম আডানসোনিয়া। উক্ত সাহেবের মতে এই বৃক্ষ ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক বাঁচে। কি আশ্চর্য্য! যে সময়ের মধ্যে কত মহারাজ্য উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, কত জীবজাতির নূতন সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়াছে, পৃথিবীর উপর কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; সেই দীর্ঘকাল এই বৃক্ষজাতি যেন সাক্ষী হইয়া সকল দর্শন করিতেছে। বেওবাবের আকার অতি প্রকাণ্ড। ইহার গুঁড়ি শিকড় হইতে ৯।১০ হাত উচ্চ হইয়া উঠে এবং তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় ৫০।৫২ হাত। একটী গুঁড়ির বেড় ৭০ হাত দেখা গিয়াছে। ইহার নিম্নস্থ শাখা গুলি প্রায় ৪০ হাত বিস্তারিত হয়; ইহাতে তাহাদের অগ্রভাগ সকল মাটীতে ঠেকিয়া গুঁড়িটী ঢাকিয়া রাখে এবং গাছটী যেন একটী অরণ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাঠ পাকা হইলেও বটের ন্যায় নরম, সুতরাং তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহার আবিষ্কারক আডানসন্ যেরূপ পীড়ায় মরিয়াছেন, ইহারও সেইরূপ একটী পীড়া দেখা যায়। ইহার কঠিন অংশ সকল এমত কোমল হইয়া যায়, যে অল্প ঝড়ে পর্ব্বত প্রমাণ বৃক্ষকে ধরাশায়ী করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর সেরূপ হয় না। নিগ্রোরা ইহার গুঁড়ি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে গৃহাদি প্রস্তুত করে এবং অপরাধী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট লোকদিগের মৃত শরীর সৎকার না করিয়া ইহাতে বদ্ধ করিয়া রাখে। গাছের কেমন গুণ, তাহাতে শব শরীর পচে না, কিন্তু শুকাইয়া শক্ত হয় এবং মিসর দেশের মমি অর্থাৎ রক্ষিত শবের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহার পল্লব সকল গাঢ় হরিৎ বর্ণ এবং পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট হাতের চেটোর ন্যায়। কতক গুলি পত্রের মধ্যস্থল হইতে ফুল ঝুলিয়া পড়ে। এক একটী ফুল অতি বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ এবং তাহার দল অর্থাৎ পাপড়ী সকল কুঞ্চিত। ইহার কেশর সকল বহু সংখ্যক এবং একত্রে একটী নলের ন্যায় হইয়া ঊর্দ্ধভাগে ছাতার মত বিস্তারিত হয়। তাহার মধ্য হইতে অতি সরু বক্র গর্ভ কেশরের সূত্র উত্থিত হইয়া একটী স্থূল মস্তক দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে। ইহার ফলকে 'বানর পিঠা' বলে, ইহা সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। ইহা লম্বা চতুষ্কোণ, ঈষৎ হরিৎবর্ণ, কোমল লোমাচ্ছাদিত, এবং পরিমাণে এক বিঘত। তাহার মধ্যে অনেক গুলি খোপ

আছে এবং এক একটী খোপে নীরস, কোমল শাঁসের মধ্যে উজ্জ্বল সকল থাকে। এই শাঁসে জল মিশাইলে অম্লরস হয়, ইহাতে সংক্রামক জ্বর ভাল হয় এবং মিসরের চিকিৎসকেরা আমাশয় রোগেও ব্যবহার করেন। ইহার পাতার ধারকতা গুণ আছে। তাহা শুকাইয়া গুঁড়া করিলে 'লালো' নামে এক প্রকার খাদ্য হয়, অন্নের সহিত আহার করিলে তাহাতে ঘাম নিবারণ হয়। নিগ্রোরা অত্যন্ত উষ্ণ দেশে থাকে, এই জন্য ইহা দ্বারা তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। ইহার ছাল জ্বরঘ্ন। তাহা হইতে সূত্র বাহির করিয়া দড়ী এবং বস্ত্রাদি ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

স্পেনের সিংহাসনে, রবিবারে কোন জনে,
রাজহস্তী ধায় দ্রুততর?
প্রুসিয়ার মহারাজ, সাধিতে আপন কাজ,
পুত্রবরে করে অগ্রসর॥
প্রুসিয়ার করতলে, স্পেন পতিত হলে,
বলে তারে কে আঁটিবে তবে;
ভাবি এই পরমাদ, করি ঘোর সিংহনাদ,
ফ্রান্স কহে প্রুসিয়ার ধবে॥
"আত্মরঙ্গ প্রুস! তব, আছেত বহু বিভব,
কেন তুমি ইথে হামরাই?
হেন মতি পুনর্ব্বার, কভু না করিবে আর,
তিন সত্য কর মোর ঠাঁই॥
বাণী তীক্ষ্ণ বাণ প্রায়, বিন্ধে প্রুসিয়ার গায়,
ক্রোধে জ্বলি উঠে নৃপমণি;
"যুদ্ধং দেহি দেহি বলে", ফ্রান্স নাচে কুতূহলে,
মনোরথ সিদ্ধ মনে গণি।

যুঝিব প্রুসিয়া সনে, ফরাসীর মনে মনে,
ছিল জাপ্য বহু দিন তরে।
ইউরোপ সমাজ মাঝ, যশ লভি ফ্রান্স রাজ,
প্রুসে শিক্ষা দিবেক সমরে॥
কেহ বলে তাহা নয়, ফ্রান্সের প্রজা নিচয়,
সম্রাটের ভক্ত নহে সবে।
সমর উল্লাসে তারা, দ্রোহ মতি হবে হারা,
সম্রাটের প্রতি তুষ্ট হবে॥
ইংলণ্ডের জ্যেষ্ঠা কন্যা, প্রুসিয়ার বধূ ধন্যা,
ফ্রান্স পুনঃ মিত্র চিরকাল।
উভপক্ষ আত্ম তাঁর, বিপক্ষ হবেন কার,
ইংলণ্ডের ঘটিল জঞ্জাল॥
নিরপেক্ষা থাকি রাণী, বেহায়েরে কন বাণী,
" প্রজা ক্ষয় করোনা করোনা "।
প্রুস কহ "হে বেহান, হারাওনা নিজমান,
নারী তুমি বোঝোনা বোঝোনা॥"
ফ্রান্সে পুনঃ রাণী কন, "বিষম অহিত রণ,
ইথে মিত্র কেন আগুয়ান।,,
ফ্রান্স কহে "হে মিত্রাণি, রণে হানি আছে জানি,
হানি চেয়ে বড় নিজ মান॥"
জরমণি বেভেরিয়া, প্রুসিয়াতে যোগ দিয়া,
ভারি করিয়াছে প্রুস দলে।
রুসিয়া অষ্ট্রিয়া পতি, কোন্ দিকে করে গতি,
নানা লোকে নানা কথা বলে॥
বুঝি যুদ্ধ ঘোরতর, মনে লাগে এই ডর,
ইউরোপ শুদ্ধ জুড়ে যায়।
কে জানে তরঙ্গ তার, লঙ্ঘি সাত পারাবার,
দীন হীন ভারতে কাঁপায়?

. ইংলণ্ড রুসিয়া আদি, নহে যদি কারো বাদী,
হবে যুদ্ধ অজাযুদ্ধ প্রায়।
ঈশ্বর করুন তাই, রণে আর কাজ নাই,
সভ্য কালে রণ একি দায়॥

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

৬—সুশীলতা গৃহিণীর একটী প্রধান অলঙ্কার। গৃহিণী শান্ত, ধীর-প্রকৃতি, ও ক্ষমাশীল হইবেন এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। যে পরিবারে এইরূপ গৃহিণী সে পরিবারের সকলেই সুশীল হয় এবং পরিবার কেবল শান্তির আলয় বোধ হয়। লোকে কথায় বলে, পাঁচ জন লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলেই পাঁচ রকম জ্বালা সহিতে হয়। বস্তুতঃ গৃহিণীকে যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়া চলিতে হইবে, তখন পদে পদে ত্যক্ত বিরক্ত হইবার অনেক কারণ আছে। যদি তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এ সকল সহ্য করিতে না পারেন, তবে তিনি গৃহিণী নামের উপযুক্ত নহেন। তাঁহাকে শত শত বার যন্ত্রণা সহিয়াও সকলের প্রতি সমান স্নেহ ও অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃতি উগ্র হইলে আপনারও কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই, তাহার উপর, পরিবারের সকল লোকেই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া শীঘ্র সেইরূপ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে গৃহ কোলাহল ও বিবাদে পূর্ণ হয়। কোন কোন পরিবার যে অতি সুন্দর প্রকৃতি এবং কোন কোন পরিবার যে দুষ্ট স্বভাব দেখা যায়, গৃহিণীর গুণ বা দোষই তাহার প্রধান কারণ। নারীগণ সুশীলতা দ্বারা সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন।

৭—অতিথি সেবা। প্রাচীন হিন্দুরা যেমন অতিথি সেবক তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও তাঁহাদিগের অনুরূপ। আমরা এমন স্ত্রীলেক দেখিয়াছি, আহার করিতে যান, এমন সময়ে অতিথির নাম শুনিয়া আপনার

গ্রাসের অন্ন তাঁহাকে দিয়া উপবাস করিয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রতি দিন অতিথিকে আহার না করাইয়া জলগ্রহণ করেন না। শত্রুও অতিথি হইলে তাহাকে দেববৎ পুজা করেন। অতিথি সেবা একটী মহৎ ধর্ম্ম। ইহাতে নিঃস্বার্থভাব, উদারতা এবং ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা হয়। যে পরিবারে অতিথি আদৃত হয়, সে পরিবারের লোকের অধিক দয়া ও স্বর্গীয় প্রকৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু অতিথি সেবা যাহাতে অনাবশ্যক, আড়ম্বর পূর্ণ এবং অতি ব্যয়-জনক না হয়, তাহার প্রতিও দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যদি অতিথির প্রতি মিষ্ট বাক্য ও কোমল হৃদয় প্রকাশ করিয়া সামান্যরূপ সেবা করা যায় তাহাতে যে ফল লাভ হয়, অনাদরে ক্ষীর ভোজন করাইলে তাহা হয় না।

৮—দয়া। গৃহিণী যেমন পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহ করিবেন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিবেন, সেইরূপ দীন দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিবেন। দীনদুঃখীদিগের জন্য যে দান করা হয়, দয়াময় ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষিতকে জল, রোগীকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান এবং পাপীকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া এ সকলই দয়ার কার্য্য এবং এ সকল বিষয়ে সকলের সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত। অনেক স্থলে আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়াও দুর্দ্দশাপন্ন লোকদিগের সেবা করিতে হয়। গৃহিণী যদি এইরূপ শুভ অনুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, পরিবারের অতি ক্ষুদ্র বালক বালিকাও পরোপকার অভ্যাস করিতে থাকে এবং নিজের সুখে যেমন সুখী হয়, অন্যের দুঃখ দূর করিয়া সেইরূপ সুখী হইয়া থাকে। এই কারণে গৃহে দুঃখীদিগের জন্য একটী দানাধার রাখা কর্ত্তব্য।

হিন্দু বিধবা।

(১০৫ পৃষ্ঠার পর)

অভাগা বলিয়া যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।

দুর্ভাগ্যকে দয়া করিবার জন্য দয়ার সাগর পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দয়া করে না। অনেক দিন হইল, পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে এক মহর্ষি এই উপদেশ দিয়াছিলেন,

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥"

হে কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির! দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন কর, ধনবানদিগকে ধন দান করিও না। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষেই ঔষধ বিধেয়, রোগ হীন ব্যক্তির ঔষধে কি প্রয়োজন?

আমরা দেখিতেছি, কত সহস্র বৎসর পরে আজও পৃথিবীর মনুষ্য-দিগকে এই উপদেশ দিতে হইতেছে। আজও লোকে যত অর্থ আহরণ করে তাহা লৌকিকতার অনুরোধে প্রায় ধনী লোকদিগের সেবাতেই নিয়োগ করে। কোন্ ধনীর অধিকাংশ সম্পত্তি দরিদ্রের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে? নির্ধন ব্যক্তি কৃপার পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, প্রায় ঘৃণার পাত্র হয়। সেইরূপ রোগী, শোকার্ত্ত, পাপজীর্ণ, অসহায় ব্যক্তিরাই অধিক স্নেহের পাত্র হওয়া বিধেয়। কিন্তু আমরা ধনবান্, সুস্থ ও সৌভাগ্যশালী লোক-দিগকে আদর ও তোষামোদ করিয়া থাকি, দুর্ভাগ্যের প্রতি উদাসীন হই। তাহাই নয়, সেরূপ ব্যক্তিকে ঘৃণা করিয়া আরও দুর্ভাগ্যে নিঃক্ষেপ করি। যে সংসার এরূপ নিয়মে চলিতেছে, তাহাতে বিধবাগণ যে হেয়, অনাদৃত ও অত্যাচরিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে বিধবা দুঃখী হইল, তাহার দুঃখ বাড়িতে রহিল, যে অজ্ঞান হইল তাহার আর জ্ঞানোদয় হইল না, যে একটু পাপেচ্ছার অধীন হইল, সে আরও অধিক-তর পাপের পাপী হইয়া চির নরক ভোগ করিতে চলিল। হা! একদিকে সুখ সান্ত্বনার কোন পথ নাই, অন্যদিকে এইরূপ দরিদ্রতা, মুর্খতা ও পাপের সমুদ্রে মগ্ন হইয়া কত হিন্দু বিধবা যে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহা অনুভব করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সংসারে যে যত দুর্ভাগ্য তাহার প্রতি তত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যদিও রহি-

য়াছে, কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হইবে। যাহারা অধিক দুঃখী তাহারা সর্ব্বাগ্রে স্নেহের পাত্র হইবে। ঈশ্বরের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে এবং মনুষ্যত্বের অনুরোধে সকলে একবার বিধবাদিগের সাধ্যমত কি উপকার করিতে পারেন চেষ্টা করিয়া দেখুন।

হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ যেখানে ধর্ম্মসঙ্গত ও সাধ্য, সেখানে অবিলম্বে সম্পন্ন হউক। কিন্তু অনেক স্থলেই বিধবাদিগকে চির বৈধব্য ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে। তাহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত তিনটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। ১ম, অর্থ সাহায্য, ২য় জ্ঞানদান, ৩য়, ধর্ম্ম শিক্ষা।

বিধবা নারীগণের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নারীগণ ধনাধিকারী নহেন, পিতা পতি বা পুত্রের দয়াতেই প্রতিপালিত হন। তন্মধ্যে যাঁহার পতি আছে তিনি অর্দ্ধাঙ্গ সহধর্ম্মিণী নাম ধারণ করিয়া পতির সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন। বিধবা নারীর পিতৃ বা ভ্রাতৃ গৃহে প্রায় দাসীর ন্যায় অবস্থাতে থাকিতে হয়। পুত্রের নিকট হইতে সুখ ভোগ অল্পের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। বিধবাদিগের মধ্যে পতি পুত্র বিহীনা অবীরা অনেক। তাহাদিগের হয়ত মাথা রাখিবার একটু স্থান নাই, পরিধানের দুই হাত বস্ত্র জুটে না এবং একবেলা এক মুঠা শাকান্ন আহারও দুর্ঘট হইয়া উঠে। এইরূপ দুঃখের অবস্থায় হয়ত কোন অল্প বয়স্কা বিধবা দুই তিনটী শিশু সন্তানের প্রতিপালনের ভার প্রাপ্ত! কি দুর্দ্দশা, আপনার যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদন হওয়া ভার, তাহার উপর, অনাথ অসহায় জীব গুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। এ প্রকার অবস্থাপন্ন দুঃখিনী রমণীর মন যে কত ভাবনা চিন্তা ও কষ্টে দিবানিশি পেষিত হয় তাহা সেই জানে, আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। যে ভদ্রকুল-বালা দুই দিন পূর্ব্বে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাহির হইত না, এখন সে কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে সাহায্য পাইবে কিছুই জানে না, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারে না। সে কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারে? সে কি মোট বহিয়া বা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দৈনিক জীবিকা লাভ করিতে পারে? তাহাও করিতে পারে না, দুঃখের জ্বালায়ও জীর্ণ

শীর্ণ হইয়া মরিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় কত নারী যে কালযাপন করিতেছে কে তাহার তত্ত্ব লয়? ইহাদিগকে যদি কেহ কোন উপায় দেখাইতে পারে ইহারা আনন্দচিত্তে সকল কষ্ট সহিয়া খাটিতে পারে। যদি বিধবা 'ফণ্ড' হইয়া তাহা হইতে তাহাদিগকে পাট কাটা, সূতা কাটা, ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম করাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে কি তাহাদিগের ও সাধারণের মঙ্গল হয় না? যে দেশে পুত্রের বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা অন্য প্রকার ক্ষণিক ও আমোদকর কার্য্যে এক এক ধনিসন্তান সৌখিনতা ও আড়ম্বর দেখাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, সেই দেশে এই অভাগিনীদিগের সামান্যরূপ প্রতিপালনের কি কোন সংস্থান হইতে পারে না? ইচ্ছা, চেষ্টা ও দয়ার ভাব থাকিলে ইহা যে অসম্ভব আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

২য়—জ্ঞানদান। খাওয়া পরার দুঃখের জ্বালা থাকুক আর না থাকুক, জ্ঞানের অভাব সকলেরই আছে। এইরূপ কথিত আছে যে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য পাছে তাঁহার কন্যা লীলাবতী বিধবা হইয়া কষ্ট পান, এই জন্য তাঁহাকে বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন করেন। বস্তুতঃ জ্ঞানালোচনায় যদি মন নিমগ্ন থাকিতে পায় তাহা হইলে সাংসারিক দুঃখ কষ্ট তত অনুভূত হয় না এবং মনে কুচিন্তা কুভাব উদ্রেক হইতে অধিক অবসর পায় না। কিন্তু জ্ঞান লাভে ইহা অপেক্ষাও অধিক ফল আছে। জ্ঞানালোক দ্বারা ভ্রম, কুসংস্কার সকল দূর হইয়া যত সত্য গ্রহণ করা যায় ততই মনের বলবৃদ্ধি হয় এবং ততই আশ্চর্য্য আনন্দ লাভ করিয়া জীবনকে উন্নত ও কৃতার্থ করা যায়। বিধবাগণের মধ্যে অনেকের অবকাশ যথেষ্ট থাকে, যদি শিক্ষার সুবিধা পান তাঁহারা ত্বরায় বিদ্যাবতী হইতে পারেন। সেই বিদ্যাদ্বারা তাঁহাদিগের প্রতিপালন হইতে পারে এবং অন্যান্য নারীমণ্ডলীর অশেষ উপকারের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষয়িত্রীর যেরূপ প্রয়োজন, তাহাতে বিধবাগণ শিক্ষিত হইলে কত কার্য্যকারিণী হইতে পারেন।

৩—ধর্ম্মোন্নতি সাধন। শরীর ও মনের দরিদ্রতা আছে, কিন্তু আত্মার দরিদ্রতা আরও গভীর ও শোচনীয়। প্রকৃত ধর্ম্ম না পাইলে আত্মা

অচেতন মৃতপ্রায় থাকে, পাপ তাহাকে অধিকার করিয়া চির যন্ত্রণার কূপে নিঃক্ষেপ করে। যদিও আমরা ভারত ভূমিকে পুণ্য ভূমি এবং হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতি বলিয়া মানি, কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম বাহিরের আড়ম্বর পূর্ণ, তাহার জীবন আছে না আছে সন্দেহ স্থল। বিধবাগণ অনেক কঠোর অনুষ্ঠান করেন সত্য, কিন্তু যত কষ্ট স্বীকার করেন ততদূর কি ফল লাভ হয়? অন্তর পরীক্ষা করিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভাব অনেক আবিষ্কৃত হয়। কত হিন্দুনারী অপথে পদার্পণ ও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছে। তাহাদিগের সংশোধনের উপায় চিন্তা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীয় কর্ত্তব্য। বিধবা নারীগণকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনে উৎসাহ ও সাহায্য দান করা বিধেয়। তাঁহারা যে প্রত্যেকে ঈশ্বরের কন্যা, প্রত্যেকের পরিত্রাণ যে ঈশ্বর করিবেন এবং প্রত্যেককে সমুদায় শরীর মন ও আত্মা দিয়া যে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা যদি ঈশ্বরকে পিতা ও মনুষ্য পরিবারকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া সেবা করিতে পারেন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের শান্তি, পবিত্রতা ও অক্ষয় সুখ লাভ হয়। যে ধর্ম্মদ্বারা ঈশ্বর ও পরকালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর হয় এবং আন্তরিক বল লাভ করিয়া এক দিকে ইন্দ্রিয় সকলের সংযম ও অন্যদিকে প্রলোভন সকলকে পরাভব করা যায় সেইরূপ ধর্ম্ম তাহাদিগের পক্ষে আবশ্যক। বিধবাগণ ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্ম আলোচনা ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান এইরূপ মনে বাক্যে ও কার্য্যে যাহাতে ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিয়া পবিত্র জীবন ধারণ করিতে পারেন তাহার উপায় করা বিধেয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

মা। পদার্থের সাধারণ গুণ গুলি তোমরা শুনিয়াছ। আজি কি বিষয় শুনিবে?

সত্য। মা! ইহার পর পদার্থের বিশেষ গুণ গুলি বুঝাইয়া দিও। কিন্তু আজি আমি পাঠশালে একটী নূতন কথা শুনিয়া আসিলাম তাহার বিষয় কিছু বল না। মা! মরীচিকা কি? তাতে না কি স্থলে জল, জলে স্থল এইরূপ ভ্রম হয়?

মা। তোমরা কখন দেখ নাই তাই

ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য মানিতে পার। কিন্তু দৃষ্টির ভ্রম জন্মিবার অনেক গুলি কারণ আছে, অগ্রে তাহা জানিতে পারিলে সকলি সহজে বুঝিতে পারিবে। বল দেখি আমরা যে দর্শন করি তাহার জন্য কি কি চাই?

সু। মা! দর্শনের জন্য চক্ষু চাই, আর দেখিবার বস্তু চাই।

সত্য। না! কেবল তাই নয়। বস্তু থাকিতে পারে, চক্ষুও থাকিতে পারে, কিন্তু অন্ধকারে ত আমরা দেখিতে পাই না; অতএব আলোকও চাই।

মা। কেবল তাই নয়; এই তিনটী কারণ ছাড়া আর দুইটী কারণ আছে তাহা তোমরা সহজে অনুভব করিতে পার না। মন সকল কার্য্যের কর্ত্তা, দর্শন কার্য্যে সেই মনের স্থিরতা চাই। আর একটী কারণ যদিও না হইলে নয় এরূপ নহে, কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আছি তাহাতে আবশ্যক অর্থাৎ আমরা যে বায়ু সাগরে নিমগ্ন আছি এবং যাহার মধ্য দিয়া সকল বস্তু দর্শন করি তাহারও সাম্যভাব চাই। এইরূপে দেখিবে, ঠিক দর্শনের জন্য দৃশ্য বস্তু, চক্ষু, আলোক, মন এবং বায়ুমণ্ডল এই কয়টীর উপরে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। দয়াময় পরমেশ্বর এই পাঁচটীর এরূপ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে তাহাতে সর্ব্বদা আমাদিগের দর্শন কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। কিন্তু যদি কোন কারণে ইহাদিগের কাহার একটু ব্যতিক্রম হয়, দর্শন কার্য্যের তৎক্ষণাৎ ব্যতিক্রম ঘটে।

সু। দর্শনের ব্যতিক্রম কিরূপ হয়?

সত্য। কেন, বোধ কর চক্ষুতে যদি কোন পীড়া হয় তাহাতে বড় বস্তু ছোট, ছোট বস্তু বড় দেখায়। পাণ্ডুরোগ অর্থাৎ নেবা হইলে সব হলুদ রঙ দেখায়।

সু। তা ঠিক্। আলোকের ব্যাঘাত হইলেও ঠিক্ দেখা যায় না। অন্ধকারে একটা গাছ যেন মস্ত একটা ভূত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বোধ হয়।

সত্য। দৃশ্য বস্তুর ব্যতিক্রম হইলে ত দেখিবার ব্যাঘাত হইবেই। কিন্তু মা! মন এবং বায়ুমণ্ডলের ব্যতিক্রমে কিরূপ দেখিবার ব্যাঘাত হয় তাত আমরা কখন শুনি নাই।

মা। তোমরা দেখিয়াছ, বিকারী

রোগী বা পাগলেরা কত মিথ্যা প্রলাপ বাক্য বলে। তাহাদের যা কল্পনা হয় তাই সত্য সত্য স্পষ্ট রূপে দেখিতেছে মনে করে। মনের বিকারে এইরূপ হয়। আর আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তাই বা কি? কেবল মনের খেলা। মনের এমন একটী গুপ্ত শক্তি আছে যাহাতে মন চক্ষু ও আলোকাদি না পাইলেও দেখিতে পারে, কিন্তু অনেক সময় মনের ভ্রমে দৃষ্টিরও ভ্রম হয়।

সু। চক্ষু না থাকিলে এক রকম স্বপ্নে দেখা, সেত মিছা দেখা, কিন্তু ঠিক্ দেখা কি যায়?

মা। এক এক জনের এমন অবস্থা হয় যে চক্ষু বুজাইয়াও বাহিরের এমন কি দূরের বিষয় সকলও ঠিক্ বর্ণনা করিতে পারে। আর বোধ কর সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের ত চক্ষু নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন। অতএব মনের দেখা আশ্চর্য্য নয়।

স। আচ্ছা মা! এ সকল বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ব্যতিক্রমে কিরূপে দর্শনের ব্যতিক্রম হয় বল?

মা। তোমরা দেখিয়াছ, একগাছি ছড়ির যদি কতকটা জলে ডুবাও আর কতকটা বাহিরে রাখ, তাহা হইলে কিরূপ দেখায়?

সু। তাহা হইলে, ছড়ী গাছি সোজা ছিল, যেন বাঁকিয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। আবার জল হইতে তুলিলে ছড়ি যেমন সোজা তেমনি দেখা যায়।

স। হাঁ মা, এইরূপ জলের ভিতর হাত কি মুখ ডুবাইলে কেমন চেপ্টা চেপ্টা হইয়া যায়। ইহার কারণ কি?

মা। যখন জলের মধ্যে আমরা কোন বস্তু দেখি, তখন আমাদের চক্ষু ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দুটী মধ্যবর্ত্তী কারণ থাকে—বায়ু ও জল বায়ু অপেক্ষা জল ঘন তা জান। এই জন্য লঘু পদার্থ বায়ুর মধে আমাদিগের দৃষ্টি প্রথমে সরল রেখায় যায়, কিন্তু তৎপরে ঘন পদার্থ জলে তাহা সোজা যাইতে না পারিয়া বাঁকিয়া পড়ে। এই জন্য জলে সোজা বস্তু বাঁকা ও বড় বস্তু ছোট দেখায়। এক পাত্র জলে একটী টাকা কি পয়সা এক স্থানে রাখিয়া দেও, তাহা যেখানে থাকিবে সেখানে না দেখিয়া অন্য স্থানে দেখিবে। পাত্রের উপরে বা পাশে নানাদিক্ হইতে চাহিয়া দেখ তাহ নানা প্রকার দেখাইবে। মধ্যবর্ত্তী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব ও সেই

কারণে আলোকের কিরণের বক্রতা ইহার কারণ। বায়ুমণ্ডলের বিষয়েও সেইরূপ। ইহার সকল স্থানের বায়ু এক প্রকার নয়। নিম্নের বায়ু অধিক ঘন এবং উচ্চ উচ্চ ভাগে ক্রমশঃ লঘুতর বায়ু আছে। ইহাতে পৃথিবীর উপরে এক প্রকার বায়ুর মধ্যে সচরাচর দেখিবার কোন ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু আমরা আকাশে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যেরূপ দর্শন করি তাহা ঠিক্ নয়। সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে আমরা তাহাকে দর্শন করি, এবং সূর্য্য অস্ত গেলেও আমরা তাহার পরে কিয়ৎক্ষণ তাহাকে দর্শন করিতে থাকি।

সু। এত বড় আশ্চর্য্য! সূর্য্য আকাশে নাই, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতে পাই?

স। তা না হইবে কেন? সূর্য্যের কিরণ প্রথমে সরল ভাবে দূরস্থ সূক্ষ্ম বায়ুর উপর পড়ে, পরে ঘন বায়ুর মধ্য দিয়া বাঁকিয়া আমাদের নিকট আসিতে থাকে, ইহাতেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই।

মা। দৃষ্টিভ্রম হইবার স্থূল তাৎপর্য্য বুঝিলে। এখন তোমাদিগকে মরীচিকার বিষয় বলিব।

সামান্যত যে মরীচিকা দেখা যায় তাহার এইরূপ বর্ণনা শুনা যায়ঃ—

কোন পথিক বালুকাময় মরুভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন হঠাৎ দেখেন সম্মুখে অনতিদূরে নির্ম্মল সলিল-পূর্ণ সরোবর ও তাহার তটে বিচিত্র বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান শোভা পাইতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক আশ্চর্য্য হইয়া জলপান মানসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হন। কিন্তু যত যান দেখিতে পান সরোবর ও উদ্যান ততই তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। হতভাগ্য পথিক প্রাণপণে ছুটিয়া অবশেষে ধূলায় ধূসরিত, দৃষ্টি শক্তি-হীন এবং হতাশ হইয়া ভূতলে পতিত হন, হয়ত তাহাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। মৃগেরা তৃষ্ণাতুর হইয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়, এইজন্য মরীচিকার আর একটী নাম মৃগতৃষ্ণিকা।

স। কি আশ্চর্য্য! স্থলকে কি ঠিক জল বলিয়া ভ্রম হয়, কিছু প্রভেদ নাই?

মা। কিছু নয়, এমন কি জলের মধ্যে যেমন বৃক্ষ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাতেও ঠিক্ সেইরূপ দেখা যায়।

সু। মা! এত বড় দুঃখের, এরূপ হয় কেন?

মা। উষ্ণদেশে বিশেষতঃ মরুভূমিতে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে মাটী গরম হয়, তাহাতে ভূমির গাত্রস্থ বায়ুও গরম হইয়া বিস্তারিত ও লঘু হইয়া পড়ে। তোমাদিগকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সূর্য্য হইতে তাপ লাগিয়া বায়ু গরম হয় না, কিন্তু মাটী হইতে যে তাপ পুনরায় উঠে তাহাতেই হয়। সুতরাং উপরের বায়ু ঘন ও নীচের বায়ু লঘু এইরূপ বায়ুর অদৃশ্য থাক থাক হইয়া পড়ে। সূর্য্যের কিরণ আবার যখন ঘন বায়ু হইতে লঘু বায়ুতে পতিত হয়, তখন ঠিক সরল রেখায় না আসিয়া বক্র ও বিস্তারিত হইয়া পড়ে, ইহাতে লঘুতর বায়ুর স্তর অর্থাৎ থাক্‌কে জলরাশি বলিয়া ভ্রম হয়। দূরস্থিত বৃক্ষাদি কিরণের পথে পতিত হওয়াতে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতেই উদ্যানের ভ্রম জন্মে। যেমন বায়ু এবং জল এই দুই মধ্যবর্ত্তী পদার্থের ভিতর দিয়া দেখিলে দৃষ্টির ভ্রম হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, লঘু ও ঘন বায়ুর মধ্যদিয়া পদার্থ সকল দেখিলেও সেইরূপ ভ্রম হয়। নানা অবস্থা বশতঃ পথিকেরা অধিক ভ্রমে পড়ে।

তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন, আমি মরীচিকার অনেক আশ্চর্য্য কথা এক এক করিয়া বর্ণনা করিতেছি। মরীচিকা সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। লম্বমান, পার্শ্বস্থ এবং শূন্যস্থ। প্রতিবিম্ব সরলভাবে, পার্শ্বে বা শূন্যে পড়িয়া এই কয়েক প্রকার হয়।

১। লম্বমান মরীচিকা। ইহা কিরণ সকল ঊর্দ্ধ্ব অধভাবে বাঁকিয়া পড়িলে হয়। এই মরীচিকা জলাশয়ের মত এবং তাহার তটে পদার্থ সকল ও তাহাদের উল্‌টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রকার মরীচিকা মিসর দেশে অধিক। মহাবীর নেপোলিয়ান যৎকালে ঐ দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণ এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অনেক কষ্ট পায়। ইহাতে ভূমি সকল রৌদ্রপূর্ণ হইয়া বন্যাতে ভাসমান জ্ঞান হয় এবং তাহার নিকটস্থ গ্রাম সকল হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় বোধ হয়। প্রত্যেক গ্রামের নিম্নে তাহার উল্‌টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যেন জলে ছায়া পড়িয়াছে। দর্শক কাছে আসিলে সে বন্যাও থাকে না, সে ছায়াও দেখা যায় না—দূরে তদ্রূপ অন্য একটী মরীচিকা দৃষ্ট হয়। এই প্রকার মরীচিকা পারস্য দেশে ‘সির অব’ অর্থাৎ আশ্চর্য্য জল বলিয়া প্রসিদ্ধ

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলস্থ বালুকারণ্যে 'চিত্র'' নামে খ্যাত। ফ্রান্সে ডঙ্কার্ক নগরের ধারেও এই প্রকার জলভ্রম হয়।

২—পার্শ্বস্থ মরীচিকা। কিরণ সকল ধরাতলের সমান হইয়া পড়িলে ইহা উৎপন্ন হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর জুরিন্ ও সোরেট নামে দুই সাহেব জেনিবা হ্রদের নিকটে এইরূপ মরীচিকা দেখেন। ১৬,০০০ হাত দূরে একখানি জাহাজ হ্রদের বামপার্শ্বে দিয়া জেনিবা নগরে আসিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন জলের উপরে ডান তীরের নিকট দিয়া জাহাজের প্রতিবিম্ব চলিয়া যাইতেছে। জাহাজ উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছিল, কিন্তু প্রতিবিম্ব পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম গামী বোধ হইল। ১৮০৬ অব্দের ৬ই আগষ্ট বিনস্ সাহেব একটী আশ্চর্য্য মরীচিকা দেখিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডের ডোবর উপকূলের দুর্গটী পর্ব্বতপারস্থ রাম্‌সগেট নামক স্থানের নিকট বোধ হইল এবং এই প্রতিবিম্বটী এত স্পষ্ট দেখা গেল, যে পর্ব্বত অদৃশ্য হইল। এইরূপে মধ্যে একটী বৃহৎ প্রণালী সত্ত্বেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপকূল দ্বয় কখন কখন একত্র সংলগ্ন বোধ হয়। মিসর ও ভারতবর্ষে এইরূপ মরীচিকা দেখা যায়। কর্ণেল টড সাহেব রাজপুতানার জয়পুর, হিসার এবং রোটা প্রভৃতি প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত দেখিয়াছেন এবং মার্ব্বেল পাথরের ন্যায় নানা রঙের ও নানা আকারের অট্টালিকা সকলও দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। ৬/৭ ক্রোশ দূরস্থিত আগারোয়া দুর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়া না কি এইরূপ হয়। হিসারের লোকে ইহাকে 'হরিশ্চন্দ্র রাজার দুর্গ' বলে।

৩—শূন্যস্থ মরীচিকা। ইহাতে একটী বস্তু যেখানে থাকে, তাহার উপরে শূন্যে তাহার প্রতিবিম্ব উল্‌টা না হইয়া ঠিক্ চিত্রিত হয়। পোর্টার নামে এক সাহেব বাগদাদ নগরের নিকটস্থ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে টাইগ্রীস্ নদীর জল অনেক উচ্চে উত্থিত, দর্শন করিয়াছিলেন। এ প্রকার মরীচিকা প্রায় সমুদ্র বা উপকূলে দেখা যায়। ১৮২২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন স্কোর্সবি ১৫ ক্রোশ দূর হইতে পিতার জাহাজ শূন্যে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পান। সিসিলি ও ইটালীর মধ্যস্থ মেসিনা প্রণা-

লীতে একটী আশ্চর্য্য শূন্যস্থ মরীচিকা দেখা যায়, ইহাকে "ফেটা মর্গাণা" বলে। মানুষ, সৈন্যশ্রেণী, উদ্যান, গাড়ী ঘোড়া ও ঘর বাড়ীর প্রতিবিম্ব কখন তীরে, কখন জলে, কখন শূন্যে এবং কখন জলরাশির উপরে অস্পষ্ট দেখা যায়। কোয়াসা হইলে তাহা অতি স্পষ্ট হয়। অনেক সময় একটী বস্তুর দুই প্রতিবিম্ব হয় একটী সোজা ও অপরটী উল্‌টা। এক একটা পদার্থের প্রতিবিম্ব কখন ভয়ঙ্কর বৃহৎ দেখায়।

স। এরূপ হইবার কারণ কি?

মা। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু ভূমিস্থ বায়ু অপেক্ষা সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু কখন ঘন ও কখন লঘু হয়, ইহাতেই আলোকের কিরণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়িয়া নানা প্রকার প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে।

সু। আচ্ছা মা, জলে যেমন একটা গাছের প্রতিবিম্ব উল্‌টিয়া পড়ে, মরীচিকায় সেরূপ কি প্রকারে হয়?

মা। যদি একটী গাছ দৃষ্টিগোচর হয় এবং উত্তাপে উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা নিম্নস্থ বায়ু লঘুতর হয়, তাহা হইলে গাছটী ঠিক্ দেখা যাইবে এবং তাহার নিম্নে একটী উল্‌টা প্রতিবিম্ব পড়িবে। ইহার কারণ এই, বৃক্ষ হইতে যে কিরণ চক্ষুতে আইসে, তাহা প্রথমে ভূমির উপরে ঘনতর হইতে লঘুতর বায়ুতে প্রায় সমতল রেখায় পড়ে, পরে ভগ্ন হইয়া বক্ররেখায় উঠিয়া দর্শকের চক্ষুতে পৌঁছে। ইহাতে অগ্রভাগের কিরণ নিম্নে এবং নিম্ন ভাগের ঊর্দ্ধে থাকে, সুতরাং ঠিক্ প্রতিবিম্ব পড়ে।

বিলাতের সংবাদ।

আমাদিগরে ভারতভূমির পরম বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভারতের কল্যাণ সাধন একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিলাত গমন করাতে আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে গত চৈত্র মাসের পত্রিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম তাঁহার বিলাত গমন দ্বারা এদেশীয় স্ত্রীকুলের বিশেষ উপকার সাধনের আশা করা যায়। তিনি তথায় এতদ্দেশীয় অবলাগণের দুরবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এবং তাহা মোচনের নিমিত্ত যে সকল উপায় গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন ও তাঁহার চেষ্টায় যে সকল

সুফল এখনই কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আমাদিগের আশা নিষ্ফল হইবেক না। তাঁহার প্রতি ইংলণ্ডের বিদ্বান ও ধার্ম্মিক প্রভৃতি মহৎ লোকেরা প্রচুর সমাদর ও সম্মাননা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার এক মাত্র যত্ন ও চেষ্টাতে উৎসাহিত হইয়া অনেক বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা এবং সহৃদয় পুরুষ ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সভাবদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনার্থে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বৃষ্টল নগরে "বৃষ্টল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক তাহার সভ্য হইয়াছেন এবং শুদ্ধ এদেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিকর বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত ঐ সভার অন্তর্গত একটী বিশেষ স্ত্রী-সভা স্থাপিত হইয়াছে। মিস মেরি কার্পেণ্টার এবং মিসসার্প প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদ পত্রে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় অনেক কোমল হৃদয়া ইউরোপীয় রমণী আমাদিগের দেশ সংস্কারক মহাশয়ের কার্য্যে সাহায্য দানে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতের কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাবতী মহিলা তাঁহাদিগের ভারত, বর্ষীয়া একটী ভগ্নীকে কয়েক খান পত্র লিখিয়াছেন তাহার এক খানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পাঠিকাগণের গোচরার্থে তাহা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে অনুবাদ করা হইল।

"আমি অত্যন্ত আশা করি আপনার নিকট হইতে আমার পত্রের একখান উত্তর পাইব। আপনার পত্র আপনার কোন বন্ধু আমাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিবেন। কারণ আপনি জানেন, আপনি যেমন আমার এই পত্র পড়িতে পারিবেন না, আমিও সেইরূপ বাঙ্গালা পড়িতে পারি না। আমি আশা করি আপনার বন্ধুরা আমার পত্র অনুবাদ করিতে অধিক কষ্ট বোধ করেন নাই। * * * * *

আমার ভারতবর্ষীয়া ভগ্নী এবং তাঁহার সন্তানেরা দেখিতে কিরূপ তাহা জানিতে পারিলে আমি বড় আহ্লাদিত হই। আপনার কন্যাদিগকেও দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগের ছবী পাইতে আমি বড় ইচ্ছা করি। আমি বোধ করি ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক কন্যা অপেক্ষা পুত্র ভাল বিবেচনা করেন। কেমন ইহা সত্য কি না? কিন্তু এখানে আমরা পুত্র কন্যা সমান জ্ঞান করি। ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষেরা কতকগুলি বিষয়ে তুল্য, কিন্তু স্ত্রীদিগের পুরুষের ন্যায় তুল্য স্বাধীনতা নাই। পুরুষেরা যেমন যেখানে ইচ্ছা করেন একাকী যাইতে পারেন, মেয়েরা সেইরূপ একাকী বাড়ী হইতে অন্য স্থানে যান না। দুইটী স্ত্রীলোক একত্র হইয়া রেলের গাড়ীতে ইংলণ্ডের যেখানে তাঁহাদিগের

ইচ্ছা হয় ভ্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু কেহ একাকী কোথাও সচরাচর যান না। স্ত্রীদিগের অপেক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষাও উত্তম হয়। কিন্তু এখন লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীদিগের তুল্য রূপে শিক্ষা না দেওয়া অতিশয় অনুচিত কার্য্য, এবং তাঁহারা ১৮।১৯।২০ কিম্বা ততোধিক বয়স্ক অবলাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কালেজ সকল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মিষ্টার সেন এখন লণ্ডন হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বড় দুঃখিত ছিলাম। আমরা নিজে যেমন তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছি, তেমনই আমাদিগের দেশস্থ বন্ধুরা যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার উপদেশাদি শুনিতে পান তাহার চেষ্টা করিয়াছি। তিনি এখন নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছেন এবং প্রায় প্রতি দিন বক্তৃতা বা উপদেশ দিতেছেন। আমার এক বন্ধু একটী নগর হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার উপদেশাদি শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গত সপ্তাহে মানচেষ্টার নগরে একটী বৃহৎ রমণীয় সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রায় চারি হাজার লোক মিষ্টার সেনের বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত হন এবং তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রোতাদিগের এত ভাল লাগিয়াছিল যে তাঁহারা ভয়ানকরূপে উৎসাহ ধ্বনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সমস্ত বন্ধুগণের নাম জানিতে ইচ্ছা করি।

আপনার ব্রাহ্মিকা ভগিনী
এলিজেবেথ সার্প।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আনন্দের সহিত পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি গত ২৯ শ্রাবণ শনিবার দিবস ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এবং ভারতপুত্র মহাব্রত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের পরস্পর "সুখজনক সাক্ষাৎকার" ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেশব বাবু আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি বিলাতের সর্ব্বত্র এদেশীয় অভাগিনী নারীগণের দুরবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বামাকুলের এবং বামাকুলহিতৈষীগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

পাঠিকাগণ! তোমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কোন প্রকার বাহ্যিক উপায়ে কি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কর?

২। বিধবাকুলের পরম বন্ধু সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক মাত্র পুত্র বাবু নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৭ শ্রাবণ কলিকাতা মির্জাপুরে একটী বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী, বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। ইনি খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী মৃত শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং দ্বাদশ বৎসরে তিনি বিধবা হন। পাত্রের এই প্রথম বিবাহ। তিনি এই বিবাহ দ্বারা তাঁহার পিতার মহৎ কার্য্যের যে বিশেষ সহায়তা করিলেন তাহা অপর লোক কর্ত্তৃক হইবার নয়। কন্যার মাতা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় গণেশ সুন্দরী নামে যে বিধবা রমণীর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও তাঁহার জননী ও গৃহ পরিত্যাগের বিষয় আমরা লিখিয়াছিলাম, তিনি খৃষ্টানদিগের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় আপন মাতার নিকট আসিয়াছেন। শুনা যাইতেছে তিনি বলেন তাঁহার আর খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। দুঃখের বিষয় এই তাঁহার জননী নিষ্ঠুর দেশাচার ও লোক ভয়ে স্বীয় তনয়াকে সচ্ছন্দপূর্ব্বক আপন পরিবার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোন বিধবা-বন্ধু সহৃদয় ব্যক্তি ঐ অনাথিনীকে আপন পরিবার মধ্যে আশ্রয় দিয়া তাঁহার কল্যাণ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি তিনি সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ লাভ করিয়া মনের চঞ্চল ভাব দূর করত যাহাতে তাঁহার চির দুঃখের জীবনে জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতার সঞ্চার হয় সেই পথ অবলম্বন করিবেন।

৪। কপূরতলার মহারাজার বিধবা পত্নী আপনার দুই কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

৫। বঙ্গ মহিলা পত্রিকা লিখিয়াছেন, গত ৭ শ্রাবণে ভবানীপুরে একটী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতি।

৬। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি "বঙ্গবন্ধু" নামে একখান পাক্ষিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ১লা শ্রাবণ ঢাকা হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সংবাদ পত্রের ন্যায় অথচ ধর্ম্ম ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সকলও ইহাতে বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে। পত্রের প্রথম দর্শনেইআমাদিগের মনে বহুল আশা ওআনন্দ সঞ্চারিত হইল। পত্রখানি দীর্ঘজীবী হউক। উহার আকার ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের ন্যায়। ডাক মাসুল সহিত অগ্রিম মূল্য ৪।৽ টাকা।

৭। আমরা উক্ত বঙ্গবন্ধু পাঠে আহ্লাদিত হইলাম ঢাকা জেলার অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকজন বামাকুল হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে ঢাকায় একটী অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা স্থাপিত হইয়াছে। ১২৭৭ সালের পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার নিয়মাদি ৬ই শ্রাবণের উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা তাহা

জানিতে ইচ্ছা করেন ঐ পত্র বা অবলাবান্ধব দেখিবেন। আমরা প্রার্থনা করি আমাদিগের ভ্রাতৃগণের শুভ চেষ্টা সফল হউক।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! তোমা ভিন্ন অনাথার হৃদয় বেদনা আর কে দূর করিবে? তাহার পাপভারবহন ক্লেশ হইতে আর কে নিষ্কৃতি দিবে এবং কেই বা তাহার বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া চক্ষের জল মুছাইবে? দয়াময়! আমি প্রতিদিন কত পাপাচরণ করিতেছি, তবু তোমার নির্ম্মল দয়া হইতে ত বঞ্চিত হই নাই। কৃপাময় পাপী সন্তানের প্রতি তোমার যে বেশি দয়া। তবে কি তুমি এই অবলাকে পরিত্যাগ করিবে? তা কখনই ত পারিবে না। নাথ! আমি যে ঐ অভয় চরণের দাসী। চরণ না পেলে ত ছাড়িব না! শুনেছি দয়াল নামে পাষাণ গলে, তবে এ কঠিন প্রাণ কেন না বিগলিত হইবে? পতিতপাবন ব্যতিরেকে পতিত অবলাকে আর কে উদ্ধার করিবে, মুক্তিদাতা ভিন্ন মুক্তির পথ আর কে দেখাইয়া দিবে? পিতা তুমি যে সাধনের ধন, ভক্তের হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! ভক্তি বিনা তোমাকে যে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাথ! আমি তো সে ধনে বঞ্চিত। তবে তোমাকে কেমন করিয়া হৃদয়ে আনিতে পারিব? কৈ নাথ দিনান্তে ত একবার ডাকি না, আমার উপায় কি হইবে? পিতা এমন জীবন থাকিবার চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল।

দিবানিশি কেবল অনিত্য সংসার সুখে রত হইয়া জীবন অপবিত্র করিতেছি। হে ভয়হরণ! যখন সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ত পৃথিবীর কোন বস্তু আমাকে কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আত্মীয়গণের সকল চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইবে। পরমাত্মীয়া স্নেহময়ী জননীর শোকাশ্রুপাতে ত কালের কঠিন হৃদয় ভিজিবে না এবং প্রিয়তম পতির প্রণয় শৃঙ্খল ত আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। এককালে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। সে সময় তোমা ভিন্ন আর ত গতি নাই, তখন তোমার সেই মধুময় দয়া ব্যতিরেকে কে আর মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিবে? তখন তব অনুচর ধর্ম্ম বিনা কে সঙ্গের সাথী হইবে? তাই প্রভু সকাতরে তোমার চরণে এই নিবেদন যেন ধর্ম্মকে জীবনের সার ধন বলিয়া জানিতে পারি এবং সেই প্রিয়সখার উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। নাথ! অনাথিনীর এই মনস্কামনা সিদ্ধ কর।

শ্রীদাক্ষায়ণী।

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS. 115 AMHERST STREET.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৬ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

বঙ্গীয় স্ত্রী-সমাজ।

পরের উপরে ভর কত দিন তরে?
চিন্ত আপনার হিত আপন অন্তরে।

বঙ্গদেশের বামাগণের যেরূপ দুরবস্থা ছিল প্রকৃত পক্ষে তাহার যে বড় অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বোধ হয় না। তবে এই মাত্র বলা যায়, তাহাদিগের দুঃখের নিশার অবসান এবং সুখের ঊষার আভাস দেখা যাইতেছে। এদেশের পুরুষেরা শিক্ষিত হইয়া যে এবিষয়ে অধিক সাহায্য করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ এখন আমাদিগের মধ্যে সভ্য, বিদ্যাবতী, কি ধর্ম্মপরায়ণা যে সকল তরুণীর কথা শুনা যায়, তাঁহাদিগের প্রায় সকল উন্নতি পুরুষদিগের প্রভাবে। এরূপ প্রণালীতে স্ত্রীজাতির মঙ্গল চেষ্টা করা যে নিতান্ত আবশ্যক এবং অনেক স্থলে ইহার ফল যে যথেষ্ট লাভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরুষ জাতির উপর স্ত্রীজাতির সকল বিষয় নির্ভর করিলে প্রকৃত উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবার সম্ভাবনা। এক ত স্ত্রীজাতির, যে সকল স্বভাবিক অভাব, তাহা পুরুষে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাহাতে তাহাদিগের আশানুরূপ সমহৃদয়তা হয় না। দ্বিতীয়তঃ পুরুষেরা প্রায় আপনাদিগের রুচি, অভাব ও অবস্থা অনুসারে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে চাহেন। একজন

পণ্ডিত বলিয়াছেন যে ভল্লুককে চারি পায়ে চলিতে ও স্বভাবানুযায়ী শয়ন ভোজন ভ্রমণ করিতে না দিয়া যদি তাহাকে অলঙ্কার-মণ্ডিত করিয়া দুই পায়ে চলিতে এবং নানা প্রকার নৃত্য ও কৌতুক করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে তাহার উন্নতি না বলিয়া অবনতি বলা যায়। স্ত্রীলোক-দিগের স্বভাব যদি রক্ষা করিতে চেষ্টা করা না হয় এবং তাহাদিগকে পুরুষের খেলনা স্বরূপ করা হয় তাহাতেও তাহাদের অধোগতি হয়। মানুষ স্বার্থপর, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে পরোপকারও যখন করিতে যান তখনও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে ত্রুটি করেন না। এই কারণে অনেকে আপনাদিগের আমোদের জন্য সাহেবদের মত স্ত্রীগণকে একটু লেখাপড়া, একটু গানবাদ্য, একটু ভালগোচ বেশভূষা পরিধান এইরূপ দশ গুণে অলঙ্কৃত করিতে চাহেন। এ সকলের জন্য পুরুষগণের দোষ দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমরা বলি, পুরুষগণ স্ত্রীগণের ঠিক্ শিক্ষক হইতে পারেন না এবং হইতে গেলে অধিকাংশ স্থলে তাহা-দিগকে প্রকৃত উন্নতিতে উত্থিত না করিয়া আপনাদিগের ইচ্ছায় বিকৃত করিয়া ফেলেন।

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির জন্য যে উপকার করিতেছেন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। যতদিন তাঁহারা নিজে আপনাদিগের বিষয় চিন্তা না করিতেছেন, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে না পারিতেছেন ততদিন তাঁহাদিগের প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি আরম্ভ হয় নাই বলিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় সকলেরই পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু ক্রমে নিজের বলে চলিতে না শিখিলে চিরদিন অধীন অবস্থায় থাকিতে হইবে। লোকে সামান্যতঃ স্বাধীনতা ও অধীনতার যে অর্থ বলেন তাহা ঠিক্ নয়। যথা ইচ্ছা তথায় যাওয়া, যে সে লোকের সহিত কথা বার্ত্তা কহা, খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করা, একাকী রাজমার্গে ভ্রমণ এ সকল যদি কেবল পুরুষদিগের উপদেশে স্ত্রীগণ শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং বাধ্য হইয়া সাধন করেন ইহা অপেক্ষা পরাধীনতা ও স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য কি হইতে পারে? কিন্তু এক জন স্ত্রীলোক যদি লজ্জাশীলা

হইয়া গৃহমধ্যে থাকিয়া রীতিমত সন্তান প্রতিপালন, গৃহকার্য্য সাধন, জ্ঞান লাভ এবং ধর্ম্মোন্নতি করিতে থাকেন তাঁহাকে প্রকৃত স্বাধীন বলিয়া সাধুবাদ করা যায়। স্ত্রীগণ যাহা কিছু স্বয়ং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাধন করেন তাহাই স্বাধীনতা; তদ্ভিন্ন তোতা পাখীর মত পাঠ, পুতুলের মত সাজ পরা বা যন্ত্রের মত পরের ইচ্ছাধীনে কাজ করা অধীনতা। স্বাধীনতা ও অধীনতার এই সংক্ষেপ লক্ষণ।

আমরা মনে করি যে বামাগণকে জ্ঞান দান করা আমাদিগের কার্য্য। ইহাদ্বারা তাঁহারা কোন্‌টী সৎ কোন্‌টী অসৎ, কোন্‌টী কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্য সাধন ও অকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিবেন এইটী আমাদিগের আশা। পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দায়ী এবং অকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের জন্য দোষী গণনা করেন—তদনুরূপ পুরস্কার ও দণ্ডও দেন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ন্যায়বান্ ঈশ্বর প্রত্যেককে যে আবশ্যক মত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। এক জন মনুষ্য আর এক জনকে ধর্ম্ম সাধনে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে পারেন, কিন্তু বাধ্যবাধকতা প্রদর্শন করিয়া অন্য দ্বারা সহস্র সৎকার্য্য সম্পাদিত করিলেও তাহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না। অতএব নারীগণ কোন রূপে পুরুষগণের দাস বা যন্ত্র স্বরূপ না হইয়া যাহাতে স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন তাহার উপায় করিতে পারিলেই স্ত্রীগণের যথার্থ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে এবং তাঁহারা সহজে সেই পথে অগ্রসর হইয়া আপনাদিগের ও জনসমাজের কল্যাণ বিধান করিবেন।

অদ্য আমরা একটী স্ত্রী-সমাজের প্রস্তাব করিতেছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পুরুষের ন্যায় নারীগণ সমবেত হইয়া কার্য্য করেন এবং তাহাতে কেমন সুন্দর রূপে কত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হয়! এদেশের স্ত্রীলোকেরা কি কখন কোন সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে মিলিত হন? তাঁহারা এক নিমন্ত্রণ স্থলে বা যাত্রাস্থলে অনেকে একত্র হন এবং তাহাতে পরস্পরের অহঙ্কার, দ্বেষ হিংসা কলহ বৃদ্ধি, বা অতি ইতর সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অশিক্ষিত চির পরাধীন অবলাগণ হইতে আর অধিক

কি প্রত্যাশা করা যাইবে? কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক নারীত শিক্ষিত, সভ্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মালোকরঞ্জিত হইতেছেন, তাঁহারা সুবিধামতে কি পরস্পরে মিলিত হন? কিসে আপনাদিগের হীনতা দূর হইবে, প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, পরিবার সকল বিশোধিত, সমাজ সংস্কৃত হইবে তাহার উপায় চিন্তা করেন? অন্ততঃ তাঁহারা নিজের যত্নে আপনাদিগের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য সকল কতদূর সম্পাদন করিতে পারেন তাহার উপায় কি অবলম্বন করিয়া থাকেন? পুরুষেরা তাঁহাদিগের যে উন্নতি দান করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা নিজে সচেষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে কি যোগ দিতেছেন? নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া একটী পথে অগ্রসর করিয়া দিলে কি হইবে? যেখানে তাহাদিগকে রাখা যাইবে সেই খানে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে। হে বঙ্গীয় ভগিনীগণ! সচেতন হও! আপনাদিগের উৎসাহ ও বল প্রদর্শন কর। তোমাদিগের সম্মুখে প্রশস্ত কার্য্য ক্ষেত্র রহিয়াছে, স্বাধীনতা ও সুখ সচ্ছন্দের শত দ্বার প্রসারিত। আপনা আপনি ঐক্য বন্ধন করিয়া আপনাদিগের উন্নতির চেষ্টা কর। পুরুষদিগের হস্ত ধারণ করিয়া পদ চালনা শিক্ষা কর, কিন্তু চিরকাল তাহাদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে অল্প কল্যাণ লাভ করিবে। পাঁচটী উন্নত স্ত্রীলোক একত্র হইয়া স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিলে যত কৃতকার্য্য হইবে শত পুরুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

আমাদিগের ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ বঙ্গীয় নারীকুলের ভাবী উন্নতির পথ প্রদর্শিনী। আমরা একান্ত আশা করি তাঁহারা আলস্য, অনৈক্য, ঔদাসীন্য, অধীনতা ও স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি নীচ ভাবে কলঙ্কিত না হইয়া আপনাদিগের উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিউন এবং একটী বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ সংগঠন করিয়া আপনাদিগের যত্নে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে নিযুক্ত হউন। জলে না নামিলে সন্তরণ শিক্ষা হয় না, কার্য্যে নিযুক্ত না হইলেও বল লাভ হয় না। "সৎকার্য্য সাধনে ঈশ্বর সহায়" এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন, দেখিবেন যাহা এখন অসাধ্য বোধ হইতেছে, সুসাধ্য হইয়া যাইবে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর পদার্থ যে তাহা কোমলহৃদয় বামাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে ইচ্ছা হয় না। মনুষ্যের সৃষ্টিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ইহাদ্বারা পৃথিবী যে কত অসংখ্য বার রক্তস্রোতে ভাসিল, কত মনুষ্য যে ধন মান প্রাণ হারাইল এবং কত নির্দ্দোষ নিরীহ ব্যক্তি যে নিরপরাধে নির্যাতন সহ্য করিল তাহা কে গণনা করিতে পারে? এক এক সময় ইহাদ্বারা যত মাতা ক্রোড়শূন্য, যত সাধ্বী বিধবা এবং যত সন্তান পিতৃহীন হইয়াছে, এত কি কখন আর কোন ঘটনা দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে? অনেকে মনে করেন অসভ্যকালেই যুদ্ধ হত্যার নৃশংস ব্যাপার ছিল, এ সভ্য সময়ে সে প্রকার নির্ব্বোধ নিষ্ঠুরের কার্য্যে কেন লোকে হস্তার্পণ করিবে? বাস্তবিকও পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সমাজে স্নেহ ও সদ্ভাবের যত বৃদ্ধি হইবে, ততই যুদ্ধের নাম বিলুপ্ত হইয়া শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্য বিস্তারিত হইবে এবং যত মনুষ্যগণ এক ঈশ্বরকে পিতা এবং পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিবে ততই যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া পড়িবে এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু এই সুখকর আশার দিন যে কত দূরে, তাহা কে বলিতে পারে? সুসভ্য জ্ঞানাভিমানী ও ধর্ম্মাভিমানী জাতিদিগের মধ্যে যদি এই আসুরিক ঘটনা চলিতে লাগিল, তাহা হইলে অদ্যাপি পৃথিবীর অবস্থা যে অতি শোচনীয় তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ যুদ্ধকে আবশ্যক ও ইষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কোন্ স্থলে আবশ্যক? আত্মরক্ষার্থে ইহা আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই। এই জন্য স্বদেশ রক্ষার্থ, স্বাধীনতা লাভার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা বীরধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু সেরূপ যুদ্ধ সচরাচর ঘটে না, এবং ঘটিলেও তাহা কেবল আত্মরক্ষার সীমায় বদ্ধ না থাকিয়া বৈরনির্যাতনে পরিণত হয়। রাজায় রাজায়, দেশে দেশে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়, তাহার ফলে যদিও সৃষ্টি উৎসন্ন যায় কিন্তু তাহার কারণ অতি সামান্য। বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘটনা তাহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। যুদ্ধ হইতে রাজ্যের নূতন

পত্তন, নিয়ম সংশোধন, প্রাচীন কুসংস্কার নাশ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অনেক লাভ হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের জগতে কোন্ কার্য্য মঙ্গল ফল প্রসব না করে? রোগ, শোক, মৃত্যু, পাপ সকল হইতে দয়াময় ঈশ্বর কল্যাণ উৎপাদন করেন। কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা যে অবর্ণনীয় অগণ্য বিপদ্ ঘটে তাহার জন্য যুদ্ধকর্ত্তারা কি সম্পূর্ণ দায়ী নহেন? শরীরের বল দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করা পশু ও অসভ্যের কার্য্য। সভ্যজাতিরা সদ্ভাব ও সৎকার্য্য দ্বারা পরস্পরকে জয় করিবেন।

এক্ষণে আমরা একবার বর্ত্তমান যুদ্ধটীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। যে ইউরোপ খণ্ডে আমাদিগের রাজদেশ ইংলণ্ড, তথায় ফ্রান্স ও প্রুসিয়া নামে আর দুইটী প্রধান রাজ্য আছে। ফ্রান্স ইংলণ্ড অপেক্ষাও প্রাচীন এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলা যায়। প্রুসিয়া অতি অল্প দিন গণনাস্থলে আসিয়াছে, কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যে ইহাও ক্ষমতায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমতুল্য। বহুকালাবধি ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের শত্রুতা ছিল, কিন্তু কিছুকাল হইতে মিত্রতাবন্ধন হইয়াছে। ১৮১৫ অব্দে ওয়াটারলুর প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ফ্রান্সের সম্রাট্ অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টী পরাস্ত হন, তাহাতে ইংলণ্ড ও প্রুসিয়া উভয়েই তাঁহার দমনার্থ চেষ্টা করে এবং প্রুসিয়ারাই তাঁহাকে কারাবদ্ধ করে। প্রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের মিলন বরাবর আছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত প্রুসিয়রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়। আমাদিগের রাজ-জামাতার নাম হোহেনঝলারন্। ফ্রান্সের দক্ষিণে স্পেন নামে একটী রাজ্য আছে। ইহা ফ্রান্স অপেক্ষাও প্রাচীন্ এবং ইহার রাজ্ঞী ইসাবেলার সাহায্যে ১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলম্বস্ নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করেন। কিছু দিন হইল স্পেনের লোকেরা তত্রত্য বিধবা রাজ্ঞীর প্রতি বিরাগী হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করে এবং ইউরোপের কোন রাজবংশ হইতে একটী উপযুক্ত রাজা মনোনীত করিবার চেষ্টা করে।* যুবরাজ

* রাজ্ঞীর শিশু পুত্র এক্ষণে স্পেন রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। পদচ্যুতা রাজ্ঞীর প্রজাদিগের দুর্ব্ব্যবহার অনেক পরিতাপ করিয়াছেন।

হোহেনঝলারন্ সিংহাসন প্রার্থী হইলে স্পেনীয়েরা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্ দেখিলেন যে প্রুসিয়া ও স্পেন দুই রাজ্য একত্র হইলে ভয়ঙ্কর প্রবল হইবে, অতএব আপত্তি উত্থাপন করিলেন। হোহেন ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিলেন। ফ্রান্স মহারাজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রুসিয়া-রাজকে লিখিয়া দিতে বলিলেন যে তিনি আর কস্মিন্‌কালে এরূপ লোভ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করুন্। প্রুসিয়ার রাজা ইহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফ্রান্সও আনন্দ পূর্ব্বক সমর সজ্জায় প্রস্তুত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের অত্যন্ত গর্ব্ব হইয়াছিল, এবং ফরাসিরা পৃথিবী জয় করিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের অনেকে সম্রাটের রাজত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। অনেকে বলেন বিদ্রোহোন্মুখ প্রজাদিগকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সম্রাট একটী সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। তাহাতেই এই যুদ্ধ বাঁধান তাঁহার মনোগত ছিল। যাহা হউক যুদ্ধারম্ভে সম্রাট্ পত্নীর উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমভিব্যাহারে বীরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। এদিকে প্রুসিয়ার যুবরাজ অগ্রসর হইয়া ফ্রান্স রাজ্য আক্রমণ করিলেন। উভয় দলেই অপরিমেয় সৈন্য, উভয়েই প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেন, উভয় দলেই অনেক সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! ফ্রান্সের দর্প মাত্র সার হইল। প্রথম হইতেই জয়লক্ষ্মী প্রুসীয়দিগের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামিনী হইতে লাগি-লেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসের সন্নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শেষের উপক্রমে বোধ হইতেছে। সংবাদ আসিয়াছে সম্প্রতি ফ্রান্সের অনেক সেনা প্রুসিয়ার শরণাগত হইয়াছে এবং সম্রাটও নিজে প্রুসিয়া রাজের নিকট ধরা দিয়াছেন। তিনি সসৈন্যে যদি বন্দী হইলেন তবে প্রুসীয়দিগের জয়ের কি অবশিষ্ট রহিল? এই সকল ঘটনা উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু ইহার মূলে অনেক কারণ থাকিবে, তাহাতেই ফ্রান্সের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সম্রাটের প্রতি প্রজাগণ যে অনুরক্ত নয় এবং ফরাসীদিগের মধ্যে অনৈক্যতা প্রবেশ

করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই যুদ্ধ দ্বারা নেপোলিয়ানের এই লাভ হইল সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার বংশের রাজত্ব শেষ হইল। প্রুসীয়া জয়ী হইয়াছেন বটে, কিন্তু ফ্রান্স সাম্রাজ্য জয় করা কথার কথা নহে এবং তাহা করিলেও তাহার উপর রাজত্ব করা সহজ সাধ্য নয়। ফরাসীদের ন্যায় প্রুসীয়দিগেরও বিস্তর লোক হানি হইয়াছে। এই উভয় জাতি কি কারণে যুদ্ধ করিলেন এবং কি ফল লাভ করিলেন, স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে এককালে হাস্য ও ক্রন্দন করিতে হয়। যাহা হউক এই পর্য্যন্ত হইয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত হইলেও মঙ্গলের বিষয়।

বাজবাহাদুরের হিন্দুরাণী।

মালব বিদ্রোহের পর তদ্রাজ্যের পুনগ্রহণ কালে একটী শোকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। বাজবাহাদুরের গুণবতী হিন্দুভার্য্যা অত্যন্ত রূপবতীও ছিলেন। তিনি হিন্দিভাষায় অনেক গুলি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রিয়পতির পলায়নের পর তাহাকে দুর্ভাগ্য ক্রমে বিজয়ী আদম-খাঁর হস্তে নিপতিত হইতে হইল। আদম খাঁ তদীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বিস্তর অনুনয়েও নিষ্ফল হইলে, অবশেষে বল প্রয়োগের আশঙ্কা প্রদর্শন করাতে সাধ্বী কৌশল পূর্ব্বক বলিলেন, সন্ধ্যার সময় তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। যথাকাল সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রাজ্ঞী নানাবিধ মহামূল্য বসন ও অলঙ্কার দামে বিভূষিতা হইয়া, অবগুণ্ঠনাবৃত বদনে এক মহার্ঘ পর্য্যাঙ্কে শয়িতা রহিলেন। তাহার পরিচারিকাগণ তাহাকে নিদ্রিতা মনে করিয়াছিল। বিজয়ী আদম খাঁর আগমন মাত্র তাহারা রাজ্ঞীকে জাগরিতা করিতে গিয়া দেখিল তিনি হলাহল পানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অস্ত যায় দিনমণি, পশ্চিম গগনে
ঐ লোহিত বরণ।

কষিত কাঞ্চন বিভা, মেঘের অঞ্চলে কিবা,
বিজলীর রেখা প্রায়, শোভিত রঞ্জন।
কাল কামিনীর অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ।

ত্যজিল কিরীট কান্তি কাননের শৃঙ্গ, আর
পর্ব্বত শিখর।
তরুরে ত্যজিল মায়া, পাছে তার নাহি ছায়া,
ত্যজি পক্ষী গগণেরে কুলায়ে তৎপর।
ত্যজিয়াছে বাজরাজ মালব সুন্দর।

ত্যজিয়াছে বাজরাজ মালব সুন্দরীরে,
অনাথিনী প্রায়।
বিজাতী শত্রুর তরে, একাকিনী পশে ঘরে,
ধীরে ধীরে আজ ধনী শয়িত শয্যায়।
বসন অঞ্চলে ঢাকি বদন বিভায়।

আসিছে আদম জয়ী লভিতে সুন্দরীরে
মালবের সার।
উল্লাসে প্রমত্ত মন, লভিতে শ্রমের ধন,
এত যে কোরেছ রণ, আজি পুরস্কার।
লভিবে বিজয়ী আজ রাজীব আশার।

সদর্পে পশিছে জয়ী রাণীর আগারে, আহা
সুখ নিকেতনে।
সৌরভে পূরিল ঘ্রাণ, সার্থক নয়ন প্রাণ,
মহার্ঘ বসনে ঢাকা সুন্দরী বদন।
রূপেতে করিল জয় বিজয়ীর মন।

একাকিনী শুয়ে বামা শোভিত শয্যায়, আহা
মূরতি মোহন।
নীরব সে নিকেতন, বহে সুধু সমীরণ,
দুখশ্বাসে ক্ষণে ক্ষণ, করিতে রোদন—
কোথা বাহাদুর বাজ আজ হে এখন !

উল্লাসে আইল জয়ী হরিতে কুসুম রে,
মালব উদ্যানে।
মোহিত বীরের মতি, আইল সে দ্রুতগতি,
দেখে ধনী নিদ্রাবতী, মলিন বয়ানে।
নাহি শ্বাস, নাহি হাস, নাহিক সজ্ঞানে।

চমকিল বীরহিয়া দেখিয়া সুন্দরীরে
স্থির অচঞ্চল।
"উঠ উঠ প্রাণ ধন, এই দেখ কে এখন"ঃ—
কহিল জয়ী তখন, ফেলিয়া অঞ্চল।
নাহি বাক্, নাহি সরে বদন কমল।

ধর হে মালবজয়ী সুন্দরীর কর, তোল
হাতেতে ধরিয়া।
দেখ তার মুখ ধরি, কাঁদিছে কি সে সুন্দরী,
দুখিনী কি বাজরাণী রাজত্ব লাগিয়া ?
ধরমের দুর্গ তার কে লয় জিনিয়া ?

ধরিল সুন্দরী-কর, ফেলিল সে কর ফিরে,
ত্যজিয়া নিশ্বাস।

দেখ ওহে দুরাচার, নিধন কেমন তার,
বাড়ায়েছে রূপ, তোমা করিয়া নিরাশ।
ছুঁয়োনা সতীরে যাও আপন আবাস।

হলাহল পানে ধনী ত্যজিয়াছে প্রাণ রে,
তোমার জ্বালায়।
ওই দেখ বিষাধার, পাশেতে রোয়েছে তার,
শিখাইতে দুরাচার, ধরম তোমায়।
কেমন প্রশান্ত মনে সেবিয়াছে তায়!

ফিরে যাও হে বিজয়ী, নারী-পরাজিত তুমি
হয়েছ নিশ্চয়।
বোলো লোকে প্রকাশিয়া, এ নারীরে বীর হিয়া,
তব বীর তরবারি হোতেও দুর্জ্জয়।
সতীর সতীত্ব কভু ভাঙ্গিবার নয়।

এ নারীর ধর্ম্মযশ ঘোষিবে কবির গীত
চিরদিন ভবে।
যুগান্তর গত হবে, তোমারে দুষিবে সবে,
যশের মন্দিরে সতী সজীবন রবে।
বীরাঙ্গণা সতী বলে দশে তারে কবে।

প্রাণি-বিদ্যা।

বিহঙ্গ জাতি।

মনুষ্যাপেক্ষা যত নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণির বিষয় আলোচনা করা যায়, দৃষ্ট হইয়া থাকে যে ক্রমে শারীরিক গঠন ও শক্তির হ্রাস ও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যাপেক্ষা চতুষ্পদ জন্তুদিগের আকৃতি অনেক

নিকৃষ্ট। মনুষ্যের শ্রী চতুষ্পদ জন্তুতে দৃষ্ট হয় না, আবার চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা পক্ষীদিগের গঠন নিকৃষ্ট। দুই হস্ত ও দুই পদের পরিবর্ত্তে চারি পদ, আবার চারি পদের পরিবর্ত্তে দুই পদ এবং দুই পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। মনুষ্যের শরীর রোমাদি দ্বারা আবৃত নহে, চতুষ্পদদিগের শরীর রোম ও চর্ম্মে আবৃত, পক্ষিগণ পালকে আবৃত। আমাদের যেমন দুই হস্ত পক্ষিদিগের সেইরূপ দুইটী পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে। তাহাদের মুখ, চক্ষু, নাসিকা ও শ্রবণ আছে। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তুর ন্যায় ফুস ফুস দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করে এবং ইহাদের শোণিত উষ্ণ। যদিও এই সমস্ত বিষয়ে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু শাবকোৎপত্তি বিষয়ে ইহাদিগের সহিত মৎস্য জাতির সাদৃশ্য আছে। মৎস্যদিগের ন্যায় পক্ষিগণ অণ্ড প্রসব করে। ইহাদিগকে অণ্ডজ কহে। ইহাদের হৃদয়ের প্রকোষ্ঠ আছে।

পক্ষীরা কি কারণে সহজে উড়িতে পারে তাহাদিগের শারীরিক গঠন সুন্দররূপে আলোচনা করিলেই হৃদ্গত হইবে।

কঙ্কাল। পশুদিগের অপেক্ষা পক্ষীদের গ্রীবা দীর্ঘতর এবং সকল দিকে চালিত হইতে পারে। ইহারা ভূমি বা জলমধ্য হইতে গ্রীবা প্রসারণ দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে এবং গ্রীবা দীর্ঘ না হইলে তৎকার্য্য সম্পাদনের ব্যাঘাত জন্মিত, সেই জন্য কৃপাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের পদদ্বয় অপেক্ষা গ্রীবাকে অধিকতর দীর্ঘ করিয়া দিয়াছেন। সন্তারক পক্ষীদিগের গ্রীবা তাহাদিগের শরীরাপেক্ষা দীর্ঘতর যেহেতু তাহা না হইলে তাহারা জলনিম্ন হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত না। বিহঙ্গদিগের জাতি অনুসারে গ্রীবাস্থ কসেরু (ঘাড়ের হাড়) সংখ্যার অল্পাধিক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত কসেরু দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন বিহঙ্গের ইহা অপেক্ষাও অল্প বা অধিক হয়। চটক পক্ষীর নয় খানি মাত্র, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র হংসের ত্রয়োবিংশতি সংখ্যা হইয়া থাকে। কসেরুরাজির অবস্থান গুণে গ্রীবার পরিচালিকা শক্তি ও শোভা হইয়াছে। তাহারা পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত ভাবে স্থাপিত হইয়া কার্য্য করে। যেমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোড়ের চাকা উপরে উপরে মন্দিরের ন্যায় করিয়া

রাখিলে হইয়া থাকে, এই গ্রীবার অস্থি খণ্ড গুলিও সেইরূপ। একখানি দীর্ঘ অস্থি দিলে তাহা যে দিকে ইচ্ছা সহজে চালিত হইতে পারিত না সেই জন্য পরমেশ্বর খণ্ড খণ্ড অস্থি উপরে উপরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং উহারা মাংস পেশী দ্বারা শরীরের সহিত আবদ্ধ থাকায় পড়িয়া যায় না; ইহাতে জগদীশ্বরের অসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে।

পক্ষীদের পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড অন্য প্রকারে সংস্থাপিত। তাহাদের পৃষ্ঠের গতি শক্তির আবশ্যকতা নাই সেই জন্য জগদীশ্বর তাহাকে সচল না করিয়া দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই প্রণালীর জন্য পৃষ্ঠাস্থি অত্যন্ত দৃঢ় ও সবল এবং শরীরস্থ আর সমুদায় অস্থির আধার স্বরূপ হইয়াছে। এই পৃষ্ঠাস্থির সহিত বিহঙ্গদের পক্ষাস্থির সংযোগ আছে। যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে না তাহাদের পৃষ্ঠাস্থি একবারে অচল হয় না, সুতরাং তাহারা শরীরকে কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালন করিতে পারে।

বিহঙ্গ কঙ্কালে আর একটী কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে তাহাদের বক্ষাস্থি হইতে এক খানি পক্ষাধার অস্থি বহির্গত হয়। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা পক্ষদ্বয় সঞ্চালিত হয় এই অস্থি তৎ সমস্তের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। উড্‌ডয়ন শক্তির ন্যূনাতিরেকে এই অস্থির দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। হংস, কুক্কুট, উষ্ট্র পক্ষী প্রভৃতি যে সমস্ত বিহঙ্গ উড়িতে পারে না তাহাদের ঐ পক্ষাধার অস্থি নাই।

শ্বসনক্রিয়া। বিহঙ্গদিগের শ্বসনক্রিয়া অতি চমৎকার ব্যাপার। ইহাদের ফুস্‌ফুস্ আমাদের ন্যায় বক্ষ বিবরে সংস্থাপিত না হইয়া পঞ্জরের সহিত সংযোজিত, এবং ঐ ফুস্‌ফুসের গাত্রে অনেকগুলি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র মধ্য হইতে কতিপয় বায়ু নালী বহির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে; সুতরাং বায়ুকোষ মধ্যে নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গৃহীত হয় তাহা ঐ বায়ুনালী সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষীদিগের অস্থি শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা, আমাদের অস্থির মধ্যে যেমন মজ্জা থাকে তাহাদের অস্থিতে সেরূপ নাই। কিন্তু যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে না তাহাদের অস্থি শূন্য গর্ভ নহে। উড্‌ডয়নশীল পক্ষীদিগের অস্থি শূন্যগর্ভ হওয়ায় তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের

পালকের মূলভাগ পর্য্যন্ত বায়ু গমন করে। এইরূপে সমুদায় শরীরটী বায়ুপূর্ণ হওয়ায় অত্যন্ত লঘু হয় এবং উড়িবার পক্ষে বড় উপযোগী হইয়া থাকে। কোন জন্তুর শরীরের মধ্যে এরূপ বায়ু প্রবেশ করে না। আমাদের বায়ুকোষেতেই বায়ু সঞ্চিত থাকে, কিন্তু পক্ষীদিগের সর্ব্বাঙ্গ বায়ুপূর্ণ। যদি কোন উড্ডয়নশীল পক্ষীর কোন অঙ্গের একখানি অস্থি ভগ্ন হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থান দিয়া বায়ু বিনির্গত হইয়া থাকে। বিহঙ্গদিগের শ্বসনক্রিয়া এরূপ প্রবল বলিয়া তাহাদের শোণিতের উষ্ণতা অধিক। মনুষ্য শোণিতাপেক্ষা পক্ষিশোণিত উষ্ণতর। আমাদের শোণিত ৯৮, কিন্তু পক্ষিশরীরে তাপমান যন্ত্র ধারণ করিলে এক শত কখন বা এক শত দশ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উঠিয়া থাকে। এইরূপ আন্তরিক উষ্ণতা থাকায় পক্ষীরা অত্যন্ত শীত সহ্য করিয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চলন। বিহঙ্গদিগের রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া বিষয়ে স্তন্যপায়ীদিগের সহিত কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পক্ষিহৃদয়ের চারিটী প্রকোষ্ঠ। তন্মধ্যে দুইটী নিম্ন প্রকোষ্ঠ, দুইটী ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ। শোণিত বামদিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে প্রবাহিকা নাড়ী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়, পরে দক্ষিণ ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ নিম্ন প্রকোষ্ঠে এবং তথা হইতে শিরা দ্বারা বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হয় এবং অম্লকর বায়ু সংযোগে বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বাম ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে এবং তদনন্তর বাম নিম্ন প্রকোষ্ঠে গমন করে। আমাদিগের শরীরেও রক্ত এইরূপে চলিয়া থাকে।

আবরণ। বিহঙ্গদিগের গাত্রাবরণের বর্ণ ও আকারের এরূপ বৈচিত্র যে তাহা কল্পনাতেও অনুভব করা যায় না এবং তাহা দর্শন করিলে অপার আনন্দ অনুভূত হয়। উৎক্রোশের পক্ষ ঘন এবং দৃঢ়, উষ্ট্র পক্ষীর পালক এলায়িত এবং কুঞ্চিত (অর্থাৎ আল্‌গা এবং কোঁকড়ান) এবং পেঙ্গিন নামক বিদেশীয় পক্ষীর শল্ক (আঁইশ) সদৃশ আবরণ দেখিলে তাহাকে পক্ষী বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের বর্ণও নানা প্রকার। নীলকণ্ঠ পক্ষীর উজ্জ্বল নীলবর্ণ, কোকিলের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কাকাতুয়ার পবিত্র শুভ্রবর্ণ, ময়নার রক্তবর্ণ, বৌকথাকর হরিদ্রাবর্ণ, টিয়ার হরিদ্বর্ণ, শালিকের পাটল বর্ণ, ছাতারিয়ার

পাংশু বর্ণ, এবং ময়ূরের নানাবর্ণ রঞ্জিত মনোহর বেশ সন্দর্শন করিলে কাহার মনে না আনন্দ রসের সঞ্চার হয় এবং কোন্ পাষাণ মন না পরমেশ্বরের অপার যশঃকীর্ত্তন করে?

পক্ষীদিগের পালক যে কেবল শোভার নিমিত্ত তাহা নহে। পরমেশ্বর সকল পদার্থকেই শোভা এবং প্রয়োজন সাধন এই উভয় গুণ প্রদান করিয়াছেন। পক্ষীদিগের পালক তাহাদের শরীরের উষ্ণতা সম্পাদন এবং ডিম্বে তাপদান কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাহাদের পক্ষ দ্বারা যে উড্ডয়ন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় তাহা বলা বাহুল্য। উহার আকার ও বর্ণের বৈচিত্র এবং অপরিচালকতা শক্তি থাকায় আলোক, উত্তাপ এবং তাড়িত সম্বন্ধে পক্ষিদেহের যে কত অভাব মোচন ও উপকার সাধন করে তাহা কে বলিতে পারে? জলচর পক্ষীদিগের পালক সর্ব্বদা জলবাস বশতঃ ভিজা থাকিবার সম্ভাবনা, সেই জন্য পরম জ্ঞানবান পরমেশ্বর তাহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি তৈলোৎপাদক গ্রন্থি দিয়াছেন তাহা হইতে পক্ষিগণ ইচ্ছামত তৈল বহির্গত করিতে পারে। তাহারা আবশ্যক মত সেই তৈল সর্ব্ব শরীরে অক্ষণ করে, তন্নিবন্ধন তাহাদের পক্ষ জলে সিক্ত হয় না এবং এইরূপে দেহতাপ সংরক্ষিত হয়।

কোন কোন পক্ষী অত্যন্ত ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারে। চিল শকুনি এবং এই জাতীয় অপরাপর পক্ষী যে কত উচ্চে উঠিতে পারে তাহা কাহার অগোচর নাই। বৃহৎকায় শকুনি বা বাজ যখন ঊর্দ্ধে উড়িতে থাকে তখন তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র চামচিকার ন্যায় বোধ হয়। তাহারা সচরাচর ১০ বা ১৫ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে গমন করে। হিমালয়ের যক্ষ নামক শৃঙ্গেরও প্রায় পঞ্চ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে আমরা ইহাদিগকে উড়িতে দেখিয়াছি। যক্ষ শৃঙ্গ সমুদ্র বক্ষ হইতে ৮০০০ ফিট, সুতরাং এই পক্ষিগণ প্রায় ১৩ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে গিয়াছিল। আমেরিকার আণ্ডিস নামক পর্ব্বতে এক প্রকার গৃধ্র আছে তাহারা দ্বাবিংশতি সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে।* ইহারা ১০ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে; কিন্তু ১৫ সহস্র ফিটের ঊর্দ্ধে সর্ব্বদা তুষার থাকে বলিয়া তথায় বাস করে

* প্রায় দুই ক্রোশ।

না। এই সকল পক্ষী প্রায় অবিশ্রান্ত ৫৬ ঘটিকা কাল উড়িতে পারে। বাদুড়, বক, কাক, প্রভৃতি পক্ষীও দুই তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত উড়িতে পারে, কিন্তু সকল পক্ষীর এরূপ শক্তি নাই। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রিগেট নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন তাহারা কখন বিশ্রাম করে না। তাহাদের পুচ্ছের দৈর্ঘ্য এবং গলদেশস্থ বায়ুস্থলী পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহারা কেবল শূন্যেতেই বাস করে এবং কেবল ডিম্ব প্রসব কালে এক একবার স্থলে আগমন করে। ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা বোধ হয়। ইহারা সমুদ্রতটে বাস করে এবং স্থল হইতে প্রায় ৬০০ শত ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। গেনেট নামক এক প্রকার হংস আছে, তাহারা ইংলণ্ড ও তন্নিকটস্থ সমুদ্র হইতে মৎস্যাদি ধারণ করিয়া ভক্ষণ করে। তাহারা মাচরাঙ্গা পক্ষীর ন্যায় জলের উপর উড়িতে২ মৎস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ প্রবল বেগে তাহাদের উপর পতিত হয় যে তখন জল মধ্যে এক শত বা তদধিক হস্ত পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। একদা পেনেণ্ট নামক একজন সাহেব একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ফলকের উপর কয়েকটী মৎস্য রাখিয়াছিলেন। একটা গেনেট তাহা দেখিতে পাইয়া এরূপ প্রবল বেগে তদুপরি পতিত হইয়াছিল যে সেই দেড় বুরুল কাষ্ঠ ভেদ করিয়া তাহার চঞ্চু অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু পক্ষীটীর কণ্ঠনালী ভগ্ন হওয়ায় পঞ্চত্ব পাইল।

প্রত্যঙ্গ। বিহঙ্গদিগের উরু এবং পা আমাদের ন্যায়। কিন্তু তাহাদের উরুদেশের অস্থি আমাদের ন্যায় দীর্ঘ নহে। তাহাদের চারিটী করিয়া প্রতি পদে অঙ্গুলি আছে। তন্মধ্যে তিনটী সম্মুখের দিকে অপরটী পশ্চাদ্ভাগে থাকে। কোন কোন পক্ষীর দুইটী অঙ্গুলী পশ্চাদ্ভাগে থাকে। যেমন কাটঠোকরা প্রভৃতির। কোন কোন পক্ষীর তিনটী কাহার কাহার দুইটী মাত্র অঙ্গুলী দেখা যায়। পক্ষীদিগের পদ ও অঙ্গুলী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ হইয়া থাকে। চিল, বাজ, শিকরা প্রভৃতির অঙ্গুলীতে সুতীক্ষ্ণ নখর আছে তাহারা তদ্দ্বারা শিকার ধরিয়া থাকে; হংস, পানকৌটি প্রভৃতির পদাঙ্গুলি লিপ্ত, তাহারা তদ্দ্বারা সন্তরণ করে,

কুক্কুট, পেরু প্রভৃতি অঙ্গুলী দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া তন্মধ্য হইতে কীট পতঙ্গ সর্ব্বদা ধরিয়া ভক্ষণ করে; কোকিল, কাটঠোকরা, টিয়া প্রভৃতি তাহাদের অঙ্গুলী দ্বারা বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়, এই সকল পক্ষী ভূমির উপরে সচ্ছন্দে বসিতে পারে না। উটপক্ষী হরিণ বা অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে পারে, ইহাদের পদের অত্যন্ত বল। আর কতকগুলি পক্ষীর পদ অত্যন্ত দীর্ঘ, কারণ তাহারা জলের মধ্যে গিয়া আহার অন্বেষণ করে।

পক্ষীদের পদ যেরূপ বিভিন্ন প্রকার তাহাদের চঞ্চু (অর্থাৎ ঠোঁট) ও সেইরূপ। শিকারী পক্ষীদের চঞ্চু ক্ষুদ্র, বক্র, দন্তুর এবং সবল। শকুনি, বাজ, শিকরা প্রভৃতির এইরূপ। ইহার মধ্যে শিকরাদিগের ঠোঁটই সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও ক্ষুদ্র, বক্র এবং দন্তযুক্ত। কিন্তু চিলের ঠোঁট শিকরার ন্যায় বক্র বা দন্তযুক্ত নহে এবং সে তাহা অপেক্ষা ভীরু স্বভাব। শকুনির ঠোঁট শিকরা ও চিলের অপেক্ষা অল্প বক্র সুতরাং দুর্ব্বল, এবং ইহারা কখন শিকার করে না, মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে। যে সমস্ত পক্ষী মৎস্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি ভক্ষণ করে তাহাদের ওষ্ঠ দীর্ঘ এবং চিমটার ন্যায়। যাহারা শস্য ও ফলাদি ভক্ষণ করে তাহাদের ওষ্ঠ ক্ষুদ্র, পুরু, সূচাকার অথবা উপরিভাগে বক্র, যেমন চড়ুই, শালিক, বুলবুলী ইত্যাদি।

চিত্তবিনোদিনী।

(১২৯ পৃষ্ঠার পর)।

একদা অপরাহ্নে ঐরূপে এক ব্যক্তি উক্ত দোকানের সম্মুখে বসিয়া নানাবিধ সুর সহকারে "অমৃত সমান" মহাভারতের কথা পড়িতেছেন এবং কতিপয় ব্যক্তি কর্ণময় হইয়া নিঃশব্দে শুনিতেছেন, এমত সময় সহসা দুইটী আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত। একজন প্রকাণ্ড শ্মশ্রু-বিশিষ্ট ভীষণাকার ব্যক্তি, অপরটী মর্কট প্রায় বিশ্রী ও খর্ব্বাকার। শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইবার পূর্ব্বেই তদ্দর্শনে পাঠকের বাক্যরোধ

হইল এবং শ্রোতাগণ চক্ষু মাত্র হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহার গম্ভীর স্বরে "কীর্ত্তি বাবুর বাটী কোথায়" এই প্রশ্ন করাতেও কোন উত্তর প্রদত্ত হইল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসায় এক ব্যক্তি ভয়ে কম্পিত ও সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিল "কীর্ত্তি বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন।" আগন্তুক কহিলেন, "ভাল তাঁহার কে আছে?" উত্তরদাতা সাহস পাইয়া কহিল "মহাশয় তাঁহার হতভাগ্য সর্ব্বনাশকারী জামাতা কখনই বাটীতে আসেন নাই; আমরা তাহাকে বিংশ দ্বাবিংশ বৎসরাবধি দেখি নাই। কতবার রাজপুরুষ আসিয়া সন্ধান করিয়া গিয়াছেন. আমরা কি মিথ্যা কহিতেছি। আহা তাহার পুত্রও আবার সেই রোগ প্রাপ্ত হইল. সেই সর্ব্বনাশকারী বিদেশে গেল? "বাপ কি বেটা সিপাহী কি ঘোড়া" তাহারও কোন সংবাদ নাই; আবার দোকানী খুড়া কহেন কি এক লড়াই হইবে না কি? আহা বৃদ্ধ হইলে মতিচ্ছন্ন হয়, কীর্ত্তি বাবুর দোষেই তাঁহার দৌহিত্রের এদশা হইল। আহা তাহার দুঃখে গ্রামের সকলেই দুঃখী। কিন্তু সে তাহার পিতার ন্যায় অহঙ্কারী নয়, হবে না কেন? সেন রক্ত তাহার শরীরে আছেত। এতক্ষণ আগন্তুক শান্তভাবে শুনিতেছিলেন এক্ষণে ব্যগ্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কীর্ত্তি বাবুর বাটীতে এখন কে আছে?" উত্তরদাতা কহিল "কে আর আছে? হুঁ পোষ্য পুত্র, পরগাছা—গৌর বাবু কি এখন তেমন আছেন? তাঁরই বা দোষ কি এই জন্যই ত তিনি বিবাহ করিতে চাহেন নাই, আহা ভাগিনেয় অন্ত প্রাণ ছিল, সে ভাব থাকিলে কি আর ঐ বালককে দেশান্তরে যাইতে হইত। কিন্তু বিদেশীয় স্ত্রী তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিল। আহা কীর্ত্তি বাবুর বংশটা বিদেশ বিবাহেই নষ্ট হইল। এক জামাতা আর এক বধূ সর্ব্বনাশ করিল।

আগন্তুক কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "সেই জামাতার আরও গুণ প্রকাশ হইয়াছে! এখনি দেখিতে পাইবে।" এই কথা কহিয়া গ্রামের ভিতর দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক সুদৃশ্য পুষ্পবাটিকার সম্মুখে আসিলেন। পুষ্পোদ্যানটী অতি পরিপাটী এবং দেশীয় পূজোপকরণীয় নানা জাতি পুষ্পে সুশোভিত। দুই বকুল বৃক্ষের মধ্যে তোরণ স্বরূপ পথ আছে; গবাদির প্রবেশ নিবারণার্থ দ্বারদেশে বংশাংশের মালা

ঝুলিতেছে। উদ্যানের অপর পার্শ্বে এক প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তি পাশা সতরঞ্চাদি বয়সোচিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। কেহ বহু চিন্তার পর সন্ধি স্থানে 'গজ' বসাইয়া "এক কিস্তিতে মাত করিবেন" বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কাহারও বা "কচেবার" ভাবে পাশা নিপতিত হইয়াছে. এমত সময়ে অকস্মাৎ সম্মুখে জনাগম দৃষ্ট হইল। শ্মশ্রু প্রযুক্ত আগন্তুক বিদেশীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেন। সেন বংশের আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীনেরা জনতায় যোগ দিলেন। আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি কহিলেন "মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন।"

আগন্তুক। আমি পশ্চিম, কাশী অঞ্চল হইতে আসিতেছি।

প্রাচীন। কোথায় যাইবেন?

আগ। কীর্ত্তি বাবুর বাটীতে।

প্রাচী। কি অভিপ্রায়ে?

আগ। এখনই প্রকাশ পাইবেক।

প্রাচী। আপনি রাজপুরুষ বটেন?

আগ। হঁা।

প্রাচী। মহাশয়! সে হতভাগ্য জামাতা কি জীবিত আছে? তাহাকে ত এ গ্রামে কখনই আসিতে দেখি নাই। ১০ বৎসর হইল পূর্ব্বে রাজ-পুরুষ মহাশয় কহিয়া গিয়াছেন আর বৃথা অনুসন্ধান করিতে আসিবেন না। তবে আবার গোলযোগ কেন?

আগ। এক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলে সিপাহী সৈন্যেরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। সেই জামাতা তাহাদের সংযোগে রাজবিদ্রোহী হইয়াছে। সন্দেহ হয় বাটীতে বিদ্রোহোত্তেজক পত্র পাঠায় তাহা অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি।

ক্রমে সকলে কীর্ত্তিবাবুর পুরাতন, ভগ্ন তোরণে উপস্থিত। সম্মুখে বাটীর পুরাতন চৌকীদার নিধিরাম রণবেশে দণ্ডায়মান। এই গোলযোগ শ্রবণ মাত্র ভীরু গুরুমহাশয় পাঠশালার ছুটী দিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়াছেন, বালকেরা ছিটা গুলির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। অধিকাংশ আগন্তু-

কের নিকট ; এবং কতিপয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল। এইরূপ একটি বার্ত্তাবহ কর্ত্তৃক সতর্কিত হইয়া নিধিরাম আপনার পদ ও মান্য দেখাইবার জন্য দৌবারিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। নচেৎ একখানি গামছা স্কন্ধে লইয়া প্রায়ই কর আদায় করিয়া বেড়ান। গামছা খানি আসিবার কালে তরকারীর বোঝা রূপে স্ফীত হয়। এক্ষণে বহুকালের পুরাতন, যত্নরক্ষিত পাগড়ী মস্তকে বাঁধিয়াছে ; গাত্রে একটি ছিন্ন পুরাতন অঙ্গাবরণ এবং কটিদেশে লাল কটিবন্ধ। এক পুরাতন মলিন কৃষ্ণবর্ণ করবাল বহু কষ্টে ধারণ করিয়াছে এবং বাম হস্তে শৈবালময় ভগ্ন ঢাল। উভয়ের ভারে আমাদিগের বীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। তাহার ভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া বালকগণ হাসিয়া উঠিল ; অমনি নিধিরাম ভ্রূকপালে তুলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তথাপি বালকেরা ক্ষান্ত না হওয়াতে অগত্যা সহ্য করিয়া দন্ত পেষণ পুরঃসর মনে মনে গালি দিতে লাগিলেন। আগন্তুক উপস্থিত হওয়াতে কোন্ হস্তে অভিবাদন করিবেন ভাবিয়া নিধিরাম ব্যাকুল হইলেন, একবার ঢাল রাখিতে যান, একবার তলবারি ভূমিতে রাখিতে গেল ইত্যবসরে আগন্তুক তোরণে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গেলেন, তখন নিধিরাম অপ্রস্তুত হইয়া ঢাল তলবারি ফেলিয়া দ্রুতপদে আগন্তুকের সম্মুখীন হইয়া ভূমিষ্ট হইলেন। এবং উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিলেন " বাবু বাটীতে হায়, মহাশয়ের ক্যা হুকুম্ হাম্‌কে বলুন হাম করতা হায়্।" আগন্তুক নিধিরামের বীরভাষা শুনিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন " গৌর বাবুকে কহ, আমি রাজপুরুষ, রাজাজ্ঞায় তাঁহার বাটীতে তদন্ত করিতে আসিয়াছি অতএব তাঁহার সম্মতি চাহি নতুবা যথোচিত করিব।" নিধিরাম জো হুকুম্ বলিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তদবধি তিনি অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর আগন্তুক নানা সন্ধান করিয়া এবং একক কীর্ত্তি বাবুর কন্যাকে নানা প্রশ্নাদি করিয়া, কহিলেন তাঁহার তদন্ত সমাপ্ত হইল, সেন পরিবারের কোন দোষ নাই কিঞ্চিৎ বিষণ্ন ভাবে ব্যস্ত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যাইবার কালে কীর্ত্তি বাবু বিহীনে গ্রামের দুর্দ্দশা, সেন পরিবারের বিপদ ইত্যাদি অনেক কথা শুনিলেন এবং কীর্ত্তি বাবুর দৌহিত্রের প্রচুর গুণ ব্যাখ্যা শুনিলেন।

তচ্ছ্রবণে করুণ-হৃদয় হইয়া কহিলেন তিনি গিয়া সেই জামাতার পক্ষে প্রমাণ দর্শাইয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পারেন ত তৎ-পুত্রকেও দেশে পাঠাইয়া দিবেন।

আগন্তুক দৃষ্টি বহির্ভূত হইবামাত্র নিধিরাম সাহসপূর্ব্বক দেখা দিলেন, তখন তাঁহার আস্ফালন দেখে কে? তিনি এক চড়ে আগন্তুক জনদ্বয়কে যমালয়ে পাঠাইতে পারিতেন যদি বাবু বারণ না করিতেন এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতে করিতে লম্ফ ঝম্ফে বীরত্ব দেখাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত, রেজো ঢুলী এতক্ষণ ভয়ে আরতি বাজায় নাই, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে-ছিল। এমন সময় শুনিল গোঁসাইজীর আকড়ায় গান আরম্ভ হইয়াছে, উল্লাসে রেজোও সেখানে উপস্থিত। এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত গ্রামের তাবৎ লোক বালক বৃদ্ধ যুবা সেন বাটীর মধ্যে বা সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দলবদ্ধ রহিল। বালকেরা আগন্তুকের মর্কট প্রায় সহচরের জঘন্য আকা-রের প্রতিরূপ করিতে লাগিল এবং নিধিরামের উপহাস্য ভাব স্মরণ করিয়া অট্টহাস্যে পূর্ণ হইল। বৃদ্ধেরা আগন্তুকের অভিসন্ধি অনুমানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং যুবারা বাবাজীর আকড়ায় আমোদে মত্ত।

পর দিবস রমণীরা দীর্ঘিকাকূলে মিলিত হইয়া (কার্ত্তি বাবুর কন্যার) আশ্চর্য্য ভাব আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন দশ বৎসর পূর্ব্বে সুমতির ঘরে সিঁধ হওয়াতে তিনি যেরূপ সহাস্য ভাব দেখাইয়া-ছিলেন এখনও সেইরূপ! ইহার গূঢ় মর্ম্ম কি? কেহ উত্তর দিলেন সতী স্ত্রী পতির উদ্দেশ মাত্রে পুলকিত হয়, পতির নাম সংযুক্ত বিপদও প্রীতি-কর বোধ করেন। তৃতীয় রমণী কহিলেন তৎকালে চোর আসিয়া তাঁহার পতির পরিচয় দেয়, গত কল্যও বোধ হয় পতির কোন পরিচয় পাইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ যিনি তিনি বুঝাইয়া দিলেন, যে কর্ত্তারা কহিয়াছেন আগন্তুক রাজপুরুষ ও সাধুলোক; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এইবারে সেন জামাতাকে একেবারে বিপন্মুক্ত করিয়া দিবেন, তজ্জন্যই সেন কন্যার পুলকিত ভাব।

বিলাতের পত্র।

স্ত্রীকুল হিতৈষিণী বিলাতের এক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাবতী রমণী আমাদিগের বঙ্গবাসিনী এক ভগ্নীকে কয়েক খান পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার একখান পত্রের কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"ফলতঃ আপনার পত্র যে আমাকে কি পরিমাণে আহ্লাদিত করিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। পৃথিবীস্থ সকল জাতির নরনারী যে নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার সহিত যে সকলেরই এক সাধারণ সম্বন্ধ আছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রকাশের নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই যে সেই একই প্রকার হৃদয় আছে ও বাহ্য বিষয়ে অনেক প্রভেদ থাকিলেও সেই একই প্রকার আত্মা যে সকলের রহিয়াছে, আপনার পত্র পাঠ করিয়া এই সত্য গুলি আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এমন আর কখন হয় নাই। উহা দ্বারা আমার ভারতবর্ষীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের বিষয় চিন্তা করিতে আমার হৃদয় এত প্রশস্ত ও গাঢ়ভাবযুক্ত হইল যে যাঁহারা আমার নিকট হইতে এতদূরে এবং এত বিভিন্ন তাঁহারা অন্তরের অতি নিকটে এবং অতি প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে এক এক বার আমার বড় ইচ্ছা হয় কিন্তু উহা বহু দূরে স্থিত এবং ইংলণ্ডে আমি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত তজ্জন্য কখন যে আমি যাইতে পারিব এমন বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভারতবর্ষীয় ভগ্নীদিগের নিমিত্ত এক এক সময় আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তাঁহাদিগের জন্য কোন কার্য্য করিতে বড় ইচ্ছা করে। আপনার পত্রের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিয়াছি। আপনি বিদ্যার অভাব জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আশা করি আপনার কন্যাদিগের যাহাতে উত্তম শিক্ষা লাভ হয় এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগের আপনার ন্যায় খেদ করিতে না হয় আপনি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি! আমি অনুরোধ করি আপনি এরূপ নিরাশ হইবেন না। কারণ আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার এরূপ বোধ হইল না যে যাহাকে আমরা অশিক্ষিত বলি উহা এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য

অনুভব ও দোষ গুণ বিচার করিবার আপনার শক্তি আছে এবং আপনার অনেক সৎ ও বিজ্ঞ চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ আপনি যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন আপনি তদ্দ্বারা আরো জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। জ্ঞানের অভাব বোধ যখন আপনার মনে এত প্রবল রহিয়াছে তাহাতেই আমার স্পষ্ট বোধ হইয়াছে আমার প্রিয় ভগ্নী আপনাকে আপনি যেরূপ বোধ করেন, তিনি তত পরিমাণে দুর্ব্বল ও অসহায় নহেন। আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ইংলণ্ডে যখন কোন রমণী বিবাহিত হইয়া সন্তানের মাতা হয়েন তখন তাঁহার পক্ষে যাহাতে সেই সন্তানগণের নম্রতা, বাধ্যতা ও ভালবাসা শিক্ষা হয় এবং সৎবিষয় সকল শিখিবার জন্য তাহাদিগের প্রবল প্রবৃত্তি জন্মে সেইরূপে তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য। কারণ স্নেহময়ী জননীরাই সন্তান প্রতিপালন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্রী। প্রকৃত নম্রতা, সাবধানতা এবং প্রীতি যে কিরূপ তাহা তাঁহারাই উপদেশ এবং বিশেষতঃ আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। অতি সামান্য ও অতি অশিক্ষিত জননী দ্বারাও এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এবং আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতে পারি আপনি সেই কার্য্য করিতেছেন। অতএব আপনি যখন সেই মহৎ ব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন তখন এই অবনী মধ্যে কে বলিতে পারে যে আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতেছেন না। শিশুদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও চরিত্র-গঠনের নিমিত্ত মাতার যে নিয়ত কত যত্নশীল ও সাবধান হওয়া আবশ্যক তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। সন্তান প্রতিপালনের গুরু কার্য্য ভার যখন আপনি বহন করিতেছেন তখন অপর কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যে আপনার আর অল্পই অবকাশ থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্তান প্রতিপালন করা যে কিরূপ মহৎ কার্য্য তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। জননীর জীবনের দৃষ্টান্ত সন্তানের মনে এমন প্রবলরূপে কার্য্যকারী হয় যে আমরা ইংলণ্ডে এইরূপ বলিয়া থাকি যে ব্যক্তি মহৎ ও সৎগুণ বিশিষ্ট তাহার

মাতা নিশ্চয়ই সেইরূপ কোন অসামান্য গুণবর্তী হইবেন। আপনার সন্তানেরা যাহারা এখন শিশু রহিয়াছে তাহারাই আবার ভবিষ্যৎ বংশের স্ত্রী ও পুরুষ হইবে এবং উহাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত আবার অন্যের জীবনের উপর বল প্রকাশ করিতে থাকিবে। আমি যাহা বলিতেছি আপনি উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন ইহা আমার অভিলাষ। কারণ আপনাকে আমি ভালবাসি এবং ঈশ্বর আপনাকে ইহ জীবনের যে সকল কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় কার্য্য ভার দিয়াছেন আপনি তাহাই সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সুখী বোধ করেন ইহা আমার কামনা।"

বিলাতের সংবাদ।

১। মিস ফেলোজ নাম্নী একটী ইংরাজ রমণী ভাস্করের কার্য্যে সুন্দর নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাতে একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে সেইটী ঐ মহিলা খোদিয়াছেন। তাঁহাতে তাঁহার বিলক্ষণ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিটীর অতি সুন্দর ও উচ্চ ভাবভঙ্গী হইয়াছে।

২। বিলাতে "মিস ফেতফুলের তর্ক-সভা" নামে একটী স্ত্রী-সভা আছে। এক দিবস সেই সভার অধিবেশনে মিস ওয়ালিংটন নাম্নী ভিক্টোরিয়া মেগেজিন পত্রের এক জন লেখিকা স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে একটী লেখা পাঠ করিয়া বলেন সমাজের নিয়ম দোষে এবং পুরুষ দিগের কুসংস্কার বশতঃ স্ত্রীলোক-দিগের প্রকৃত অবস্থা লাভের পথে অনেক সময় প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে; বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও প্রয়োজনীয় ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং পুরুষেরাই যে কেবল স্ত্রীদিগের ভরণপোষণার্থে অর্থোপার্জ্জন করিবে, এই মত আমি ঠিক্ বলিয়া স্বীকার করি না। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে বিবি ইঙ্গিস, বিবি হোরেস, সেন্ট জন প্রভৃতি অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা আপন আপন মত ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে সভার অধ্যক্ষ মিস ফেতফুল সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে সম্মান ও প্রশংসা সূচক বাক্য দ্বারা অভ্যর্থনা করিলে সভাপতি উত্থিত হইয়া ভারতবর্ষীয়া অবলাগণের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে একটী উৎ-

কৃষ্ট বক্তৃতা করেন এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীত কালের তুলনা করিয়া বলেন যে এখন চতুর্দ্দিকে যেরূপ উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদিগের উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি সাতিশয় ব্যগ্র ভাবে উৎসাহজনক শব্দ দ্বারা তরুণবয়স্ক ইংরাজ রমণীদিগকে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে এই মহৎ অভিপ্রায়ে তাঁহারা ভারতবর্ষে গমন করিলে তাঁহাদিগের সৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা মহোপকার সাধিত হইবে।

বিলাতে একটী "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক মতের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলের মধ্যে শান্তি ও প্রীতি প্রচারিত হয় তাহাই ঐ সভার এক মাত্র উদ্দেশ্য। সভা স্থাপন দিন অনেক লোক সভাস্থ হইয়া আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তন্মধ্যে এলিজাবেথ ব্লাকওয়েল নাম্নী প্রসিদ্ধ স্ত্রী-চিকিৎসক এক মনোহর বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিলাতস্থ বঙ্গবাসী কোন মহাশয়ের পত্র হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"এখানে আমাদিগের সাহেব হওয়া দূরে থাকুক, দেশীলোকদিগকে বাঙ্গালী করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। লিভারপুলে এক ভদ্র পরিবারে এক দিন ছুরি কাঁটা ফেলিয়া হাত দিয়া আহার করিলাম, অন্যান্য লোকেরাও যোগ দিল। ছেলেরা প্রাতঃকালে ঘরে আসিয়া "নমস্কার ভাল আছেন" এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করিত। কোন কোন পরিবারে নিরামিষ ঝোল ও তরকারি আমাদের গুণে প্রচলিত হইয়াছে। ভূমির উপরে কিরূপে বসিতে হয় তাহাও কেহ কেহ শিক্ষা করিয়াছেন।* মানচেষ্টারে একটী সভাতে বলিয়া ছিলাম, "আর আমাদের সাহেব হইবার প্রয়োজন নাই, যখন তোমরা মদ মাংস ছাড়িতেছ তখন তোমরাই শেষে হিন্দু হইবে।" এখানে যে আসে তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকের বড় আগ্রহ, যেমন তেমন হউক দুই পাঁচটা বলিতে পারিলেই হইল। রাস্তায় চলা বড় দায় সকলে তাকাইয়া থাকে, ছোট ছোট ছোকরা গুলা "ও ইয়ানকি" (আমেরিকার লোককে বলে) প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করে। গাড়ীর খুব সুবিধা, প্রায় বিলম্ব করিতে হয় না, রেলরোড, ওমনিবস্ এবং ক্যাব (গাড়ীর নাম) যে প্রকারে ইচ্ছা যাতায়াতের বড় সুবিধা; দক্ষিণ হস্ত তুলিলেই গাড়ীবান আসিয়া উপস্থিত হয়, এইটী এখানকার ইঙ্গিত। মফঃসলস্থ প্রায় ৪০টী স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল তন্মধ্যে অতি অল্পই রক্ষা করা হইয়াছে। প্রতি-

দিন. ভাত তরকারি আহার হইতেছে। এক একবার মনে হয় এটা বুঝি বিলাত নয়। না। সাহেবেরা যেখানে গাড়ী হাকায় ও বিবিরা যেখানে জুতাক্রুস করে সেই বিলাত এই।”

নূতন সংবাদ।

১। আমরা খাঁটুরা অন্তঃপুর শিক্ষার শিক্ষয়িত্রীর পত্র পাঠে জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং শিক্ষা এখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। অন্যান্য স্থানীয় শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাগণের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার বৃত্তান্ত পাইলে আমরা আহ্লাদিত হইব এবং তাঁহাদিগের অনভিপ্রেত না হইলে তাহা প্রকাশ করিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণের আহ্লাদ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিব।

২। সম্প্রতি বোম্বায়ের প্রার্থনা সমাজের সভ্যদিগের উৎসাহ ও যত্নে একটী উন্নত ও সংস্কৃত উদ্বাহ কার্য্য সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে এক উন্নত, সুশিক্ষিত সৎসাহসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পুরুষ একটী অনাথিনী রমণীর পাণি গ্রহণ, করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিধবা-বিবাহ বোম্বাইয়ে এইটী প্রথম হইল। অতএব ইহা উন্নতির লক্ষণ ও আহ্লাদজনক কার্য্য বলিতে হইবে।

৩। কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরে ঈশ্বরোপাসনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা-বৃদ্ধির কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। গত ভাদ্র মাসের ব্রহ্মোৎসব দিন ন্যূনাধিক পঞ্চাশ, জন ভদ্রকুল হিন্দু মহিলা উপাসনার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন।

৪। আমরা গতবারের পত্রিকার সংবাদ স্তম্ভের মধ্যে একস্থানে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহা পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। সম্প্রতি আমরা তৎ সম্বন্ধীয় একটী বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠিকাগণের গোচরার্থে নিম্নে অবিকল প্রকাশ করা হইল।

৫। “দেশ হিতৈষী মহাত্মা বাবু কেশব চন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর বঙ্গমহিলা পত্রিকার নারী কমিটী তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবেন। বঙ্গীয় যে সকল মহিলার এ বিষয় সম্মতি থাকে তাঁহারা অবিলম্বে নাম ধাম “বঙ্গমহিলা সম্পাদিকা” শিরোনামে খিদিরপুরে পাঠাইবেন।

৬। আমরা গত বৈশাখ মাসের পত্রিকায় পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার-স্থলে বঙ্গ-মহিলা পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়া ছিলাম “ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে আমরা সমধিক আহ্লাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।

অতএব এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।” তদবধি আমরা উক্ত পত্রিকার আহ্লাদজনক কোন বিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই নাই। উপরি উক্ত বিজ্ঞাপনটী দর্শনেও তজ্জন্য আমরা নিঃসংশয় চিত্তে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৭। এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী একটী বৃদ্ধ পুরুষের সহিত তাহাদিগের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ অবধারিত করেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিবাহ সভায় যৎকালে কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ হয়, পুরোহিত যথারীতি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কি ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবে স্থির করিয়াছ?” কন্যা উত্তর করিল, না। পুরোহিত বলিলেন তবে তুমি এখানে আসিয়াছ কেন? কন্যা উত্তর দিলেন আপনি প্রথম এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, পুর্ব্বে আর কেহ আমার মত জিজ্ঞাসা করেন নাই।

৮। সোমপ্রকাশ পাঠে জানা গেল টাকির জমিদার মৃত বাবু হরিনাথ চৌধুরীর কন্যা তত্রত্য বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৯। বঙ্গমহিলা লিখিয়াছেন।

হরিপাল হইতে এক বর বিবাহ করিতে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। স্ত্রী-আচারের সময় বরের শাশুড়ী বরণডালা লইয়া বরকে বরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রী বরের শাশুড়ীর পৃষ্ঠে ধাক্কা মারায় শাশুড়ী বরের উপর পড়িয়া যান, সুতরাং বরও চিৎ হইয়া ভূতলে পতিত হন। বরের মাথায় একখণ্ড প্রস্তর লাগিয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

১০। বেঙ্গলি বলেন, এক জন পরিচিত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছেন, বর্দ্ধমানের নিকট একটী বর বিবাহের পর বাসরঘরে শ্যালী প্রভৃতির সহিত তামাসা কৌতুক করিতেছিল, হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক তাঁহার রগে এমনি চপেটাঘাত করে যে তাহাতে বর কন্যার ক্রোড়ে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া ২০ জন স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া বিচারার্থ সমর্পণ করিয়াছে।

বামা জাতির অজ্ঞানতা ও দূষিত আমোদেচ্ছা প্রযুক্ত কি নৃশংস কাণ্ড, কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করিয়া অপমান ও দণ্ড প্রদান না করিলে কি আমরা পাপময় দেশাচার সকল পরিত্যাগ করিব না?

১১। মেডিকাল গেজেট নামক পত্রে লিখিয়াছে, ২ মাস বয়স্কা একটী ফিরিঙ্গীর কন্যার স্তন হইতে প্রত্যহ এক কাঁচ্চা করিয়া দুগ্ধ নির্গত হয়। পণ্ডিতগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সুস্থশরীর প্রসূতিদিগের স্তন দুগ্ধের ন্যায় ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে।

১২। ঢাকা হইতে এক ব্যক্তি অবলাবান্ধবে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন “পতিই স্ত্রীর এক মাত্র গতি” এইবিষয়ে পদ্যে কিম্বা গদ্যে যে অবলা একটী উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিবেন তিনি ৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম্ম করিতে নাই?

হে বঙ্গীয় ভগিনীগণ! তোমরা কি বিদ্যারূপ শশধরের জ্যোতিতে এতই উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছ যে ভ্রমান্ধ স্বরূপ গৃহ কর্ম্মে আর তোমাদের নয়নপাত করিতে ইচ্ছা হয় না। দুই এক পাত ইংরাজি উলটান নব্য সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া তোমরা কি এত স্বাধীনভাব ধারণ করিয়াছ যে বহুমুল্য কাঞ্চন অপেক্ষায় উজ্জ্বল ও শোভমান যে লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয় ও নম্রতা এ সকল এককালে সমূলে উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমরা কহিয়া থাক যে মনুষ্য ত সকলেই সমান তবে কেন আমরাই কেবল নিরর্থক গৃহকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করিব। হা প্রিয়তমাগণ! তোমরা যদি বাস্তবিক বিদ্যাবতী হইয়া থাক তবে মেমসাহেবদের ন্যায় ব্যবহারকে হৃদয় কন্দরে স্থান দিও না, সেটী বঙ্গীয় গৃহস্থ কামিনীর পক্ষে শোভা পায় না। দেখ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকে যেরূপ সুবিবেচনা ও সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা অশিক্ষিতা মুর্খা স্ত্রীর মনের অগোচর। আর দেখ যদি আমাদের পরম পিতা গৃহস্থাশ্রমে আমাদিগকে আবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে এই সংসার কি অসুখের স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত! তাহা হইলে এই পৃথিবীতে পাপের স্রোত কত বৃদ্ধি পাইত! আলস্যবশতঃ কাম ক্রোধ মদমাৎসর্য্যের কি প্রাদুর্ভাব হইত! কেহ কাহারও স্নেহ বাৎসল্যের অধীন হইত না। সকলেই স্বাধীনভাব ধারণ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইত। আমরা এই সংসার ব্রতে ব্রতী হইয়া যে কত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা একবার বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। রীতিমত গৃহকর্ম্ম করাতে এবং সুশিক্ষিত পরিবারে বেষ্টিত থাকাতে মন কত প্রফুল্লিত ও কত উৎসাহিত হয়। বুদ্ধি কেমন কার্য্যতৎপর ও হৃদয় কেমন দায়ায় আর্দ্র হয়। ধৈর্য্য গুণ কত বৃদ্ধি হয়। সতত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে মন কখন কুপথে ধাবিত হয় না। দুরন্ত শোকে মনকে জড়ীভূত করিতে পারে না। বুদ্ধির জড়তা ও চঞ্চলতা অপনীত হয়। এবং দৈহিক সম্বন্ধেও অনেক উপকার সাধন হয়। দেখ, যাঁহারা নিরর্থক আহার নিদ্রা ও গল্পেতে কালক্ষেপণ করেন রক্তের পরিচালন না হওয়াতে তাঁহাদের শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য ও জড় হয় এবং তাঁহারা আলস্যে এত পরাধীনা হইয়া পড়েন যে আবশ্যক স্নান ভোজনাদিতেও তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হয় এবং নানারূপ চিন্তায় তাঁহাদের অন্তর সতত দগ্ধ হইয়া যায়। আহা! নিষ্কর্ম্মাদের দিন কি দীর্ঘ বোধ হয়। স্নেহ দয়া যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে

উপলব্ধি করিতে পারেন না। আমরা যখন গৃহ কর্ম্মে পরিশ্রান্ত হই তখন সময় কি রত্ন বোধ হয়। নিয়মিত পরিশ্রম করিলে গ্লানি দূর হওয়াতে শরীর কেমন সবল হয়। পরিশ্রম করিলে আহারীয় দ্রব্য কেমন সুমধুর লাগে। যখন সকল পরিবার একত্র গৃহকর্ম্ম করি তখন মন কেমন উন্নত ভাব ধারণ করে। অনেকে রন্ধন কার্য্যকে সাতিশয় কষ্টকর কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কষ্টসাধ্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা বিশেষ শিল্প কার্য্যের শিক্ষা পাই এবং পরিশ্রমপুর্ব্বক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রগণকে ভোজন করাইয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করি। ভগিনীগণ! তোমরা এই আপত্তি করিতে পার যে গৃহকর্ম্ম বই কি আর মন স্থির করিবার অন্য কর্ম্ম নাই? লেখা পড়া ও শিল্পকর্ম্ম করিলে কি মন স্থির হয় না? প্রিয়ভগিনীগণ! তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি নিরন্তর তোমাদিগকে গৃহকর্ম্ম করিতে বলি না। তোমরা বাল্যকালে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্প নৈপুণ্য লাভ করিয়া যৌবনে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুগৃহিণী পদ বাচ্য হও এই আমার অভিপ্রায়। তোমরা মাতা পিতা ভাই ভগিনী স্বামী পুত্র লইয়া নিষ্কণ্টকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব কর এবং সকল ভগিনীতে একবাক্য হইয়া ভারত রাজ্যের যথাসাধ্য উপকার সাধন কর এই আমার প্রার্থনা। আহা! কি দুঃখের বিষয়, কোন কামিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অহঙ্কারে জগৎস্থ সকল লোককে তৃণ তুল্য বোধ করিতেছেন, কেহ বা সামান্য বস্ত্রের জন্য ও লাক্ষা নির্ম্মিত সামান্য খাড়ুর জন্য লালায়িত হইতেছে। এক রমণী চতুর্দ্দিকে অট্টালিকাময় পুরীতে বাস করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন, আর একজন সামান্য কুটীরও তৃণাচ্ছাদিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ বা অমৃত তুল্য খাদ্যেও তৃপ্তি লাভ করিতেছে না কেহ বা সামান্য শাকান্ন পাইলে কৃতার্থ হন। ধনাঢ্য দুহিতৃগণ! তোমরা ধনমদে মত্ত না হইয়া যদি দুঃখিনী প্রতিবেশিনীগণের দুরবস্থামোচনে যত্নবতী হও, তাহা হইলে সংসার কি সুখের স্থান হইয়া উঠে। হে মধ্যবিধ গৃহস্থ কামিনীগণ! তোমরা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া

দাস দাসী রাখিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা দ্বারা যদি দরিদ্র কামিনীগণের দুঃখ দূর কর তাহলে জগতের কত মঙ্গল হয়। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি কত কত নব্য সম্প্রদায়িনীবালা গৃহকর্ম্মে এত অনাদর প্রকাশ করেন যে তাহা মনে হইলে শোণিত শুষ্ক হয়। তাঁহারা দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়া সংসার ধর্ম্মে ও গুরুজনে অশ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের কথা অবহেলন করেন। কেহ কেহ দায় ঠেকামত অগত্যা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম সম্পান্ন করেন বটে, কিন্তু কোন ধনাঢ্য স্ত্রীকে দেখিলে আপনাকে ঘৃণিতা দাসী অপেক্ষাও নীচ মনে করিয়া কত আক্ষেপ করেন এবং গৃহকর্ম্মকে অকর্ম্মণ্য বোধে জীবনকেও ভার ও বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়! কোন কোন মহিলা ফুলবাবুটির মত বেশ ধারণ করিয়া বিজাতীয় হাস্য আমোদ করেন অথবা ক্ষণে ক্ষণে এক একখানি পুস্তক হস্তে অট্টালিকার গবাক্ষ দ্বারে কখন দণ্ডায়মান কখন উপবেশন করিয়া আপনাকে ধন্যা ও প্রধানা জ্ঞান করেন। জানি না তাঁহারা লজ্জারূপ অলঙ্কার কাহাকে দান করিয়াছেন। এরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে আমরাই লজ্জিত হই প্রাচীন সম্প্রদায়ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেই পারেন। হা ভগিনীগণ! রাশি পুস্তক পড়িলেই কি বিদ্যাশিক্ষা হইল। পুস্তক পড়ার সুফল কি এইরূপে ফলিবে? তোমরা যদি বিদ্যা শিক্ষার ফল উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থা হও তাহা হইলে সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি গুণবতী কামিনীগণের ন্যায় সতীর দৃষ্টান্ত স্থল এবং ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণের আধার স্বরূপ হও। প্রিয়তমাগণ! মনে করোনা যে আমি তোমাদিগকে এক বারে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাবতী, লজ্জাবতী ও বিবিধ গুণে গুণবতী হইয়া সুগৃহিণী পদবাচ্য হও এবং আপন আপন সন্তান সন্ততিগণের সুশিক্ষাবিধান ও প্রতিবেশিনীগণের অভাব দূরীকরণে একান্ত যত্নবতী হও এই আমার ইচ্ছা। শুদ্ধ লেখা পড়া করিলেই যে গুণবতী হয় এরূপ নহে, যে নারী বিনয় নম্রতা ও সুশীলতাগুণে ভূষিত হইয়া সচ্ছন্দে পতিপুত্রাদিসহ সংসার ধর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত গুণবতী।

শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী
বিল্লগ্রাম।
(মদনমোহন তর্কালঙ্কারের
জ্যেষ্ঠা কন্যা)

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা-পুস্তক।

১২৭৭ সাল।

১ম বৎসর।

সাহিত্য।—বোধোদয়।

অঙ্ক।—সংকলন, ব্যবকলন, নামতা ২০০ পর্য্যন্ত।

২য় বৎসর।

সাহিত্য।—আখ্যানমঞ্জরী ২য়ভাগ; পদ্যপাঠ ১ম ভাগ ১৮ পৃষ্ঠা (স্বুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ।)

ব্যাকরণ।—স্বরসন্ধি পর্য্যন্ত (ব্যাকরণ সেতু বা কোন সহজ ব্যাকরণ)।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয়—আসিয়া (সমাপ্ত) ১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

অঙ্ক।—গুণন ও ভাগহার। ধারাপাত—নামতা ৪০০ পর্য্যন্ত, কড়া ও গণ্ডা।

৩য় বৎসর।

সাহিত্য।—১মভাগ চারুপাঠ—বিদ্যাশিক্ষা, দয়া, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও জলস্তম্ভ। ১ম ভাগ নারীশিক্ষার নারীচরিত ১০ পৃহইতে ৫৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। পদ্যপাঠ ২য় ভাগ-২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

ব্যাকরণ।—সন্ধি এবং ণত্ব ও ষত্ব বিধান সমাপ্ত।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয়—আসিয়া ও ইউরোপ সমাপ্ত (বাদ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ)।

ইতিহাস।—২য় ভাগ বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা (বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত)।

বস্তুবিচার।—

পাটীগণিত।—লঘুকরণ, মিশ্র সঙ্কলন ও ব্যবকলন। ধারাপাত-পণ, কাঠা ও সের।

৪র্থ বৎসর।

সাহিত্য।—সীতার বনবাস ২য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত। পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ—১৭ পৃষ্ঠা (বাদ চকোর ও চাতক); ৩৭ পৃ—মুমূর্ষু সময়ে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতি উক্তি। ৫০ পৃ—দশরথের প্রতি কেকয়ী; ৫৫ পৃ—পুষ্প পর্য্যন্ত।

ব্যাকরণ।—স্ত্রী প্রত্যয়, কারক ও সমাস (লোহারামের ব্যাকরণ)।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয়ের ৪ মহাদেশের সাধারণ জ্ঞান (বাদ-ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ)। নারীশিক্ষা ২য় ভাগের ভূগোল।

ইতিহাস।—ইংলণ্ডের ইতিহাস (রামকমল কৃত)।

বিজ্ঞান।—২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান (৭০ হইতে ১১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)।

পাটীগণিত।—মিশ্র গুণন ও ভাগহার। শুভঙ্করের হিসাব (শিশুবোধ হইতে) মণকসা, সেরকসা বৎসর মাহিনা ও মাস মাহিনা।

৫ম বৎসর।

সাহিত্য।—টেলিমেকস প্রথম ৩ সর্গ। সাবিত্রীচরিত কাব্য ৪র্থ সর্গ (সাবিত্রীর বিবাহ পর্য্যন্ত)।

ব্যাকরণ।—তদ্ধিত ও ছন্দ বিষয় (লোহারাম)।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক মহাদেশের, ভারত বর্ষের ও ইংলণ্ডের মানচিত্র।

খগোল।—২য় ভাগ নারীশিক্ষার খগোল।

বিজ্ঞান।—২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন (১১০ হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

ইতিহাস।—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যদুগোপাল চট্টো প্রণীত) বাদ ৩য় ও ৯ম অধ্যায়।

পাটীগণিত।—ত্রৈরাশিক ও বহু রাশিক, শুভঙ্করের হিসাব সম্পূর্ণ।

৬ষ্ঠ বর্ষের বিশেষ পরীক্ষা।

১ সাহিত্য।—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, টেলিমেক্‌স, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, শকুন্তলা, সাবিত্রী-চরিত কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান। ব্যাকরণ। অলঙ্কার। প্রবন্ধ রচনা।

২। ইতিহাস।—ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস।

৩। গণিত।—সমুদায় পাটীগণিত ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ম অধ্যায়। বীজগণিত—সমানুপাত পর্য্যন্ত।

৪। বিজ্ঞান।—ধাত্রীবিদ্যা, শিশু-পালন, পদার্থের গুণ, প্রাকৃত ভূগোল ও খগোল। বামাবোধিনীর বিজ্ঞান বিষয়ক সমুদায় প্রস্তাব।

৫। বামাবোধিনী-পরীক্ষা—১২৭০ সালের ভাদ্র মাসের ১ম সংখ্যা হইতে পরীক্ষাকালের এক-মাস পূর্ব্বপ্রকাশিত সংখ্যা পর্য্যন্ত বামাবোধিনীর অন্তর্গত সমুদায় পরীক্ষা যোগ্য বিষয়।

* ষষ্ঠ বৎসরের পরীক্ষা ৫টী বিষয়ে বিভক্ত করা হইল। উহার মধ্যে যিনি যে বিষয়টীতে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার নিকট পরীক্ষাকালে সেই বিষয়ের প্রশ্ন পাঠান হইবে। যিনি শুদ্ধ এক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তিনি সেই বিষয়েরই প্রশ্ন পাইবেন। যিনি এককালে দুই তিনটী বিষয়ের পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইবেন, তিনি সেইরূপ প্রশ্ন পাইবেন। প্রত্যেক বিষয়টীর নিমিত্ত স্বতন্ত্র পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

☞ হস্ত লিখিন, শিল্পকার্য্য ও নীতি সকল বৎসরেই পরীক্ষা হইবে।

Printed at J. G. Chatterjee & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৭ সংখ্যা। } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

নারী-চরিত।

বান্‌স রেমণ্ড।

মান অপমান নহে অবস্থা অধীন।
যে সাধে স্ব ধর্ম্ম, সেই ধন্য চিরদিন ।।

সাধারণ লোকের কেমন একটী কুসংস্কার যে তাঁহারা মনে করেন অনেক টাকা না থাকিলে, বড় বংশে না জন্মিলে, উচ্চপদ লাভ করিতে না পারিলে মহৎ হওয়া যায় না। সংসারে অবুঝ লোকের নিকট নির্দ্ধনই নীচ এবং ধনীই বড় মানুষ। কিন্তু মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব বা নীচত্ব সংসারের অবস্থা অনুসারে হয় না, ধর্ম্ম-পালন অনুসারে হইয়া থাকে। অতি দুঃখী নীচ বংশীয় কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত রূপে আপনার কর্ত্তব্য পালন করে তাহাকেই বড় মানুষ বলি এবং সূর্য্য চন্দ্র বংশে উদ্ভূত ও অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যে ব্যক্তি দুরাচারী তাহাকে বাস্তবিক ছোটলোক বলিতে পারি। ইতর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধনহীন হইয়া এবং নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শ্রমশীলতা, বিজ্ঞতা, হিতৈষিতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যদি চাও, তবে ফরাসী রমণী বান্‌স রেমণ্ডের কথা শ্রবণ কর।

ব্লান্স রেমণ্ড ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সীন নদীর তটে একখানি বড় বজরায় তিনি রজকের কার্য্য করিতেন। পারিসের সকল কাপড় কাচা এইরূপ নৌকার উপরেই হইয়া থাকে। নদীর নির্ম্মল জলস্রোত, একখণ্ড সাবান এবং কাপড় পিটিবার একটী মুদ্গর অবলম্বন করিয়া বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাতে পরিশ্রম অনেক, বেতন অল্প, কিন্তু তথাপি এই ধোবানীদিগের অপেক্ষা প্রফুল্লচিত্ত রমণী দেখা যায় না। সর্ব্বদা জলে থাকিতে হয় ইহাতে তাহাদিগের পোসাক ভিজিয়া থাকে এবং অকালে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি তাহারা সঙ্গীতদ্বারা জাতীয় আমোদিত স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে; এবং আন্তরিক স্নেহের সহিত পরস্পরের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হয়। তাহারা প্রতিদিন গড়ে ১ টাকারও কম উপার্জ্জন করে এবং তাহা হইতে আকস্মিক বিপদ্ নিবারণ বা আপনাদিগের মধ্যে পীড়িত ভগিনীর সাহায্য নিমিত্ত প্রায় সাত পয়সা করিয়া জমাইয়া থাকে। ইহাদিগের অধিকাংশ বিবাহিত স্ত্রীলোক এবং স্বামী ও সন্তান বিশিষ্ট।

এই স্ত্রীলোকদিগের ব্যবসায় নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও আশ্চর্য্য ও শোচনীয় ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। বান্স রেমণ্ড তাহার উদাহর স্থল। তাঁহার বয়স ২৩ বৎসরের অধিক নয়, মুখশ্রী অতি সুন্দর ও সহাস্য, শরীরের বল যথেষ্ট এবং কার্য্যের পারিপাট্য অতীব চমৎকার। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার অন্ধ বৃদ্ধ পিতার তিনিই একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং উভয়ের প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার পিতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য না থাকিয়া জাল বুনিয়া তাঁহার কিছু কিছু সাহায্য করিতেন।

ব্লান্সের পিতৃভক্তি অসাধারণ। তিনি প্রাতঃকালে গৃহে পিতার জলযোগের কিছু উপায় করিয়া দিয়া ৭ টার সময় কর্ম্মে যাইতেন। পরে দুই প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আহার করাইয়া আবার কর্ম্মে যাইতেন এবং সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে গৃহে আসিতেন। তাঁহার গৃহও অতি সুশৃংখল ও পরিপাটী থাকিত। গৃহে আসিয়া বৃদ্ধ

পিতার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে কিয়দ্দূর বেড়াইতে লইয়া যাইতেন এবং নৌকার উপর যে দিন যে কথা বার্ত্তা ও ঘটনা হইত তাহা বর্ণনা করিয়া বন্ধুহীন বৃদ্ধের আনন্দ উৎপাদন করিতেন। তাঁহার অসম কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বার বার ' গুণবতী রমণী ' বলিয়া সাধুবাদ দিয়া যাইতেন তাহাও বলিতে বিস্মৃত হইতেন না। কন্যা যেমন আনন্দে গল্প করিতেন, বৃদ্ধও সেইরূপ আনন্দে শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে বহুদর্শিতা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহার উপদেশ দিতে ত্রুটী করিতেন না। অনন্তর বৃদ্ধের রাত্রির ভোজন সমাপন হইলে কন্যা মাতার ন্যায় যত্নে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া সেবা করিতেন, বৃদ্ধ অল্পে অল্পে নিদ্রাতে নিমগ্ন হইতেন।

ব্লান্সের মাতৃবিয়োগের পর তিন বৎসর গত হইল, কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে বাহিরে ব্যবসায় কার্য্য এবং গৃহে পিতৃ সেবায় এরূপ ব্যাপৃত ও সুখী ছিলেন যে প্রণয়ের কথা শুনিতে অবসর পান নাই এবং ইচ্ছাও করেন নাই। তাঁহার কর্ম্ম স্থানের নিকটে কতক গুলি মেরিনো ব্যবসায়ী কাজ করিত। ইহাদিগের মধ্যে বিক্টর নামে একটী দীর্ঘাকৃতি সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন, ব্লান্সের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতিও অতি কোমল ও সুন্দর। যুবক বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া ভদ্র ব্যবহার দ্বারা এবং সর্ব্বদা তাঁহার বৃদ্ধ পিতার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন দ্বারা ক্রমে রমণীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন।

ব্লান্স যখন বন্ধুর পথে পরিশ্রম ও বহুভারে আক্রান্ত হইয়া কষ্টে গমন করিতেন, যুবা পুরুষ গুপ্তভাবে তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং একবারে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভার নিজ মস্তকে লইতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রজকের কারখানার নিকট অবধি আসিয়া এই আশ্বাসের কথা বলিয়া বিদায় লইতেন, " ব্লান্স ! যে পর্য্যন্ত না উভয়ে পুনরায় মিলিত হই, বিদায় লইলাম। "

এক ব্যক্তি অবিশ্রান্ত এরূপ প্রণয় প্রকাশ করিলে কে উদাসীন থাকিতে পারে? তাহাতে ব্লান্সের যেরূপ কোমল স্বভাব, তাঁহার পক্ষে আকৃষ্ট না হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একদিকে যেমন তিনি সরল ভাবে স্বীকার

করিতেন যে বিক্টর তাঁহার হৃদয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি যাবজ্জীবন তাঁহার প্রণয় বিস্মৃত হইবেন না, অন্যদিকে তিনি তদনুরূপ সরলভাবে বলিতেন যে যে প্রণয়ে তাঁহার পিতৃভক্তির বাধা জন্মে তাহা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। যুবা পুরুষ বলিতেন " ভদ্রে! বাধা কেন হইবে? একজন অপেক্ষা আমরা দুইজন একত্র হইয়া তাঁহার অধিক সুখবর্দ্ধন করিতে পারিব। আমি অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছি, কাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হই। আমাকে যদি তুমি বিবাহ কর, বৃদ্ধ পিতা একটী সেবাকাঙ্ক্ষী পুত্র লাভ করিবেন।"

সরলা কামিনী উত্তর করিতেন,

" বিক্টর, তোমাকে বিবাহ করিলে তোমাকে অধিক ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিব না ইহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং একজন প্রভুর অধীন হইলে আমার হৃদয়ের অধিকাংশ প্রীতির উপর তাঁহার অধিকার হইবে। আবার যদি সন্তান হয়, যে নিরুপায় বৃদ্ধ এতদিন আমার সমুদায় স্নেহের আস্পদ ছিলেন, তিনি তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবেন। তিনি অন্ধ, ক্ষোভ প্রকাশ না করুন, ইহা বুঝিতে পারিবেন এবং অত্যন্ত মর্ম্মব্যথা পাইবেন। যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন আমাকে বিবাহের কথা বলিও না; দেখ, আমি যে সুখ না পাইয়াও সচ্ছন্দে থাকিতে পারি, কখনই আমাকে তাহার লোভ দেখাইও না। পরমেশ্বর যে কার্য্য ভার দিয়াছেন, দুঃখিনী ব্লান্স তাহাই সম্পন্ন করুক; তোমার সুমধুর কথায় তাহার অতি পবিত্র কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে প্রলোভন দেখাইও না।"

একদিকে পরিণয়াকাঙ্ক্ষী যুবার অবিশ্রান্ত জিদ্ অন্যদিকে ব্লান্সের সঙ্গিনীগণ বিক্টরের রূপ গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া একবাক্যে সকলে তাঁহার সপক্ষতা করিতে লাগিলেন, ব্লান্স এরূপ পরীক্ষাস্থলে স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া কতদূর মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন! যাহা হউক সকলে একত্র হইয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলিলেন তিনি যদি নিজের একটী স্বাধীন কারবার খুলিতে পারেন এবং পিতার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে বিক্টরকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু দুই তিন হাজার

টাকার কমে কারবার আরম্ভ হইতে পারে না, এ টাকা কোথায় পাইবেন? আপনার অল্প আয় হইতে এত টাকা বা কিরূপে বাঁচাইতে পারেন? যাহা হউক বিক্টর এ অঙ্গীকার শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন এবং প্রিয়-বস্তু লাভের একটী আশ্বাস পাইয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

বিক্টর প্রতিদিন প্রায় ২৷৷০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন এবং কিছু পুঁজি করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন দশ বৎসর তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং অগ্রিম কিছু টাকা দিতে পারেন। নৌকাস্থ সহৃদয় রমণীগণের বার্ষিক স্থিত ৪০০০ চারি হাজার টাকার অধিক হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা হইতে দুই প্রণয়ীর বিবাহোচিত টাকা দিতে সম্মত হইলেন। সঙ্গিনীগণের এইরূপ দয়ালুতা দেখিয়া ব্লাস্কের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছ্বসিত হইল, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে বলিলেন "যত দিন আমাদিগের উভয়ের উপার্জ্জনে কারবার খুলিবার উপযুক্ত টাকা না হয় ততদিন বিবাহ করিব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

(ক্রমশঃ)।

কারা-কুসুমিকা।

এক্ষণে খৃষ্টাব্দের ঊনিশ শতাব্দ। এই শতাব্দের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি ফ্রান্স রাজ্যের সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে আরূঢ় হন। তৎকালে পারিস্ নগরে অনেক বিদ্বান্ গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে চার্লস বারামণ্ট কাউণ্ট ডি চার্নির মত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প ছিলেন। ইনি অসামান্য মানসিক শক্তি লাভ করিয়া একটী দলের প্রধান হইয়াছিলেন, অনেক ভাষায় লিখন ও কথোপকথন করিতে পারিতেন এবং অনেক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যেমন তাঁহার এইরূপ অসাধারণ গুণ ছিল, সেইরূপ উচ্চপদ ও সৌভাগ্য বলে তিনি সকল মনোরথ চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি চার্নি না মনে সুখ, না সংসারে শান্তি লাভ করিতে পারি-

লেন। কেন তাঁহার এরূপ বিড়ম্বনা হইল? তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। ইতর প্রকৃতির লোকে ক্ষণস্থায়ী সুখভোগ ভিন্ন আর কিছু না জানিলে অসুখী হয় না, কিন্তু চারনি ইতর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত তিনি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে তর্ক বিতর্ক করিতে ভাল বাসিতেন। যে ব্রহ্মাণ্ডের তিনি একটী ক্ষুদ্র পরমাণ মাত্র তাহার তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টি কিরূপে হইল? ঈশ্বর কি পদার্থ? এই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা বুঝিতে যাইতেন এবং কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া সন্দেহ ও নাস্তিকতায় সকল বিচার শেষ করিতেন। তাঁহার হৃদয় কঠোর ছিল বলিয়া তিনি একথাটী বুঝিতে পারিতেন না যে যত তর্ক-বিতর্ক করা যাউক জগতের সকল উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের একটী মূল কারণ আছেন এবং সকল শক্তি ও সকল সাধুভাব এক সর্ব্ব শক্তিমান্ অনন্ত পবিত্র পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া আছে ইহা মানিতে হইবেই হইবে।

মন যখন ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় অথচ নির্ভরের কোন বস্তু পায় না তখন স্বভাবতই কষ্টে কালযাপন করে, সুতরাং চার্নির মন যে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন পদার্থের উপরে তিনি হৃদয় স্থাপন করিতে পারিতেন না। তাঁহার পক্ষে সংসার অরণ্য, ইহাতে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিবার কোন বস্তু নাই। আপনাকে মহৎ বলিয়া তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার চারি দিক হইতে পরমেশ্বরের অবিশ্রান্ত করুণা বর্ষিত হইতেছে, তিনি তাহা ভোগ করিতেন, অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না।

চার্নি আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসিতে পারিতেন না, কিন্তু আপনাকে সর্ব্ব লোকের হিতৈষী বলিয়া অহঙ্কার করিতেন—মনুষ্যের পক্ষে পরিবারহিতৈষী বা স্বজনহিতৈষী হওয়া অপেক্ষা সর্ব্বজন হিতৈষী নাম গ্রহণ করা এত সহজ! তৎকালপ্রচলিত শাসনপ্রণালী সাধারণের অনিষ্টকর এই বিশ্বাসে তিনি একটী গুপ্ত ষড়যন্ত্র সভার সভ্য হইলেন—বর্ত্তমান যাবতীয় বিষয়ের বিপ্লব করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই ষড়্-যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ বর্ণন করা অনাবশ্যক; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যেচারি নি এই সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য ১৮০৩ ও ৪ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু পরে পুলিষের লোকে টের পাইয়া সমুদায় চক্রান্ত বিনষ্ট করিয়া দেয়। তখন যেরূপ সময় ছিল, তাহাতে রাজ-সংক্রান্ত অপরাধকারীদিগের বিচার জন্য অধিক বিলম্ব বা আড়ম্বর হইত না। বোনাপার্টী পরিহাসের লোক ছিলেন না। ষড়যন্ত্রের অধ্যক্ষগণ নিঃশব্দে ধৃত হইলেন, বিনা বিচারে দণ্ডিত হইলেন এবং দূর স্থিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ফ্রান্সের ৮৬ বিভাগের মধ্যে কারাগারের অভাব ছিল না।

'বর্ত্তমান শাসন প্রণালী বিপর্য্যস্ত করিয়া রাজ্য মধ্যে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে সচেষ্ট' এই বলিয়া চার্ণির নামে অভিযোগ হইল, চার্লস্ বারামণ্ট কাউণ্ট ডি চার্ণি ফেনেষ্ট্রেল দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। এখন তাঁহার কি দুর্গতি! কোথায় অট্টালিকার অধিবাসী ছিলেন কোথায় একটী কুৎসিত কুটীরে বন্দী হইলেন, জেলরক্ষক ভিন্ন দ্বিতীয় সঙ্গী নাই! যাহা হউক তাঁহার আবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন তিনি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের চিন্তা ভারই তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইল। কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, পৃথিবীর কোন লোকের সহিত যোগাযোগ করিবার অথবা তাঁহার নিকট পুস্তক, কলম বা কাগজ রাখিবার অনুমতি ছিল না। দুর্গের পশ্চাৎভাগে পুরাতন ভগ্ন দুর্গের উপরিস্থ একটী ক্ষুদ্র বাটীর মধ্যে তাঁহার কুটির ছিল। চতুঃ প্রাচীরে নূতন চূনখাম হওয়াতে গৃহের পূর্ব্ব নিবাসীর কোন পরিচয় লাভ করিবার যো ছিল না। তাঁহার ভোজন পাত্র রাখিবার উপযুক্ত একটী টেবেল, একা বসিবার একখানি কেদেরা এবং কাপড় কম্বল রাখিবার একটী সিন্দুক পাইয়াছিলেন। তিনি দুঃখের দশায় পড়িলেও বহু মূল্য মেহগ্নী কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও ভিতরে রূপার পাত বিশিষ্ট পাত্র ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে ঘুণ ধরা কাষ্ঠ পাত্র তাঁহার সম্বল। তাঁহার শয্যাটী সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছিল। নীল রঙের দুই খান মোটা পরদায় তাঁহার গৃহের গবাক্ষ আবৃত ছিল, তাহাতে তাঁহাকে সূর্য্য রশ্মি বা কাহার দৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয় করিতে হয় নাই। তাঁহার কারাগৃহের সমুদায় সজ্জা এই।

তাঁহার অন্য সুখের মধ্যে প্রতি দিন দুই ঘন্টা কুটীরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। স্থানটী চারি দিকে ঘেরা থাকাতে তিনি বাহিরে গিয়াও আল্পস্ পর্ব্বতের চূড়ামাত্র দেখিতে পাইতেন, তাহাতে যে বৃক্ষাদি আছে তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেন না। কিন্তু অনুগ্রহ স্বরূপ ইহাই যথেষ্ট মানিতে হইয়াছিল। একবার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে সারা দিন যে ইষ্টকের নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিয়া বিরক্ত, তাহাই তাঁহাকে দেখিতে হইত, হায়! বাহিরে যে বিস্তীর্ণ সৃষ্টি রহিয়াছে তাহার কিছুই দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। প্রাচীরের এক ধারে যে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, তাহা দেখিয়াই তিনি অন্য মনস্ক হইতেন এবং তাহার মধ্য দিয়া যেন একটী ম্লান মনুষ্য মূর্ত্তি দেখা যায়, চার্ণি সময় সময় মনে করিতেন।

তাঁহার পৃথিবীর সীমা এই পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে চিন্তা ব্যাধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকিত। তাহারই উত্তেজনায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রাচীরে ভয়ঙ্কর কথা সকল অঙ্কিত করিতেন। এক এক সময় তিনি অতি সামান্য কাজে মনকে আমোদিত করিতেন—বাঁশী, বাক্স বা ঝুড়ী আঁকিতেন, সুপারির ছালে ছোট ছোট জাহাজ করিতেন এবং খড় বিনাইয়া আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতেন। বিচিত্র কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য তিনি টেবেলের উপর হাজার হাজার রকম কল্পিত আকৃতি খুদিতেন, ঘরের উপর ক্রমাগত ঘর সকল, বৃক্ষের উপরে মৎস্য, মন্দির অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য, ছাদের উপর নৌকা, জলের মধ্যে শকট এবং বৃহদায়তন মক্ষিকার নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিরামিড* তৈয়ার করিতেন। আলস্যে যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, তখন গবাক্ষ মধ্য দিয়া যে মনুষ্য মূর্ত্তি অনুভব হয় তাহাতেই চিত্তবিনোদন করিতেন। সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথমতঃ তিনি তাঁহার দোষানুসন্ধায়ী চর মনে করিয়াছিলেন।' চারনির মত সন্দিগ্ধচিত্ত মনুষ্য নাই, তিনি তৎপরে ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি তাঁহার শত্রু, তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে আইসে। জেল রক্ষককে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্টরূপে কোন উত্তর দিল না।

* মিসর দেশের অতি উচ্চ স্তম্ভ।

সে বলিল "ঐ ব্যক্তি আমার স্বদেশী ইটালীয় এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক, কারণ আমি উঁহাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেখি।"

চারনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কেন কারাবদ্ধ?"

জেলরক্ষক বলিল "তিনি সেনাপতি বোনাপার্টির বধ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

"তবে কি তিনি একজন স্বদেশহিতৈষী?"

"তাহা নহে; জর্ম্মণির এক যুদ্ধে তাঁহার পুত্র হত হওয়াতে তিনি উন্মত্ত হন। এখন তাঁহার একমাত্র কন্যা জীবিত আছে।"

চারনি উত্তর করিলেন "আ! তবে ক্রোধ এবং স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে। আচ্ছা, ঐ সাহসী চক্রান্তকারী এখানে কিরূপে আমোদ পায়?"

জেলরক্ষক লুডোবিক হাস্যমুখে বলিলেন "তিনি মাছি ধরেন।"

চারনি তাঁহার প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করিলেন। কেবল তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ঐ হতভাগা কি নির্ব্বোধ!"

"কাউন্ট, কেন তাহাকে নির্ব্বোধ বলেন? সে তোমার অপেক্ষা অধিক দিন কয়েদ আছে। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে কাঠের উপর খোদকারী করিতে পরিপক্ক হইয়াছ।"

এ প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিলেও চারনি আপন রীতি পরিত্যাগ করিলেন না, সেই বিরক্তিকর বালকবৎ খোদকারী কার্য্যে সমস্ত শীতকাল অতিবাহন করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে ত্বরায় তিনি একটী নূতন আমোদের বিষয় প্রাপ্ত হইলেন।

বসন্তকালের এক মনোহর প্রাতঃকালে চারনি বাহিরের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখের ক্ষুদ্র স্থানকে যদি একটু বৃহৎ করা যায় ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যত খানি ইটে উঠান বাঁধান ছিল তাহা এক এক খানি করিয়া গণিলেন, যেন এই গুরুতর বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বের গণনা ঠিক হইয়াছিল কি না মিলাইয়া না দেখিলে নয়! হঠাৎ ভূমির দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া দুই খানি প্রস্তরের মধ্যে তিনি একটী অপূর্ব্ব পদার্থ দেখিতে পাইলেন। একটী ক্ষুদ্র মাটীর

চাপ এবং তাহার উপরি ভাগ খোলা রহিয়াছে দেখিলেন। মাথা হেঁট করিয়া তিনি ধীরে ধীরে মাটী সরাইতে লাগিলেন এবং একটী বৃক্ষের অঙ্কুর দেখিতে পাইলেন। ইহা এখনও বীজ ছাড়িয়া উঠে নাই। এই বীজ, বোধ হয়, পক্ষীর মুখভ্রষ্ট বা বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া এখানে পড়িয়াছে। তিনি হয়ত পদদ্বারা অঙ্কুরটী পিষিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহা হইতে একটী মনোহর সুগন্ধ উত্থিত হইল। তাহাতে যেন ঐ নিরাশ্রয় বৃক্ষের প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা করিল এবং ইহা এক দিন সুগন্ধ কুসুম প্রসব করিবে জানাইল। আর একটী ভাব তাঁহার মনে উদয় হইয়া তাঁহার চরণের গতি স্থগিত করিল। যে কোমল অঙ্কুর স্পর্শ করিলে ভগ্ন হইয়া যায় তাহা কি প্রকারে প্রস্তরবৎ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিল? এই চিন্তায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি পুনরায় সেই শিশু বৃক্ষটী পর্য্যবেক্ষণে একদৃষ্টে মস্তক অবনত করিলেন।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

(১৩৪ পৃষ্ঠার পর)।

৯। দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার গৃহিণীর একটী গুরুতর কার্য্য। এদেশে অধিকাংশ স্থলে ভৃত্যদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বকালে ভৃত্যগণ চিরক্রীত হইয়া থাকিত। এখন যদিও সামান্যতঃ সে প্রথা নাই তথাপি তাহার ভাব অনেকটা রহিয়াছে। ভৃত্যদিগের প্রতি কটূক্তি ও তাড়নার কথা না শুনা যায় এমন গৃহই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে ভৃত্য আছে, কিন্তু ভৃত্য বলিয়া তাহারা স্বাধীনতা বিহীন নহে। তাহারা যে যে কার্য্যের জন্য দায়ী, সেই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করে প্রভুর নিকট আপনাদের সমুদয় সময় বা জীবন বিক্রয় করে না। আমাদিগের দেশে যেমন স্বামিগণ অপরিমিত ভার্য্যা সেবা চান, সেইরূপ প্রভুগণ ভৃত্য সেবাও চাহিয়া থাকেন। সাধারণতঃ মনুষ্যের কেমন স্বভাব, অধিক ক্ষমতা পাইলেই তাহার অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠেন। এই কারণেই

নারীগণ কত দুরবস্থা ভোগ করেন, দাসদাসী গণও অনর্থক নিপীড়িত হয়। গৃহিণী যখন ধর্ম্মকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার না হয় তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকিবেন। কিন্তু এ বলিয়া ভৃত্যগণ যাহা অনুগ্রহ করিয়া করে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন কথা বলিতে নাই এমত নহে। তাহাদিগকে পরিবারস্থ সন্তানগণের ন্যায় দেখিয়া স্নেহ দয়া করিতে হইবে, ক্ষুধার সময় অন্ন, রোগের সময় ঔষধ এবং বিপদের সময় সাহায্য দান করিতে হইবে। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে রাখা, তাহা যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করে তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক দাসদাসীর এমত দুষ্ট স্বভাব যে তাহারা আলস্য বা ছল করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে; দুই একটী কার্য্য লইয়া সকল সময় কাটায়, প্রভুকে কাজে ও টাকা কড়ীর বিষয়ে ঠকাইতে চায়; অথবা শঠতা করিয়া অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা পায়। যাঁহারা অনেক দিন ভৃত্য লইয়া কাজ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা তত প্রতারিত হন না, কিন্তু যাঁহারা নূতন, তাঁহারা বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করেন। যাহা হউক ভৃত্য দ্বারা তাহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য তাহার প্রতি অত্যাচার করিবার প্রয়োজন কি? 'হাতে না মারিয়া ভাতে মারা-' কতক্ষণের কাজ। যদি ভৃত্যকে শিক্ষা দিতে হয় তবে এমন শিক্ষা দিবে যাহাতে কাজে টের পায়। কাহার কাহার এ প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার যে ভৃত্যকে কটু বাক্য না বলিলে প্রহার না করিলে কাজ ভাল পাওয়া যায় না। যদি ভৃত্যকে তাহার কর্ত্তব্য সকল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, কি প্রকারে তাহা সম্পান্ন করিতে হইবে তাহার উপায় সকলও দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং সময় সময় স্নেহভাবে তাহার সাহায্য করা যায় তাহাতে যত কাজ পাওয়া যায় এত আর কিছুতেই নয়। এই জন্য গৃহিণীকে কেবল খোস পোসাকী হইয়া থাকিলে চলিবে না, কিন্তু করুন আর না করুন ভৃত্যের সকল কাজ গুলি শিখিতে হইবে। লোকে অজ্ঞলোকদিগেরই চক্ষে ধূলি দেয়, বিশেষজ্ঞদিগের হাত সহজে এড়াইতে পারে না। কর্ত্রী অল্প দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন করিলে সকল বিষয়ে নিজের চখে দেখিলে যত কাজ হয়, দশ জন ভৃত্য রাখিয়া তাহা হয় না। উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও সাহায্যে ভৃত্যকে চালাইতে হইবে। তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে কি ফল লাভ? তাহার মন চটাইয়া দেওয়া হয় এবং নিজের প্রকৃতিকেও মন্দ করিয়া ফেলা হয়। যেখানে ভদ্রতা প্রদর্শন করিলে দশ গুণ কাজ পাওয়া যায়, সেখানে নিজের দোষে অনেক কাজ হারাইতে হয়। একটী সামান্য কথা বা সামান্য কাজের ত্রুটী যাহা অনায়াসে ক্ষমা করা যায়, তাহা লইয়া সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা, ক্ষমতাতীত কাজ দেওয়া এবং তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাহার কারণ বিবেচনা না করিয়া তিরস্কার করা, ভৃত্যদিগের শরীর মনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সকল সময়েই কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করা কথনই ন্যায় সঙ্গত ও ইষ্টকর নহে। প্রভুর যত্ন, স্নেহ ও সহৃদয়তা বুঝিলে ভৃত্য আপনা হইতে প্রাণ দান করিয়াও তাঁহার কার্য্য সাধন করে। তাহাকে যদি পরিবারের মধ্যে গণ্য করা যায় এবং আপনার জন বলিয়া স্নেহ করা যায়, সেও পরিবারকে আপনার জানিয়া তাহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। ভৃত্য যত পুরাতন হয়, ততই ভাল, ততই তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অল্প বেতনে নূতন দাসদাসী নিযুক্ত করা অপেক্ষা অধিক বেতনে পুরাতন ভৃত্য দ্বারা অধিক উপকার লাভ করা যায়। কিন্তু যে ভৃত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ হয়, যে কোন মতেই বাধ্য হইয়া কাজ না করে এবং পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করে তাহাকে বিদায় দেওয়া শ্রেয়ঃ। নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিবার সময় সে যাহার যাহার নিকট কাজ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট গোপনে লিখন বা কথোপকথন দ্বারা ভৃত্যের স্বভাব জানিতে পারিলে ভাল হয়। যত বহুদর্শী এবং সচ্চরিত্র ভৃত্য পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। দাস দাসী গৃহে থাকিলেও যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান, কার্য্যদক্ষতা এবং ধর্ম্মের উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করাও গৃহিণীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

শিক্ষা দাও আর না দাও, কুকুরেরা কার্য্য কারণ বুঝিয়া অনেক সময় চলিতে পারে। আমেরিকার দক্ষিণ দেশের কুকুরেরা এক আশ্চর্য্য কৌশলে কুমীরদিগকে ঠকাইয়া থাকে। কোন জন্তু জলে আসিলে, ধরিবে বলিয়া কুমীরেরা সতর্ক হইয়া থাকে, কুকুরেরা তাহা বুঝিতে পারে। এই জন্য নদী পার হইবার সময় প্রথমতঃ তাহারা তীর হইতে উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিতে আরম্ভ করে। কুমীরেরা জলের ধারে একত্র হইলে কুকুরেরা ত্বরায় তীরের অন্য স্থান দিয়া পার হইয়া পলাইয়া যায়।

ইউরোপের যে নগরে অত্যন্ত গোলমেলে রাস্তা, সেখানেও কুকুরেরা ভিখারীদিগকে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। রে সাহেব তাঁহার "চতুষ্পদ জন্তুদিগের ইতিবৃত্ত" পুস্তকে এই প্রকার এক কুকুরের বর্ণনা করিয়াছেন। সে প্রতি সপ্তাহে দুই তিন নির্দ্দিষ্ট বারে তাহার অন্ধ প্রভুকে লইয়া রোমের গলিতে গলিতে ফিরিত। কেবল তাহাকে পথ প্রদর্শন এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিত না, কিন্তু প্রত্যেক গলি চিনিয়া যাইত, যে যে গৃহ হইতে ভিক্ষা পাওয়া যায় সেখানে দাঁড়াইয়া ডাকিত এবং ভিক্ষা পাইলে বা না পাইবার সম্ভাবনা বুঝিলে অন্য গৃহে যাইত। যখন কেহ জানালা দিয়া একটী পয়সা ফেলিয়া দিত, কুকুর তাহা যত্ন পূর্ব্বক কুড়াইয়া লইয়া অন্ধ ভিক্ষুকের হস্তস্থিত টুপিতে রাখিত। কেহ রুটী বা খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া দিলে নিজে খাইত না, প্রভুর নিকটে আনিয়া দিত।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ পারিস নগরে কুকুরের এক আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততায় পড়িয়াছিলেন। তিনি এক জোড়া চকচকে বুট জুতা পায় দিয়া সীন নদীর উপরিস্থ এক পোল পার হইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটী কাদা মাখা কুকুর তাঁহার জুতার উপর গা ঘষিয়া তাহা মলিন করিয়া দিল। ভদ্রলোক সুতরাং নিকটে উপবিষ্ট এক ব্রুস-ওয়ালার নিকটে জুতা ব্রুস্ করিয়া লইলেন। তিন চারিবার এইরূপ ঘটনা হওয়াতে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কুকুরের কার্য্যের অনুসন্ধান

করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সে নদীর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া চারি দিকে চাহিয়া থাকে এবং চক্‌চকে জুতা পরা কোন পথিককে দেখিলে অমনি দৌড়িয়া তাহার জুতায় গা ঘষিয়া দিয়া যায়। সৈনিক পুরুষ ব্রুস্‌ওয়ালার ঐ কুকুর জানিতে পারিয়া তাহার উপর ধুমধাম করিলেন। সে স্বীকার করিল খরিদদার পাইবার জন্য এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। ইংরাজ আশ্চর্য্য মানিয়া কুকুরটীকে কিনিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে সে পলায়ন করিয়া প্রভুর নিকটে আসিল এবং আপনার পূর্ব্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিল।

বিড়ালেরা অনেক দূর পথ চিনিয়া যাইতে পারে শুনা যায়, কিন্তু কুকুরের কথা আরও আশ্চর্য্য। কুকুরেরা সমুদ্র পারে শত শত ক্রোশ গিয়াও ফিরিয়া আইসে। এডওয়ার্ড কুক নামে এক সাহেব ইংলণ্ডের টংষ্টেন নগর হইতে এক শিকারী কুকুর সঙ্গে লইয়া আট্‌লান্টিক মহা-সাগর পার হইয়া আমেরিকায় যান। বাল্‌টিমোরের অরণ্যে শিকার করিতে করিতে তাহাকে হারাইয়া ফেলেন। এডওয়ার্ডের ভ্রাতা টংষ্টেনে বাস করিতেছিলেন, হঠাৎ এক রাত্রে কুকুরের ডাক শুনিয়া যেমন দ্বার খুলিলেন, ভ্রাতার কুকুর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা কিছু দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া হারা কুকুর পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুকুর কোন্‌ জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডের কোন্‌ স্থানে নামিয়াছিল জানিতে পারিলেন না। এইরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

স্কটলণ্ডের ফাইফ সায়ারে এক ভদ্রলোকের এক 'নিউফৌণ্ডলণ্ড' কুকুর ছিল। তাঁহার গৃহের এক এক মাইল দূরে এক কৃষকের মাষ্টিফ্‌ জাতীয় একটী কুকুর এবং এক ব্যবসাদারের একটী (বুলডগ) বৃহৎ কুকুর ছিল। এই তিনটীর পরস্পরের দেখা হইলে বিবাদ না হইয়া যাইত না। নিউ ফৌণ্ডলণ্ড প্রভুর গৃহ রক্ষা করিত এবং ভৃত্যের কার্য্য সম্পন্ন করিত। সে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে রুটীওয়ালার দোকানে গিয়া রুটী কিনিয়া আনিত। পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকুরে তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিত, সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। এক দিন সে টোয়ালেতে পয়সা ও রুটী

বাঁধিয়া মুখে করিয়া আনিতেছে, ক্ষুদ্র কুকুরেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে প্রাণপণে প্রভুর দ্রব্য বাঁচাইতে চেষ্টা করাতে কুকুরদিগের সহিত যুঝিতে পারিল না, ক্ষত শরীরে গৃহে উপস্থিত হইল। গৃহে আসিয়া প্রতি দিন আহার করিত, সে দিন টোয়ালে ফেলিয়া ক্রোধ ভরে বাহির হইল এবং মাষ্টিফ ও বুল ডগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষুদ্র কুকুর পাল যেখানে দেখিতে পাইল, আক্রমণ করিয়া মৃতবৎ করিল। পরে তিনটীতে মিলিয়া এক ডোবায় শরীর ধৌত করিয়া স্ব স্ব প্রভুর গৃহে ফিরিয়া গেল। ইহাদিগের বিপদ্‌কালে পরস্পরে এত মিল, কিন্তু পরে আবার দেখা হইলে পূর্ব্বে যেরূপ বিবাদ সেইরূপ বিবাদ হইত।

এক এক কুকুরদিগের মিলন চিরবন্ধুতায় পরিণত হইতে দেখা যায়। দুইটী কুকুরের একটী নিউ ফৌণ্ডলণ্ড ও একটী মাষ্টিফ ছিল। উভয়ে বলবান্‌ থাকাতে দেখা হইলেই বিবাদ করিত। একদিন ডোনাঘাদির বন্দরের কাট গড়ার উপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা জলে পড়িয়া গিয়াও পরস্পরকে আক্রমণ করিতে ছাড়িল না। দর্শকগণ যুদ্ধ থামাইবার নিমিত্ত তাহাদিগের গায় জল ছুঁচিয়া দিতে লাগিল। তাহারা জলে অনেক দূরে পড়িয়াছিল, পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া তীরে যাইবার উপক্রম করিল। নিউ ফৌণ্ডলণ্ড উত্তম সন্তরণ জানাতে শীঘ্র কূলে উঠিয়া গা ঝাড়িতে লাগিল, কিন্তু একদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তাকাইয়া রহিল। মাষ্টিফ্‌ সন্তরণ জানিত না, এদিকে ক্লান্ত হইয়া ডুবিবার উপক্রম হইল। নিউ ফৌণ্ড অমনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং আস্তে আস্তে তাহার গলা ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে তীরে আনয়ন করিল। সেই অবধি উভয়ের এরূপ ভাব হইল যে বিবাদ করা দূরে থাকুক পরস্পরে পরস্পরের কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিত না। অকস্মাৎ একদিন রেলের গাড়ী চাপা পড়িয়া নিউফৌণ্ডলণ্ড কুকুরটীর প্রাণ বিয়োগ হয়। মাষ্টিফ্‌ তাহার ভাবনায় শীর্ণ হইয়াছিল এবং অনেক দিন ধরিয়া তাহার জন্য বিলাপ করিয়াছিল।

ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া।

প্রাচীন কালের রাম রাবণের যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আমরা মহাযুদ্ধ বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছি এবং তৎসংক্রান্ত অদ্ভুত বর্ণনা শ্রবণ করি। কালে ফ্রান্স এবং প্রুসিয়ার যুদ্ধও মহাযুদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হইবে এবং এতৎ সংক্রান্ত কত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত হইবে! এখনও এই প্রলয় যুদ্ধের শেষ হয় নাই, ইহা কোথায় গিয়া থামিবে কিছুই বলা যায় না। প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমেত ফ্রান্স সম্রাট ৩য় নেপোলিয়ন্ প্রুসীয়দিগের হস্তগত হইয়াছেন। ফরাসীরা রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছে। প্রুসীয়গণ ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরী ঘেরিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন সুরম্য নগর আর নাই। ফরাসীরা প্রাণপণ করিয়া নগর রক্ষার্থে সজ্জিত হইয়াছেন। এস্থলে পাঠিকাগণের জ্ঞাপনার্থ ফ্রান্সের এবং প্রুসিয়ার প্রাচীন এবং বর্ত্তমান কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

ফ্রান্স ইউরোপের পশ্চিমে অতি প্রাচীন রাজ্য, ইহার পুরাতন নাম গল ছিল। ইহার উত্তরে ইংলিস বৃহৎ প্রণালী ইহাকে ইংলণ্ড হইতে পৃথক্ করিয়াছে, পশ্চিমে বিস্কে অখাত, দক্ষিণে পিরানিজ পর্ব্বত স্পেনের পথ-রোধক স্বরূপ দণ্ডায়মান, পূর্ব্বদিকে আল্পস্, জুরা ও বস্জিস্ পর্ব্বত সুইটজারলণ্ড ও জার্ম্মণের সীমা, উত্তর পূর্ব্বদিক অনাবৃত এবং প্রুসিয়া ও বেলজিয়মের সম্মুখে। ইহা দীর্ঘে ৬৫০ মাইল, প্রস্থে ৬১৫। প্রাচীন রোমীয় সেনাপতি জুলিয়স সিজর এ রাজ্য রোমের সহিত ভুক্ত করিয়াছিলেন। রোমের পতন সময়ে ৪৮১ অব্দে অনেক অসভ্য জাতি এই দেশ জয় করিতে আইসে, তন্মধ্যে ফ্রাঙ্কেরা জয়ী হইয়া ইহার নাম ফ্রান্স রাখিল এবং তাহাদিগের রাজা ক্লবিস্ ইহার প্রথম রাজা হইলেন। ফ্রাঙ্ক জাতি অত্যন্ত সরল ও স্বাধীনতা প্রিয় ছিল, ফরাসীরা তাহাদিগেরই বংশধর। ইহারা কিছুকাল চতুর্দ্দিকে জয় বিস্তার করিয়া রাজত্ব করে। মধ্যে আফ্রিকার মূর নামে মুসলমান জাতির অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হয়, কিন্তু ৭৩২ অব্দে চার্লস মার্টল তাহাদিগের উৎপাত নিবারণ করেন।

তৎপরে পেপিন রাজা হন। সার্লামান অথবা মহৎ চার্লস তাঁহারই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র। ৮০০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ স্পেন, ইটালী, সাক্সানী, বাবেরিয়া জয় করিয়া তিনি ফ্রান্সকে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। ৮৮৭ অব্দে রাজবংশের পরিবর্ত্তন হয়। ১০৮৭ অব্দে কাপেট বংশ রাজা হন। ১১০৮ হইতে ১২২৬ পর্য্যন্ত এই বংশ ফ্রান্সের অনেক উন্নতি সাধন করেন, নর্ম্মাণ্ডী, আঞ্জো, মেন ও পইটো প্রভৃতি প্রদেশ ইংলণ্ডের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ১১৩৭ অব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে শত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধারম্ভ হয়। বালই বংশ এ সময়ে রাজত্ব করেন। ক্রেসী ও পইটিয়ারে ফরাসীরা পরাজিত হয়। ১৩৬৪ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত ১ম চার্লস্ কিঞ্চিৎ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু ৬ষ্ঠ চার্লসের দুর্ব্বলতা ও বাতুলতা প্রযুক্ত বর্গণ্ডীয় ও গাস্কন নামে দুই প্রধান বংশের বিবাদে রাজ্য ছার খার হইবার উপক্রম হয় এবং ১৪১৫ অব্দে এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংলণ্ডাধিপতি ৫ম হেনরী ফ্রান্সের সমুদ্র তীরস্থ প্রায় সমুদায় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ হেনরী এককালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা হন। এই সময়ে জোয়ান নামে এক বীর রমণীর উদয় হয়। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ৭ম চার্লসকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, ইংরাজেরা ক্রমাগত পরাজিত হইয়া ১৪৫১ অব্দে ফ্রান্স এককালে পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৫৬২—৮৯ কাথলিক ও হুগনট নামে দুই খৃষ্টসম্প্রদায়ের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৫৮৯ বোরবন্ বংশ রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১৬৫৯ অব্দে চতুর্দ্দশ লুইর অধীনে ফ্রান্স ইউরোপ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। ১৭১৫—৭৪ ফ্রান্সের ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং ইহা প্রায় ইউরোপের সকল আদালতের ভাষা হয়। ১৬শ লুইর রাজত্বে ফরাসীদিগের সাহায্যে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স ইংলণ্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হয়। ১৭৮৯ অব্দে রাজ্য বিপ্লব হইয়া প্রাচীন রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত এবং রাজা হত হন। সাধারণ তন্ত্র ১৭৯২ হইতে ১৮০৪ পর্য্যন্ত ছিল। পরে মহাবীর নেপোলিয়ন সম্রাট্ হইয়া ১৮১৪ পর্য্যন্ত শাসন করেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ এবং প্রুসীয়দিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বদ্ধ হন এবং অতি

কষ্টে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র ২য় নেপোলিয়ন নামে অল্পদিন রাজক্ষমতায় ভূষিত হন। তৎপরে বোর্বন বংশ সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইয়া ১৮৩০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর ঐ বংশের কনিষ্ঠ দল রাজা হন। ১৮৪৮ অব্দে হঠাৎ রাজ্যবিপ্লব হইয়া সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়। ১৮৫২ অব্দে ১ম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্রাট্ বলিয়া মনোনীত হন। ১৮ বৎসর পরে বর্ত্তমান ঘোরযুদ্ধে ইহাঁর রাজ্যের শেষ হইয়া পুনরায় সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

রাজ্যশাসন—৩য় নেপোলিয়নের সময়ে বংশাবলী ক্রমে সম্রাট হইবার নিয়ম হয়। ফ্রান্সের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ৩টী সভা ছিল ঃ—মহাসভা, ব্যবস্থাপক সভা এবং রাজকীয় সভা। মহাসভার ১৫০ জন সভ্য যাবজ্জীবনের জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাগণের ইচ্ছামতে ৩৫ হাজার লোকের এক এক জন প্রতিনিধি ৬ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইতেন। রাজকীয় সভায় সম্রাটের সম্পূর্ণ অধীনস্থ ৪০ হইতে ৫০ জন সভ্য থাকিতেন। ফ্রান্সের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তনশীল এবং ফরাসীদিগের চিত্ত এরূপ অস্থির যে ৭০ বৎসর গত হইতে না হইতে এখানে চৌদ্দবার রাষ্ট্র বিপ্লব হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন চতুর্দ্দশ প্রকার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্রও যে বহুদিন স্থায়ী হইবে বোধ হয় না।

ফ্রান্সের বিচার প্রণালী অতি সুন্দর এবং প্রতি বিভাগে যথোচিত বিচার কর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। গবর্ণমেন্টের হস্তে বিদ্যা শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার। গ্রাম্য, নগরীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই ত্রিবিধ বিদ্যালয় আছে। বিশ্ব বিদ্যালয় সর্ব্বশুদ্ধ ২৬টী। ফরাসীরা বিজ্ঞান চর্চ্চায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় এবং অনেক শাস্ত্রের সৃষ্টি কর্ত্তা। ধর্ম্ম বিষয়ে ২০ লক্ষ প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টান, ৬০ হাজার ইহুদী, তদ্ভিন্ন সকলেই রোমান্ কাথালিক খৃষ্টান্। সৈন্য সংখ্যা দশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ৭,৬০,৯৫১ গণিত হয়। রণতরি ৫৬১ খান, তাহার এক একখানি ৬০,০৬০ অশ্বের বেগ ধারণ করে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল, ইহারা স্থলযুদ্ধে অদ্বিতীয় এবং জলযুদ্ধে কেবল ইংরাজ-

দিগের অপেক্ষা ন্যূন, কিন্তু সমকক্ষ হইবার চেষ্টায় ছিল। পৃথিবীর সকল খণ্ডেই ফ্রান্সের কিছু না কিছু অধিকার আছে।

প্রুসিয়া একটী আধুনিক রাজ্য, দেড় শত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলটিক সাগর, পূর্ব্বদিকে রুসিয়া, পশ্চিমে জার্ম্মণি ও ফ্রান্স, দক্ষিণে জার্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া। ইহার রাজধানী বার্লিন, স্প্রী নদী তটে স্থাপিত। ইহার অধিকাংশ স্থল সমভূমি, বালুময় ও অনুর্ব্বর, কিন্তু ইউরোপের আর কোন দেশে এত নদীর সুবিধা নাই। বিদ্যা বিষয়ে প্রুসিয়ার মত সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রণালী পৃথিবীর প্রায় কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। রাজ নিয়ম দ্বারা বাধ্য হইয়া প্রত্যেক প্রজাকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে ইহার ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে দশ আনা প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টান এবং কালবানীয় সম্প্রদায় ভুক্ত; ছয় আনা রোমান-কাথলিক। ইহার সৈন্য ৪ লক্ষ, কিন্তু আবশ্যক হইলে ফ্রান্সের ন্যায় সমুদায় বয়স্ক প্রজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করা যায়, জার্ম্মণির নানা প্রদেশও ইহাকে সৈন্য দ্বারা সাহার্য্য করিয়া থাকে। ইহার রণতরি অতি অল্প। শাসন প্রণালী প্রায় একপ্রভু তন্ত্র অর্থাৎ রাজ্যের উপরে রাজার প্রায় সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে।

প্রুসিয়ার ইতিবৃত্ত অতি সংক্ষিপ্ত। প্রথমে ইহা জার্ম্মণির একটী প্রদেশ এবং ব্রাণ্ডেনবর্গের অধ্যক্ষের অধীন ছিল। ১ম ফ্রেডরিক জার্ম্মন্ সম্রাটের অনুগ্রহে ১৭০০ অব্দে রাজোপাধি লাভ করেন, তাহাতে ইহা রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। ১৭৪০ অব্দে ২য় ফ্রেডারিক রাজা হন, ইহাঁরই নাম ফ্রেডারিক দি গ্রেট। ইনি অনেক গুণে ভূষিত এবং রণ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সংগৃহীত অতি উৎকৃষ্ট সৈন্য লাভ করিয়া আরও উন্নতি করেন, কিন্তু তথাপি একটী যুদ্ধে প্রুসিয়ার প্রায় উৎসেদ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৮৬ অব্দে ফ্রেডরিক উইলিয়ম ২য় রাজা হন। তিনি দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ১৭৯৭ অব্দে তাঁহার পুত্র ৩য় ফ্রেডারিক উইলিয়ম রাজত্ব পান। ইনি জেনার যুদ্ধে ফ্রান্স সম্রাট নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু ১৮১৫ অব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজেরা যখন ফরাসিদিগের সহিত সমরে প্রায় জয়লাভ করিয়া

ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রুসীয়গণ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া নেপোলিয়নকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই কারণে নেপোলিয়নের পতনের পর প্রুসিয়ার গৌরব বৃদ্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে ইহার ক্ষমতাও বাড়িতে থাকে। ১৮৪০ অব্দে ৪র্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম রাজা হন। তাঁহার মানসিক শক্তির হ্রাস হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়ম রাজ প্রতিনিধির কার্য্য করেন এবং ১৮৬১ অব্দে রাজ্যাধিকার পান। ইনিই প্রুসিয়ার বর্ত্তমান অধিপতি। ইহাঁর পুত্র ফ্রেডরিক উইলিয়ম হোহেন ঝলারন, মহারাণী বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি এক্ষণে প্রুসীয় সৈন্যের অধিনায়ক। রাজার প্রধান মন্ত্রীর নাম বিসমার্ক, তিনি অতি সুপণ্ডিত ও চতুর।

ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া উভয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে ফ্রান্সকে অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধের প্রথমেও অনেকে মনে করিয়াছিলেন ফ্রান্সের জয় এবং প্রুসিয়ার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দর্পহারী ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, তিনি অহঙ্কারী ফ্রান্সের দর্প সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিয়া নিকৃষ্ট প্রুসিয়াকে জয়ী করিয়াছেন। সম্রাট সপরিবারে সাংসারিক সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখর হইতে যেরূপ অধঃপতিত হইয়াছেন তাহা ভাবিলে 'পৃথিবীর সকলই অসার ও অনিত্য' বলিয়া অশ্রুপাত না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না। আমরা আশা করি, এই মহাযুদ্ধে সকল জাতি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দর্শন করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিবেন এবং ফ্রান্স ও প্রুসিয়া ত্বরায় নৃশংস ব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বশক্তিমানের মহিমা স্বীকার ও ঘোষণা করিবেন।

বামাবোধিনীর বিশেষ অধিবেশন।

গত ১৩ই আশ্বিন বুধবার বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বামাবোধিনী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহাতে ৩টী প্রস্তাব

হয়। ১ম-বর্ত্তমান বর্ষে বামাবোধিনীর সভার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষায় যাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে পুরস্কার দেওয়া যায়? পরীক্ষিত নারীগণের লিখিত কোন কোন উত্তর পঠিত হইল এবং উপস্থিত সভ্যগণ পারিতোষিকের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দাতব্য স্বাক্ষর করিলেন। ইহা স্থির হইল বামাকুলহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে আগমন করিলে পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

২য় প্রস্তাব। বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য যে একটী শ্রেণী খুলিয়াছে, কিপ্রকারে তাহার সহিত যোগ দেওয়া যায়? বেথুন বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার নিয়মাদি যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছিল তাহা পঠিত হইল। ভদ্র বংশীয় বিধবাগণ বিদ্যালয় হইতে গাড়ী ভাড়া ও ৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন, এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা নিজব্যয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। এবিষয়ে একটী প্রস্তাব বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিবার কথা হইল এবং উড্রো সাহেবের সহিত কথোপকথন হইয়া এবিষয় একটী বিশেষ সভায় বিবেচনা করা যাইবে স্থির হইল। আপাততঃ বিধবাদিগের অনুকূলে ব্যবস্থা আছে অতএব বিধবা ছাত্রী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবার জন্য সভাস্থ সকলকে অনুরোধ করা হইল।

৩য় প্রস্তাব। একটী নারী সমাজ সংস্থাপন। গত সংখ্যক বামাবোধিনীতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ নামে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য যে এদেশীয় স্ত্রীগণ একত্র হইয়া কিসে আত্মনির্ভর শিক্ষা করিতে পারেন এবং আপনাদের চেষ্টায় সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন তাহার কোন উপায় অবধারণ করা। এই বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অবশেষে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্থির হইল আপাততঃ ব্রাহ্মিকাগণ একত্র হইয়া এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন এবং তজ্জন্য অনেকে অভিলাষিণীও আছেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, ২৫টী রমণী এবিষয়ে যোগ দিতে পারেন। অতএব স্থির হইল বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে অন্দর মহল আছে সেখানে সত্বর পরীক্ষা স্বরূপ একটী সভা আহ্বান হইবে এবং পরে অন্যান্য নিয়ম স্থির হইবে। মিস্ পিগট দ্বারা অনেক বিষয়

শিক্ষার সাহায্য হইতে পারে, অতএব তিনি কিরূপ সাহায্য করিতে স্বীকার পান জানিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের আসিবার গাড়ী বা পাল্‌কী ভাড়ার জন্য একটী চাঁদা হইবে এবং যে যে দিন তাহাদিগের সভা হইবে সেই সেই দিন সাধারণ ফণ্ড হইতে গাড়ী বা পাল্‌কী নিযুক্ত হইয়া যাহাতে সকলের যাতায়াতের সুবিধা হয় তাহা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় এই বিভাগের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসু সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। প্রতাপবাবু মিস্ পিগটের সহিত কথা স্থির করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

এই সভায় বামাবোধিনী সভার উন্নতি সাধনার্থ কতকগুলি নূতন সভ্য মনোনীত করিবার প্রস্তাব হইল। সভ্যগণের বার্ষিক ন্যূন সংখ্যা ১৲ এক টাকা দিবার নিয়ম হইল এবং সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েক জন সভ্য রূপে মনোনীত হইলেন।

বামাবোধিনী সভা নিয়মিত করিবার জন্য স্থির হইল, প্রতি বাঙ্গলা মাসের ৩য় শনিবার অপরাহ্ন ৪ টার সময় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ইহার এক একটী মাসিক অধিবেশন হইবে।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা।

আষাঢ় ১২৭৭।

চতুর্থ বৎসর।

বিজ্ঞান :

১ম প্রশ্ন। ধোঁয়া, বাষ্প, মেঘ, শিশির ইহারা কি কি ভিন্ন পদার্থ হইতে এবং কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

১ উত্তর। ধোঁয়া, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, ইহারা এক পদার্থ হইতে হয়। ধোঁয়া জল গরম হইয়া হয়। সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয়, তাহা হইতে এক রকম হাল্কা ধোঁয়া উঠে তাহা সকল সময় চোকে দেখা যায় না, তাহাকে বাষ্প বলে। সেই বাষ্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া জমাট বাঁধিয়া মেঘ হয়। বৃষ্টি—মেঘ সকল আকাশে উঠিয়া,

আকাশের উপরের অন্যান্য বাতাসের সহিত মিসিয়া গিয়া, জমাট বাঁধিয়া গেলে ভারি হয় ও বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়ে। শিশির—সূর্য্যের তাপে পৃথিবীর সমুদয় বস্তু গরম হইয়া থাকে। যখন সূর্য্য অস্ত যায়, তখন সূর্য্যের তাপে যে সমুদয় বস্তু গরম হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর হইতে তাপ বাহির হইতে থাকে, এবং সেই সকল উপরে উঠিয়া গিয়া ক্রমে শীতল হইতে থাকে, তখন তাহার সহিত যে জলীয় ভাগ আছে তাহা পৃথিবীর উপরে শীতল বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়া জমাট বাঁধিয়া শিশির হয়।

(ক)প্র। যে রাত্রি মেঘ বা ঝড় হয় সে রাত্রি অল্প শিশির পড়ে কেন? অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা গাছের উপর অধিক শিশির পড়ে কেন? শিশির দ্বারা কি কোন উপকার হয়? বরফ ও শীলের প্রভেদ কি?

(ক) উত্তর। যে রাত্রিতে অধিক মেঘ হয় সে রাত্রিতে অল্প শিশির হয় তাহার কারণ, মেঘ হইলে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তাহাতে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয় তাহা উপরে উঠিয়া গিয়া শীতল হইতে পারে না। কাজে কাজে সে রাত্রিতে অধিক শিশির হইতে পারে না। ঝড় হইলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয় তাহা ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায় তাহাতে সে রাত্রিতে কম শিশির হয়।

অন্যান্য বস্তু হইতে গাছের উপর অধিক শিশির হয়। তাহার কারণ, পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয়, তাহা শীতল বস্তুর সহিত মিশিয়া গিয়া শীঘ্র শীতল হয়। গাছ শীতল হইতে অধিক সময় লাগে না, কাজে কাজে গাছের উপর অধিক শিশির হয়। শিশির হইতে অনেক গাছ পালা হইয়া থাকে, এবং অনেক গাছ পালার ফুল মুকুল হইয়া থাকে।

বরফ ও শীলের প্রভেদ এই, জল অত্যন্ত শীতল হইয়া গিয়া জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়। শীল সে প্রকারে হয় না। মেঘ সকল যখন বৃষ্টির ফোঁটা হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, হঠাৎ তাহাতে শীতল বাতাসের হল্‌কা বহিলে শীল জন্মায়।

২য় প্র। “রাম ধনুক” রামের ধনুক কি না? তবে কাহার ধনুক?

যদি রামের "ধনুক" না হইবে, তবে ধনুকের ন্যায় বক্র হইবে কেন?

২ উত্তর। রাম ধনুক, রাম অথবা আর কাহার ধনুক নয়। উহা কতক গুলি রঙ একত্র হইয়া হয়। রাম ধনুক যে বক্র হয় তাহার কারণ এই পৃথিবীর চারি দিগে বাতাস আছে। বৃষ্টির সময় রৌদ্র উঠিলে রাম ধনুক উঠে, মেঘ সকল, সেই বাতাসের সহিত বাঁকা হইয়া থাকে তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িলে রাম ধনুক হয়। তাহাতেই রাম ধনুক বক্র দেখা যায়।

৪প্র। বৃক্ষের শিকড় ও ছাল দ্বারা বৃক্ষের কি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়? এবং উহাদিগের সহিত জীব শরীরের কিরূপ তুলনা হইতে পারে? বৃক্ষের বয়স কি প্রকারে জানা যায়?

৪ উত্তর। বৃক্ষদিগের শিকড় ও ছাল দ্বারা নানা রকম প্রয়োজন সাধিত হয়। শিকড় দ্বারা বৃক্ষেরা এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া থাকে এবং আহার অন্বেষণ করিয়া লয়। যে জায়গা তাহাদের আহারের উপযোগী, শিকড় দ্বারা সেই জায়গায় তাহারা আহার খুঁজিয়া লয়। শিকড়ই বৃক্ষদিগের জীবন। ছাল দ্বারা বৃক্ষ শরীরে কোন আঘাত লাগিতে পারে না। বৃক্ষদিগের সহিত মনুষ্যদিগের এই তুলনাঃ— যেমন মনুষ্যেরা পদ চালনা করিয়া আহার অন্বেষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বৃক্ষদিগের শিকড় দ্বারা তাহারা আহার অন্বেষণ করিয়া লয়। মনুষ্যেরা যেমন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বৃক্ষেরা সেইরূপ শিকড়ের উপর ভর করিয়া এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য শরীরে যেমন রক্ত আছে, বৃক্ষ শরীরে সেইরূপ রস আছে। মনুষ্য শরীরে রক্ত দ্বারা যেরূপ কার্য্য হয় বৃক্ষ শরীরে সেই কার্য্য রস দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। মনুষ্য শরীরে যেমন ত্বক, বৃক্ষ শরীরে সেইরূপ ছাল। বৃক্ষের বয়স এইরূপে জানা যায়, বৃক্ষদিগকে থাক থাক করিয়া কাটিলে তাহার ভিতর গোল বেড় দেখা যায়। অনেক বৃক্ষের এক এক বৎসরে এক এক থাক করিয়া কাট বাড়ে, তাহাতে এক একটী বেড় পড়িয়া থাকে। তাহাতে জানা যায় যে বৃক্ষে যে কয়েকটী বেড় আছে সে বৃক্ষের সেই কয়েক বৎসর বয়স।

৫প্র। বৃক্ষের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? বৃক্ষ শরীরের রস কি প্রকার পদার্থ?

৫ উ। বৃক্ষদিগের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য তাহাদিগের পত্রদ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বৃক্ষদিগের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র আছে, তাহাতে তাহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, বৃক্ষদিগের পত্র ও ডাল দ্বারাও ইহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, বৃক্ষশরীরে রস, তাহাদের আহার, বৃক্ষদিগের রসদ্বারা তাহাদের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, মনুষ্যদিগের রক্ত যেমন শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যদ্বারা পরিষ্কার হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে বৃক্ষদিগের রস শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যদ্বারা পরিষ্কার হইয়া বৃক্ষদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষেরা মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা প্রশাখায় ফল ফুল পাতায় চালন করিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া থাকে।

শ্রীদীনতারিণী মুখোপাধ্যায়।
৪র্থ বৎসর।

নারীশিক্ষা।

৩ প্রশ্ন। ভূমিকম্পের কারণ কি?

উ। পৃথিবীর মধ্যে যেমন সোণা, রূপা, লোহা ও কয়লার খনি আছে সেইরূপ গন্ধক সোরার খনি আছে তাহাদিগকে দাহ্যবস্তু বলে। পৃথিবীর ভিতরে গন্ধক সোরার বৃহৎ বৃহৎ চাপ আছে তাহাতে একটু জল পড়িলে গরম হইয়া গলিয়া ছড়াইয়া পড়ে, অধিক জায়গার জন্য তোলপাড় করিতে থাকে, কাছের বস্তু ঠেকাঠেকি ঘষাঘষি করিয়া অনেক দূর গোলযোগ উপস্থিত করে সুতরাং ভূমি কাঁপিতে থাকে। পৃথিবীর কোন কোন স্থান ফাটিয়া গরম বস্তু বাহির করিয়া ফেলে। ভিতরকার বস্তু গরম হইয়া ছড়াইয়া পড়িলে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মনে কর একটা ফাঁপা লোহার ভাঁটার মধ্যে জল পূরিয়া যদি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় আর যদি ক্রমাগত আগুনে তপ্ত করা যায় তাহা হইলে জল গরম হইয়া বাষ্পের আকার ধারণ করে, জল বাষ্প হইয়া বিস্তারিত হয় এবং ভাঁটা ভেদ করিয়া আসিতে চেষ্টা করে। ভাঁটা ঐ বেগ অনেকক্ষণ

দমন রাখিতে পারে। তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে ভাঁটাটা কাঁপিতে থাকে। ইহার যে দিক অশক্ত, বাস্প রাশি সেই দিক ভাঙ্গিয়া প্রবল বেগে বাহির হয়। যদি সব দিক সমান শক্ত হয় তাহা হইলে ভাঁটা চূর্ণ হইয়া যায় অতএব ভূমিকম্পের কারণও এইরূপ।

১ উত্তর (ক)। সীতার বনবাস ১১ পৃষ্ঠা।

লক্ষণ চিত্রপটের অন্য অংশে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন আর্য্যে! এই পঞ্চবটী ও এই শুর্পণখা রাক্ষসীকে দেখ। সরলহৃদয়া সীতা যেন ঠিক বনবাসের অবস্থা উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া শুষ্ক মুখে কহিলেন এই অবধি আমার জীবনের আশা ফুরাইল! রাম এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন অয়ি শোক সন্তপ্তে! এ যে চিত্রপট, যথার্থ পঞ্চবটী বা পাপীয়সী সূর্পণখা নহে! লক্ষণ চারি দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য এই পট দেখিয়া বনের ব্যাপার সকল ঠিক বর্ত্তমানের ন্যায় বোধ হইতেছে, দুশ্চরিত্র রাক্ষসেরা সোণার হরিণের ছলে যে বিষম বিপদ ঘটাইয়াছিল যদিও শত্রুর উপযুক্ত দণ্ড দ্বারা তাহা উত্তমরূপে দূর হইয়াছে তবু মনে হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়। সেই কাণ্ডের পর আর্য্য নির্জ্জন বন মধ্যে যেরূপ ব্যাকুল ও কাতর হইয়াছিলেন তাহা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয় গলে যায় এবং বজ্রের ন্যায় কঠিন বুকও ভেঙে যায়।

(খ) পদ্যপাঠ ৫৫ পৃষ্ঠা।

উ। হে পুষ্প! তুমি কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী সকলেরই মনকে প্রফুল্ল কর, পৃথিবীতে কে না তোমাকে ভাল বাসে? তোমার ন্যায় হাস্যমুখযুক্ত যে সুন্দর শিশু সেও তোমাকে পাইলে কত সুখী হয়, তার অস্থির চক্ষু আমোদে পলকহীন হইয়া এক দৃষ্টে সম্পূর্ণ আদরের সহিত তোমার মনোহর রূপ দেখিতে থাকে।

শ্রীমতী দাক্ষায়ণী ঘোষ।
৪র্থ বৎসর।

সাবিত্রী চরিত।

১ম প্রশ্ন। মোরে ত্যজি যদি সখি! যাও তুমি বনে,
বিরহে তোমার, আমি না জীব জীবনে;
কাড়িলে মস্তক-মতি বাঁচে কি করিণী?
তখনি জীবন ত্যজে বিষাদে নলিনী—
জীবন-জীবন যবে শোষে দিনমণি।
না জীয়ে ফণিনী হারাইলে শিরোমণি।

ইহার গদ্য কর?

২য়। "মনে মনে মনোদান যথার্থ বিধান,
সামাজিক রীতি মাত্র প্রকাশ্যে প্রদান।
তারে ত্যজি, এবে যদি বরি অন্য জন
পতিত হইব; মম নরকে গমন।"

এই কবিতাটীর ভাবার্থ আপন ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ কর?

৪র্থ। "মুখ-পদ্ম", 'পতিপ্রাণা,' 'ধর্ম্মাধর্ম্ম.' 'দৃষ্টিহীন, 'অনন্যসহায়, 'সাবিত্রী-হৃদয়,'

বিগ্রহের সহিত ইহাদের সমাস কর?

১ম উত্তর। সখি! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি তুমি বনে যাও; তবে আমি বাঁচিব না। যেমন হস্তিনীর মাথার গজমতি কাড়িয়া লইলে হস্তিনী বাঁচে না; সর্পিণীর মাথার মণি কাড়িয়া লইলে সর্পিণী বাঁচে না; পদ্মিনীর সূর্য্য অস্ত গেলে পদ্মিনী বাঁচে না; সেইরূপ তোমার বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব না।

২য় উত্তর। বিবাহের যথার্থ রীতি এই যে অন্তরে অন্তরে এক লক্ষ্য করিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করা; এক্ষণে আমি যদি সত্যবানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন জনকে বিবাহ করি তাহা হইলে আমি ঘোর নরকে ডুবিব। কারণ পরমেশ্বর আমার অন্তর্যামী পিতা, তিনি আমার অন্তরের পণ দেখিয়াছেন। সাবিত্রী বলিতেছেন; আমি যখন মনেতে ঠিক্ বিশ্বাস করিয়া সত্যবানকে বরণ করিয়াছি তখন কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

৪র্থ উত্তর। মুখরূপপদ্ম, মুখপদ্ম, রূপক সমাস বা কর্ম্মধারয়। পতি হইয়াছে প্রাণযার—পতিপ্রাণা; বহুব্রীহি সমাস। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; ধর্ম্মাধর্ম্ম, দ্বন্দ্ব সমাস। দৃষ্টি দ্বারা হীন; দৃষ্টিহীন; তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

অনন্য হইয়াছে সহায় যার; অনন্য সহায়; বহুব্রীহি সমাস।

সাবিত্রীর হৃদয়; সাবিত্রীহৃদয়; ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১। আমরা (হিন্দুরা) ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কি না? যদি না হই, তবে কাহারা এদেশের আদিম নিবাসী? আর, আমরা কোন্ দেশের লোক?

২। চন্দ্রবংশের আদি হইতে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ পর্য্যন্ত যাহা জান, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১ম উত্তর। হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহে। খস, ভিল পুলিন্দ, সাঁওতাল ইহারা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী। হিন্দুরা সিন্ধু নদীর পশ্চিমের কোন জনপদ হইতে আসিয়া বাহুবলে, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন।

২য় উত্তর। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের উল্লেখ আছে; বৈবস্বতমনু উভয় বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার পুত্র হইতে সূর্য্যবংশ ও দুহিতা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। শান্তনুর পুত্র বিচিত্র বীর্য্য, কাশীরাজের দুই তনয়া বিবাহ করেন, একের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যের গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর যুধিষ্টির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব, এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। উভয়ের অপত্য কুরুকুলজাত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান কৌরব, পাণ্ডুর সন্তান পাণ্ডব নামে পরিচিত। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত বলিয়া পাণ্ডু রাজা হন, অল্প দিন মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য লোভে লোলুপ হইয়া বারণাবত স্থানে পাণ্ডবদের বধের উপায় করিলেন। কিছু দিন পরে পাঞ্চাল দেশে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে আনিয়া পঞ্চ ভ্রাতায় বিবাহ করেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের এক অংশ দুর্য্যোধন অপর অংশ যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। দুর্য্যোধন, হস্তিনাপুরের রাজা, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হইলেন। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, দুর্য্যোধন সেই ক্রীড়ায় তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে যমুনার তীরে দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদের রাজ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদত্ত হইবে না বলিয়া পাঠাইলেন। পরে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে থানেশ্বর নগরের সন্নিধানে কুরুক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়। অষ্টাদর্শ দিবসের পর পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বুদ্ধি ও কৌশল তাহাদের জয়লাভের প্রবল হেতু।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন।
৫ম বৎসর।

বিলাতীয় সংবাদ।

গত ১৮ই ভাদ্র শ্রদ্ধাস্পদ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে আমাদিগকে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইলঃ—

"আমাদের দেশের প্রতি এখানকার লোকদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আমাদের যথার্থ অবস্থা কি এবং আমাদের কি কি অভাব ইহা না জানাতে সে অনুরাগ কার্য্যকর হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা স্থানে আমি বক্তৃতা করিয়াছি এবং এখানকার ভগ্নিদিগকে উক্ত কার্য্যে বিশেষ যত্নের সহিত নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে একটী বিষয়ে সতর্ক করিয়াছি। এ দেশের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশে প্রচলিত করা অবিধেয়। ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহা কিছু সদ্গুণ ও সদাচার আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে এবং এখানকার বাহ্যাড়ম্বর ও বেশ-ভূষাসক্তি পরিহার করিতে হইবে। এখানকার ধর্ম্মপরায়ণা নারীদিগের জীবন অতি উচ্চ; তাঁহাদের দয়া, নিঃস্বার্থ প্রীতি, কোমল ভক্তিভাব অতি চমৎকার। কেহ কেহ পরোপকারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং শরীর মন উহাতে উৎসর্গ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভয়ানক যুদ্ধে যাঁহারা আঘাত পাইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য অনেকগুলি ভগ্নী অসামান্য পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক ঔষধ বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে আমাদের দেশস্থ ভগ্নিদের সঙ্গে প্রীতি যোগে সম্বন্ধ হন। ঈশ্বর প্রসাদে এরূপ যোগ সংস্থাপিত হইবেই হইবে। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ভারতবর্ষে গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ যোগের সূত্রপাত করিতে পারেন তাহা হইলে যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। আমি অনেককে এ কথা বলিয়াছি। বামাবোধিনীতে বামাদিগের যে সকল রচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয় তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করা আবশ্যক; অনেকে উহার ভাব জানিবার জন্য কৌতূহল প্রদর্শন করিয়াছেন। গত মাসে "ভিক্টোরিয়া আলোচনা সভায়" মাসিক অধিবেশনে আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। উক্ত সভা কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য। বিগত ১৩ আগষ্ট দিবসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশানুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে ৬০,০০০ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে ইহা শুনি-

য়া তিনি ও রাজকুমারী লুইস্ অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মহারাণী হিন্দু মহিলাদের বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন করিলেন তাহাতে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশিত হইল। আমার হস্ত হইতে আমার সহধর্ম্মিণীর দুই খানি ছবি গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুরাগের বিশেষ পরিচয় দিলেন। এ সংবাদ পাইয়া দেশের ভগ্নিরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মিকারা উল্লসিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সংবাদ শুনিয়া যেন তাঁহারা আর অলস বা নিরুদ্যম হইয়া না থাকেন। মহারাণীর প্রসন্নতা দর্শনে তাঁহারা যেন আপনাদের ও দেশের হিতসাধনে সম্যকরূপে যত্নবতী হন, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এ সময়ে চারিদিকে উন্নতি দেখিতেছি; দয়াময় ঈশ্বর আমার দেশস্থ ভগ্নীদের অবস্থা ভাল করুন, তাঁহাদিগকে অজ্ঞান অসত্য ও অসদাচার হইতে রক্ষা করিয়া পুণ্য ও শান্তির পথে অগ্রসর করুন!

আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী ইংলণ্ড বাসিনী কুমারী সফিয়া ডবসন্ কলেট নাম্নী একটী বিদ্যাবতী ও পরম ধার্ম্মিকা বিবীর নিকট হইতে একখানি প্রণয়গর্ভ পত্র পাইয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"তুমি যদি এতদূরে না থাকিতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতাম। তাহা হইলে কত আনন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতাম, তোমার অন্তঃপুরস্থ জীবন কিরূপ জানিতাম এবং তোমার সন্তানগণের আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিতাম। কিন্তু আমি গতিশক্তি হীন, দুর্ব্বল ও দুঃখিনী এবং পৃথিবীতে লেখনী চালনা ব্যতীত আর কোন কার্য্য করিতে পারি না। অতএব আমি গৃহে বসিয়া এবং লিখিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব। ভারতের বিশেষতঃ তত্রত্য অবলাকুলের কোন প্রকারে উপকার করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র, আমি যদি লেখা দ্বারা তদ্বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারি অত্যন্ত সুখী হইব। ভারতীয় নারীগণকে প্রতিদিন অনেক আত্মবঞ্চনাও নিরুৎসাহ বশতঃ কষ্ট পাইতে হয় আমি জানি, কিন্তু হে ভগিনি! ঈশ্বর তোমাকে এ প্রকার * * দিয়া অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তুমি ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে চিরকাল পরম পিতার সাহায্য ও স্নেহলাভে নিশ্চয় আশান্বিত হইতে পার। কোন বিঘ্নে নিরাশ হইয়া পড়িও না; নিশ্চয় জানিও তোমরা যদি প্রতিদিন সাধ্যমত আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধন কর এবং তোমাদিগের যত্ন সফল হইবার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর তিনি যথা সময়ে তোমাকে ও তোমার ভগিনীদিগকে সুফল প্রদান করিবেন। কুমারী সার্প কে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ তাহা তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পড়িতে দিয়াছেন তাহা

পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। তোমার কোন প্রকার মঙ্গলসাধন যদি আমার সাধ্য হয় তাহা জানাইবে। আমি ত্বরায় বাঙ্গলা শিখিতে পারিব আশা করিতেছি। তাহা হইলে তোমাকে তোমাদের ভাষাতেই পত্র লিখিতে পারিব। * * *

আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিনী, কিন্তু তা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমার আন্তরিক সম্পূর্ণ অনুরাগ কম নহে। এখানে *** যে সকল উপাসনা ও হৃদয়াদ্র্রকর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে যোগ দিয়া আমি অত্যন্ত ী হইয়াছি। আমি একদিন কলিকাতার মন্দিরে তাহা শুনিতে বাসনা করি। যদি ভাগ্যে না ঘটে, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে এক দিন সকলে চির পরিবারে বদ্ধ হইয়া মিলিত হইব আশান্বিত হৃদয়ে তাহারই প্রত্যাশায় থাকিব।”

নূতন সংবাদ।

১। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরের শ্রীমতী বিধুমুখী নাম্নী একটী কুলীন কন্যা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহাঁর বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। ইনি শিক্ষিতা, সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। ইনি ইহাঁর মাতা ঠাকুরাণীর খুড়ার আশ্রয়ে থাকিতেন, তিনি ১২।১৩ টী স্ত্রীবিশিষ্ট একটী কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করেন। বিধুমুখীঅনন্যগতি হইয়া তাহার উন্নত প্রকৃতি মাতুলদিগের নিকট তাহার উদ্ধারার্থ বার বার লিখনে, অন্যথা বিবাহ হইবার অগ্রে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। তাহার মাতুলেরা খুড়াকে অন্যমত করিবার উপায় না দেখিয়া গোপনে তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। খুড়া রাগান্ধ হইয়া ভাইপো দিগকে জব্দ করিবার জন্য মকর্দ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিধুমুখী বয়ঃপ্রাপ্তা এবং স্বেচ্ছাক্রমে ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকল কার্য্য করিয়াছেন আপনি আদালতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেল। এইরূপ অভাগিনীদিগের সাহায্য দান করিয়া সমাজ সংস্কার করা দেশহিতৈষী সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

২। উত্তর আমেরিকার ফিলেডেলফিয়ানগরে ১১৯৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১১১০ জন স্ত্রীলোক ও ৮৪ পুরুষ আছেন এবং নিউইয়র্কে ২৬০০০ শিক্ষকের মধ্যে ২১০০০ স্ত্রীলোক ও ৫০০০ পুরুষ আছেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট শিক্ষক, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩। আমরা সংবাদ পত্র সকলে অনেকগুলি স্থানে বহুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয় প্রথা রহিত করিবার চেষ্টার কথা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

ফরিদপুর ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকিঙ্কর রায় তত্রত্য লোকদিগকে লইয়া বহুবিবাহ ও কন্যা

বিক্রয় প্রথা রহিত করিবার জন্য একটী সভা স্থাপিত করিয়াছেন।

অযোধ্যার কয়েক জন লোক বহু-বিবাহ নিবারণের নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন। অদ্যাপিও তত্রত্য কোন কোন ব্রাহ্মণ ৮০।৯০টী বিবাহ করিয়া থাকেন।

রায়ের কাটী নামক স্থানের জমিদার রাজা মাধবনারায়ণ রায় প্রভৃতি কন্যা বিক্রয় রহিত করিবার জন্য শীঘ্র একটী সভা করিবেন। কন্যা-পণ ও বহুবিবাহ নিবারণ করিবার জন্য রাজনগর জপসা প্রভৃতি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ গ্রামে অনেক সভা হইয়াছে।

৪। মুলফতগঞ্জের কীর্ত্তিপুর গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। পণগ্রহণ অতি অসভ্য, জঘন্য ও অনিষ্টকর প্রথা, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ইহাদ্বারা নরকগামী হইতে হয় বলিয়াছেন।

বামাগণের রচণা।*

প্রশ্ন। প্রকৃত সতী নারীর জীবন কিরূপ তাহা বর্ণন কর।

উ। যিনি সতী তাঁহার জীবন নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় পবিত্র। সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি গুলি ত্যাগ করিয়া আপন প্রবৃত্তি সকলকে যিনি বশবর্ত্তী করিয়াছেন তিনিই সতী। সকল লোকের সহিত সদ্ব্যবহার শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা সতীর হৃদয়ভূষণ। যদি প্রত্যেক স্ত্রী আপনাকে সতী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন তাহা হইলে সংসারের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। যে স্ত্রী সতী তিনি পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুরাগিনী, সন্তানগণের প্রতি স্নেহান্বিতা হন এবং দাস দাসীগণের প্রতি কৃপা করেন। সতী পরদুঃখ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হন, পরের ক্লেশ দেখিলে দুঃখ নিবারণ করিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। যিনি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা পরিমিত ব্যয়শালী, ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী, সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্ম সাধন করেন, তিনি প্রকৃত সতী। সতী স্ত্রী জ্ঞানদ্বারা আপনার বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেন, সুশীলতা দ্বারা প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেন এবং সর্ব্বদা সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। ধর্ম্ম যাঁহার অস্ত্র ও সতীত্ব যাঁহার অঙ্গের আভরণ তিনিই সতী। যিনি আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃস্থ পরিবার ও দীনহীন মানবের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন, যিনি সম্পদের সময়ে উন্মত্ত এবং বিপদের সময় অবসন্ন না হইয়া স্থির চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, যিনি অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারিতাপরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সৎপথের অনুসরণ করেন, তিনি যথার্থ সতী।

কৃষ্ণকামিনী দেবী।

* অন্তঃপুর পরীক্ষার রচনা।

PRINTED AT J, G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS. 115 AMHERST STREET,

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক

৮৮ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

আসামী স্ত্রীলোক।

জন সমাজকে জ্ঞান ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সুখে সুশোভিত করিবার জন্য স্ত্রীজাতি একটী প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবে। তাহাদের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, তাহাদের উপকারে সমাজের উপকার। কিন্তু আবার এই স্ত্রী-জাতির দুর্নীতি ও অজ্ঞানতায় সমাজের তেমনি অনিষ্ট ও দুরবস্থা। আসামী স্ত্রীলোক তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। পাঠিকাগণ! তোমরা হয় ত ভূগোল পাঠে জানিয়াছ যে আসাম একটী আইন বহির্ভূত দেশ। ইহা ভারতবর্ষের একেবারে উত্তর পূর্ব্ব সীমায় এবং বড় পর্ব্বতময় দেশ। এদেশ বড় অসভ্য, স্ত্রীজাতিই এখানকার এক প্রকার হর্ত্তাকর্ত্তা। তাহা-দের আধিপত্যই সর্ব্বদা পুরুষদের উপর চলিয়া থাকে। এদেশের স্ত্রী-লোকেরা পুরুষ অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। ইহাদের মুখ গোল, নাক চেপ্টা, আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ ঈষৎ তাম্রের ন্যায়। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহারা অলস ও বাবু নয়, জীবিকা সম্বন্ধে ইহাদিগকে স্বামীর উপর নির্ভর করিতে হয় না বরং স্বামীরা ইহাদের শ্রমোপার্জ্জিত ধনে প্রতি-পালিত হয়। এদেশের সাধারণ পুরুষগণ অত্যন্ত অলস, ভীরু ও দুর্ব্বল। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে সামাজিক অভাব সকল পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না, এই জন্য এদেশের নারী জাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও কার্য্য-

কুশল হইয়াছে। এদেশের মেয়েরা তাই ক্ষেতে গিয়া ধান কাটে ও ধান রুয়ে দেয়, কাপড় বোনে ও বাজারে নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে। সাধারণ পুরুষেরা ঘরে বসিয়া আফিম খায়, ছেলে রাখে ও রাঁধে বাড়ে। পাঠিকাগণ! আর একটী কথা শুনিলে তোমরা হাসিবে। কখন কখন মেয়েরা স্বামীর কাঁদে ভার দিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে যায়। স্ত্রী অগ্রে বীরের মত সাহসী হইয়া চলে, আর স্বামী দাসের মত বা ভেড়ার ন্যায় কুণ্ঠিত ভাবে তাহার পাছে পাছে চলে। কেহ তাহাকে দর জিজ্ঞাসা করিলে বলে " মই না জানে " আমি জানি না। এখানকার মেয়েরা আবার এত সাহসী যে, কোন মকদ্দমা হইলে তাহাদের উকীল মোক্তার প্রয়োজন হয় না, নিজেই কমিসনার সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করে। তাহারা কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। পৌষ ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে ইহাদের একটী প্রকাণ্ড পরব। এই পরবের নাম ' বিহু '। সমস্ত লোক সে দিন স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য গীতাদি করে, এমন কি, তাহাতে আর পবিত্রতার লেশ মাত্র থাকে না। কুৎসিত ভাবে নৃত্য ও অশ্লীল ভাবেই গীতাদি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের মধ্যেও এইরূপ পরব প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত নাটকাদিতে তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। তাহাও চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে হইত, তাহার নাম মদনোৎসব। ইহার নামানুসারেই অপবিত্রতা ও অশ্লীলভাব বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরপরায়ণতা বিরহে স্ত্রীজাতি যে নরকের আলয় তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। দূষিত রমণীর যত সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণ থাকে, তাহাতে তাহাকে আরও শ্রীভ্রষ্ট ও কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। এদেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকটা আছে। কিন্তু অন্যান্য জাতিদের মধ্যে যাহা আছে, তাহাও আবার বড় রহস্য-জনক। বাল্য বিবাহ এখানে প্রচলিত নাই, কেবল ব্রাহ্মণেরাই যা এ দোষে দোষী। বড় হইলে পরস্পরের মিলন হয়। বাহিরে কোন স্ত্রী-পুরুষের যেরূপ ব্যবহারাদি হউক, তাহাতে সমাজের চক্ষে কোন দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। হয় ত দুই একটী সন্তানও হইল, কিন্তু তখন সে পুরুষ ঐ স্ত্রীর হাতে

খায় না। এ এক মন্দ সংস্কার নহে। আবার ঐ হতভাগিনী এত নির্দ্দয় ও নির্ম্মম যে তৎকালে ঐ পুরুষটী কিছু বলিলে ছেলেটী ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। তাই লইয়া ঐ স্ত্রী পুরুষে বিচারালয়ে মকদ্দমা হয়। এখানকার বিচারালয়ে প্রায়ই এইরূপ স্ত্রী ঘটিত মকদ্দমা। টাকা কড়ি সম্বন্ধে মকদ্দমা বড় নাই। পাঠিকাগণ! স্ত্রীজাতি কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? এ সব শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নিতান্ত অসভ্য ও ধর্ম্ম হীন হইলেই এই দশা ঘটিয়া থাকে! পৃথিবীতে যত পর্ব্বতবাসী লোক আছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ রীতিপদ্ধতি। জ্ঞান ধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব কিছুই নাই। এ দেশের সংস্কারটীও আছে, যে বিবাহ না হইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না, তাই কেহ মরিবার পূর্ব্বেই কেহ বা পাকা চুল নিয়ে ও কেহ বা তিন চারিটী ছেলে শুদ্ধ বিবাহ করিতে বসে। অনেক ছেলেরা পণ্ডিত ও মাষ্টারদের নিকট হইতে এই কথা বলিয়া ছুটি লইয়া থাকে যে "আজ আমার মার বিয়ে" এ কথা শুনিলে আর লজ্জা ওহাসি রাখা যায় না।

এদেশের অবিবাহিত স্ত্রীলোককে ছোয়ালি বলে। এক এক জনের তিন চারিটী করিয়া ছোয়ালি থাকে, তাহারাই এক প্রকার সম্পত্তি ও তালুক। যার অনেক ছোয়ালি সেই ডাঙ্গুরে মানু অর্থাৎ বড় মানুষ। এই সকল সম্ভ্রান্ত লোক অনেক স্ত্রীলোক রাখিয়া দেয় এবং তাহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিয়া লয়। ইহাদের পরিচ্ছদ দুই রকম, এক অসভ্য ও এক সভ্য রকমের। কতক লোক বুক হইতে পা পর্য্যন্ত একটা কাপড় পরে, ইহা দেখিতে বড় অসভ্য ও কদাকার। কিন্তু লোক বাহিরে ভাল রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে। ভাল পরিচ্ছদে তিনটা কাপড় ব্যবহৃত হয়। কটী দেশ হইতে পা পর্য্যন্ত একটা স্বতন্ত্র কাপড় তাহার নাম মেখলা, বক্ষের আচ্ছাদন আর একটা অত্যন্ত লম্বা কাপড় তাহাকে রাহা বলে এবং তাহার উপর আপাদ মস্তক ঢাকা একটা ওড়না কাপড়। প্রায় অধিকাংশ কাপড় রেশমের। এদেশের রেশমকে মোগা বলে। আমাদের দেশে যেমন পোলু পোকাকে তুঁত গাছের পাতা খাওয়াইলে দিশি রেশম হয়, এদেশে তেমনি এক রকম লম্বা পোকাকে ভ্যারান্দা গাছের

পাতা খাওয়াইয়া মোগার সূত্র বাহির হয়। ঐ রেশম আমাদের দেশের রেশম অপেক্ষা অতিশয় মোটা, তাহারি কাপড় মেয়েরা বোনে এবং তাতে ফুলও কাটিয়া থাকে। এদের শিল্প নৈপুণ্য বেশ আছে। সমাজিক ভাবে ভোজন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই যখন কেহ কাহার হাতেই খায় না তখন আর একত্র ভোজন থাকিবে কি? দয়া মায়া এদের বড় কম। ইহারা অতিথি সেবা করিতে একেবারেই জানে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালিকে এরা বড় ঘৃণা করে। বাঙ্গালির ভাত খেলে এদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু আবার প্রায়শ্চিত্তের এমন সহজ ভাব যে তজ্জন্য লোকের বড় ক্লেশ হয় না—ব্রাহ্মণকে এক পোয়া লবণ দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। একটী গল্প আছে, জন কতক বাঙ্গালি কর্ম্মচারী বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে দিন কয়েকের জন্য একটী পল্লীগ্রামে গিয়াছিল, কিন্তু এমনি নির্ম্মম নিষ্ঠুর দেশ যে কেহই তাহাদিগকে একটু স্থান দিল না। তখন তাহারা নিরুপায় দেখিয়া আর কি করে মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল। অত্যন্ত আস্ফালন ও তম্বী করিতে করিতে এই কথা বলিল "কি তোরা জানিস্ না আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুরোহিত, আমাদের স্থান না দিলে তোদের সর্ব্বনাশ করিব।" আসামীরা মনে করিল হবেও বা, যখন পৈতা গলায় আছে, তখন পুরোহিত অবশ্যই হইবে। সুতরাং এ কথায় স্থান না দিয়া আর থাকিতে পারিল না। দেখ কি মূর্খতম দেশ! মূর্খকে একটু কৌশল করিলেই যে সে ঠকাইতে পারে।

এ দেশীয় মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব অতি অল্প। ইহারা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও নিত্য পূজাদি প্রায় কিছুই জানেনা, কেবল আহার পান ও পৃথিবীর সুখ এই মাত্র জানে। ব্যভিচার ইহাদের দোষ বলিয়াই গণ্য হয় না। একটী শ্লোক আছে যে "বিধবা সধবা নাস্তি, নাস্তিনারী পতিব্রতা" এ বিষয়ে ইহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। দেখ জ্ঞান ধর্ম্ম না থাকিলেই লোকে ইন্দ্রিয় ও পার্থিব সুখে রত হইবেই হইবে। এখন বঙ্গ দেশের নারী জাতি যদি জ্ঞান ধর্ম্মে ভাল করিয়া সুশোভিতা না হন, তবে তাঁহাদের অবস্থাও কত শোচনীয় হইতে পারে! কারণ মনুষ্য কোন প্রকার সুখ না

হইলে থাকিতে পারে না। ভাল সুখ শান্তি না পাইলে মন্দ বিষয়ে রত হইবেই হইবে।

দয়া স্নেহ প্রেম পবিত্রতা কোমলতা প্রভৃতি হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব সকল এ দেশের স্ত্রীজাতি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। এদের পরস্পরের সাংসারিক স্নেহ মমতা অতি অল্প। ভ্রাতা ভগ্নীতে, পিতা পুত্রে, জননী সন্তানে, বন্ধু বান্ধবে যে হৃদয়ের গাঢ় প্রণয় ও প্রীতি তাহার অত্যন্ত অভাব। এই জন্য এদেশে পবিত্র প্রেমপূর্ণ মনুষ্য সমাজ নাই, গাঢ়স্নেহযুক্ত পরিবারাদিও নাই। তবে এখন কিছু কিছু আশা হইতেছে। কারণ ইংরাজী প্রভৃতি নানা বিদ্যার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশের মহানিষ্টকর পশুভাব—এই ভয়ঙ্কর ব্যভিচার উঠিয়া না গেলে আর এখানকার মঙ্গল নাই। দেখ মনুষ্য ধর্ম্ম বিহনে একেবারে পশু হইয়া রহিয়াছে। আহা! আসামীদের প্রতি দয়া করা ও ইহাদের উন্নতির চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পর্ব্বত।

পৃথিবীর পৃষ্ঠের সকল স্থান মেজের মত সমান নহে। সমতল দেশেই অধিকাংশ মনুষ্যের বাস ভুমি। কিন্তু ইহার অনেক স্থান নিম্ন হইয়া মহাসাগর, সাগর, হ্রদ ইত্যাদি হইয়া আছে। আবার অনেক স্থান এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, যে বোধ হয় যেন আকাশ ভেদ করিয়া সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সকলের পথ রোধ করিতেছে। এই যে প্রস্তরময় উচ্চ ভূভাগ সকল ইহাদিগকে পর্ব্বত বলে। পর্ব্বত সকল অতি উচ্চ বলিয়া পূর্ব্বকালের লোকে ইহাদিগকে স্বর্গের সিঁড়ি মনে করিত এবং দেবগণ ইহাতে বাস করিতেন বিশ্বাস করিত। রাজা যুধিষ্ঠির হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন এমত আখ্যায়িকা আছে এবং সূর্য্য চন্দ্রের উদয় ও অস্ত বর্ণনা করিবার নিমিত্ত উদয়াচল ও অস্তাচলও কল্পিত হইয়াছে। আমাদের দেশে হিমালয়, কৈলাস ইত্যাদি পর্ব্বতকে যেমন মহাদেব ও আর আর দেবতার আলয় বলে, গ্রীসদেশে অলিম্পস, পার্ণা-

সস্ এবং ট্রয়দেশে আইডা ইত্যাদিও জুপিটার প্রভৃতি দেবতার বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। পর্ব্বতের অনেক নাম, যথা শৈল, গিরি, অদ্রি, ভূধর, নগ, অচল ইত্যাদি। ইহার অর্থ পর্ব্বত সকল শিলা নির্ম্মিত, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে অথবা চলে না। শৃঙ্গধারী এক একটী পর্ব্বতের নাম গিরি। এক এক পর্ব্বতে অনেক গিরি আছে, যেমন হিমালয় পর্ব্বতে ধবল গিরি, কাঞ্চনশৃঙ্গ গিরি। পর্ব্বতের চূড়াকে শৃঙ্গ বা শিখরও বলিয়া থাকে। যে গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহার নাম আগ্নেয় গিরি। ছোট ছোট পর্ব্বতের নাম পাহাড়। সীতাকুণ্ড দেখিতে গিয়া রাজমহলের নিকট অনেকে পীর পাহাড় দেখিয়া থাকিবেন। যে সকল দেশ উচ্চ ও প্রস্তরময় তাহাদিগকে গৈরিক দেশ বলে। পর্ব্বতের উপরের ভূমিকে অধিত্যকা ও দুই পর্ব্বতের মধ্যের পথকে উপত্যকা বলে।

পর্ব্বত সকল প্রায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উত্থিত হয়। পৃথিবীতে শ্রেণী-বিহীন পর্ব্বতের সংখ্যা অতি অল্প। আফ্রিকাতে টেনেরিফ্ গিরি, ইউরোপে জিব্রাল্টর পাহাড়, ভারতবর্ষে গোয়ালিয়ার দুর্গ, নব জিলণ্ডে এগ্মণ্ট গিরি এবং কতিপয় দ্বীপস্থ আগ্নেয় গিরি ভিন্ন এপ্রকার পর্ব্বত প্রায় দৃষ্ট হয় না।

মনোনিবেশপূর্ব্বক ভূচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে পৃথিবীতে একটী মাত্র বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থান করে। এই শ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর উত্তর আমেরিকার উত্তর দেশে শেষ হইয়াছে। বেয়ারিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া উহা আবার আসিয়াস্থ রুসিয়ার পূর্ব্বভাগ হইতে উত্থিত হইয়া একেবারে ইউরোপীয় স্পেন দেশের পশ্চিম সীমায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৃহৎ শ্রেণীর কতক গুলি উপশ্রেণী আছে। তাহারাই ভিন্ন ভিন্ন নামে আমেরিকায় ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে, এসিয়ায় চীন রাজ্যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দক্ষিণ ভূখণ্ডে, এবং আফ্রিকাতে বিভক্ত হইয়াছে। কেবল সুবিধার জন্য এই বৃহৎ শ্রেণীকেও স্থল বিশেষে বিভিন্ন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আমেরিকায় ইহা আন্দিস্, আসিয়ায় আলটেই, আফ্রিকায় আট্লাস,

এবং ইউরোপে আল্পস নামে আখ্যাত হইয়া আছে। এই বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণীই পৃথিবীর স্থল দেশ সংগঠন করিয়াছে।

ভূমিকম্পের যে কারণ পর্ব্বতোৎপত্তির ও সেই কারণ। ভূমিকম্পের প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, আগে যে স্থান সমভূমি ছিল তাহা ভারতবর্ষীয় রন্নের ন্যায় জলাশয় হইয়াগিয়াছে অথবা উন্নত হইয়া মেক্সিকো দেশস্থ জরুলোর ন্যায় পর্ব্বত রূপে উত্থিত হইয়াছে। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের কোন কাল রাত্রিযোগে এই শেষোক্ত ব্যাপারটী সংঘটিত হয়। সেই রজনীতে মেক্সিকো দেশের স্থল বিশেষের মৃত্তিকা একদা দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া উচ্চ হইয়া উঠে। অনন্তর একটী উত্তুঙ্গ মহীধর উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কার্য্য ব্যতীত এরূপ ঘটনা কখনই সংঘটিতে পারে না। অতি প্রাচীন কালে সমুদায় পৃথ্বীদেশ অবশ্য জলপূর্ণ ছিল। একদা পার্থিব আভ্যন্তরিক কার্য্য বশতঃ উল্লিখিত বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণীটী সমুৎপন্ন হইয়া কয়েকটী মহাদেশ সংঘটিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অবিবেচনাসিদ্ধ নহে। মহাদেশ সকল ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর ঢালুদেশ মাত্র। অতএব আমরা সকলেই এক প্রকার পর্ব্বত বাসী। প্রভেদ এই কোন জাতি অল্পোচ্চ দেশে, কোন জাতি বা অধিক ঊর্দ্ধ্ব দেশে অবস্থান করিতেছে। সমুদ্রতলই পৃথিবীর আদিম তল। এজন্য, সমুদ্র তল হইতেই দেশ বিশেষের, এবং পর্ব্বতের উচ্চতা গণনা করা হয়।

পর্ব্বত শ্রেণীরা প্রায় তিন সমান্তরাল* শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী গিরি নিচয় প্রায়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম হইয়া উঠে, দুই পার্শ্বস্থ শ্রেণীর গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া অবশেষে গৈরিক দেশ ধরাতলের সমতল হইয়া পড়ে। দেবডাঙ্গা, কাঞ্চন শৃঙ্গ, ধবলগিরি প্রভৃতি উত্তুঙ্গ গিরি নিচয় হিমাচল শ্রেণীর প্রায় মধ্যদেশে অবস্থিত।

পর্ব্বতের আকার বিভিন্ন প্রকার। কোন কোন পর্ব্বত মন্দিরের চূড়ার ন্যায়, কোনটা বা সূচের মত, কোন পর্ব্বত দন্তের ন্যায়, কেহ শৃঙ্গের মত দৃষ্ট হয়। কোন কোন শ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় সরল ভাবে উত্থিত হয়, অপর কতগুলি থাকে থাকে সজ্জিত হইয়া উঠে। যদি ইহা-

* দুই তিন শ্রেণী সমান অন্তরে বরাবর রেখার ন্যায় হইয়া গেলে সমান্তরাল বলে।

দিগের নিম্ন শ্রেণীর শিখর দেশে উপনীত হও, তবে অপর এক শ্রেণীর তল দেশ দেখিতে পাইবে। এইরূপ স্তরে স্তরে অধোর্দ্ধ ভাবে শ্রেণীর উপর অসংখ্য শ্রেণী স্থাপিত হইয়াছে। কে তাহাদিগের গণনা করিয়া উঠিতে পারে? কেই বা তদুপরি আরোহণ করিতে সমর্থ হয়?

ভূধর দেহের সকল স্থান একবিধ প্রস্তরে নির্ম্মিত নহে। পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশে যে রূপ স্তরে স্তরে শিলা রাশি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুসজ্জিত আছে, পর্ব্বত দেহেও তদ্রূপ। আবার পৃথিবীর আভ্যন্তরিক স্তর সমূহের শ্রেণীর যেরূপ নিয়ম, শৈলগাত্রেও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাতেও সপ্রমাণ হইতেছে, পর্ব্বত শ্রেণী সমুদায় পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ মাত্র, কেবল আন্তরিক আগ্নেয় কার্য্য বশতঃ সমুদ্রতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীর উপরে উৎপন্ন হয় নাই।

পর্ব্বতের ঢালুদেশ দুই পার্শ্বে সমান নহে। পর্ব্বতের এক পার্শ্বের ঢালু একেবারে সরলভাবে নামিয়া পড়ে। অপর পার্শ্বে ধীরভাবে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট দ্বয়ের সরল ঢালু সমুদ্রদিকে, হিমালয়ের সরল ঢালু ভারতবর্ষের দিকে। উচ্চ তিব্বৎ দেশ হিমাচলের ধীর ঢালুতে স্থাপিত। আল্পস্‌ ও আন্দিস্‌ প্রভৃতি পর্ব্বত শ্রেণী সম্বন্ধেও ইহা সপ্রমাণ হয়। সরল ঢালুর কথা দূরে থাকুক, ধীর ঢালুও যত কেন ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া যাউক না, তত্রাপি তাহাতে আরোহণ করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। ভুগোল বেত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন, যে নূতন পৃথিবীতে পর্ব্বত সমুহের সরল ঢালু পশ্চিম দিকে, ও ধীর ঢালু পূর্ব্বদিকে এবং পুরাতন পৃথিবীতে সরল ঢালু দক্ষিণ দিকে, ও ধীর ঢালু উত্তর দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এই নিয়মটী অন্য প্রকারেও বলা যাইতে পারে। পৃথিবীস্থ পর্ব্বত সমুহের সরল ঢালু প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দিকে এবং ধীর ঢালু আটলান্টিক্‌ ও উত্তর মহাসাগরের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

পর্ব্বত সমুদায় অত্যন্ত উচ্চ বটে, কিন্তু যখন তাহাদিগকে বৃহৎকায় পৃথিবীর আয়তনের সহিত পরিমাণ করা যায়, তখন তাহাদিগকে পৃথিবীর গাত্রের উপর এক একটী ক্ষুদ্র কীটাণু বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু পর্ব্ব-

তের উচ্চতানুসারে নিকটস্থ দেশ সমূহের প্রকৃতি ভেদ হইয়া যায়। দেশ বিশেষের জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের নিয়ম তদ্দেশীয় পর্ব্বত সমূহের ঢালুর প্রকৃতি ও উচ্চতার উপর বিলক্ষণ নির্ভর করে। স্থল বিশেষের ঢালু এরূপ আছে যেখানে সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক বা বক্রভাবে নিপতিত হয়, কোন স্থানে বা তাহা সরল ভাবে আইসে। এরূপ হওয়াতে গ্রীষ্মমণ্ডলেও দেশ বিশেষ শীত প্রধান হইয়াছে এবং সমমণ্ডলস্থ দেশেও তাপের আধিক্য হইয়া পড়িয়াছে। পর্ব্বতের এক পার্শ্বদেশ তুষারাবৃত, অন্য পার্শ্বে মহাকায় মহীরুহ সমূহ ছায়া প্রদান করিতেছে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী, বাত্যা এবং মেঘপুঞ্জের গতি রোধ ও অন্য দিকে তলস্থ ভূভাগ সমূহের স্বাস্থ্যের নানা পরিবর্ত্ত ও বৃষ্টির অভাব অথবা প্রাচুর্য্য সংঘটন করিতেছে। সাইবিরিয়ার ঢালুদেশ উত্তর দিকে যাওয়াতে, উত্তর সাগরোত্থিত হিমবাতে তদ্দেশ মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মধ্য আসিয়াস্থিত পর্ব্বত সমূহ দক্ষিণ বায়ুর রোধক হইয়া তথাকার দেশ সমূহের তাপ পরিমাণের অনেক বৃদ্ধ করিয়াছে। আবার মেঘের গতিরোধ ও তাহার বারি আকর্ষণ করিয়া পর্ব্বত সমূহ বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী ও উৎসের আকর হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের দৈর্ঘ্য যে দিকে, তদ্দেশীয় পর্ব্বত শ্রেণীর বিস্তারও সেই দিকে। আমেরিকাতে প্রধান প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে এবং পুরাতন পৃথিবীতে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উপশ্রেণীগণের নিয়ম ইহার ঠিক বিপরীত। হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের শ্রেণী পূর্ব্ব পশ্চিমে, কিন্তু ঘাটদ্বয় ও আর্বলী শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। আন্দিস্ শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে, কিন্তু ব্রেজিলের পর্ব্বতপুঞ্জ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। দক্ষিণ আসিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপের আকার ঘটিত একটী চমৎকার সাদৃশ্য, বোধ হয়, এই নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আসিয়ার আরব উপদ্বীপ, ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইউরোপের স্পেনীয় উপদ্বীপ, ইটালী, গ্রীশ উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না?

শ্রীপূর্ণ

গৃহ-শিক্ষা।

আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষা যে আবশ্যক, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার এত বাধা বর্ত্তমান রহিয়াছে যে সামান্য উদ্যমে সে সকল অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে আমাদের স্বদেশীয়া বামাগণের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ রূপে বিদেশীয়া রমণীদিগের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। অর্থাভাব বশতঃ তাঁহাদিগকে আমরা যথেষ্ট বেতন প্রদান করিতে পারি না, সুতরাং তাঁহারা দয়া করিয়া যাহা শিক্ষা দেন তাহাই আমাদিগকে প্রচুর বলিয়া মনে করিতে হয়। তাঁহাদিগের ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য আমরা ইউরোপীয় ভগিনীদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এ প্রকার শিক্ষা দ্বারা গাঢ়তা লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। আর বিদেশীয়া শিক্ষিকা দ্বারা কোন প্রকারেই অধিক পরিমাণে জ্ঞান প্রচারের আশা করা যাইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত আমাদের পুরন্ধ্রীগণ শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী জাতির উন্নতির প্রস্তাব কেবল আকাশেই বিলীন হইয়া যাইবে। এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি বামাহিতৈষী দেশীয় মহাত্মারা ইহার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে লজ্জাবনত মুখে 'না' বলিতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনী সভা হইতে এই জন্য অনেক চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তদুপযোগী অর্থ ও দেশীয় লোকদিগের উৎসাহ না পাওয়াতে তাহা সফল হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট বেথুন বিদ্যালয়ে একটী শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী করিবার জন্য বৎসরে ১৮ হাজার টাকা দিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের নিয়ম দোষে বা অধ্যক্ষগণের অথবা দেশীয়লোকদিগের অযত্নে তাহাতে ছাত্রী জুটিতেছে না।

ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া "ভারত সংস্কার" নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভা বয়স্কা রমণীদিগের জন্য একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। কিন্তু তাহা প্রভূত অর্থ সাধ্য, এবং কবে যে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে

আমরা অতি ব্যগ্র হৃদয়ে তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। সম্প্রতি কুমারী পিগটকে লইয়া সভা একটী স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত স্কুলের কার্য্য সপ্তাহের মধ্যে কেবল এক দিবস মাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতেই বা অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ যত বর্দ্ধিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে পর্য্যন্ত এই প্রকার বিদ্যালয়ের কার্য্য কেবল বিদেশীয়া শিক্ষিকা কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে, সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে অভীষ্ট ফল-লাভের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই প্রথমাবস্থা, সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইতে হইলে বঙ্গভাষার পরিজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু তাহা বিদেশীয়া রমণীগণের নিকট প্রত্যাশা করা অসঙ্গত।

অতএব আমরা সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যে স্ত্রীশিক্ষানুরাগী মহাশয় গণ অবিলম্বে স্বীয় স্বীয় আলয়ে গৃহশিক্ষার প্রথা প্রচলিত করুন; প্রতি দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত রূপে স্ব স্ব আত্মীয়াদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবেন, এজন্য দৃঢ় সংকল্প ও বিশেষ যত্নশীল হইয়া কার্য্য আরম্ভ করুন। কেবল মুখে অনুরাগ প্রদর্শন করিলে কি হইবে, চির-দুঃখিনী বঙ্গবালার জন্য শুধু হাহাকার ধ্বনি উচ্চারণ করিলে কি হইবে, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা লইয়া কেবল বাদানুবাদ করিলে কি হইবে, ত্বরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। এই গৃহ-শিক্ষা প্রথা প্রচলিত করা আমাদের অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে সংসাধিতও হইয়াছে; কিন্তু পুরুষগণ আশানুরূপ মনঃসংযোগ করিলে আরো অধিকতর সুফল লাভ হইত। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে এই প্রণালী হইতে এ পর্য্যন্ত একজনের অধিক শিক্ষিক দেখিতে পাওয়া গেল না। আগামী বারের ষষ্ঠ বর্ষের পরীক্ষায় সে সকল পাঠ্যগ্রন্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহাতে নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে যে যিনি এই সকল গ্রন্থ সমুচিত রূপে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণা হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই সুচারুরূপে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। অতএব আমরা একান্ত আগ্রহ সহকারে বলিতেছি বামাহিতৈষী পুরুষগণ সত্বর হইয়া স্বীয় স্বীয় অন্তঃপুরে এই গৃহ শিক্ষা প্রথা প্রচলিত করুন। ইহাতে প্রগাঢ় যত্ন ও উদ্যমের

আবশ্যক। শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও যেরূপ যথা সময়ে বিদ্যালয়ে যাইতেই হয়, তদ্রূপ শত কর্ম্ম এক দিকে রাখিয়া যথা সময়ে প্রত্যহ এই শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেই হইবে; ইহাতে কোন ওজর বা আপত্তি আসিতেই পারিবে না। এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে অল্প দিনের মধ্যে তোমাদের যত্নে কত শিক্ষিকা প্রস্তুত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিবে।

এই প্রসঙ্গোপলক্ষে আমরা বামাদিগকে দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সময়ে সময়ে অনেক উদ্যমশীল পুরুষের যত্ন ও আয়াস বামাদিগের অবহেলা ও অমনোযোগে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ভগিনীগণ! স্বীকার করিলাম পুরুষেরা অনেক বিষয়ে তোমাদিগের নিকট অপরাধী; তোমাদের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন না। কিন্তু তাঁহারা যতটুকু চেষ্টা পান, তাহাও যদি তোমরা বিফল করিয়া দেও, তবে তাঁহারা আর কি করিতে পারেন? কোথায় তোমরা আপনার উপকার বুঝিয়া জিদ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান লাভের চেষ্টা পাইবে, না কোথায় তাঁহারা শত শত বার জিদ করিয়াও জ্ঞান লাভে তোমাদের মতি জন্মাইতে পারিতেছেন না। আলস্য ও ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া সপ্রমাণ কর দেখি যে তোমাদিগেরও পুরুষদের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্যম আছে। এখন যদি মনঃসংযোগ করিয়া বিদ্যালাভ না কর, তাহা হইলে চিরকাল পুরুষদিগের মুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিতে হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বল দেখি অদ্য হইতেই তোমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথা নিয়মে প্রতি দিন উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তোমাদের আত্মীয়দিগের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করিবে, শত বাধা একদিকে রাখিয়াও শিক্ষা লাভের জন্য যত্নবতী হইবে। ভগিনীগণ! পুরুষদের সহিত যোগ দিয়া জ্ঞান লাভ করিতে দৃঢ় সংকল্প হও, অনতিবিলম্বেই সুখ স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা সম্ভোগে সমর্থা হইবে। তোমাদিগের নিজের চেষ্টা না থাকিলে, পুরুষেরা শরীরের শোণিত জল করিয়াও তোমাদের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন না। জানিও " যাহারা আপনাদিগের সহায়তা করেন, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হয়েন।"

ব্লান্স রেমণ্ড।

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

পাঁচ ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া একটী নিজস্ব কারখানা খুলিতে পারিলে ব্লান্স বিক্টরকে বিবাহ করিতে পারেন বলিয়াছেন। টাকা উপার্জ্জনে বিক্টর যেমন সচেষ্ট হইলেন, ব্লান্সও তেমনি অধিক পরিমাণে খাটিয়া অধিক জমাইতে লাগিলেন। কিন্তু 'বান্দা ভাবে এক, খোদা করে আর' একটী আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া প্রণয়ী দ্বয়ের মনোরথ প্রায় বিফল করিয়া দিল। ব্লান্সের বৃদ্ধ পিতা ৫০ বৎসর ধরিয়া নদীর জলে কর্ম্ম করাতে গেঁটেবাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। এবং তাহাতে অঙ্গসকল অবশ হওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধের যা কিছু কাজ ও আমোদ ছিল তাহার শেষ হইল এখন তাঁহার জীবন ধারণই বিড়ম্বনা মাত্র বোধ হইল। এখন কাঠের পুতুলের ন্যায় যতক্ষণ এক জন তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া রাখিবে ততক্ষণ তিনি তথায় যাইবেন। কন্যা তাঁহাকে কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় সেবা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কখন তাঁহার নিকট যুদ্ধের গল্প করিতেন, কখন অনেকক্ষণ ধরিয়া পুস্তক পড়িতেন, কখন বা সান্ত্বনার কথা বলিয়া নানা প্রকারে বুঝাইতেন। এখন বৃদ্ধ ৯টা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন, ব্লান্স প্রাতঃকালে এক পালা নৌকায় খাটিয়া ঠিক্ সেই সময়ে বাটী আসিতেন, যত্ন পূর্ব্বক পিতাকে শয্যা হইতে তুলিয়া পুরাতন কেদেরায় হেলান দিয়া বসাইতেন, পরে তাঁহার বাল্যভোগ দিয়া আপনার তরে একখণ্ড রুটী লইয়া ছুটিয়া কর্ম্ম স্থলে যাইতেন এবং ২টা পর্য্যন্ত খাটিতেন। তৎপরেই ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পিতাকে গরম গরম ঝোল রাঁধিয়া খাওয়াইতে আসিতেন। ফরাসীরা গরম ঝোল যেমন ভাল বাসে এমন আর কিছুই নয়। বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না হইলেও কাজের গরজে ব্লান্সকে পুনরায় নদীতে গিয়া বহুক্ষণ খাটিতে হইত। অবশেষে তিনি মজুরীর

রক্তওটা টাকা হস্তে লইয়া গৃহে ফিরিতেন এবং অতুর পিতাকে স্নিগ্ধ ও আনন্দিত করিবার জন্য হাজার উপায় অবলম্বন করিতেন। ক্রমে অন্ধের চক্ষু নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িত।

এক দিন প্রাতে ব্লান্স অন্য দিনের ন্যায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পঙ্গু পিতা বিছানা হইতে উঠিয়া কাপড় পরিয়া কেদেরায় হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। কে তাঁহাকে সাহায্য করিল? জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন এ কথা গোপন রাখিবার অঙ্গীকার করিয়াছি। কিন্তু কন্যা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শীঘ্রই জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বিক্টর স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে অবকাশ লইয়া তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিয়াছেন। কিছু দিন পরে এইরূপে গৃহে আসিয়া দেখেন বিক্টর এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া বৃদ্ধকে স্নান করাইয়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্লান্সের দুই চক্ষু দেখিয়া দর দর করিয়া অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল। তিনি দৃঢ়রূপে বিক্টরের হাত ধরিয়া বলিলেন "আমার তরে যা করিলে, কখন তাহার পরিশোধ করিতে পারিব না!" বিক্টর মৃদু স্বরে বলিলেন "ব্লান্স, আর কিছু নয় তুমি মুখের একটা কথা বলিলেই পরিশোধের অধিক হয়।"

ব্লান্সের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উত্তেজিত হইতেছে, বাহিরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে পিতার আদেশ পাইতেছেন ইহাতে বিক্টরের বিনীত প্রার্থনা গ্রাহ্য না হওয়া আশ্চর্য্য! যে পিতার আদেশে কখন দ্বিরুক্তি করেন নাই কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই পিতার কথা লঙ্ঘন করিতে এবং যে প্রণয়ীর প্রণয় কৃতজ্ঞতার সহিত বদ্ধমূল হইয়া তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সরলা রমণী যে সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কেহ যেন তাহা বিস্মৃত না হয়েন। সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার পিতৃ ভক্তি প্রবল হইল। ব্লান্স প্রকৃত বীর রমণীর ন্যায় আন্তরিক সাহস ধারণ করিয়া স্পষ্টরূপে বলিলেন, যে বিক্টরের ন্যায় সৎপাত্র যদিও আর দেখেন নাই, তথাপি তিনি স্বাভাবিক স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবেন না। পিতার ক্ষীণতা যতই বাড়িতেছে, কন্যার উপর তাঁহার নির্ভর ততই অধিক হইতেছে। তিনি এই যুক্তি বলিলেন,

যে যে কর্ত্তব্য তাঁহার পক্ষে আনন্দজনক তাহা বিক্টরের পক্ষে কষ্টকর একটী বোঝার মত হইবে। সার কথা এই, তাঁর প্রতিজ্ঞা নড় চড় হইবার নয়। বিক্টরকে কাজে কাজেই এ কথা শুনিতে হইল এবং ব্লান্স অধিক বাধ্য বাধকতা কাটাইবার জন্য পিতার চিকিৎসার যে ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজ হইতে দিতে চাহিলেন। ইহাতে বিবাহের সম্ভাবনা আরও অনেক দূরে গিয়া পড়িল।

যাহা হউক বিক্টর জল সেবা দ্বারা বৃদ্ধের বেদনা হ্রাস ও অঙ্গ সকল প্রতি দিন অধিক সবল করিতেছিলেন, ব্লান্স সে অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের পীড়া যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল তখন তিনি যে কাজ গৃহে থাকিয়া করিতে পারিবেন মঁনিবের নিকট বলিয়া তাহাই লইয়া আসিতেন। কিন্তু একটু আরোগ্য হইলে তিনি পুনরায় বাহিরে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল।

তিনি সকলের আগে অধিক পরিশ্রম করিবার জন্য কর্ম্ম স্থলে আসিতেন এবং পাছে তাঁহার মহামূল্য সময় বৃথা যায় সেই ভয়ে তাঁহার সুশীলা সঙ্গিনীগণ তাঁহার সহিত গল্প বা কৌতুক করিতেন না, ইহা তত আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এক দিন তাঁহার পিতার পীড়ার যাতনা সমস্ত রাত্রি থাকাতে তিনি কর্ম্ম স্থলে বিলম্বে আসেন এবং দুই প্রহরের সময় কর্ম্ম ছাড়িয়া যান, কিন্তু সে দিন যথাসময়ে তাঁহার সমুদায় কার্য্য শেষ হইল এবং তিনি বেতন ন্যূন না পাইয়া অধিক পাইলেন। তার পর দিন এবং পরশ্ব দিন এইরূপ ঘটনা দেখিয়া ব্লান্সের মনে সন্দেহ হইল। তিনি আড়ালে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিলেন প্রয়োজন বশতঃ তিনি যখন অবকাশ লন, সে সময়ে তাঁহার সঙ্গিনী একটী না একটী রমণী তাঁহার কাজ নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। পিতার প্রতি এরূপ ভক্তিশীলা কন্যার আয়ের হ্রাস হইবে ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না।

ব্লান্স এইরূপ উপকৃত ও কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়াও চক্ষু লজ্জায় কিছু বলিতে পারেন নাই। পরে অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা পিতার পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে তিনি এই গুপ্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন এবং তাঁহার দয়ালু

ভগিনীগণকে ভাল করিয়া পুরস্কার দিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ এক দিন প্রতিবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সকলের আনন্দকর সাক্ষাৎকারে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বিক্টরও ইহাতে যোগ দিতে ত্রুটি করেন নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে অস্ফুট স্বরে বলিতেছিলেন "আজি কি আমিই একাকী অসুখী থাকিব?" ব্লান্স কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া পিতার বাহু দৃঢ়তর রূপে ধরিয়া রহিলেন।

ধোবানীদিগের মধ্যে একটী পদ্ধতি ছিল, তাহাদের বাৎসরিক মহোৎসবের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে রাণী বলিয়া মনোনীত করিতেন। সেইপদে ব্লান্স এবারে মনোনীতহইলেন। নৌকাসকল সুরঞ্জিত পতাকাশ্রেণী ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইলে রাণীর অভিষেকের উদ্যোগ হইল। সরলা কন্যার কি সৌভাগ্যের দিন! এরূপ কন্যার পিতার আনন্দ বা কত অনির্ব্বচনীয়! বৃদ্ধ রেমণ্ড দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়া লজ্জাশীলা দুহিতাকে অগ্রসর করিয়া দিলেন এবং অভিষেকের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হওয়াতে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্লান্সের মস্তকে গুলাবের মুকুট রাখিলেন, ভাল করিয়া পরাইতে পারিলেন না। বালিকার বদনে আনন্দে অসংখ্য চুম্বন করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন এবং তৎপরে নূতন প্রজাগণ রাণীকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে বিক্টরও ছিলেন—ক্ষুণ্ণ মনে আবার বলিতে লাগিলেন "এখন কেবল আমাকে তুমি অসুখী রাখিলে!"

এই খেদোক্তি শুনিয়া ব্লান্সের সঙ্গিনীগণ বিশেষতঃ কারখানার কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিলেন। এই রমণার ব্যবসা কার্য্য ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, ব্লান্সকে বলিলেন যখনি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিবে, তোমাকে সমুদায় কারখানার অধিকারিণী করিব।

বিক্টর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "আমি ইহার সিকি ধন সংগ্রহ করিয়াছি এবং অবশিষ্ট আমার প্রভুর নিকট হইতে অগ্রিম পাইব নিশ্চয় বলিতেছি।

ন্যায় পরায়ণা ব্লান্স বলিলেন "ও আশা ছাড়িয়া দেও; এত টাকা

আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না; এত টাকা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।”

এই স্থানে গম্ভীর মূর্ত্তি একটী দর্শক গুপ্তভাবে ছিলেন তিনি বলিলেন “বৎসে! পরলোক গত মন্থিয়ন সাহেব দরিদ্রাবস্থ সদ্‌গুণশালী ব্যক্তিকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত ৫০০০ ফ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পারিসের এক মাজিষ্ট্রেট নগরস্থ ধোবানীদিগের মুখে তোমার অসাধারণ পিতৃ ভক্তির কথা শুনিয়া সংবাদ দেওয়াতে ফ্রেঞ্চ আকাডামী নামক সভা তোমাকে এই টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। তুমি তাহা গ্রহণ কর।”

এই সুসমাচার শ্রবণে সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। ইহার পর যাহা হইল, সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে ব্লান্স স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও নম্রতা বশতঃ আপনার আকস্মিক সৌভাগ্যে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহার সঙ্গিনীগণ এই উপদেশ পাইলেন এ প্রকার অসাধারণ পিতৃভক্তি রাজ প্রাসাদে যেমন, কুটীরেও তেমনি শোভা পায়। ঈশ্বর ইহার পুরস্কার দেন এবং ইহা এই পৃথিবীতেও পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয় না।

কারাকুসুমিকা।

(১৯০ পৃষ্ঠার পর)

চারনি অঙ্কুরটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একখানি কোমল আবরণ দু ভাঁজ হইয়া তাহার দুইটী নবীন পত্রকে রক্ষা করিতেছে এবং পত্রদ্বয় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবনের জন্য বাহির হইয়াছে। তিনি মনে মনে করিলেন, হা! এখন ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছি। প্রকৃতি* যেমন ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে ডিমের খোলা ভাঙ্গিবার জন্য পক্ষীদিগকে চঞ্চু দেন, তেমনি অঙ্কুরকেও একটী শক্তি দিয়াছেন। হা দুর্ভাগ্য বন্দী! তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান্! কারাবদ্ধ থাকিয়াও মুক্ত হইবার তোমার

* নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিত মানিতে হইবে, কাজে কাজেই তাহার নাম প্রকৃতি বলে।

ক্ষমতা আছে। তিনি আরও কিয়ৎক্ষণ তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু পদদ্বারা মাড়াইবার কথা আর মনে হইল না।

পর দিন অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিতে করিতে অমনস্ক হইয়া সেই শিশু তরুটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আপনা আপনি থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইহা একটু বাড়িয়াছে এবং পূর্ব্বে ইহার যে মলিনতা ছিল রৌদ্র পোহাইয়া তাহা গিয়াছে। চারার ক্ষীণ ডাঁটাটীর আপনা আপনি পুষ্ট হইবার এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ গ্রহণ করিবার শক্তি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য মানিলেন। ভাবিতে লাগিলেন "ইহার পাতা সকলের রঙ ডাটা হইতে কত বিভিন্ন, এবং ইহার ফুল সকল কিরূপ হইবে আমার দেখিতে বড় কৌতূহল হয়। এক স্থান হইতে কেমন করিয়া কেহ নীল, কেহ লাল, নানা রঙ গ্রহণ করে? যা হউক, পরে তাহা দেখা যাইবে; পৃথিবীর মধ্যে যত কেন বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল থাকুক না, পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট অথচ অন্ধ নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতি অত্যন্ত অন্ধ, ইহার যদি আর প্রমাণ চাই ত দেখ, অঙ্কুরের যে দল দুটী মাটী ফুড়িবার সাহায্য করিল তাহা এখন অনাবশ্যক; তথাপি তাহারা ডাঁটায় ঝুলিতেছে এবং মিছামিছি ইহার রস শোষণ করিতেছে।"

কাউন্ট এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন বসন্ত কাল হইলেও রাত্রিতে শীত কমে নাই। সূর্য্য যেমন অস্ত হইল, চারনি যে দুটী দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাঁহার কাছে দোষ ক্ষালন করিবার জন্যই যেন উভয়ে একত্র আসিয়া মিলিল, পাতা সকল মুড়িয়া ফেলিল এবং যেন তরুটীকে কোমল পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শীত ও পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। চারনি দেখিলেন ক্ষুদ্র গুগলীতে পূর্ব্বরাত্রে বাহিরের আচ্ছাদনটী খাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার দাগ রহিয়াছে। এখন তিনি তরুর নিস্তব্ধ উত্তর বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বামাগণের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত গমন দ্বারা ভারতবর্ষীয়া ভগ্নীগণের প্রতি তত্রত্য সদাশয়া বিদ্যাবতী মহিলাগণের যে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে তাঁহাদিগের লিখিত পত্র সকল দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ তাঁহাদিগের ভারতভগ্নীগণের সহিত আত্মীয় যোগ স্থাপন করিতে এতদূর ব্যগ্র হইয়াছেন, যে সেই ইংলণ্ডে থাকিয়া তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন হইল আমরা এক খান পত্র দেখিয়াছিলাম তাহার শিরোভাগে "প্রিয় ভগ্নী" এই শব্দটী বাঙ্গালায় লিখিতে পারিয়া লেখিকা মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর এক খান পত্র আমরা দর্শন করিলাম তাহাতে লেখিকা কয়েকটী কথা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়াছেন। যদিও সেই শব্দ কয়েকটী এককালে নির্ভুল হয় নাই, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা লিখিতে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। কেশব বাবুর প্রতি ইংলণ্ড বাসী জ্ঞানবান, ধার্ম্মিক ও উদারচিত্ত ব্যক্তিরা যে প্রকার সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তো কথাই নাই, সাধারণ লোকে এবং সরলমতি অবলাগণও যেরূপ প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, অতএব আমাদিগের দেশের অজ্ঞান স্ত্রীলোকেরা যে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে অসমর্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও যে আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সাধু ইচ্ছা ও কল্যাণ-অনুষ্ঠানে যত্ন কিছু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। আমরা গত ২৪ কার্ত্তিক বুধবার দিবস বাবু কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি দেশীয় কয়েকটী ভগ্নীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন দেখিয়া এবং বামাবোধিনীতে দুইটী পাঠিকার তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী পদ্য লেখা দর্শনে এই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। যে কৃতজ্ঞতা পত্র তাঁহারা আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া-

ছেন ও তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন এবং যে পদ্য লেখা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহা পাঠিকাগণের গোচরার্থে নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ড বাসিনী ভগ্নীদিগেরও অনেক গুলি প্রীতি ও ভক্তি সূচক পত্র আমরা পাঠ করিয়াছি তাহা হইতে কিছু অংশ পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল এবং ভবিষ্যতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

অভ্যর্থনা পত্র।

ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ভক্তি পাদেষু।

মহাশয়!

আপনি স্বদেশের হিত সাধন এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক দিন হইতে অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সম্প্রতি নানা প্রকার বিঘ্ন, বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করতঃ ইংলণ্ডের সভ্যতম দেশ সকলে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ আমাদিগের (আপনার এই অন্তঃপুর নিরুদ্ধা দুঃখিনী বঙ্গ ভগ্নীদিগের) দুঃখের এবং কি হইলেই বা সেই দুঃখের অবসান হয় প্রভৃতি বিষয় প্রসঙ্গে সেখানে যে সকল মহৎ মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা মনে করিয়া হৃদয় যে আপনার প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ হয় তাহা বলা যায় না। পশ্চিম খণ্ডের সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানালোক সমন্বিত ভগিনীরা আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন এবং আপনার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ এবং সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা আপনাকে যেরূপ ভাবে এবং যেরূপ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাবিয়া দেখিলে আমাদের তদপেক্ষা তাহা কত অধিক করা কর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু হায়! আমাদের সেইরূপ জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, সভ্যতা নাই এবং রীতি, নীতিও জানা নাই যাহা দ্বারা আমরা আপনাকে সেইরূপ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব। কিরূপে হৃদয়ের ভাব

প্রকাশ করিতে হয় আমরা তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তথাপি অদ্য সেই সকল ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভক্তি এবং প্রীতি উপহার লইয়া আমরা কয়েকটী ভগ্নী একত্র মিলিত হইয়া আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাদের এই অযোগ্য উপহার গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। ঈশ্বর আপনার সাধু ইচ্ছা পুর্ণ করুন এবং আপনাকে আরো বল বিধান করুন ইহাই আমাদের সকলের একমাত্র হৃদয়ের প্রার্থনা।

প্রত্যুক্তি।

তোমাদের এই অভ্যর্থনা পত্র খানি আমি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। যদিও আমার বন্ধুগণ আমাকে প্রীতি ও স্নেহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু আমি এরূপ আশা করিতে পারি নাই যে আমার দেশস্থ ভ্রাতারা আমার কার্য্যের প্রতি কোন বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন, অতএব তোমাদের এই অল্প সংখ্যক ভগ্নীর উপহারও আমার অতি মূল্যবান সামগ্রী হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ ভ্রাতা ভগিনীগণ আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেখানে সমাদর পাইবার আশা করিয়াছিলাম বটে কিন্তু অনেক আশাতীত সম্মান ও প্রীতিও লাভ করিয়াছি। পিতার নাম প্রচার জন্য যখন একাকী বিদেশে গমন করিলাম তখন মনে কত ভয় ও শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া এমন শত শত ভ্রাতা ভগ্নী পাইলাম যাঁহারা আমার সকল অভাব পূরণ করিলেন এবং যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। ইহা দ্বারা আমার এই বিশ্বাসটী দৃঢ় হইয়াছে যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া গেলে সকল স্থানেই ভ্রাতা ভগ্নী পাওয়া যায়।

আমি তোমাদিগের শ্রদ্ধার উপহার পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম কিন্তু আমি শুদ্ধ তোমাদিগের মনের এইরূপ ভাব দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না। যাহাতে ইংলণ্ডস্থ ভগ্নীদিগের ন্যায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, পরোপকার-

ব্রত অবলম্বন করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। একটী বিষয় তোমাদিগকে আমার জিজ্ঞাসা এই–কি উপায় দ্বারা তোমাদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে? এই বিষয়টী তোমরা আপনাদিগের মধ্যে পরামর্শ করিয়া আমাকে জানাইবে।

ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন।

ছাড়ি প্রিয় পরিবার
বিশাল জলধি পার
হয়েছিলে, যেই সত্য করিতে প্রচার
আজ তাহা পুর্ণ করে
নিরাপদে এলে ঘরে
শুনিয়া আনন্দ হৃদে হইল অপার।

যে মহৎ লক্ষ্য ধরি
অনায়াসে পরিহরি
গিয়েছিলে জন্ম ভূমি; করিয়া সফল
সে মহৎ লক্ষ্য, পুনঃ
প্রিয়দেশে আগমন
করিলে শুনিয়া মনে আনন্দ কেবল।

অবিরাম উথলিছে,
কিন্তু কিবা শক্তি আছে
অভাগিনী জ্ঞানহীনা বঙ্গ অবলার
প্রকাশিতে সেই ভাব
যে ভাবের আবির্ভাব
হইয়াছে এ সংবাদে হৃদয়ে তাহার।

ইচ্ছা হইতেছে মনে
প্রীতি আর ভক্তি গুণে
গাঁথি কাব্য কুসুমের হার সুচিকণ,
সেই মালা ভক্তি ভরে
সযতনে স্বীয় করে
হে মহাত্মা! তব করে করিতে অর্পণ।

কিন্তু হায়! কবিতার
গাঁথি মনোহর হার
অর্পিতে সক্ষম নাহি হইল তোমায়,
তবু ও সামান্য মালা
গাঁথিয়াছে বঙ্গবালা
সযতনে; দয়া করে হেরিবে কি তায়?

যত সব ভ্রাতাগণ
হয়ে পুলকিত মন
বহুদিন পরে আজ হেরিতে তোমায়
এক সাথে সবে মিলে
চলেছেন কুতুহলে
সুখের ভবনে পুনঃ আনিতে তোমায়।

হেন ভাগ্য নাহি হায়
আনিতে যাব তোমায়,
তাঁহাদের সঙ্গে মিলে পুলকে ভরিয়া
হব আনন্দিত অতি
লভিব পরম প্রীতি
ইংলণ্ডের সমাচার শ্রবণ করিয়া।

সেথাকার সমাচারে
তুষিতেছ ভা সবারে,
যা দেখেছ যা শুনেছ বলিছ বর্ণিয়ে।
অবলার আশা চিতে
আছে সেই দিন হতে
যে দিন ইংলণ্ডে তরী চলেছ ভাসিয়ে।

কোন কিছু পাবে বলে
সেথা হতে ফিরে এলে
তাই ভেবে আজ আরো আনন্দে মগন
হইতেছে মন তার;
কিন্তু কি বলিবে আর
নাহি শক্তি মনোভাব করিতে বর্ণন।

এসো এসো ভগ্নীগণ
মিলে আজ সর্ব্বজন
ভক্তি ভরে প্রণিপাত করি তাঁর পায়
অপার করুণা যাঁর
রক্ষিয়ে সাগর পার
এই মহাত্মায় পুনঃ আনিল হেথায়।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।
কলিকাতা

বিলাতের ভগ্নীগণের পত্র।

"আমার প্রিয় ভগ্নি!

আপনার * * * ন্যায় উদারচিত্ত, সহৃদয় এবং সাধু লোকের সহিত আলাপ হওয়ায় আমি যে কত আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি এবং তাঁহার

সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া আমি যে কিরূপ দুঃখিত হইতেছি তাহা বলিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্রখানি লিখিতেছি। তাঁহাকে পুনরায় আপনি দেখিতে পাইবেন এই চিন্তাটী আপনার কত আনন্দজনক হইবে এবং তিনি ইংরাজদিগের হৃদয়ের যেরূপ প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি কেমন উল্লসিত হইবেন! আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি তিনি আমার যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহার যথোচিত প্রতিক্রিয়া আমি কখন করিতে পারিব না। উপকার লওয়া অপেক্ষা উপকার করা যে যথার্থ অধিক সুখকর তাহা তিনি আপন সদাশয়তা দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাদিগের স্বর্গীয় পিতার প্রতি তাঁহার পূর্ণ ও আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা তিনি আমাকে দেখাইয়াছেন যে কেহই সেই বিশ্বাস ব্যতীত যথার্থ সাধু ও সুখী হইতে পারে না। * * * আপনার প্রিয় শিশুদিগকে তাহাদিগের পশ্চিম দেশীয় ভগ্নীর একটী চুম্বন দিবেন। আমি আশা করি আপনি এই পাশ্চাত্য ও অনুরক্ত ভগ্নীকে সময়ে সময়ে মনে করিবেন।"

আপনারই

মে হিক্‌সন।

"আমরা কেশব বাবুর গমনে সম্পূর্ণ বিমর্ষ হইয়াছি। কারণ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া আমরা থাকিতে পারি নাই। আমার ভগ্নী এবং বন্ধুরা তাঁহার কথা বলিবার সময় চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন এবং আমার স্বামী যখন তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ সজল দেখা গেল। আমি আশা করি তিনি সুস্থ শরীরে দেশে পৌঁছিবেন এবং সবল কায়মনে তাঁহার সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। * * * আমরা ভরসা করি এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহাকে এবং আপনাকে স্মরণ পথে রাখিব, নিয়ত পত্র লিখিব এবং পরস্পরের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তিনি এখানে যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা শুনিলে আপনি মহা আনন্দিত হইবেন। আমি বোধ করি আপনি আমাদিগের শ্রেষ্ঠতম এবং প্রিয়তম যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনিয়াছেন; অনেকে তাঁহার সহিত ইঁহার তুলনা দিয়াছেন। রবিবার দিবস মিষ্টার স্পিয়ার্স তাঁহার জন্য উপাসনালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

ই স্পিয়ার্স।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৯ সংখ্যা। } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

বিবেক।

মনোরাজ্যে প্রবৃত্তি সকল প্রজাগণ,
আপন আপন স্বার্থ করে অন্বেষণ।
বিবেক শাসনে সবে করিয়া শাসিত,
লভ স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, সুখ যথোচিত।

যে জ্ঞান দ্বারা ভাল মন্দ, সত্য অসত্য বুঝিতে পারা যায় তাহাকে বিবেক বলে। কেহ কেহ এই বিবেককে আত্মার কর্ণ বলেন। আত্মার মধ্যে পরমেশ্বর যে সকল আদেশ করেন কেবল মাত্র বিবেক তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়। এজন্য অনেকে বিবেকের উপদেশকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। যেমন সভ্য অসভ্য, পণ্ডিত মূর্খ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ রসনা দ্বারা তিক্ত মিষ্ট অনায়াসে বুঝিতে পারে, কাহারও উপদেশ লইয়া তিক্ত মিষ্ট জানিতে হয় না, তেমনি সকলেরই বিবেক স্বাভাবিক ভাবে ভাল মন্দের উপদেশ প্রদান করে। এই বিবেকের উপদেশ শ্রবণ না করিলে মনুষ্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসচ্চরিত্র হয়। ইহার অনুগত হইলে চিরকল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়।

বামাগণ! তোমাদের অনেক গুলি কোমল গুণ ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন। স্নেহ, দয়া, ভক্তি, বিনয়—এ গুলি তোমাদের স্বাভাবিক সম্পত্তি।

পুরুষেরা বহু তপস্যা করিয়াও ঐ কোমল সদ্গুণ গুলি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু তোমরা যদি বিবেককে বলবান্ না রাখ তবে তোমাদের সকল গুণই বিফল হইবে। তোমাদের স্নেহ আছে কিন্তু স্বীয় স্বীয় সন্ততি ভিন্ন অন্যের সন্তান সন্ততিকে স্নেহ করিতে কি জান? যদি তোমার সন্তান ক্ষত রোগে মলিন শরীরে থাকিলে তাহাকে আদরপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে লও, কিন্তু অন্যের সন্তানের মলিন বেশ দেখিলে ঘৃণা কর, এ রূপ কার্য্য করিলে বিবেককে রক্ষা করা হয় না। বিবেক বলেন সকলকেই আপনার মত ভাল বাস, কাহাকেই ঘৃণা করিও না। এই শীতকালে তোমার পুত্র কন্যার জন্য বহুমূল্য চিত্র বিচিত্র শীতবস্ত্র ক্রয় করিতেছ, অথচ তোমার সম্মুখে দুঃখী বালক বালিকা মরিয়া গেলেও ফিরিয়া দেখ না। দুঃখী বালক বালিকা দূরের কথা, তোমার দেবরের কিম্বা ভাসুরের পুত্র কন্যার প্রতিও দৃষ্টি কর না। বরং তাহাদের ভাল বস্ত্র নাই আপনার আছে বলিয়া অহঙ্কার কর। বামাগণ! এই হিংসা ও ঈর্ষ্যাই কত ভগিনীর সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। যদি বিবেকের উপদেশ শ্রবণ কর তবে সাধ্য মতে সকলকে সাহায্য কর, দুঃখী বালক বালিকাগণ তোমাকে 'দয়াময়ী মাতা' বলিয়া ঘোষণা করিবে, গৃহের আর সকল স্ত্রীলোকে তোমার অনুকরণ করিবে। ঈশ্বর তোমার সাধুকার্য্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।

তোমাদিগের মধ্যে অনেকে মিথ্যা কথা কহিতে মিথ্যা কার্য্য করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা কর না। ঐ শুন অন্তর হইতে বিবেক বলিতেছেন সর্ব্বদা সত্য কথা বল, প্রাণান্তেও মিথ্যা বলিও না। সন্তান ভুলাইবার জন্য খেলা দিবার জন্যও মিথ্যা বলিও না, তাহাতে তোমারও পাপ হইবে সন্তানও বাল্যকাল হইতে মিথ্যা কথা শিক্ষা করিবে। যাহা সত্য বুঝিবে তাহাই করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা করিও না। বামাগণ! তোমরা যদি বিবেকের এই সকল উপদেশ প্রতিপালন না কর তবে তোমাদের জীবন নিতান্ত শোচনীয় হইবে।

অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীজাতির মনে কিছুমাত্র বিবেক নাই। এজন্য তাহাদের নাম বিলাসিনী হইয়াছে। আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিতে পারিলেই স্ত্রীজাতি চরিতার্থ হন। তাহাদের কর্ত্তব্যা-

কর্ত্তব্য বোধ নাই ; আপনাদের সুখ, স্বামীর সুখ, সন্তানের সুখ, ইহাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। স্বামীকেও নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসে না। যে স্বামী উপার্জ্জন করিয়া অলঙ্কার, অট্টালিকা প্রদান করেন তিনিই আদরের পাত্র, যাহার অর্থ সামর্থ্য নাই স্ত্রীজাতি তাহাকে কেবল ভৎর্সনা করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, পুরুষেরা যাহা করে তাহারাও তাহাই করে।

বামাগণ! উপরে যাহা লিখিত হইল তোমাদের জীবন কি বাস্তবিক ঐ রূপ নিতান্ত কদর্য্য? ইহা বিশ্বাস করিতে কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু যাহারা বিবেকের মতে না চলে তাহাদের জীবন উহা অপেক্ষাও অধম হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন তোমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য স্পৃহাবতী হইয়াছ ইহা শুনিতেও আনন্দ বোধ হয়। কিন্তু তোমরা যদি বিবেকের উপদেশ মত না চল তবে তোমরা কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। দেখ নারীজাতির কলঙ্ক স্বরূপ, মনুষ্য সমাজের ক্লেদস্বরূপ বারাঙ্গনাগণ সকল পুরুষের সহিত আলাপ করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করে, তাহাদিগকে কি স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিতে পার? কখনই না। কি স্ত্রী কি পুরুষ যিনি বিবেকের আদেশ মত সমস্ত কার্য্য করেন তিনিই প্রকৃত স্বাধীন। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে স্বাধীন হওয়া যায় না। বিবেককে রক্ষা না করিলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া যায় না। অতএব যদি স্বাধীন হইতে চাও তবে সম্পূর্ণরূপে বিবেকের উপদেশ প্রতিপালন কর।

বিবেকের অনুগত হইয়া চলিতে হইলে অনেক সময় মলিন সুখের ইচ্ছা দমন করিতে হয় এবং ধর্ম্ম সাধনের কষ্ট বহন করিতে হয়। ইহাতে আপাততঃ একটু ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনের পবিত্র সুখ অনুভব করা যায়। অনেক সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিয়াও এই পবিত্র সুখ যত সম্ভোগ করিতে পারিব, ততই আমাদিগের স্বর্গভোগ। বিবেকের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যে সুখ সম্ভোগ তাহাই অশান্তির কারণ, তাহাই নরকভোগ।

পর্ব্বত।

(২২১ পৃষ্ঠার পর)।

ভূমিকম্পের প্রস্তাবে আগ্নেয়গিরির বিষয় কিছু উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হয় নাই। অগ্ন্যুৎপাত এরূপ ভয়ানক ব্যাপার যে তাহাতে কত শত নগরী একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কত সহস্র প্রাণীর জীবন বিনাশ হইয়াছে। অথচ ঈশ্বর কৃপায় এরূপ অগ্ন্যুৎপাত না থাকিলে পৃথিবী কখন বাসযোগ্য হইত না। পৃথ্বীতল নিয়তই হয়ত ভূমিকম্পে আন্দোলিত হইয়া কেবল মৃত্যুধাম হইয়া পড়িত। এই অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা পৃথিবীর আভ্যন্তরিক আগ্নেয় স্রোত সকল বহির্গত হইয়া যাইতেছে। আগ্নেয়গিরির মুখ উহাদিগের দ্বার স্বরূপ। এই সমস্ত বল বহির্গমন দ্বার প্রাপ্ত হওয়াতেই ভূতল স্থির ভাবে রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎপাত হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই আবার নিখিল জগতের মহোপকার সংসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সকল গিরিই যে এক প্রকার অগ্ন্যুৎপাত উদ্গীরণ করে এমত নহে। কতকগুলির মুখ হইতে ধূম, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা, গলিত ধাতু রাশি, তপ্ত প্রস্তর পুঞ্জ ও ভস্ম উত্থিত হইয়া প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়, অপর কতকগুলির মুখ হইতে কর্দ্দম, এবং আবদ্ধ দূষিত বায়ু নির্গত হয়। সিসিলি দ্বীপস্থ ম্যাকালিউবার আগ্নেয় গিরি হইতে এরূপ কর্দ্দম প্রবাহিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। আবার দক্ষিণ আমেরিকা এবং মেক্সিকো দেশীয় কতিপয় গিরিমুখ হইতে উত্তপ্ত জল এবং কর্দ্দম বিনির্গত হইয়া একদা ৪০,০০০ হাজার প্রাণীর জীবন নাশ করিয়াছে। এরূপ উত্তপ্ত জলে কখন কখন এক প্রকার অদ্ভুত মৎস্যও দেখা গিয়াছে। কোন কোন আগ্নেয়গিরি হইতে এরূপ বায়ু উত্থিত হয় যে সেই সকল গিরিমুখ নিয়তই প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। ভূমধ্যসাগরস্থ স্ক্রম্বলি নামক এ প্রকার একটী আগ্নেয়গিরি আছে। রাত্রিকালে ঐ গিরির উজ্জ্বল আলোক প্রভায় নাবিকগণের অনেক উপকার সাধন হয়। এজন্য তাহারা ইহাকে

"আলোক গুহ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জেও এরূপ আর একটী আগ্নেয় গিরি দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি প্রাচীন আগ্নেয় গিরি হইতে বহু দিন অবধি অগ্ন্যুৎপাত দেখা যায় না। আবার অল্পদিন হইল কতিপয় নূতন আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইয়াছে। গণনায় দেখা গিয়াছে, তিন শতেরও অধিক আগ্নেয়গিরি এক্ষণে পৃথ্বীতলে অবস্থান করিতেছে। তন্মধ্যে প্রাচীন পৃথ্বীর আগ্নেয় গিরি অধিক সংখ্যক দ্বীপ স্থিত। আমেরিকা এবং পলিনেসিয়ার আগ্নেয় গিরি সমূহ প্রায়ই মহাদেশে দৃষ্ট হয়।

জগদীশ্বরের সৃষ্টি কৌশলে পর্ব্বত দ্বারা যে অসংখ্য প্রকার মঙ্গল সাধন হইয়াছে, ও এক্ষণেও হইতেছে তাহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে কি প্রকাণ্ড ও মহৎ, তাহাদিগের বৃহৎ আয়তন ও উচ্চতায় মন নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার আকার, ও অরণ্য এবং নানাবিধ কুসুম সজ্জিত দেহাবলোকনে কাহার না চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকরের প্রতি ধাবমান হয়।

পর্ব্বত না হইলে আমাদিগের আবাস স্থান ভূমিতলই বা কোথায় থাকিত? এই পৃথিবী হয়ত তাহা হইলে কেবল মৎস্যাদি জল জন্তুরই বাসসাগর হইয়া পড়িত। পর্ব্বত হইতে নদনদী সকল প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের দেশ সকলকে অন্ন ভূমি করিয়া তুলিতেছে, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কতই সুবিধা করিয়াছে। পর্ব্বত না থাকিলে আমরা কোন কুণ্ড দেখিতে পাইতাম না, কোন উৎস অথবা নির্ঝর এবং কোন হ্রদও দেখিতে পাইতাম না। পর্ব্বতের বৃহৎ প্রাচীর না থাকিলে আমাদিগের দেশ দিয়া বৃথায় মেঘপুঞ্জ চলিয়া যাইত, বৃথায় বাত্যা সকল বহমান হইত। তাহা হইলে এই ভূতল নীরস মরুভূমি অথবা জলাকীর্ণ হইয়া উঠিত। পর্ব্বতের ঢালু দেশ থাকাতে কত অসংখ্য প্রাণীরই আবাস স্থান হইয়াছে। পর্ব্বতের গৈরিক মৃত্তিকা নদী জলে ধৌত ও প্রবাহিত হইয়া কত দেশ উর্ব্বরা করিতেছে।

পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য যে কত মনোহর, কালিদাস প্রভৃতি

প্রকৃতিপ্রিয় কবিগণের কাব্যাবলিতে তাহা প্রকাশিত আছে। কিন্তু পর্ব্বত দ্বারা সৃষ্টির কি কি শুভোদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতেছে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ব্যতীত তাহা আর কেহ সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারেন না। তিনিই কেবল পর্ব্বতের অন্ত্র সকল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া কত ধন রাশি আহরণ করিতেছেন, এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যার আলোচনার পথ কতই প্রসারিত করিতেছেন। তিনিই গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কত কৌশল ক্রমে পার্ব্বত সিংহকে ধৃত করিয়া পশু রাজ্যের বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও উদারতা গুণ মানব লোকে প্রচার করিতেছেন। আবার কত শত অদ্ভুত প্রকার পার্ব্বত ফলমূল, ওষধি ও পুষ্পের বিষয় আলোচনা করিয়া জ্ঞানের রাজ্য বিস্তারিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি কত কষ্টে হিমালয়ের অত্যুচ্চ তুষারময় শৃঙ্গদেশে উত্থিত হইয়া বিস্তারিত ভারতভূমির প্রতি অবলোকন করিয়া একদা তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেছেন; অন্য সময়ে আকাশের উচ্চদেশস্থ বায়ু রাশির প্রকৃতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতই না সুখী হইতেছেন।

প্রাণী দেহে অস্থি সমুদায় যেরূপ গঠনের প্রভেদ করে, ভূতল গঠনে পর্ব্বতশ্রেণী সমুদায়ও তদ্রূপ দেশ বিশেষের আকার বিভিন্ন করিয়াছে। অতএব পর্ব্বতকে পৃথিবীর অস্থি স্বরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে। পর্ব্বতশ্রেণীর বিস্তীর্ণতা যেরূপ, ঢালু দেশ এবং উচ্চতা যেরূপ, তথাকার দেশ সমূহের সংগঠন, দেশবাসীদিগের প্রকৃতি, দেশের জল বায়ু ও স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের নিয়মও তদ্রূপ। বন্ধুর পর্ব্বত দেশ সমূহের অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, কষ্টসহ, দৃঢ় ও উন্নতকায়, সাহসী, সুন্দর, সমরপ্রিয় এবং প্রায়ই স্বাধীন। কিন্তু নিম্নতল বাসিগণ বিলাসী, অশক্ত, ভীরু এবং অন্যান্য দোষে দূষিত। একের অন্নাহরণ ও সহজে সম্মান হয় না, কিন্তু অন্যেরা অন্ন প্রাচুর্য্যে ক্রমে অপর্য্যাপ্ত ধনশীল ও বিলাসী হইয়া পড়ে। সরল ঢালুময় দেশে নদী সকল অল্প পথ ভ্রমণ করিয়া প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত হয়, কিন্তু ধীর ঢালুদেশে নদীর প্রবাহ বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া তরঙ্গলীলায় চারি পার্শ্ব ধন ধান্য, শস্য ও কুসুম মালায় পরিশোভিত করিতে করিতে সাগরের সহিত মিলিত হয়। এই শেষোক্ত নদীদিগের মিলনমুখ এত

প্রসারিত হয়, যে ব্যবসায়ী অর্ণবপোত সকল তাহাদিগের মধ্যে অনেক দূর পর্যান্ত অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাদিগের তীরে দুই পার্শ্বে শত শত সমৃদ্ধিশালী নগর সকল হাস্য করিতে থাকে। দেশ যেমন এক দিকে বর্ষার নদীজলে পরিপ্লাবিত হইয়া শস্য পূর্ণ হয়, অন্য দিকে বাণিজ্যের ধূমধাম, আড়ম্বর এবং ধন রাশিতেও তদ্রূপ হইতে থাকে।

পর্ব্বত সকল স্বাধীনতার দুর্গ স্বরূপ। পার্ব্বতদেশ সহসা শত্রু হস্তে নিপতিত হয় না। বিগত আফ্‌গান যুদ্ধে এ কথার যাথার্থ্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। বৈরীদলে যদিও দেশ অধিকার করিয়া লয়, পার্ব্বতদেশ তখন অধিবাসিগণকে আশ্রয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত করিতে পারে। আমরা ভারতবর্ষেরই প্রাচীন ইতিহাসে ইহা অবগত হইয়াছি। ইহারা যে কেবল স্বাধীনতা সংবর্দ্ধন করে এমত নহে, মানব চিত্তকে উন্নতভাব সমূহে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বর আরাধনায় এবং ধ্যানে বিলক্ষণ নিমগ্ন করে। অন্য দেশীয় পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণ এই জন্য পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিতেন। ইহুদী দেশীয় মহাত্মা ডেবিড, যোব প্রভৃতিরও এই রূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যে সকল পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্র তীরের সন্নিকট, তাহারা সেই তীর ভূমি এরূপ সুকঠিন করিয়াছে, যে তাহা কোন মতেই সমুদ্র তরঙ্গে ভগ্ন অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত অচল শ্রেণী যেন সমুদ্রের বলকে উপহাস জন্যই অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অস্মদ্দেশীয় ঘাট পর্ব্বতদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পর্ব্বত দ্বারা অনেক স্থলে দেশ ভেদ এবং সুতরাং জাতিভেদ হইয়া যায়। দেশের যে সীমায় পর্ব্বতশ্রেণী স্থাপিত থাকে সে দিক সংরক্ষণ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। হিমালয়ের সুদৃঢ়, উন্নত প্রাচীর ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে স্থাপিত রহিয়াছে, সে দিক্ হইতে কে কবে বৈরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক অভেদ্য দুর্গ শ্রেণী থাকাতে ভারতবর্ষ কখন উত্তর সীমা হইতে আক্রান্ত হয় নাই, এবং পরে হইবারও সম্ভাবনা নাই।

পর্ব্বত দেহে অনেক স্থলে পৃথিবীর অতি সুগভীর স্তর সমূহের ধনরাশি

নিহিত থাকে। যথায় এরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথায় সহস্র লোক সেই মহার্ঘ ধাতু নিচয়, এবং মহামূল্য প্রস্তরময় খনি খননে নিযুক্ত আছে। বাণিজ্যের রত্নময় পতাকা সেস্থলে উড্ডীন হইয়াছে। দশ সহস্র লোক তথায় প্রতি দিন প্রতিপালিত হইতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পর্ব্বত দ্বারা যে পৃথিবীর এত অসংখ্য প্রকার উপকার সাধন হইতেছে তজ্জন্য কি আমরা তাহার স্রষ্টা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইব না? সেই করুণাময় বিশ্বপতির কৃপায় সৃষ্টির সকল পদার্থই মানবের মঙ্গল বিধান ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতেছে। প্রকাণ্ড মহীধর তাঁহার মহিমায় পরিপূর্ণ। উর্দ্ধ্বমুখ হইয়া উহারা যেন সুরলোকে ঈশ্বরের পদতলে, জগতের স্তুতিবাদ বহন করিতেছে!

শ্রীপূর্ণ

কারা কুসুমিকা।

(২৩০ পৃষ্ঠার পর।)

চার্নি অত্যন্ত তর্কপ্রিয় ছিলেন, সহসা সদ্যুক্তি অবলম্বন করিবার লোক নহেন। তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "চারাটীর রক্ষার যেরূপ উপায় দেখিলাম তাহা সর্ব্বতোভাবে ভাল বটে, কিন্তু ইহার ভাগ্যে অকস্মাৎ কতকগুলি সুযোগ ঘটিয়াছে, এমন আকস্মিক ঘটনা অনেক সময় দেখা যায়। ইহার বাঁচিবার দুইটী সুযোগ ঘটিল; প্রথমে কপিকলে মাটী তুলিয়া দিল, তৎপরে রক্ষার নিমিত্ত চালের ন্যায় শক্ত আবরণ প্রস্তুত হইল। এই দুইটী উপায় না হইলে অঙ্কুর আপনা আপনি বিনষ্ট হইত। কিন্তু প্রকৃতি অনেক তরুকে অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করে, তাহারা আপনাদের জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষা করিতে পারে না। এমন অসম্পূর্ণ সৃষ্টি যে কত আছে কে তাহার গণনা করিতে পারে? বা! যা দেখিলাম তাহাতে দৈব সুযোগ ভিন্ন আরত কিছুই বলিতে পারি না।

কাউণ্ট চারনি! একটু স্থির হও, প্রকৃতি তোমার কুটিল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিবে। তুমি দেখিতে পাইবে জগদীশ্বর বিশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া এই সামান্য বৃক্ষটীকে তোমার কারাগৃহের প্রাঙ্গনে স্থাপন

করিয়াছেন। তুমি যে বিবেচনা করিতেছ যে পক্ষপুটে বৃক্ষটীকে রক্ষা করিতেছে তাহা অধিক দিন টেঁকিবেক না, ইহা সত্য। কিন্তু যখন ইহার প্রয়োজন শেষ হইবে, তখনই ইহা শুকাইয়া ভূতলে পড়িবে। যখন উত্তরীয় বায়ু বহিয়া হিমগিরি আল্পস্ হইতে কুজ্ঝটিকা ও বরফ বর্ষণ করিবে, তখন ইহা কঠিন আবরণের ন্যায় হইয়া নবীন পত্র সকল ঢাকিয়া রাখিবে, একবিন্দু বায়ু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পত্র সকল এই নিরাপদ আবাস মধ্যে বর্দ্ধিত হইবে এবং সুখের বসন্তকাল আসিলে তাহারা আপনাদিগের গৃহ ভাঙ্গিয়া পুনরায় সূর্য্য কিরণে প্রকাশিত হইবে। পত্র সকল তখন কোমল লোমাবৃত হইয়া ঋতু পরিবর্ত্তের অনিষ্টকারিতার প্রতিবিধান করিবে। সার কথা জানিবে, বিপদ্ যত অধিক হয় তাহা নিবারণ জন্য পরমেশ্বরের ব্যবস্থাও তত অধিক হয়। চারনি তরুটীর দিন দিন উন্নতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুনরায় তিনি তর্ক উপস্থিত করিলেন, পুনরায় তৎক্ষণাৎ তর্কের মীমাংসাও হইল। চারনি প্রশ্ন করিলেন গাছের ডাঁটা লোমাবৃত কেন? পরদিন প্রত্যূষে দেখিলেন, লোম সকল তুষারাবৃত হইয়া কোমল ত্বক্‌কে নিরাপদে রক্ষা করিতেছে। কাউন্ট ভাবিলেন, যাহা হউক গ্রীষ্মকালে এ লোম সকলেরত কোন প্রয়োজন হইবে না। গ্রীষ্মের সমাগম হইল, লোম সকলও পতিত হইয়া বৃক্ষের গাত্র আবরণ লঘু করিয়া দিল, নবীন শাখা সকল মুক্তভাবে উদ্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে করিতে লাগিলেন "আচ্ছা, ঝড় বহিতে আরম্ভ হইলে বাতাসেত দুর্ব্বল তরুকে উন্মূলিত করিবে এবং শিলাবৃষ্টিতে ইহার পত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে!"

বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। দুর্ব্বল তরু তাহার সমকক্ষ হইয়া কি রূপে যুদ্ধ করিবে? ভূতলে মস্তক পাতিয়া দিল এবং তাহাতেই আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পাইল। শিলাবর্ষণ হইল; তখন এক নূতন কৌশল দেখ, পত্র সকল উচ্চ হইয়া উঠিল এবং ডাঁটার চারিদিকে পরস্পর একত্র বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া শত্রুর আঘাত সকল ব্যর্থ করিল। তৃণ কতকগুলি একত্র হইয়া মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে পারে, ঐক্যের এমনি গুণ। সেই ঐক্যগুণে পত্র সকল আত্মরক্ষা করিল। এই প্রকার উৎপাতে বৃক্ষের যদিও

আপাততঃ কিছু ক্ষতি হইল, কিন্তু এ সকল সহ্য করিয়া বৃক্ষটী আরও সবল হইল এবং সূর্য্যের কিরণ সেবন করিয়া ইহার ক্ষত সকল আরোগ্য হইয়া গেল।

চারনি অজ্ঞাতসারে তরুটীকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। ইহার প্রতি তাঁহার অন্তঃকরণ মোহিত হইল, যাবজ্জীবনে তিনি জগতের আর কোন পদার্থকে ভাল বাসেন নাই। তিনি সচরাচর যতক্ষণ দেখিয়া থাকেন, একদিন তদপেক্ষা অধিকক্ষণ ধরিয়া বৃক্ষটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আশ্চর্য্য দিবা স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন এরূপ স্থির ও শান্ত হইল যে অনেক দিন সেরূপ হয় নাই। হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া গবাক্ষের নিকটে পূর্ব্বোক্ত বিদেশীয়কে দর্শন করিলেন। চারনি মনে করিতেন এই ব্যক্তি গুপ্তচর হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করে এবং তিনি ইহাকে "মক্ষিকাধৃতকারী" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। ঐ ব্যক্তি যেন তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া প্রথমে তিনি লজ্জিত হইলেন, কিন্তু এখন তিনি আর উহাকে ঘৃণা করিতেন না অতএব ঈষৎ হাস্য করিলেন। কেনই বা তিনি ঘৃণার্হ হইবেন? তাঁহার মন কি চারনির ন্যায় কোন চিন্তায় মগ্ন হইতে পারে না? চারনি ভাবিলেন "আমি যেমন বৃক্ষটীর মধ্যে দর্শনীয় অনেক গুণ দেখিতেছি, একটী মক্ষিকাতেও তিনি সেইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতেছেন কি না, কে বলিতে পারে!"

আবাস গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রথমেই তিনি প্রাচীরে একটী কথা লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দুই মাস পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে এই কথাটী লিখিয়াছিলেনঃ—

দৈবই* সৃষ্টির মূল কারণ।

তিনি একখানি কয়লা হাতে করিয় লইলেন এবং তাহার নিম্নে লিখিলেন "বোধ হয়!"। চারনি আর প্রাচীরে কিছু লিখিতেন না, কেবল

---

* দৈব ইহার প্রকৃত অর্থ দেব সম্বন্ধীয় অথবা ঈশ্বরীয় কার্য্য। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা যাহার কর্ত্তা কেহ নয়, এবং যাহার উদ্দেশ্য কিছুই নাই, তাহার নাম সচরাচর দৈব বলিয়া থাকে।

টেবিলের উপর ফুল ও পাতা লতা আঁকিতেন। তিনি কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলে তরুটীর নিকটে যাইতেন, তাহার উন্নতি এবং বিবিধ পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেন এবং কুটীরে ফিরিয়া আসিলেও গবাক্ষের মধ্য দিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। এইটী এখন তাঁহার প্রিয়তম কার্য্য ! দুর্ভাগ্য কয়েদীর একমাত্র সুখের নিদান! অন্যান্য সুখের ন্যায় ইহার প্রতিও কি তিনি বীতরাগ হইয়া পড়িবেন? পশ্চাৎ দেখা যাউক।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সন্তান প্রতিপালন।

কিছু দিন অতীত হইল, একদা লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ মধ্যে যে স্থানে ভৃত্যেরা অবস্থিতি করে তথায় এক জন পরিচারিকা একটী লৌহপাত্র পরিষ্কার করিতেছে এমন সময় দুইটী রাজকুমারী তথায় উপস্থিত হইয়া পরিচারিকা যে কার্য্য করিতেছিল উহা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং উহার নিকট হইতে পরিষ্কার করিবার ব্রুসগুলি লইয়া লৌহপাত্র পরিষ্কার না করিয়া পরিচারিকার মুখে ও গায় ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্যা কুমারীদিগের এই রূপ ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া তাহাদিগের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার যেমন চেষ্টা করিবে এমন সময় হঠাৎ জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নয়ন গোচর হইয়া লজ্জিত হইল। রাজকুমার পরিচারিকাকে এই রূপ মলিন বেশে গৃহ বহির্গত হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্যা তাঁহার সম্মুখে রাজ কুমারীদিগের দোষ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিল না কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা বলিতে হইল। অবিলম্বে রাজবালাদিগের এই অশিষ্ট আচরণের কথা মহারাজ্ঞীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তাহাতে দুঃখিত হইয়া কুমারী দুইটীর নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগের দুই জনের হাত ধরিয়া যেখানে ভৃত্যেরা থাকে বরাবর সেই খানে আনয়ন করিলেন এবং যে পরিচারিকার প্রতি তাহারা মন্দ ব্যবহার করিয়াছিল তাহাকে সন্ধান করিয়া তাহার সম্মুখে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন তোমরা ইহাঁর প্রতি যে রূপ কুব্যবহার

করিয়াছ তজ্জন্য ইহঁার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। মাতার আদেশ শুনিয়া তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন তোমরা ইহার পোষাক নষ্ট করিয়া দিয়াছ, অতএব তোমাদিগের আপনার পোষাক কিনিবার টাকা হইতে ইহার নিমিত্ত এক প্রস্ত সমুদয় আবশ্যক বস্ত্র কিনিয়া দিতে হইবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী পোষাক বিক্রেতার দোকানে গিয়া সমুদয় বস্ত্র কিনিয়া আহ্লাদের সহিত তাহাকে দিলেন। আমাদিগের মাননীয় ভারতেশ্বরী এই রূপ সুপ্রণালীতে সন্তান প্রতিপালন করেন, ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেরই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হয়। তিনি সন্তান দিগকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিবার অভিলাষে সমুদয় আবশ্যক বিষয়ের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ওয়াইট নামক দ্বীপ মধ্যে সমুদ্রের তীরে যে সুরম্য রাজভবন আছে সন্তানদিগকে নিয়মিত পরিশ্রম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে একটী প্রশস্ত ভূমি প্রস্তুত আছে। রাজ্ঞী সেই ভূমির এক এক অংশ এক একটী পুত্র কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আপন পরিশ্রম দ্বারা সেই সকল স্থানে মৃত্তিকা খনন ও জল সেচন প্রভৃতি করিয়া নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে হয়। তজ্জন্য প্রত্যেকের নিমিত্ত স্বনাম চিহ্নিত কৃষিকার্য্যের উপযোগী সমুদয় আবশ্যক যন্ত্র ও দ্রব্য এক এক প্রস্ত সেই স্থানে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজকুমার কুমারীগণ সেই সুন্দর ভূমিতে গিয়া কখন আপন আপন ক্ষেত্রের কার্য্যে আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইতেছেন, কখন তদুৎপন্ন ফল ফুল শস্য তুলিয়া মহা আনন্দে আপনারা গ্রহণ করিতেছেন এবং প্রতিবাসী দুঃখী লোকদিগকে বিতরণ করিতেছেন, কখন রাজবালাগণ সেই উদ্যান স্থিত একটী গৃহের নিম্নতলে যে পাকশালা আছে তাহার মধ্যে গিয়া আপনাদিগের গাছের শস্য সকল লইয়া সাতিশয় পরিশ্রমের সহিত নানা প্রকার মনোমত খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিতেছেন; এই রূপে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ও আমোদের সহিত তাঁহারা পরিশ্রম অভ্যাস ও কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। স্বভাবের বিচিত্র পদার্থের প্রতি সন্তানদিগের মন আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছা সকল পবিত্র

ও উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে রাজ ভবনের মধ্যে একটী চিত্রশালা প্রস্তুত আছে। রাজ পরিবারের যিনি যখন দেশ ভ্রমণ ও অনুসন্ধান দ্বারা কোন প্রকার আশ্চর্য্য ধাতু, প্রস্তর, উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সেই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ধন ঐশ্বর্য্য এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়া সন্তানগণ সাধারণ প্রজালোকের কষ্ট ও পরিশ্রম বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং স্বয়ং শ্রম অভ্যাস করিয়া শ্রমের সুখকর ফল অনুভব করিতে পারিবে,—ভূমিকর্ষণে তাহাদিগের স্বাস্থ্য বল ও উদারতাও বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর প্রদত্ত উচ্চ পদ সকলের উপযুক্ত করিবে,—এই মহৎ লক্ষ্য করিয়া মহারাজ্ঞী সন্তানগণের নিমিত্ত কৃষিকার্য্য শিক্ষার সমুদয় সুনিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

জর্ম্মণি ও তত্রত্য নারী সমাজ।

জর্ম্মণি ইউরোপের বর্ত্তমান দেশ সকলের মধ্যে প্রাচীন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন রোমীয় জাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবী কম্পান্বিত ছিল, তখন তাঁহাদিগের সেনাপতিগণ জর্ম্মন বীরদিগের নিকট বারংবার পরাজিত হইয়াছেন। হিন্দুজাতির সহিত এই জাতির অতি ঘনিষ্ঠতা বোধ হয়। এমন কি জর্ম্মন্ এই নামটী কেহ কেহ ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মণ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন। হিন্দুদিগের ন্যায় জর্ম্মণেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল জর্ম্মণিতে অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইতেছে এবং সেদেশের অনেক লোক আমাদিগের পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী। সিডানের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের সম্রাট্ প্রুসিয়ার রাজা কর্ত্তৃক বন্দীভূত হইলে একজন জর্ম্মন্ যোদ্ধা সংস্কৃতে একটী শ্লোক রচনা* করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, তাহা সকল

* গত ১লা সেপ্টেম্বর সিডানের যুদ্ধ হয়, ২রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধষ ঠিয়ালমান নামে একজন সামান্য জর্ম্মন্ সেনাপতি কোন আত্মীয়কে এই সংস্কৃত পত্রখানি লেখেন :—

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য জর্ম্মন্ জাতির সৌভাগ্যে হিন্দুরা এক প্রকার স্বজাতীয় সৌভাগ্য বলিয়া আনন্দিত হইতে পারেন।

জর্ম্মণি ইউরোপের ঠিক্ মধ্যস্থলে স্থাপিত। ইহার উত্তরে জর্ম্মন্ সমুদ্র, ডেন্মার্ক ও বল্টিক সাগর: পশ্চিমে হলণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্স দেশ; দক্ষিণে সুইট জর্লণ্ড, ইটালী ও আড্রিয়াটিক সাগর; পূর্ব্বদিকে অষ্ট্রিয়া, পোলাণ্ড ও রুসিয়া। ইহা দীর্ঘে ৬৭০ এবং প্রস্থে ৬৫০ মাইল। প্রুসিয়াকে ইহার অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও ইহার মধ্যে ২৬টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন রাজাদ্বারা শাসিত হইত। সকল রাজা এবং চারিটী স্বাধীন নগরের† প্রতিনিধি মিলিয়া 'ডায়েট' নামে সাধারণ মহাসভা হইত। সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বে সকল প্রদেশের উপরে এক এক জন সম্রাট্ মনোনীত হইতেন। অষ্ট্রিয়ার অধীশ্বর গণ অনেক কাল জর্ম্মণির সম্রাট্ নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করেন। কিন্তু ১৮০৬ অব্দে ২য় ফ্রান্সিস্ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ নাম ধারণ করাতে উত্তর জর্ম্মণির সহিত বিবাদ হয়। ১৮৬৬ অব্দ হইতে উত্তর জর্ম্মণি 'উত্তর জর্ম্মন্ মিলিত প্রদেশ' নাম লইয়া প্রুসিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। দক্ষিণ প্রদেশ সকল বাবেরিয়ার অধীন বলিয়া পরিচয় দেয়।

হ্যো মহাযুদ্ অভবৎ, শত্রবঃ সর্ব্বে নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বা তেষাং সেনা বদ্ধা. মহারাজা চ স্বয়ং। "ত্বষ্টা নো বজ্রান্ স্বর্য্যান্ ততক্ষ। অহন্নাহিনং স্ববিলম্ শিশ্রিয়ানং (ঋগ্বেদ সংহিতা ১। ৩২।") অহং সুকুশহোঽস্মি; যুদ্ধে ন মহদ্ভয়ং গতোঽহং, যদেতস্মিন্ ক্ষেত্রে সপর্ব্বতে পদাতয় এব যোদ্ধুং শক্নুবন্তি, তুরঙ্গিনস্তু নার্হন্তি। মহত্যাং সেবায়াং ভবতঃ শিষ্যঃ।—

অর্থ।

গত কল্য মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শত্রু সমুদয় পরাভূত হইয়াছে। তাহাদিগের সমস্ত সেনা ও মহারাজা (অর্থাৎ সম্রাট্ নেপোলিয়ন) স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) আমাদিগের নিমিত্ত দিব্য বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা বিবরস্থিত অহিকে হনন করিয়াছি। আমি কুশলে আছি। যুদ্ধে আমার বড় বিপদ হয় নাই, যেহেতু এ পর্ব্বতময় ভূমিতে পদাতিগণই যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তুরঙ্গীগণ এখানকার যোগ্য নহে। মহাসেবানিযুক্ত শিষ্য—এডু. গেজেট

† হাম্বর্গ, ব্রিমেণ, লুবেক ও ফ্রাঙ্কফোর্ট।

উত্তম রূপ সমুদ্র তীর না থাকাতে জর্ম্মণিতে বাণিজ্যের অল্পতা দেখা যায়, কিন্তু তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য অনেক খাল ও রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। জর্ম্মণেরা অনেক শিল্প কার্য্যে পারদর্শী এবং সঙ্গীতের অনুরাগী। ইহারা দীর্ঘাকৃতি ও সুপুরুষ। ইহাদের রমণীগণের অনেকেই অতি রূপবতী। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সত্য নিষ্ঠা, সরলতা ও নিঃস্বার্থ অতিথি সেবা জর্ম্মনদিগের প্রধান লক্ষণ। ইহাদিগের মধ্যে যেরূপ বিদ্যালোচনা, ইউরোপের কোন দেশেই সেরূপ নাই। ইহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে অদ্বিতীয় বলিলেও বলা যায়। ইহাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় আছে, যথা কাথলিক, লুথারীয়, কালবিনীয়; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব দেখা যায়। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা সময় সময় অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন এবং সেইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়েন।

কয়েক বৎসরাবধি স্ত্রীজাতির স্বত্ব লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যেরূপ ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, জর্ম্মণিতেও সেইরূপ দেখা যায়। এ দেশের নারীগণ আপনাদিগের অধিকার বুঝিতে ও দৃঢ়রূপে স্থাপন করিতে বিলক্ষণ পটু। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও অবস্থোন্নতির জন্য দেশের প্রায় প্রত্যেক অংশে বহুল সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রুয়েন আনলট (অবলা বান্ধব) নামক সংবাদ পত্রে এই সভা সকলের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরে শ্রমজীবী নারী-সমাজ, শিক্ষয়িত্রী সমাজ, গার্হস্থ্য ও সাধারণ নারীশিক্ষা সমাজ ইত্যাদি আছে। ব্রিমেণে স্ত্রীজাতির শ্রমকর কার্য্যের উন্নতি সমাজ ও উক্ত কার্য্য জ্ঞাপক সমাজ আছে। ব্রেস্লনগরীস্থ নারী সভার অধীনে স্ত্রী বিদ্যালয়, ধাত্রী শিক্ষালয়, পাঠাগার, পুস্তকালয় এবং সূচিকর্ম্মের কারখানা আছে। হাম্বর্গে নারীগণের শ্রমসাধ্য কার্য্য ও শিক্ষার সভা নিজ ব্যয়ে ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। গত বৎসর নবেম্বর মাসে বার্লিন মহানগরীতে সকল সভার একটী সাধারণ সভা স্থাপিত হয় এবং তথা হইতে ডাইমিট গিফ্ট 'যৌতুক' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রচার হইব স্থির হয়। আমাদিগের দেশের বামাগণ দেখুন, তাঁহারা আপনাদিগের উন্নতি সাধনার্থ পাঁচজনে

মিলিত হওয়া কত অসাধ্য সাধন বোধ করেন, কিন্তু জর্ম্মণিতে পুরুষদিগের ন্যায় নারীগণও আপনাপন উন্নতি ও সাধারণের হিতসাধন জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইহাঁদিগের যত্নে রমণীগণ কোথায় টেলিগ্রাফের কাজ, কোথায় ছাঁপাখানার কর্ম্ম করিতেছেন। এমন কি কেরাণী গিরি কাজ অনেক স্থানে স্ত্রীলোক দ্বারা চলিতেছে। অষ্ট্রিয়ার ভায়েনা, পেস্থ প্রভৃতি নগরেও এইটী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। হা! কবে এদেশের সেইরূপ অবস্থা হইবে?

গৃহ চিকিৎসা।

সোঁপোকাকে আমরা সামান্য কীট বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতাম, কিন্তু ইহার সোঁ লাগিয়া আজি কালি যেরূপ প্রাণ নাশের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহার প্রতি বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। গত বর্ষা কালে এদেশে সোঁপোকার বড় দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। কলিকাতায় একটী বালক খেলা করিতে করিতে সোঁপোকা মুখে মাখিয়া ফেলে, মুখময় ঘা হইয়া কিছু দিনের মধ্যে বালকটী মরিয়া যায়। সোঁপাকা খাইয়া দুই একটী শিশু মরিয়া গিয়াছে আমরা শুনিয়াছি। পার তলায় সোঁ ফুটয়া পা ফুলিয়া বিষম ঘা হইয়াছে আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি এবং একটী ব্যক্তির এই কারণে পা খানি কাটাইয়া ফেলিতে হইয়াছে শুনিয়াছি। কটকস্থ আমাদিগের এক ডাক্তার বন্ধু সোঁপোকার ঔষধ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পত্রস্থ করিয়া সাধারণের গোচর করা যাইতেছে।

১। সোঁপাকা গায়ে লাগিলে প্রথমে ডুমুর বা কুমুড়া পাতা ঘষিয়া তাহার কাঁটা উঠাইয়া ফেলিতে হয় পরে তাহাতে চুণ, এমোনিয়া, বা কাষ্টিক লাগাইলে ভাল হইয়া যায়।

২। অথবা পূর্ব্বোক্ত রূপে সোঁয়া কাঁটা উটাইয়া তাহার পর 'কাণচিড়ে' নামক এক প্রকার ঘাসের রস লাগাইলেও উপকার হয়। উক্ত উদ্ভিদের কতিপয় পত্র এই পত্র সহ প্রেরণ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন (অর্থাৎ বর্ষাকালে) সোঁপোকা জন্মে, তখন এই

গাছও দেখিতে পাওয়া যায় এবং যখন সোঁপোকা সকল মরিয়া যায় তখন এ গাছিও মরিয়া যায়।

৩। আমার এখানকার বাসস্থানে অনেক সোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একদা আমার ভার্য্যার পদতলে সোঁ লাগিবায় আমার বর্ষৈক বয়স্কা কন্যা তাহার প্রতীকারার্থে নিকটবর্ত্তী গাছ হইতে একটী পুঁইপাতা আনিয়া দিল ও তাহার রস লাগানতে উপকার দর্শিল। সেই অবধি আমার স্ত্রী ও শাশুড়ীর গায়ে যত বার সোঁপোকা লাগিয়াছিল তত বারই পুঁইপত্র রস দ্বারা উপকার হইয়াছে এবং আমার কন্যা সোঁ গায়ে লাগিয়াছে দেখিলেই পুঁইপত্র আনিয়া দেয়।

৪। এডুকেশন গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "সোঁপোকার কাঁটা গায় লাগিলে ছাঁচী কুমুড়ার পাতা দিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কাঁটা গুলি উঠিয়া গেলে আহত স্থানে একটু চুণ লেপন করিলেই সকল ব্যথা সারিয়া যায়। ঢোলা পাতা সোঁর উত্তম ঔষধ; কিন্তু তাহা এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। গায় লাগিলে এই সকল ঔষধ আছে কিন্তু আহার করিলে কি ঔষধ জানি না। প্রবাদ আছে সালিক* পাখীতে সোঁয়া খায় এবং সোঁয়া খাইয়া ঢোলাপাতা ভক্ষণ করে তাহাতেই উহাদের কোন রকম রোগ হয় না। মানুষের পক্ষে কি এ নিয়ম খাটে না?

৫। সোঁয়া খাইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তৎক্ষণাৎ বমন কারক ঔষধ যথা তুতিয়া, জিঙ্ক, পিক্যাক লবণ, ইত্যাদি খাইতে দিবেক। তাহার বিষনাশক ঔষধ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

সুলভ সমাচার।

ভারত সংস্কার সভা হইতে সুলভ সমাচার নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হইতেছে, আমরা গত মাসে তাহার সংবাদ দিয়াছিলাম।

* আমরা শুনিয়াছি ছাতারে পাখী সোঁপোকা খাইয়া কান্চিড়ে ঘাস ভক্ষণ করে। স।

এই পত্রের মূল্য যেমন সুলভ—এক পয়সা মাত্র, ইহা সাধারণের সেইরূপ বোধসুলভ হইয়াছে। ইহার বিষয় গুলি অতি উপকারী এবং তাহা এমন সুন্দর প্রণালীতে লিখিত হয় যে সহজেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। আমরা দেখিয়াছি পড়িতে শিখিয়াছে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা আমোদের সহিত সুলভ পাঠ করিয়া থাকে। অতএব বামাগণের পক্ষে পত্রখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। যাঁহারা সুলভ না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা ইহার দুইটী লেখা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সূতার কল।

বিলাতী সূতা আমদানি হইবার পূর্ব্বে এ দেশে যেরূপ স্ত্রীলোকেরা চরকাতে সূতা কাটিতেন শত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতেও সেইরূপ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি ও চেষ্টার গুণে সে সকল কষ্টের দিন আর এক্ষণে নাই। এক্ষণে বিলাতী সূতার কল্যাণে এ দেশের স্ত্রীলোকেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন; ভাতে মুখে আর চরকা লইয়া বসিতে হয় না, তাঁতীদেরও আর চরকার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না। পয়সা ফেলিলেই সূতা। মিহি মোটা যা চাও তাই বাজারে রহিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ চরকার সূতায় চলিত এখন আর সে রূপ চলিতে পারে না। ৮ হাত ধুতি ৪ হাত দোবজা হইলেই সে কালের লোকের যাওয়া আসা চলিত; এখনকার লোকে বাবু না হইয়া বাটীর বাহিরে আসিতে পারেন না। এ দেশের লোকে সাহেবের মত পোসাক পরিতে শিখিলেন, কিন্তু কি উপায়ে দেশে কাপড়ের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এবং পরের মুখ না তাকাইতে হয়, তাহা একবারও ভাবেন না।

বিলাতের লোক এখানকার লোকের মত কাপুরুষ নহেন। এক শত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সূতা ব্যবসায়ের কত উন্নতি করিয়াছেন। প্রথমে সূতার কল কিরূপে প্রস্তুত হইল আমরা তাহার পরিচয় দিতেছি।

বিলাতে লেঙ্কেসায়ার প্রদেশে ইষ্টেণ্ডহিল গ্রামে জেমস হারগ্রিভস্

নামে এক জন দুঃখী পরিশ্রমী তাঁতী বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী চরকা কাটিতেন, সেই সূতায় তিনি কাপড় বুনিতেন! চরকায় এক খেই বই সূতা কাটা যায় না, হারগ্রিভ্‌সেরও কাপড় বুনিবার সুবিধা হয় না, সূতার অভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হয়। একবার তাঁহার স্ত্রীর বড় পীড়া হইয়াছিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত কাহিল ছিলেন, চরকা কাটিতে পারিতেন না। হারগ্রিভ্‌সের সংসার চলা ভার হইয়া উঠিল। এদেশের লোকের অন্ন কষ্ট হইলে, যেরূপ দুই হাঁটুতে মাথা দিয়া কেবল আকাশ পাতাল ভাবেন, তিনি সে রূপ লোক ছিলেন না। দুঃখে পড়িয়া তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আরত এক খেই সূতার চরকায় কাজ চলিবে না। যেরূপে একেবারে অনেক খেই সূতা হইতে পারে, সেইরূপ একটী কল করিতে হইবে। কিন্তু হাতে একটি পয়সা নাই, কলের খরচ কোথা হইতে আসিবে? এমন কি সেলেট নাই, পেনসিল নাই, কাগজ নাই, কলম নাই যে কলের নক্‌সা আঁকেন। পাঠকগণ! বিলাতের লোকের যত্ন চেষ্টা দেখুন।

কল নির্ম্মাণ করিতেই হইবে হারগ্রিভ্‌সের পণ হইল। তিনি এক গাছা ছড়ির আগা দগ্ধ করিয়া তাহারই অঙ্গারে ঘরের মেজে কলের নক্‌সা আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। দিন রাত্রি কোথায় দিয়া চলিয়া যাইতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই, এক দৃষ্টে কলের দিকেই চাইয়া আছেন। যখন দেখিলেন, যে কলের নক্‌সা ঠিক হইয়াছে, তখন রুগ্ন স্ত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া ঐ নক্‌সা দেখাইলেন, এবং কি রূপে কল চলিবে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী মৃদু স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আর আমাকে কষ্ট করিয়া চরকা কাটিতে হবে না।" হারগ্রিভস গম্ভীর ভাবে বলিলেন,— "কেবল চরকা কাটিতে হবে না? আমাদেরও কপাল ফিরিয়াছে এবং দেশের লোকেরও দুঃখ ঘুচিয়াছে।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের কলের নাম কি রাখিবে? স্বামী উত্তর করিলেন, তোমার নামে এই কলের নাম রাখিব। তোমার নাম জেনী, ইহার নাম "জেনী" রহিল। সেই অবধি বিলাতের লোকে সূতার কলকে "স্পিনিং জেনী" বলেন।

ইহাতে ৮ খেই সূতা হইতে লাগিল। হারগ্রিভ্‌সের টানাটানি

ঘুচিয়া গেল। হিংসার ভয়ে কলটি গোপনে রাখিলেন। কলই যেন লুকাইলেন শ্রীবৃদ্ধিতো লুকাইবার নহে! গ্রামের লোকে এক দিন তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া বল পূর্ব্বক কলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু হারগ্রিভ্‌সের উৎসাহ কমিবার নহে। তিনি দেশ ছাড়িয়া নটি হাম নগরে গিয়া বাস করিলেন, এবং আবার দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কলটি আরও ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। যে কলে পূর্ব্বে ৮ খেই বই সূতা হইত না, সেই কলে এখন ৮০ খেই সূতা হইতে লাগিল।

পাঠকগণ! আমাদের দেশের তুলা বিলাতে যাইতেছে, সেই তুলার সূতা আবার এখানে আসিতেছে, আমরা লাভ দিয়া ক্রয় করিতেছি। আমাদের মত আর বোকা আছে কি না একবার ভাবিয়া দেখ।

বৃহৎ কাঁচের ঘর।

লণ্ডন মহানগরে কৃষ্টাল পেলেস্ নামে একটী প্রকাণ্ড কাঁচের ঘর আছে, ইহা অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার জগতে আর কোথাও নাই। হয়ত কোন কোন দেশে বড় বাগান বা অট্টালিকা বা বাজার বা গান বাদ্যের স্থান আছে, কিন্তু যে ঘরের কথা আমরা বলিতেছি ইহার মধ্যে এ সমুদায় আছে, সুতরাং ইহার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন ঘর আর কোন দেশে নাই। কেবল যে অতিশয় প্রকাণ্ড বলিয়া কৃষ্টাল পেলেস্ এত প্রসিদ্ধ তাহা নহে, ইহার ভিতরের কারখানা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বোধ হয় এমন কোন বস্তু জগতে নাই যাহা ওখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কথায় বলে "যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু!" এ ঘরটী বুঝি কল্পতরুর ন্যায়, উহার মধ্যে যাহা চাই তাহা পাই।

ইংরাজী ১৮৫৪ সালে ১০ জুন দিবসে এই ঘর খোলা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহা কেবল কাঁচ ও লোহাতে নির্ম্মিত, ইহা ইট বা পাথরের ঘর নহে। লোহার খুঁটি ও বরোগা সাজাইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কাঁচ বসান হইয়াছে। মধ্যের ছাত একটী প্রকাণ্ড খিলান, উহাতেও কেবল লোহা

আর কাঁচ। মধ্যের দালান ও আশ পাশের ঘর সমুদায় লইয়া লম্বে ৩,৪৭৬ ফিট্ অর্থাৎ প্রায় আধ ক্রোশ হইবে। ঘরের মেজে সমুদায়ে ৮৪৩,৬৫৬ আট লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয় শত ছাপ্পান্ন ইস্কোয়ার অর্থাৎ বর্গ ফিট্। মেজে হইতে উপরের ছাত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে ১০৪ ফিট্ অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাত। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে এই ঘর প্রস্তুত করিতে যত কাঁচ লাগিয়াছে তাহা যদি পরে পরে ভূমিতে সাজান যায়, তাহা হইলে ১২১ এক শত একুশ ক্রোশ উহার বিস্তৃতি হয়। পাঠকগণ! ঘর খানি কেমন ব্যাপার এখন বুঝিলেন তো? যত উচ্চ বৃক্ষ পৃথিবীতে আছে তাহা ইহার ভিতরে অনায়াসে থাকিতে পারে। লোক যে কত ধরে তাহা সংখ্যা করা কঠিন। সম্প্রতি সেখানে একটী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার লোক অনায়াসে উহার ভিতরে একত্রিত হইয়াছিল। উহার সমস্ত জায়গা যদি পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলে উহার মধ্যে একটী বড় শহরের সমুদায় লোক ধরে। কেহ কেহ বলিতে পারেন অগ্রহায়ণ মাসে আষাঢ়ে গল্প কেন? একটা শহরের সব লোক একটা ঘরের ভিতর! দশ ছিলিম গাঁজা ভিন্ন এমন গল্প কেহ বলিতে পারে না। বাস্তবিক না দেখিলে এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু চক্ষে দেখিলে সকলেরই গাঁজাখোর হতে হয়।

এই তো ঘরের গঠন; ইহার ভিতরে আবার যে কারখানা তাহা দশ মুখেও বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রবেশ করিবামাত্র বোধ হয় এই বুঝি ইন্দ্র ভবন, এই বুঝি দেবতাদিগের উপবন। ফুল গাছের কি অপরূপ শোভা! নীল, লাল, সবুজ, গোলাপী, নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়াছে। তাহার মধ্যে ফোয়ারা হইতে পরিষ্কার জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। এক দিকে বাজারের ধুম লাগিয়াছে; কত রকম জিনিস বিক্রয় হইতেছে, দোকান গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কোথাও বই, কোথাও কাঁচের সামগ্রী, কোথাও খেলনা, কোথাও কাঁপড়, কোথাও ছবি, কোথাও বড়২ গাড়ী, কোথাও আহারের দ্রব্য, নানা প্রকার দোকান চারিদিকে, যাহা ইচ্ছা তাহা ক্রয় কর। এক দিকে দেখ পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি আছে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; কেহ বাঘ মারিতেছে, কেহ তীর

ছুড়িতেছে; তাহাদের আকার দেখিতে অতি ভয়ানক ও জঙ্গুলে। এক দিকে নানা প্রকার ভাল ভাল ছবি টাঙ্গান রয়েছে। আর এক দিকে ভিন্ন দেশের শিল্প কর্ম্ম রহিয়াছে। যাঁহারা গান-প্রিয় তাঁহারা সেখানে গেলে দেখিবেন যে তাঁহাদের জন্যও ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। একটী বৃহৎ ঘরের মেজে ও উপরের তিন চারি তলা বারাণ্ডায় চৌকি সাজান আছে তাহাতে বোধ করি ২০,০০০ কুড়ি হাজার লোক বেশ বসিতে পারে। সম্মুখে একটী উচ্চ স্থল আছে তাহার উপর গেলারি অর্থাৎ থাক থাক করা বেঞ্চি সাজান আছে। এই গেলারিতে প্রায় ৪,০০০ চার হাজার গায়ক বসিয়া একত্র গান করেন; মধ্যে প্রকাণ্ড বাদ্য আছে তাহা গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজে। চার হাজার লোক তাল মান ঠিক রাখিয়া একত্র গান করিতেছে, ইহা দেখিতে শুনিতে কেমন আশ্চর্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বামাবোধিনী সভার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পারিতোষিক।

গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার পটলডাঙ্গার ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রীবিদ্যালয়ে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা এই পরীক্ষার কিছু কিছু বিবরণ এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ বামাগণের কতক কতক লিখিত উত্তর ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। এবারে পরীক্ষার্থিনীদিগের সংখ্যা ১১টী মাত্র হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অনেকে আবার রীতিমত প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তথাপি পুরস্কার লাভে কেহই বঞ্চিত হন নাই। আমরা আশা করি আগামী পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক মহিলা অগ্রসর হইয়া আপনাদিগের উন্নতির পরিচয় দিবেন এবং আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন। পারিতোষিক যত সুন্দর রূপ হইতে পারে, আমরা তাহার চেষ্টার ক্রুটি করিব না। বর্ত্তমান পারিতোষিক কার্য্যের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

৫ম বর্ষের শ্রেণী পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী সরস্বতী সেন—খাঁটুরা—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, অবোধবন্ধু ১ম ও ২য় খণ্ড একত্র ভাল বাঁধান, ভূবিদ্যা, হরিশ্চন্দ্র চরিত, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, নির্ম্মলার উপাখ্যান, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, প্রকৃত বিশ্বাস। টিনের বাক্স, হাড়ের কলম, পেন, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, বোলোয়ারির দোয়াত, হাড়ের বাঁটওয়ালা পিতলের ছাপ।

২। শ্রীমতী কামিনী দেবী—খাঁটুরা—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, হরিশ্চন্দ্র চরিত, নির্ম্মলা উপাখ্যান, ব্রহ্মময়ী চরিত, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, শ্রুতবোধ, প্রকৃত বিশ্বাস। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৪র্থ বর্ষের শ্রেণী পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী দাক্ষায়ণী ঘোষ—দিহি মেদমল্ল—শিশুপালন ২য় ভাগ, সাবিত্রী চরিত, নির্ম্মলার উপাখ্যান, ব্রহ্মময়ী চরিত, প্রকৃত বিশ্বাস, শ্রুতবোধ, মানসাঙ্ক ৬ষ্ঠ ভাগ। টিনের বাক্স, হাড়ের কলম, পেন, কাগজ, রঙ্গিল পেনসিল, দোয়াত, হাড়ের বাঁটওয়ালা পিতলের ছাপ।

২। শ্রীমতী দীনতারিণী মুখো—ভাগলপুর—শিশুপালন ১ম ভাগ পদার্থ-বিদ্যা, নির্ম্মলার উপাখ্যান, হিতশিক্ষা ৪র্থ ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসিল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৩। শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দেব—রাণাঘাট—ভূবিদ্যা, হিতশিক্ষা ৩য় ভাগ, মানসাঙ্ক ৫ম ভাগ, প্রাণিবৃত্তান্ত। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল।

৪। শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী—কলিকাতা—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস, আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন, প্রকৃত বিশ্বাস। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

২য় বর্ষের শ্রেণী পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী নবীন কালী দেব—দিহিমেদমল্ল—নারীশিক্ষা ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রবেশিকা, ব্রহ্মময়ী চরিত, হিতশিক্ষা ২য় ভাগ, মানসাঙ্ক ৪র্থ ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, দোয়াত, আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন।

২। শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী—খাঁটুরা—পদ্যপাঠ ২য় ভাগ, স্ত্রীরপ্রতি উপদেশ, হিতশিক্ষা ১ম ভাগ, মানসাঙ্ক ৩য় ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৩। শ্রীমতী ভবতারিণী বসু—কলিকাতা—নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, ব্রহ্মময়ী চরিত, মানসাঙ্ক ২য় ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৪। শ্রীমতী প্রেমতরঙ্গিণী—কলিকাতা—শিশুপাঠ ১ম ভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রবেশিকা, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

১ম বর্ষের শ্রেণী পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী জগৎ তারিণী—কলিকাতা—শিশুপাঠ ১ম ভাগ, পদ্যপাঠ ১ম ভাগ, মানসাঙ্ক ১ম ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

বামাবোধিনী পত্রিকার বামারচনার পারিতোষিক।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী—হালিসহর—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।

শিল্পের পারিতোষিক।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন	নানা রঙ্গের পশম।
,, দাক্ষায়ণী ঘোষ	ঐ
,, নবীনকালী দেব	ঐ

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, বর্ত্তমান পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহার্থ নিম্ন লিখিত বামাকুল হিতৈষী মহাশয়গণ অর্থ ও পুস্তকাদির আনুকূল্য করিয়াছেন।

বাবু নীলকমল দেব	বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	,, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
,, গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ	,, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,, কেশবচন্দ্র সেন
,, কৃষ্ণবিহারী সেন	,, শিবচন্দ্র দেব
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, হরকুমার সরকার
,, কালীনাথ দত্ত	,, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
,, গুরুচরণ মহলানবীস্	,, সারদাকান্ত হালদার
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	ভা. ব্রা. স. প্রচার কার্য্যালয়। &c.

ধাত্রীবিদ্যালয়ের বিবরণ।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি ও উপকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

বেরিলির চিকিৎসালয়ে যাহাদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহারা অতি দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত ধাত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার দ্বারা অনেক স্থানে ধাত্রীর কার্য্য চলিতেছে। এক জন নবাব একটী ধাত্রীকে ১৫ টাকা বেতনে আপন গৃহে নিযুক্ত করিয়াছেন। সাজিহানপুরের চিকিৎসালয়েও ধাত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী শ্রেণী হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটী স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে শিক্ষা লাভ করিতেছেন এবং তাঁহারা মাসিক ৩ টাকা করিয়া বৃত্তি পাই-

তেছেন। ঐ স্থানের শিক্ষাও উত্তম হইতেছে। উহাদিগের মধ্যে এক জন ধাত্রীর কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। অমৃতসহরে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানের যে শ্রেণী আছে তাহাতে গড়ে ছয় হইতে আট জন দেশী দাই উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদিগের নিমিত্ত একটী তত্ত্বাবধায়িকা আছেন, তাঁহার দ্বারা শিক্ষার অনেক সাহায্য হয়। তিনি সপ্তাহে একবার বা দুই বার করিয়া সিভিল সারজনের (প্রধান ডাক্তার) নিকটে উপদেশ লন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে ছাত্রীদিগকে ধাত্রীবিদ্যার বিষয় পড়িয়া শুনান এবং পরীক্ষা করেন। ছাত্রীদিগের শিক্ষার উন্নতি বুঝিবার জন্য সিবিল সরজন সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। মধ্য প্রদেশে ধাত্রীশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু নানাকারণ বশতঃ তথায় তেমন কার্য্য হইতেছে না। কলিকাতার মেডিকেল কালেজে এবং ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালেও ইহার নিমিত্ত শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সকল প্রধান প্রধান স্থানের চিকিৎসালয়ে এইরূপ শ্রেণী এক একটী খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং চিকিৎসাধীন গর্ভিণীদিগকে আহারাদির ব্যয় দিয়া চিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইবে এরূপ কথা হইয়াছে। পাটনা, আরা, ত্রিহুত, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ইহার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। অতএব বোধ হইতেছে ইহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া একটী বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

নূতন সংবাদ

১। ভারত সংস্কার সভার কর্তৃত্বাধীন যে বয়ঃস্থা স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ২০।২৫ জন ছাত্রী নিয়মিত রূপে পড়িতে আসিতেছেন এবং ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির আশা হইতেছে। ঐ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। চারিটী ছাত্রী উক্ত শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আর ছাত্রী হইলে উহার শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। যাঁহারা এক বৎসর পড়িয়া শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ২৫৲ টাকা এবং যাঁহারা দুই বৎসর পড়িবেন তাঁহারা ৪০৲ টাকা মাসিক বেতন

পাইবেন। অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য শিক্ষয়িত্রীগণকে এই নিয়মের অধীন হইতে হইবে।

২। প্রুসীয়েরা ফ্রান্সের পারিস নগর ঘেরিয়া থাকাতে তথা হইতে কপোত অর্থাৎ পায়রা এবং বেলুন দ্বারা ডাকের ন্যায় নিয়মিত রূপে সংবাদ চলিতেছে। ফরাসী বিজ্ঞানবিৎগণ পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র অক্ষর ফটোগ্রাফ করিয়া এক অঙ্গুলী পরিমিত কাগজ মধ্যে ৮০ খান পত্র লিখিতেছেন তাহা কপোতেরা মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনুবীক্ষণ দ্বারা অক্ষরগুলি বৃহৎ দেখায় এবং তাহা অন্য কাগজে নকল করিয়া পড়া হয়। কপোত দিগকে নষ্ট করিবার জন্য জর্ম্মণীয়েরা কতকগুলি শিকারী পক্ষী ছাড়িয়াদিয়াছেন। ফরাসীরা আবার উপায় গ্রহণ করিতেছেন।

৩। ভারতবর্ষের উচ্চতম বিচারালয় কলিকাতার হাইকোর্টে এক জন বাঙ্গালী বিচারপতি ছিলেন, এখন হইতে আর এক জন অধিক হইলেন।

৪। গত ১১ কার্ত্তিক বাবু কেশব চন্দ্র সেনের বাটীতে শ্রমজীবী লোকদিগের লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত রাত্রি বিদ্যালয় ও ভদ্র লোকদিগের শিল্পকার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় সংস্থাপন উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে সভাপতি মাননীয় জজ ফিয়ার সাহেব "ভারত সংস্কার সভার" অধীন একটী বয়ঃস্থা স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং বলেন আমি গবর্ণমেন্টকে এক সময় এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অনুরোধ এই বলিয়া অগ্রাহ্য হয় যে এখনও সেরূপ সময় হয় নাই। অতএব তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইতেছে। তিনি আরো বলেন ইংলণ্ডের লোকেরা যৌবনাবস্থায় নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, এবং শিল্পকার্য্য শিখিতে কোন অপমান বোধ করেন না। আমি স্বয়ং একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে আমার বন্ধুরা আমোদ করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, এবং আমার স্বহস্তের যন্ত্র ও এক যোড়া জুতা প্রস্তুত আছে। ফলতঃ ইংলণ্ড-

বাসীরা এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের ন্যায় কোন প্রকার শিল্পকার্য্য করিতে মানের খর্ব্বতা মনে করেন না, বরঞ্চ সৎপরিশ্রম মাত্রেই সম্মান বোধ করিয়া থাকেন।

৫। অবলাবান্ধব লেখেন ঢাকা-জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী ভাগ্যকুল নিবাসী বাবু জানকীনাথ রায় বলিয়াছেন স্বামীর নিকট হইতে অন্ন বস্ত্র পান না এমন কোন কুলীন পত্নী যদি তজ্জন্য স্বামীর নামে নালিশ করেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোককে দুই শত টাকা দিবেন।

৬। কোরহাটী নামক স্থান হইতে সোমপ্রকাশে এক জন লিখিয়াছেন· "কলিকাতা বামাবোধিনী সভার অনুকরণে এই কোরহাটী নিবাসী কতিপয় স্ত্রীশিক্ষানুরাগী যুবক বিক্রমপুর বাসিনী স্ত্রীগণের শিক্ষোন্নতি বিধানার্থ "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী" নাম্নী একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। অন্তঃপুরিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং তাহাতে উৎসাহ দান করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ স্থানের বালিকা বিদ্যালয় ও উক্ত সভার উন্নতির জন্য রাণী স্বর্ণময়ী ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।"

৭। টব্‌নর নামক কোম্পানি হিন্দুপদ্য সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ২৮ জন স্ত্রীকবির বিষয় বর্ণিত আছে।

৮। ইন্দুপ্রকাশ পত্র বলেন আফ্রিকার দক্ষিণে একটী বিস্তৃত হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৯। মান্দ্রাজের একটী বিদ্যাবতী মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ইংরাজী সংস্কৃত ও তৈলঙ্গী ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন।

১০। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি 'নারীশিক্ষা' নামে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। গত কার্ত্তিক মাস হইতে ঢাকা সুলভ যন্ত্রের দ্বারা উহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ পত্রিকায় এই সংবাদটী লিখিত হইয়াছে :— "ইউরোপ খণ্ডে যে প্রুসীয়া ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে এক জন ফরাসী স্ত্রীলোক পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'যুদ্ধে প্রাণ দিব তথাপি শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিব

না।" ধন্য ঐ বীর রমণীর স্বদেশানুরাগ ও সাহসিকতা!

১১। আমেরিকায় ধান ভানার এক প্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। উহার একটী এখানকার গবর্ণমেন্টের নিকট আসিবে এবং কটকে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১২। আমেরিকায় এক প্রকার বাগ্ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তদ্দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে। বিদ্যার দ্বারা কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দিন দিন সম্পন্ন হইতে চলিল।

১৩। কলিকাতা হইতে আম্পের পর্য্যন্ত রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। সটলেজ নদীর উপর যে সেতু হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৬৪৬৮ ফিট অর্থাৎ ৪৩১২ হাত।

১৪। 'বঙ্গবন্ধু' পত্রে কৌলীন্য প্রথার একটী মহা অনিষ্ট কর ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা * * দেবীর নামে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই বলিয়া নালিস করে যে তিনি আপনার সন্তান পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট হইা শুনিয়া আইন অনুসারে ঐ কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাকে কাছারিতে আনয়ন করান এবং নালিসের কথা তাঁহাকে বলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করেন আমি ঐ পাপকর্ম্ম করিয়াছি সত্য, ইহা আমি স্বীকার করিতেছি কিন্তু আমি যাহা বলি আপনি শ্রবণ করুন:— "সাহাবাজ নগরে প্যারীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার স্বামী ১২ টী বিবাহ করিয়াছেন, এবং বিবাহের পর আর কখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি চিরজীবন এই রূপে থাকিয়া অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহাতেই এই সন্তানটী আমার হয়, কিন্তু লোকের ভয়ে আমি তাহাকে কাছে রাখিতে পারি নাই। সন্তানকে নষ্ট করিবার আমার ইচ্ছা হয় নাই, যদি নষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে যখন তাহার জন্ম হয় তখনই তাহাকে নষ্ট করিতে পারিতাম। আমি এখন সন্তানটী পাইলে তাহাকে লইয়া দেশান্তরে যাইতে পারি। এ প্রকার সন্তান লইয়া এখন হিন্দু

সমাজে মধ্যে থাকিতে পারা যায় না তাহা বোধ হয় আপনি (মাজিষ্ট্রেট) বুঝিতে পারেন। ইত্যাদি।”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্ত্রীলোকটীর যথার্থ ও সরল কথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী পুনরায় আপন বাটীতে না গিয়া সন্তানটী লইয়া অন্য স্থানে গমন করিয়াছে। কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ পাপ কি দেশ হইতে দূরীকৃত হইবে না ?

বামাগণের রচনা।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৮৮ সংখ্যার বামাবোধিনীতে আসামী স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ লিখিতে লিখিতে একস্থানে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের মত ইহারা অলস ও বাবু নয়, এই দুইটি শব্দ বঙ্গদেশীয় সাধারণ মহিলাগণের প্রতি যে আরোপ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল আপনি বঙ্গদেশের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া শিখিয়াছেন নতুবা এমন গুরুতর কার্য্যের ভার কেমন করিয়া লইলেন, কিন্তু আপনার এই লেখাটী পড়ে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বাবু ও অলস নয়, তাহারা রন্ধন করে, জলতোলে, গৃহ পরিষ্কার করে, সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করে, গৃহস্থালির অন্যান্য সকল কার্য্য করিয়া থাকে, বিশেষতঃ দুঃখিনী স্ত্রীলোকেরা ঘাসছোলে, মোটবয় এ গ্রাম ও গ্রাম পত্রাদি লইয়া যায়, চাকরাণীর কাজ করে, ধান রোয়, ধান কাটে, তাঁত বোনে, দ্রব্যাদী হাটে লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকে এগুলি অলস ও বাবুর কাজ নয়!! কলিকাতা সহরের মেম সাহেব গোচের জন কত স্ত্রীলোক গহনা পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দিন কাটান ও মফঃস্বলে বড় মানুষদের বাড়ীর মেয়েরা তাঁহারদের অনুকরণ করিতেছেন যথার্থ বটে, কিন্তু আপনি বঙ্গদেশের সাধারণ স্ত্রী লোকদের অবস্থা যদি ভাল রূপে জানিতেন তবে এ প্রকার লিখিতে সাহস করিতেন না। বোধ হয় আপনি কলিকাতাবাসী, যে স্থানের লোকেরা ধান্য বৃক্ষ কেমন তাহা জানেন না। আমার ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি আপনার বামাবোধিনীতে স্থান দিয়া কৃতার্থ করিবেন।*

কৃষ্ণকামিনী।

* আমরা ভগিনীর সমালোচনাটী পাঠে এক প্রকার নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম। যাহা উক্ত তাঁহার প্রতি বক্তব্য, তিনি কিছু অধিক করিয়া আমাদিগের কথাটী লইয়াছেন, অথবা স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয়ে অনেক সামান্য বাক্য আঘাত করিতে পারে আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না। আমরা এ দেশের স্ত্রীসাধারণকে নিন্দা করিবার উদ্দেশে একথা লিখি নাই, স্ত্রীজাতির কল্যাণ দর্শনেই আমরা উৎসুক। আমরা কলিকাতায়ও আবদ্ধ নহি, বোধ করি ভগিনীর

যৌবনকাল মনুষ্যের কি বিষম কাল! এই কালে সুখাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়াভিলাষ কি প্রবল হয়! নরনারীগণ যখন যৌবন দশা প্রাপ্ত হন তখন একবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হন, তাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে লজ্জা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল কিছুই থাকে না। সেই ভীষণ সময়ে ইন্দ্রিয় সকল প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মনুষ্য মনের ধর্ম্মরূপ আশ্রয় তরুকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে। যাহার মনে যৌবনের গর্ব্ব আছে বিনয়, নম্রতা কি পদার্থ তাহা অনুভব করা তাহার পক্ষে অতি কষ্টকর বোধ হয়। এমন কি, কোন বিনয়ী নম্র স্বভাবের লোক যদি নয়ন গোচর হয়, তাহাকে এমনি হীন ও তুচ্ছ বোধ করেন যে সে ব্যক্তি তখন তাহার নিকট মনুষ্য বলিয়াই গণ্য হয় না। আহা! কি হেয় তাহাদের মন, যাহারা ইন্দ্রিয় সেবায় আসক্ত হইয়া সামান্য ভোগাভিলাষেই আত্মার চরিতার্থতা এবং পরমার্থ সাধন বোধ করে। সেই পাপিষ্ঠদের পাপাচরণ সকল মনে হইলে বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যায়, পাষাণও দ্বিখণ্ড হয়। অধিক কি, পৃথিবী তাহার সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয়। ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কোন অসৎ ক্রিয়াই অকৃত থাকে না। যৌবন মদোন্মত্ত ব্যক্তিরা যে কত কত

অপেক্ষা বঙ্গদেশের অনেক দেখিয়াছি এবং আসাম দেখিয়া প্রস্তাবটী লেখা হইয়াছে। এদেশের নীচ শ্রেণীর নারীগণ মোট বয়, ব্যবসা করে, মাচ ধরে এবং ভদ্র মহিলাগণ রন্ধন ও ঘর সংসারের কাজকর্ম্ম করেন তাহা আমরা জানি। তথাপি আসামী সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিশ্রমের সহিত তুলনা করিলে এ সকল অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের কামিনীদিগকে অলস ও বাবু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যিনি উভয় জাতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনা না করিয়াছেন, তিনি একথা কি প্রকারে বুঝিতে পারিবেন? স্বামীর উপর নির্ভর না করিয়া কেবল আপনাকে নয়, স্বামীকেও প্রতিপালন করা যে কি ব্যাপার তাহা কি এদেশের নারীগণ জানেন? বস্তুতঃ স্বামীকে যেন স্ত্রীর পোষ্য হইতে না হয়, কিন্তু স্ত্রীগণ স্বীয় স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা উপার্জনক্ষম হইলে তাঁহাদিগের এবং সমাজের অনেক মঙ্গলের বিষয়। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ প্রায় সভ্য ভদ্র হিন্দুমহিলা। এদেশীয় বামাগণ সম্পর্কে আমরা যখন যাহা লিখি, প্রায় তাঁহারাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদিগের লেখাটী যদি ইহাঁদিগের অধিকাংশের প্রতি সংলগ্ন হইয়া থাকে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, যদি অসংলগ্ন সপ্রমাণ হয় আমরা দুঃখিত হইব না বরং শ্রমশীলা কর্ম্মকুশলা রমণীগণকে দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইব। পরিশেষে এদেশীয় কোমল ভগিনীগণকে বলি ' অপ্রিয় হিতবাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ '। তাই মধ্যে মধ্যে এরূপ দুই এক কথা শুনিলে রাগ দুঃখ করিবেন না, ক্ষমা করিবেন।

অসদাচরণ করিয়া বাহ্যিক সুখ ভোগ করিবার চেষ্টা করে, তাহার সংখ্যা নাই, এবং ভ্রূণ হত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হইতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এইকালে লোক এত মোহাচ্ছন্ন হয় যে মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরু জন বর্গকে সামান্য তৃণের ন্যায় ভাবিয়া কতই ঘৃণা প্রকাশ ও অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার হৃদয় তখন এত কঠিন হইয়া যায় যে দীনের করুণ বাক্য শ্রবণে মনে বিন্দু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না, পরের ক্লেশের প্রতি নয়ন দৃক্পাতও করে না এবং অন্ধ আতুরের এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষার লালায়িত বাক্য শ্রবণ করিতে তাহার শ্রবণযুগল অবসর পায় না। কত যুবতী যৌবন মদে অন্ধ হইয়া পরম গুরুপতিকে অশ্রদ্ধা করেন এবং স্বার্থ পর অভিমানিনী হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কতজনকুপথে পদার্পণ করিয়া চিরদুঃখভাগিনী হন। আহা! তাহারা কি দুর্ভাগ্য, কি অবোধ! যদি মনুষ্যগণ সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সেবায় এবং ভোগ সুখে রত থাকিবেন, তাহা হইলে পরম দয়ালু ঈশ্বর যে সমস্ত দয়া ধর্ম্মের নিয়ম সৃষ্টি করিলেন, তাহা কাহা দ্বারা সম্পাদন হইবে? হা ভগবন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্! তুমি মনুষ্য মনের এমন কুৎসিতাচার সকল কত দিনে উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মবীজ সকল বপন করিবে। হে নরনারীগণ! এই দুর্দ্দমনীয় সময়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরাজয় করিয়া অন্তরে জ্ঞানরূপরত্ন সংগ্রহে প্রাণপণে যত্নকর, চির জীবন সুখে থাকিবে। যিনি এই যৌবনকালে বিষময় পাপ প্রবৃত্তি সকলকে ধৈর্য্য রূপ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিতে পারেন, তিনিই পৃথ্বী মধ্যে বীর নামে খ্যাতি লাভের যোগ্য; তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান; তিনি মানব কুলের যথার্থ কুলপ্রদীপ; তাঁহারি আত্মা পবিত্র সুখভোগে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে; এবং তাঁহারই মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ সার্থক। তিনি সর্ব্ব সুখভোগী ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যাধিকারী; সেই মহাত্মাই পরম যোগী। হে মানবগণ! যৌবনের প্রারম্ভে তোমরা যদি ধৈর্য্যরূপ সুবাতাসে ধর্ম্ম পালি তুলিতে পার, তবে কুপ্রবৃত্তির ভীষণ তরঙ্গ কখন তোমাদের মন তরণীকে পাপ সমুদ্রে মগ্ন করিতে পারিবে না।

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS. 115 AMHERST STREET.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
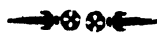
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯০ সংখ্যা। } মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে একটী স্ত্রী নর্ম্মাল শ্রেণী হইবে অনেক দিন হইতে আমরা শুনিয়াছি এবং ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য এতদিন উৎসুক ছিলাম। সম্প্রতি ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব মহাশয় এতৎ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা আনন্দ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম এবং বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে গবর্ণমেণ্ট নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় হইয়াছে উহাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ভরতি করিবার নিয়ম।

১। ছাত্রীরা সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা হইবেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ ইহার কোন না কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইলে গ্রহণ করা যাইবে।

২। আত্মীয় বা অভিভাবকের লিখিত দরখাস্ত ব্যতীত কোন ছাত্রীকে ভরতি করা যাইবে না।

৩। ছাত্রীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। ১ম যাঁহারা স্কুল গৃহে বাস করিবেন এবং ২য়, যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস না করিয়া আপনাদের আত্মীয়বর্গের সহিত অন্যত্র বাস করিবেন।

৪। যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস করিবেন তাঁহারা মাসিক ১২ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৫। যে সকল বিধবা ছাত্রী স্কুলগৃহে বাস করিবেন, তাঁহারা দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক সন্তানাদি সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন।

৬। যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস করিবেন, বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহাদিগকে কিছু টাকা দেওয়া যাইবে।

৭। যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস করিবেন, আত্মীয়েরা পত্র দ্বারা না জানাইলে তাঁহাদিগকে স্কুল বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৮। বাহিরের বিধবা ছাত্রীরা মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি পাইবেন এবং যে স্থান দিয়া স্কুলের গাড়ী গমনাগমন করে যদি এমন স্থানে তাঁহাদিগের বাস হয়, তাহা হইলে স্কুলের ব্যয়ে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুলে লইয়া যাওয়া এবং পুনর্ব্বার বাটীতে রাখিয়া যাওয়া হইবে।

৯। বিধবাদিগকে বৃত্তি দিয়া যদি টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে বাহিরের যে সকল বিবাহিতা ছাত্রী বাস্তবিক দরিদ্র এবং স্বামীর মতানুসারে স্কুলে আসিবেন, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ বৃত্তি দেওয়া হইবে। পল্লীগ্রাম হইতে যাঁহারা আসিবেন, সহরের ছাত্রীদিগের না হইয়া অগ্রে তাঁহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে।

১০। বিবাহিতা ছাত্রীদিগকে যে অর্দ্ধ বৃত্তি দেওয়া যাইবে; উহা প্রতিবৎসর মঞ্জুর করা হইবে এবং বিধবা ছাত্রীদিগের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে ঐ বৃত্তি বৎসরের শেষে পুনঃ গ্রহণ করা যাইবে।

কলিকাতা
২০এ ডিসেম্বর।
১৮৭০।

এচ, উড্রো
মধ্যবিভাগের স্কুল সমূহের
ইনস্পেক্টর।"

এক বৎসর হইল গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসে দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং একটী গবর্ণেস্ অর্থাৎ অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কোন বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। উড্রো সাহেব যে ইতিমধ্যে নিয়মগুলি প্রচার করিলেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ইহা না হইলে আর

কিছু দিন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে অস্বীকার করিতেন, সাধারণে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিতেন না।

উল্লিখিত নিয়ম গুলি পাঠ করিয়া প্রথমে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে শিক্ষয়িত্রীত প্রস্তুত হইতে চলিল, কিন্তু তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবার কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে? শিক্ষয়িত্রীদিগের শিক্ষয়িত্রী চাই এবং তাঁহারা যাহাতে বাঙ্গলা ভাষা, ও তৎসঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক ও বিজ্ঞান সহজে শিখিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহার কি প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে সাধারণে জানিতে চাহিতে পারেন। বিবী শিক্ষকদ্বারা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার আশা করা বৃথা।

দ্বিতীয়, যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীভুক্ত হইবেন, কয় বৎসর তাঁহাদিগকে পাঠাবস্থায় থাকিতে হইবে? সময়ের পরিমাণ একটী নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে ছাত্রীগণ কি বুঝিয়া এখানে আসিবেন? এত বৎসর পাঠ করিয়া এইরূপ পরীক্ষা দিলে এইরূপ বেতন হইবে এটী প্রকাশ করা আবশ্যক।

তৃতীয়—শিক্ষয়িত্রীগণকে কি প্রকার স্থলে শিক্ষা দিতে হইবে? গবর্ণমেণ্ট যেখানে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে কি সেইখানে যাইতে হইবে অথবা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সুবিধা অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ভাল হয়।

চতুর্থ—যে সকল বিধবা স্ত্রীলোক স্কুলগৃহে বাস করিলে ১২ টাকা বৃত্তি পাইবেন, তাঁহাদিগের ভদ্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকিবার উপায় হইয়াছে কি না? এদেশের ভদ্রাঙ্গনাগণ বিবীদিগের ন্যায় নহেন যে সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে ও নির্ভয়ে থাকিতে পারেন। আত্মীয় পুরুষদ্বারা রক্ষিত না হইলে স্ত্রীগণের চরিত্র ভাল থাকে না, এদেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কতকগুলি স্ত্রীলোক পাঠোপলক্ষে একত্র বাসা করিয়া থাকিবেন ইহা কতদুর সঙ্গত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা।

পঞ্চম—বিধবাদিগের অনুকূলে নিয়ম সকল করা হইয়াছে; ইহাতে পতিহীনা দুঃখিনী ভদ্রকুলজাগণকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সধবাগণ যদি নিয়মে আবদ্ধ হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে কেন] তুল্যরূপ সাহায্যদান করা হইবে না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একজন

অপরিচিতা বিধবা স্ত্রীলোক কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে শিক্ষা দিতে আসিলে তাহার প্রতি যত না শ্রদ্ধা হইবে, একজন সধবার প্রতি হইবে। সধবার চরিত্রের প্রতি কাহার বড় আশঙ্কা হয় না। উচ্চ বেতন হইলে অনেক দুঃখী ভদ্রলোক আপনাদিগের স্ত্রীগণকে শিক্ষয়িত্রী করিতে অনুৎসুক নহেন।

আমাদিগের এত বলিবার উদ্দেশ্য, গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত প্রচুর অর্থ কেবল কল্পনা জল্পনা ও অসার কার্য্যে ব্যয় না হয়। ভারত সংস্কার সভা দ্বারা যেরূপ স্ত্রীবিদ্যালয় চলিতেছে এবং তৎসঙ্গে শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিবার কথ হইতেছে গবর্ণমেণ্ট সেই মতে চলিলে অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। গুটিকত ভাল শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করুন, বয়স্কা ছাত্রীগণের আসি-বার জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করুন। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইবেন, তাঁহা-দিগকে ১০।১২ টাকা অপেক্ষা অল্প বৃত্তি দিলেও চলিতে পারিবে। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী না হইয়া কেবল শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে বরং কিছু কিছু বেতন লইলেও ক্ষতি নাই। আপাততঃ গাড়ীর সাহায্য পাইলে অনেকের আসিবার সুবিধা হয়। এইরূপে ছাত্রী অধিক হইলে বিদ্যালয়ের সম্মান দাঁড়াইবে এবং সময় মতে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইতে পারিবে। দেশীয় মহাশয়দিগের প্রতিও বক্তব্য, উড্রো সাহেবের উৎসাহ ও যত্নে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলাম, তদনুরূপ অনেকটা কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব বামাকুল-হিতৈষিগণ এ সুযোগে উৎসাহিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে যতদূর সাহায্য লাভ করিতে পারেন চেষ্টা করুন।

দাক্ষিণাত্য।*

ভারতবর্ষ অতি বিচিত্র স্থান। ইহার প্রকৃতির বাহ্য শোভা যেরূপ

* ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর উত্তরদিকের ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণদিকের ভাগকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারতবর্ষ বলে।

বিচিত্র, ইহার অধিবাসিগণের আচার ব্যবহারও তেমনি বিচিত্র। যাঁহারা ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ এক হিন্দু ও মুসলমান জাতি বাস করে, এক স্থানের হিন্দু মুসলমানগণের আচার ব্যবহার দেখিলেই সকলকে জানা যায়; বস্তুতঃ তাহা নহে। মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেক স্থানে এক হইতে পারে, কারণ তাহাদের একটী সাধারণ জাতীয় আচার ব্যবহারের আদর্শ আছে, হিন্দুদের সেরূপ কিছু নাই। হিন্দুগণের উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক মধ্যে এক ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র অধিবাসী দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীস্থ অন্যান্য যাঁহারা এদেশে আছেন, অন্যত্র তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। পশ্চিমে এদেশীয় কায়স্থদিগের সদৃশ লিপিকর ব্যবসায়ী লালা নামা যে এক শ্রেণীর লোক আছেন মুসলমানগণের সংশ্রবে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার এত ভিন্ন হইয়া গিয়াছে যে তাঁহাদিগকে আর এখন এক শ্রেণীর লোক বলিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না। তথাপি হিমালয়ের নিম্নস্থ উত্তর পশ্চিম দেশের সহিত এদেশীয় লোকগণের আচার ব্যবহারে অনেক বিষয়ে একতা আছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য২ হিন্দুগণের আচার ব্যবহার দেখিলে এরূপ কখন প্রতীত হয় না যে এদেশীয়েরা কোন কালে ঐ সকল জাতির সহিত এক শ্রেণী সংভুক্ত ছিলেন। অনেকে এ সকল লোককে আর্য্য জাতীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহা হউক দক্ষিণ প্রদেশে মহারাষ্ট্রী, তুলু, কোস্কাণী সারস্বত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ইঁহাদের আচার ব্যবহারের অনেক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, কতকগুলি বিষয়ে ইহাদের আচার ব্যবহার এত ভিন্ন যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দেশ কালের দূরত্বে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে এত ভেদ হইয়া যায় সহজে বিশ্বাস হয় না। তুলু ব্রাহ্মণকে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আর্য্য জাতি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে সকল শূদ্র পরশুরাম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহারা তাহাদেরই সন্তান সন্ততি। অনেকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্বন্ধেও এই সন্দেহ করেন।

পাঠিকাগণের জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে, ভারতবর্ষের সেই

অতিদূর স্থানের ভগিনীগণের অবস্থা কেমন? যদি বাহিরের স্বাধীনতা লইয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আমাদের দেশীয়া ভগিনীগণ অপেক্ষা তাঁহারা অতিশয় ভাগ্যবতী। তাঁহাদিগকে সমুদায় দিবা রাত্রি গৃহের এককোণে চন্দ্র সূর্য্যের অস্পৃষ্ট স্থানে বদ্ধ থাকিতে হয় না। পা থাকিতে পার ব্যবহার করিতে না দেওয়া সেখানকার প্রথা নহে। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে বিনাবগুণ্ঠনে অর্থাৎ ঘোমটা না দিয়া গমনাগমন করেন; বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বাধীন ভাবে বিনা প্রতিবন্ধকে আলাপ করেন। এক জন বিদেশীয় তাঁহাদের মধ্যে গেলেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া গৃহের কোণে লুক্কায়িত হন না, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব থাকিলে বা কেহ নিমন্ত্রিত হইলে বিদেশীকে তাঁহারা স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করেন; কিন্তু কোন কোন স্থানে উপহাসকর এই একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে যাঁহারা বিনাবগুণ্ঠনে অনায়াসে রাজপথে গমনাগমন করেন, তাঁহারা যানারোহণ করিলে পরদা দ্বারা যান আচ্ছাদন না করিয়া যান না!

দেশ ভেদে পরিচ্ছদেরও অনেক ভেদ হয়। এক বঙ্গদেশেরই নানা স্থানে নানা প্রকারের বেশভূষা দেখা যায় তাহাতে সে দূর দেশের ত কথাই নাই। যাঁহারা নানা দেশ বেড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন প্রকারের পরিচ্ছদ দেখিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এক দেশে যাহা সুন্দর বলিয়া আদৃত, তাহাই আবার অন্য দেশে কদর্য্য ও উপহসনীয় বলিয়া নিন্দিত হয়। আমাদের দেশীয় সুবেশ অলঙ্কারপ্রিয় মহিলাগণ যদি সে দেশের সাজগোজ দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা হাস্য সম্বরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। অলঙ্কার গুলি অতি স্থূল স্থূল এবং প্রায় কদর্য্য রূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সন্নিবিষ্ট। তাঁহারা দেখিতে সুন্দর বটেন, কিন্তু কপাল সিন্দুরে এমনি লিপ্ত যে আমাদিগের নিকটে সুন্দর মুখও অসুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়। সজ্জা করিবার সময় সে দেশে আয়না ব্যবহৃত হয় না, আয়না ব্যবহার অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। নীচ শূদ্র জাতীয়েরা আমাদের দেশীয় নারীগণের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতীয়েরা মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের ন্যায় কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া

থাকেন। আমাদের দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রাভিলাষিণী মহিলাগণ যেমন পরিচ্ছদের জন্য দর্শনের আযোগ্য হন, তাঁহারা সেরূপ নহেন, কিন্তু কাছা দিয়া পরিচ্ছদ সময়ে সময়ে এরূপে পরিহিত হয় যে স্থূল বস্ত্র সত্ত্বেও তাঁহাদের পরিচ্ছদকে সভ্য পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে না। শূদ্রদিগের মধ্যে এই দোষটী নাই। ধেড় নামা এক অতি নীচ জাতি আছে তাহাদের স্ত্রীগণ বৃক্ষের পত্র দ্বারা কটীদেশ অর্থাৎ কোমরটী আচ্ছাদন করে, কেবল নগর মধ্যে আসিতে হইলে গবর্ণমেন্টের ভয়ে এক খানি বস্ত্র ঐ পত্র গুলির উপরে আচ্ছাদন দেয়, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগে পত্রের আবরণ অনাবৃত থাকে। মলয় প্রদেশের স্ত্রীগণের শুদ্ধ মধ্য দেশ বস্ত্রে আবৃত, উপর ও নিম্নভাগ খোলা থাকে।

এই সকল দেশে বাল্য বিবাহ হয় বটে, কিন্তু এ দেশের শাশুড়ীগণ বৌ লইয়া ঘরকন্না করিতে যেমন নিতান্ত অনুরাগিণী তেমন সে দেশের নহে। বিবাহের পর অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পিতৃ গৃহে অবস্থান করেন। শূদ্রগণের মধ্যে বিবাহ কেবল সম্মতি বা দান মাত্র, অনুষ্ঠানের অন্য কোন গাম্ভীর্য্য নাই এবং বিবাহ বন্ধন অতি শিথিল। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে একটী আশ্চর্য্য ব্যবহার চলিত আছে। আমাদের দেশে বর জামাজোড়া বা চেলী পরিয়া ধুম ধামের সহিত বিবাহ করিতে যান, সে দেশে তাহার বিপরীত। কোথায় বর রাজবেশ পরিবেন না বিবাহের পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর বেশে সাজেন। এরূপ করিবার অর্থ এই যে বর বারাণসী যাইব বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যের বেশ ধারণ করেন। কন্যার পিতা আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, "একাকী এতদূরে যাইতে ক্লেশ হইবে সঙ্গে একটী পরিচারিকা গ্রহণ করুন, তিনি পথে এবং দূর দেশে আপনার পরিচর্য্যা করিবেন।* নবীন ব্রহ্মচারী ইহাতে সম্মত হয়েন এবং কন্যা দান গ্রহণ করেন, কিন্তু বিবাহের পর কাশীতে গমন করা দূরে গিয়া ঘোর সংসারী হইয়া পড়েন।

আমরা বলিয়াছি সে দেশের ভগিনীগণের স্বাধীনতা বাহ্য স্বাধীনতা, বস্তুতঃ যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা অতি বিরল। এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও

* স্ত্রীকে ধর্ম্মপথের সহচরী বলিয়া গ্রহণ করিবার ভাবটী অতি সুন্দর।

ইহাদিগকে পরিচারিকার ন্যায় থাকিতে হয়, লেখাপড়ার সঙ্গে প্রায় কাহারও সম্বন্ধ নাই। মূর্খতাতে যে সকল দোষ সঙ্ঘটিত হয়, সে সকল তাহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট আছে। আমাদিগের দেশীয় বিধবাগণের ন্যায় ইহারা এত কঠোর ব্রতী নহেন, কিন্তু মস্তক মুণ্ডনই সকল কঠোরতাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। পাঠিকাগণ বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন সে দেশীয় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিধবাগণ মৎস্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন।

সে দেশের শূদ্রগণকে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিতান্ত ঘৃণা করেন। তাহাদের সংশ্রব রাখা দূরে থাকুক, কোন কোন জাতিকে তাঁহারা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সম্পূর্ণরূপে সে দেশে ঘটিয়াছে। শূদ্রগণ উচ্চ নীতি জানে না, সুতরাং তাহাদের মধ্যে আচার ব্যবহার অতি কদর্য্য ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার এত অসহনীয় যে সে সকল কথা শুনিলে হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে। সে দেশীয় স্ত্রীগণের হেয় অবস্থা এবং পুরুষগণের নীচতা ও কাপুরুষত্ব বর্ণন করিলে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা কতদূর দায়ী বুঝিতে পারা যায়।

আসাম দেশীয় স্ত্রীগণের যে লজ্জাকর ব্যবহার সকল বর্ণন করা গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের অনেক শ্রেণীর অবলাগণের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় ও লজ্জাকর। ইহাদিগের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলোকেরা পিতৃগৃহে বাস করে এবং দাম্পত্য প্রণয় ও সতীত্ব কাহাকে বলে জানে না। কাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করা এবং পরিত্যাগ করা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন এরূপ ব্যবহার জন সমাজে কিছুমাত্র দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ ধর্ম্মনীতির অভাবে পিতা এবং পুত্রের সম্বন্ধ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই কারণে ইহাদিগের উত্তরাধিকারের নিয়মও আশ্চর্য্য। পিতার বিষয় পুত্রে পায় না, মাতুলের বিষয়ে ভাগিনেয় অধিকারী হয়। ইহাদ্বারা সামাজিক নিয়ম যতদূর বিকৃত ও বিশৃঙ্খল হইতে পারে তাহাদিগের মধ্যে তাহা দেখিয়া ঘৃণা, ভয় এবং দুঃখের উদয় হয়। অনেক বিষয় অশ্রাব্য বলিয়া আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমাদিগের দেশীয় ভগিনীগণের প্রতি এক্ষণে এই নিবেদন তাঁহারা

আপনাদিগের অবস্থা আরও উন্নত করিয়া নারীজাতির আদর্শ হউন, সমুদায় ভারতের দুর্ভাগ্য রমণীগণের উদ্ধার সাধন তাঁহাদিগের যত্ন, চেষ্টা ও সাধু দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতেছে।

স্ত্রীধন।

হিন্দু রমণীগণ কোনবিষয়ে স্বাধীন নহেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে তাঁহারা পুরুষগণের সম্পূর্ণ অধীনস্থ। এই জন্য সকল ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষদিগেরই জন্য; স্ত্রীগণ তাহাদিগের অনুগ্রহ ভাজন ও স্নেহাধীন হইয়া ধন মান সুখ সৌভাগ্য যাহা কিছু সম্ভোগ করিতে পান। যাহা হউক এরূপস্থলে হিন্দু দায়ভাগে 'স্ত্রীধন' বলিয়া যে একটী স্বতন্ত্র অধিকার ধৃত হইয়াছে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে। নারীগণের পক্ষে আপনাদিগের স্বত্ব জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগের প্রাপ্য সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে পারেন এবং অন্যের চাতুরী ও প্রবঞ্চনা জালে জড়িত না হইয়া দুর্ভাগ্য জীবনে যতটুকু সম্ভব সুখলাভ করিতে পারেন।

স্ত্রীধন কি? শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর অধীন না হইয়া যে ধন দান, বিক্রয় ও ভোগে সম্পূর্ণ অধিকারিণী তাহাই স্ত্রীধন। এই স্ত্রীধন ছয় প্রকার কথিত আছে। যথা, প্রধান ব্যবস্থাপক মনু বলেন—

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ।
ভ্রাতৃ মাতৃ পিতৃ প্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

অধ্যগ্নি অর্থাৎ বিবাহ কালে অগ্নি সন্নিধানে স্ত্রীগণকে যে ধন দেওয়াহয় (১), অধ্যাবাহনিক অর্থাৎ পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে যাইবার সময় নারীগণ যাহা পায় (২), পতি কর্তৃক প্রীতি প্রযুক্ত দত্ত (৩), ভ্রাতা মাতা ও পিতা হইতে প্রাপ্ত (৪-৫-৬) এই ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন।

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি হইতে পতিকে অভিবাদন শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ কালের মধ্যে গণ্য এবং এই কালের মধ্যে প্রাপ্ত ধনকেও অধ্যগ্নিকৃত ধন বলে।

স্বামিগৃহ হইতে নীয়মানা হইয়া স্ত্রীগণ পিতৃ মাতৃকুল হইতে যে ধন লাভ করেন তাহাকেও অধ্যাবাহনিক বলা যায়।

কাত্যায়ন ও নারদ ঋষিরও মত মনুর সমতুল্য। অন্যান্য মতে আরও মহর্ষি অনেক প্রকার ধন স্ত্রীধন মধ্যে গণ্য হইয়াছে। যাজ্ঞবাল্ক্যঃ ।।

পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যগ্ন্যুপাগতং।
আধিবেদনিকঞ্চৈব স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং ।।

পিতা, মাতা, পতি, ও ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত, অধ্যগ্নি কালে লব্ধ এবং আধিবেদনিক ধন স্ত্রীধন্।

অধিবেদন অর্থ বহুবিবাহ। অতএব দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহার্থ স্বামী পূর্ব্ব স্ত্রীকে পারিতোষিক স্বরূপ যে ধন দেন তাহা আধিবেদনিক ধন। *

বিষ্ণু বচনানুসারে,

পিতৃ মাতৃ সুত ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যগ্ন্যুপাগতং।
আধিবেদনিকং বন্ধু দত্তং শুল্কান্বাধেয়কং ।।

পিতা, মাতা, পুত্র বা ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত, অধ্যগ্নিকৃত, আধিবেদনিক, বন্ধু দত্ত অর্থাৎ পিতৃকুল বা মাতুলকুল হইতে প্রাপ্ত, শুল্ক এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী যাহা পতিকুল বা বন্ধুকুল হইতে পান এই সকল স্ত্রীধন।

ব্যাস মতে ভর্ত্তার গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যাহা দেওয়া হয় তাহাকে শুল্ক বলে।

গৃহোপস্কার বাহ্যানাং, দোহ্যাভরণ কর্ম্মিনাং।
মূল্যং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতং ।। দা. ভা ।।

দোহনার ধেনু প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ এবং স্বামী আভরণাদি কর্ম্মকার হইলে তাহাকে প্রেরণ জন্য যে লাভ এবং যে কিছু মূল্য স্বরূপ লাভ তাহাকেও শুল্ক বলে।

---

* যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্ব স্ত্রীর সম্মতি ও সন্তোষ সাধন আবশ্যক, তখন শাস্ত্রমতে পুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন হইয়া বহুবিবাহ করিতে পারেন না।

প্রীত্যা দত্তন্তু যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্রা বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকং যৎ তৎ লাবণ্যার্জ্জিত মুচ্যতে॥

শাশুড়ী বা শ্বশুর স্নেহ প্রযুক্ত যে কিছু দেন ও যাহা পাদবন্দনিক অর্থাৎ আশীর্ব্বাদী তাহা লাবণ্যার্জ্জিত স্ত্রীধন।

বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।
ভোক্ত্রী তৎ স্বয়মেবেদং পতির্নাহত্যনাপদি॥ দেবলঃ॥

বৃত্তি অর্থাৎ অন্নাচ্ছাদন, অলঙ্কার, শুল্ক, লাভ অর্থাৎ ধার দেওয়া টাকার সুদ ইত্যাদি স্ত্রীধন। স্ত্রী স্বয়ং এ সকলের অধিকারিণী, পতি আপৎকাল ভিন্ন লইতে পারেন না।

অলঙ্কার নারীগণের নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি এবং শাস্ত্রকারেরা এজন্য তাঁহাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মনু ও বিষ্ণু বলেন,

পত্যৌ জীবতি যৎকিঞ্চিদলঙ্কারোধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে॥

পতি বাঁচিয়া থাকিতে স্ত্রী যে অলঙ্কার ধারণ করে দায়াদেরা তাহা ভোগ করিবে না, করিলে পতিত হয়। কিন্তু এই অলঙ্কার পতির পৃথক্ ধন হওয়া চাই এবং পতির অনুজ্ঞায় ধারণ করা আবশ্যক।

বিবাহকালে যৎকিঞ্চিৎ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে।
কন্যায়াস্তদ্ধনং সর্ব্বং অবিভাজ্যশ্চ বন্ধুভিঃ॥ ব্যাসঃ॥

বিবাহ কালে ইহা কন্যার হইবে এই উদ্দেশ পূর্ব্বক বরকে যে ধন দত্ত হয়, তৎসমুদায় কন্যার; তাহা বন্ধুবর্গ ভাগ করিয়া লইতে পারেন না।

যদ্দত্তং দুহিতুঃপত্যে স্ত্রিয়মেব তদন্বিয়াৎ।
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ তদপত্যমৃতে স্ত্রিয়াঃ॥ দা. ভা॥

দুহিতার পতিকে যাহা দত্ত হয়, তাহা পতি বাঁচিয়া থাকিতে বা মরিলে ঐ স্ত্রীকেই বর্ত্তে। সে স্ত্রী মরিলে তাহা তাহার সন্তানে অর্শে।

শাস্ত্রে এরূপ অভিপ্রায়ও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে ইত্যাদি বলা উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ যে কোন সময়ে

দুহিতাকে উদ্দেশ করিয়া যে কোন ব্যক্তির হস্তে প্রদত্ত হয় তাহাই দুহিতার ধন, যে হেতু দাতার অভিসন্ধিই গৃহীতার অধিকারের মূল।

প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্‌বৃত্তং প্রীত্যাচৈব বদান্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং ॥

শিল্পকর্ম্ম দ্বারা অথবা প্রীতিতে পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃ কুল ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত যে ধন তাহাতে পতির স্বামিত্ব আছে, তদ্ভিন্ন অন্য ধন স্ত্রীধন কথিত।

ভর্ত্তৃদত্তং মৃতে পত্যৌ বিন্যসেৎ স্ত্রী যথেষ্টতঃ।
বিদ্যমানেতু সংরক্ষেৎ, ক্ষপয়েৎ তৎকুলেন্যথা ॥ ব্যাসঃ ॥

পতিদত্ত ধন পতি মরিলে স্ত্রী ইচ্ছানুসারে দানাদি করিবে, কিন্তু পতি বিদ্যমানে তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে নতুবা পতিকুলে দিবে।

ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপিতৎ।
সা যথাকাম মশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে ॥ নারদঃ ॥

পতি কর্ত্তৃক প্রীতিতে যাহা দত্ত হয়, পতি মরিলেও তাহা ঐ স্ত্রীর, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে অথবা স্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে দান করিবে।

উপরে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইল তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ প্রকার ধন স্ত্রীধন বলিয়া উক্ত হইতে পারে। অধ্যগ্নি (১), অধ্যাবাহনিক (২), পিতৃদত্ত (৩), পিতৃজ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে প্রাপ্ত (৪), মাতৃদত্ত (৫), মাতৃ জ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে প্রাপ্ত (৬), ভর্ত্তৃদত্ত অস্থাবর (৭), ভর্ত্তৃজ্ঞাতি কুটুম্ব হইতে লব্ধ (৮), আধিবেদনিক (৯), অন্বাধেয় (১০), বৃত্তি (১১), আভরণ (১২), শুল্ক (১৩), লাভ (১৪), এবং কন্যার উদ্দেশে পতিকে বা যে কোন ব্যক্তিকে দত্ত (১৫)। এ সকলের অর্থ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

এই কয়েক প্রকার ধনকে নির্ব্যূঢ় স্ত্রীধন বলে অর্থাৎ এ সকল ধন স্ত্রী স্বাধীনরূপে ও স্বেচ্ছানুসারে দান, বিক্রয় ও ভোগাদি করিতে পারেন এবং ভর্ত্তা আপৎ ভিন্ন তাহা লইতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)।

কারা-কুসুমিকা।

(২২৫ পৃষ্ঠার পর)।

চার্‌নি বৃক্ষটীর এই সকল স্বাভাবিক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন "দৈবের কি জ্ঞান আছে? দৈব কি জড় ও চেতন পদার্থ একত্র সম্মিলিত করিতে পারে?"

এক দিন প্রাতঃকালে চার্‌নি জানালার মধ্য দিয়া বৃক্ষটী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ কারারক্ষককে দ্রুতবেগে তাহার কাছ ঘেঁশিয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন গাছটী বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অমনি সিহরিয়া উঠিল। পরে লুডোবিক যখন তাঁহার আহার দ্রব্য আনয়ন করিলেন, চার্‌নি তাঁহার নিকট বৃক্ষটীর প্রাণ রক্ষার্থ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। প্রার্থনাটী যদিও সামান্য, কিন্তু কি বলিয়া আরম্ভ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কারাগার পরিষ্কার রাখিবার নিয়ম হয় ত কঠোর হইতে পারে, তাহা হইলে বৃক্ষটী নিশ্চয়ই উন্মূলিত হইবে সুতরাং তাঁহার প্রার্থনীয় অনুগ্রহটী বড় সামান্য নহে। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া বিনীত ভাবে লুডোবিককে বলিলেন "আপনি যখন উঠান দিয়া চলেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু সাবধান হইয়া চলিবেন এবং প্রাঙ্গণের ভূষণ স্বরূপ বৃক্ষটীর প্রাণ-রক্ষা করিবেন।" লুডোবিক যদিও কারাগারের অধ্যক্ষ এবং বাহিরে কিছু কর্কশ, কিন্তু তিনি কখনই এত কঠোরহৃদয় নন যে চার্‌নির এত প্রিয় বৃক্ষটীকে বিনাশ করেন।

লুডোবিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন "কি সেই আগাছাটার কথা বলিতেছ?"

কাউন্ট ব্যস্ত হইয়া "ও কি আগাছা?" লুডোবিক—"তা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু এ রকম গাছকে আমি আগাছা বলি। যা হউক একথা আপনার অনেক দিন অগ্রে বলা উচিত ছিল। ইহার প্রতি আপনার অনুরাগ না দেখিলে কবে মাড়াইয়া মারিয়া ফেলিতাম।"

চার্‌নি হত বুদ্ধি হইয়া বলিলেন “ হাঁ, ইহার প্রতি আমার অনুরাগ আছে।”

লুডোবিক ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন “ থামুন বুঝেছি, কোন প্রকার কর্ম্ম ভিন্ন মানুষ ত থাকিতে পারে না, কিন্তু কয়েদীদিগের মনোমত কার্য্য কি প্রকারে জুটিয়া উঠিবে? আমি দেখেছি অনেক লোক খুব বিদ্বান্—(কাউন্ট! মূর্খ কয়েদী এখানে আসে না) বিনা ব্যয়ে আপনা আপনি আমোদিত হইয়া থাকেন। এক জন মাছি ধরেন তায় বড় ক্ষতি নাই ; আর এক জন (একটু মুখভঙ্গী করিয়া) ছুরি দিয়া টেবেলের উপর বিস্তৃত কিমাকার ছবি সকল আঁকিয়া থাকেন, একবার ভাবেন না যে গৃহসজ্জা সকলের জন্য আমি দায়ী। আবার কেহ পক্ষীদিগের, কেহ বা মূষিকদিগের সহিত বন্ধুত্ব পাতান। এই সকল খেলা দেখিতে আমার এত আনন্দ যে আমার পত্নীর প্রিয় বিড়াল পাছে ইন্দুর মারে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তর করিয়াছি। বিড়াল ক্ষতি করুক আর না করুক, আশঙ্কার কারণত বটে, তাহাকে এখানে রাখিয়া কেন মহাপাতকী হইব? আহা! শত সহস্র বিড়াল অপেক্ষা কয়েদীদিগের একটী পক্ষী বা মূষিকের মূল্য অধিক!”

কারারক্ষক চার্‌নিকে বালকবৎ ক্রীড়াপ্রিয় মনে করিয়াছেন এই ভাবিয়া চার্‌নি কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন “ আপনার সাধুতাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এই বৃক্ষটী যে আমার কেবল আমোদের বস্তু এরূপ মনে করিবেন না।”

লুডোবিক—“ ভাল, তাতেই বা কি? শৈশবকালে যে বৃক্ষতলে আপনার মাতার সঙ্গে আধ আধ কথা কহিয়াছিলেন ইহা দ্বারা যদি তাহা স্মরণ হয় হউক না কেন? কারারক্ষক ত সে জন্য আপনাকে কিছু বলেন নাই। আমি যাহা দেখিতে চাহি না, তাহার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকি। কিন্তু যদি গাছটী বাড়িয়া বৃহৎ হয় এবং আপনাকে প্রাচীরে উঠিবার সাহায্যদান করে, সে স্বতন্ত্র কথা; (হাস্য করিয়া) যাহা হউক এখনও কিছু দিন সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি স্বেচ্ছানুসারে পদ চালনা করেন আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু বিনা আ-

দেশে তাহা করিতে দিতে পারি না। যদি পলায়নের চেষ্টা পান—

"আপনি কি করিবেন?"

"কি করিব? সে ভার আমার, আমি স্বহস্তে আপনাকে গুলি করিব অথবা প্রহরীকে হুকুম দিব। একটা বিছা মারিতে যেমন কষ্ট হয়, তখন আপনাকে মারিতে সেইরূপ হইবে।" কিন্তু আপনার আগাছাটীর কি একটী পত্রও ছিঁড়িতে পারি? কখনই না—আমার কখনই সেরূপ অন্তঃকরণ নয়। কারারক্ষক হইয়া যে ব্যক্তি কারারুদ্ধ অভাগার মনোনীত একটী মাকড়সার গায় হাত তোলে, সে কাপুরুষ নরাধম স্বীয় পদের যোগ্য নহে।" মাকড়সার উল্লেখ করিয়া একটী গল্প লুডোবিকের মনে পড়িয়া গেল এবং তিনি বলিলেন "শুনুন মাকড়সার সাহায্যে এক জন কয়েদী কেমন মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

চারনি আশ্চর্য্য হইয়া "কি! মাকড়সার সাহায্যে?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "হাঁ, দশ বৎসর হইল; সে লোকটীর নাম ডিসজন বল। তিনি আপনার ন্যায়ই এক জন ফরাসী. কিন্তু হলণ্ডে কর্ম্ম করিতেন এবং ওলন্দাজেরা ফ্রান্সের বিদ্রোহী হইলে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ৮ বৎসর রুদ্ধ ছিলেন উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। দুর্ভাগ্য ডিসজনবল ৮ বৎসর কাল কারাশায়ী হইয়া চিত্তবিনোদনের কোন উপায় পান না, অবশেষে মাকড়সারা কি করে তাহাই অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাদের কার্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহার এমন ক্ষমতা হইল যে আকাশের কিরূপ অবস্থা হইবে ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে বলিতে পারিতেন। তিনি দেখিতেন যে সময় আকাশ নির্ম্মল হয় বা হইবার উপক্রম হয়, সে সময় মাকড়সারা চক্রাকার জাল বুনিয়া থাকে, কিন্তু বৃষ্টি কি শীতাগমের সম্ভাবনা বুঝিলে অদৃশ্য হইয়া যায়।

১৭৯৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের সৈন্যগণ যখন বিদ্রোহী দমনার্থ হলণ্ডে গমন করিলেন তখন হঠাৎ বরফরাশি গলিয়া দেশটী এরূপ জল প্লাবিত হইল যে সেনাপতিদিগের যুদ্ধের কলকৌশল ঘুরিয়া গেল, এবং তাঁহারা ডচদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়া স্বদেশে

প্রস্থান করিতে পারিলে মান রক্ষা হয় ভাবিতে লাগিলেন। ডিসজন বল নিরুপায় হইয়া ফরাসীদিগের পক্ষ হইয়াছিলেন এবং তাহাদের জয়-কামনায় মনোযোগ পূর্ব্বক মাকড়সার জাল দেখিতে ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শীঘ্র বরফ পাত হইবে এবং তাহাতে নদী খালের উপরিভাগের জল জমাট হইয়া সুগম পথ হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতির নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে দুই সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় বরফপাত হইবে। সেনাপতি কারাবাসীর বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া অথবা আপনার ইচ্ছানুরূপ কথায় বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া ছাউনী পরিত্যাগ করিলেন না। দ্বাদশ দিন পরে যখন জল জমিতে আরম্ভ হইল ডিসজন মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন ফরাসিরা জয়ী হইলে আমাকে কারামুক্ত করিবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইল, ফরাসীরা জয়পতাকা হস্তে ইউট্রেচ্‌ট নগরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে ডিসজনকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। কাউন্ট! ইহা একটী বাস্তব ঘটনা; তদবধি ডিসজন মাকড়সাদিগের সহিত অধিক বন্ধুত্ব করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের ইতিহাস লিখিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমরা যাহা কখনই বুঝিতে পারি না তাহা এই কীটেরা বুঝে এবং সম্পন্ন করিয়া থাকে! তাহাদিগের কেহ কাহাকেও শিখায় না, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানে ভূষিত!

চারনি আপনার দৃষ্টান্তে ডিসজন বলের অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন তিনি এই গল্পটী শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার বৃক্ষটীর প্রতি লুডোবিকের যত্ন দেখিয়া যার পর নাই প্রীত ও মোহিত হইলেন। এখন কারারক্ষকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি হওয়াতে তিনি কি জন্য বৃক্ষটীকে এত ভাল বাসেন বাচালতা পূর্ব্বক তাহার কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "প্রিয়তম লুডোবিক! আপনার স্নেহের জন্য আমি ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আপনি জানিবেন বৃক্ষটী কেবল আমার আমোদের বস্তু নয়। আমি ইহার দেহতত্ত্ব আলোচনা করিতেছি।" চারনি দেখিলেন যে সে ব্যক্তি তাঁহার কথা বোধগম্য করিতে না পারিয়া কর্ণপাত করিয়া রহিয়াছে। তখন বলিলেন যে "এটী যে

জাতীয় বৃক্ষ আমার বিবেচনায় তাহার রোগ প্রতীকারক গুণ আছে। আমি সময় সময় যে রোগে আক্রান্ত হই ইহাদ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে।" চারনি এস্থলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" করিয়া এক প্রকার মিথ্যা কথা কহিলেন। কিন্তু হায়! সামান্য ক্রীড়ায় আসক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার যত লজ্জা হইল, মিথ্যা বলিতে তত লজ্জা হইল না!

লুডোবিক গৃহ হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিয়া বলিলেন "কাউন্ট! এ বৃক্ষ অথবা এই জাতীয় বৃক্ষ যদি আপনার এত উপকার করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল সেচন করিয়া প্রত্যুপকার করা কি উচিত নয়? আমি যত্ন না করিলে দুর্ভাগ্য আগাছা কবে মরিয়া যাইত। এক্ষণে নমস্কার, বিদায় হই।"

চারনি কারাধ্যক্ষের সাধুতায় আরো বিমোহিত হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন "হে দয়ালু লুডোবিক, এক মূহূর্ত্ত অপেক্ষা কর। তুমি আমার সন্তোষের জন্য এত ভাবিয়া থাক, কিন্তু এক দিনও আমাকে কিছু বল নাই? তোমার ঋণ শোধ করা আমার অসাধ্য; তথাপি মিনতি করি, আমার প্রদত্ত এই পুরস্কারটী গ্রহণ কর। এই বলিয়া তাঁহার মদ খাইবার পুরাতন রূপার বাটীটী বাহির করিয়া দিলেন। লুডোবিক তাহা হস্তে করিয়া লইলেন এবং আশ্চর্য্য হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"সম্ভ্রান্ত কাউন্ট! কি জন্য এ পুরস্কার? ফুলগাছ সকল কিছু জল পান করিতে চায়, তা মদের দোকানে পানাসক্ত হইয়া না মরিয়া আমরা কি তাহাদিগকে কিছু জলপান করাইতে পারি না?" এই বলিয়া তিনি বাটীটী প্রত্যর্পণ করিলেন।

কাউন্ট নিকটে অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু লুডোবিক সম্ভ্রমে সরিয়া গেলেন এবং বলিলেন 'না না, কেবল বন্ধু বা সমতুল্য ব্যক্তি হস্তধারণের যোগ্য।"

"লুডোবিক, তুমি আমার বন্ধু হও।"

কারারক্ষক বলিলেন "না, না তা হইবে না। এ পৃথিবীতে একটু পরিণামদর্শিতা চাই। আপনায় আমায় আজি যদি বন্ধুত্ব হয় আর

কালি আপনি পলাইতে চেষ্টা করেন, আমি কোন প্রাণে শান্তিরক্ষকদিগকে বলিব 'গুলি কর'। না, আমি আপনার রক্ষক, কারারক্ষক এবং গরিব ভৃত্য।"

চিত্তবিনোদিনী।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশাখ মাস গত হইল অদ্যাপি বৃষ্টি নাই। কলিকাতা ধূলিমেঘে আবৃত; কিন্তু তা বলিয়া প্রচণ্ড রবি কিরণের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস নাই। রাজপথ কঙ্করময়, মলয়মারুত প্রবাহে উহা ধূলি শূন্য। বেলা দশটা; গবর্ণমেণ্ট হাউসের পার্শ্বে অসংখ্য শকট কঙ্কর চূর্ণ করতঃ ধূলি ছাতু প্রস্তুত করিতেছে—শব্দও তদ্রূপ। না হইবে কেন? সম্মুখে কর্ম্মালয় মধ্যবিন্দু স্বরূপ লালদিঘি—পশ্চিমে প্রধানতম বিচারালয় ও উকীল পাড়া এবং পূর্ব্বে সুবিখ্যাত উইলসনের হোটেল; ও কসাইটোলা, ধর্ম্মতলা ও গড়ের মাঠ দিয়া, ভবানীপুর, আলিপুর খিদিরপুর ইত্যাদি হইতে আগত কদাকার শকট সমূহ নিজ নিজ প্রাণিময় ভার লালদিঘির চতুঃপার্শ্বে বিকীর্ণ করিতেছে। রাজপথ শ্বেত চাপকান ও পাগড়ীতে পূর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের বাহিরে যেরূপ, ভিতরে তদ্বিপরীত। বহির্ভাগে অসহ্য উত্তাপ, ধূলিঝটিকা ও রুদ্র রৌদ্র স্বীয় শ্বেতমূর্ত্তি অট্টালিকাতে প্রতিফলিত করিয়া চক্ষুকে ধাঁধিতেছে;—কিন্তু সেই পুরাতন অথচ সুন্দর ও মহান রাজবাটীর অভ্যন্তর নিস্তব্ধ ও সুশীতল। দক্ষিণ ভাগস্থ পাঠালয়ে জনৈক প্রশান্ত পুরুষ ক্ষিপ্রহস্তে লিখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বহিঃস্থ অশান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। মহাপুরুষ একবার গৃহস্থ লম্বমান ক্ষুদ্র উত্তাপ চন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিলেন ও আর একবার কাচাবৃত দ্বার দিয়া বিখ্যাত অক্টারলনীর স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি বুঝিলেন বাহিরের কিরূপ অবস্থা। পরক্ষণে তিনি যেরূপ ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ রাশীকৃত

পত্র সমূহের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং অদূরস্থ ভারতের মানচিত্রের উপর চাহিয়া রহিলেন, বোধ হয় তদ্দ্বারা অধিকতর উত্তাপ ও ঝটিকা দেখিলেন। এই মহাপুরুষ মহাত্মা কানিং। তিন মাসও গত হয় নাই, ইনি ভারতের প্রধানতম আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এখনি তাঁহার নখদর্পণে ভারতের নগরাদি ও ঘটনা চয়!

ধীরে ধীরে সুশিক্ষিত ভৃত্য গৃহ প্রবেশ করিয়া কোন আগন্তুকের নামাঙ্কিত দর্শনী-পত্র সম্মুখে রাখিল, অমনি প্রবেশাধিকার দিবার আদেশ হইল। আগন্তুক বিনয়নম্র অভিবাদন পুরঃসর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে গৃহস্বামির উজ্জ্বল নয়নদ্বয় তাঁহার মুখের উপর নিপতিত হইল। আগন্তুক তদর্থ বোধে আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

"প্রভু" আগন্তুক কিঞ্চিৎ ভয়সন্দিগ্ধ-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, যদিচ প্রাতঃকালের 'ইংলিসম্যান' দৃষ্টে লোকে 'হরকরার' আনুমানিক বিদ্রোহাশঙ্কা উপেক্ষা করিতেছিল, সন্ধ্যাকালের ইংলিসম্যান দৃষ্টে তাহারা অধিকতর ভীত হইয়াছে। দিল্লী একেবারে বিহস্ত হইয়াছে এরূপ জন প্রবাদ হইয়া উঠিয়াছে; এরূপ সাধারণ ভয় নিবারণ করা শীঘ্র আবশ্যক।"

মহাত্মা কানিং এরূপ শান্ত ও গম্ভীর ভাবে চাহিলেন যেন তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই। নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে কহিলেন, "কিরূপে?,,।

আগন্তুক কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, তিনি এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে জানিতেন না। যাহা হউক আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম, স্পষ্টরূপে ঐ আশঙ্কার প্রতিবাদ করা।,,

"প্রতিবাদ,, শব্দটি মাত্র শ্রোতার শ্রুতিগোচর হইল "প্রতিবাদ,—প্রতিবাদ এখন অসম্ভব,, বলিয়া কানিং শিরশ্চালন করিলেন। সে দৃষ্টিতে সে ভাবে বিলক্ষণ বোধ হইল-রোগ সাংঘাতিক, আর উপেক্ষার কালাভাব!

আগন্তুক অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "তবে কি দিল্লী একেবারে শত্রুহস্ত হইয়াছে?,,

" দিল্লী এবং আরও কিছু বোধ হয় যাইবে,—আলিগড়; ফিরোজপুর।,,

" তবেত দিল্লী প্রদেশই গেল! দিল্লীনাশে সর্ব্বনাশ। পরমুহূর্ত্তেই কলিকাতা নষ্ট হইবে,—আমরাও শত্রুর মধ্যে শত্রুহস্তে রহিয়াছি। আমাদের রক্ষক এতদ্দেশীয় বল, প্রতিবেশী এতদ্দেশীয় লোক—আর দেশীয়কে বিশ্বাস কি? দিল্লী গিয়াছে শুনিলে সাধারণ বিপ্লব ঘটিবে এবং রাজধানীও অক্ষত থাকিবেক না। তবে বণিকগণের প্রস্তাবমতে "স্বেচ্ছাব্রতী,, সেনা আহরণ করা আবশ্যক।,,

কানিং বাহাদুর উচ্চপদোচিত ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন " কিন্তু ঐ অবধি বিদ্রোহের সীমা। পঞ্জাবে জন লারেন্স, আগ্রাতে কালভিন্ ও অযোধ্যায় হেনরী লারেন্স বিদ্রোহাবেগ সম্বরণের পর্ব্বত স্বরূপ। ইহারা এক এক জন দিগ্বিজয়ী। আর এ বিদ্রোহ স্থানীয় মাত্র,—বহুদূর ব্যাপী হইবার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ হইলে জন লারেন্সের প্রস্তাব মতে সমগ্র সিপাহী সেনাকে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা দিতাম।"

" বহরমপুর ও বারাকপুর কি তদ্বিপরীত প্রকাশ করে নাই?,, আগন্তুক সাহসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

" সে অন্যরূপ, যাহা হউক শত্রুকে নীচ ভাবা উচিত নহে, এ জন্য নিজবল দৃঢ় করিতেছি।,,

" আমার মতে " আগন্তুক সাহসে কহিলেন, " এখনি দিল্লী আক্রমণ করা আবশ্যক। সেনাপতি অম্বালা হইতে, জান লারেন্স লাহোর হইতে কালভিন আগ্রা হইতে এবং হেনরী পূর্ব্ব হইতে আসিয়া একেবারে বিদ্রোহের কলিকামর্দ্দন করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর।,,

গৃহস্বামী " দেখা যাইবেক ,, বলিয়া শিরশ্চালন করিলেন; আগন্তুক সময় বুঝিয়া অভিবাদন পুরসরঃ প্রস্থান করিলেন। তখন ভারতের প্রধানতম শাসনকর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন, " কহা সহজ, কার্য্য সেরূপ নহে। ভারতবর্ষে এক্ষণে (২৫০০) সার্দ্ধদ্বিসহস্র মাত্র ইউরোপীয় সেনা আছে। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। লর্ড এল্‌গিন্‌কে চীন হইতে ও আউট্‌রামকে পারস্য হইতে আসিতে লিখিয়াছি ও ইংলণ্ডের

সাহায্যও প্রার্থনা করিয়াছি। সিপাহীদিগের এ সামান্য কুসংস্কারের প্রভাব মাত্র। ইউরোপীয় বলের দৃষ্টিমাত্রে তাহারা সজ্ঞান হইবেক। পেগু সৈন্যসমক্ষে ঊনবিংশ পদাতি সেনা মেষপাল হইয়াছিল। দুর্ব্বোধেরা উন্মত্ত হইয়া দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে, তজ্জন্য জন কয়েককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ড দিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতাপ প্রদর্শন শ্রেয়স্কর বটে। কিন্তু বিশেষ ভয় করিবার কোন কারণ নাই, বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিবারও আবশ্যকতা নাই। স্থানীয় ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে শীঘ্র শান্তি হইবেক।,,

কিঞ্চিন্মাত্র দূরে সেই নগরেই বড় বাজারের মধ্যে সেই রজনীতে কি আলাপ হইতেছিল, লার্ড কানিং জানিলে উহাকে আর "স্থানীয় ঝটিকা,, কহিতেন না। পাঠকগণ তোমরা একবার সে স্থানে চল।

বড়বাজারের আফিনের চৌরাস্তার নিকটে কোন এক অন্ধতম ক্ষুদ্র গলীর—নং ভবনে ত্রিতল গৃহের মধ্যে জন কয়েক দিল্লী নিবাসী যুবা একটী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদুত্তাপে একখানি পত্র ধরাতে, তাহার শুভ্র ও অলিখিতবোধক ভাগ হইতে স্পষ্ট লেখা প্রতীয়মান হইল। তাহা পড়িয়া সকলে আনন্দে মগ্ন হইলেন। সেই বিষয়ের জল্পনা করিতেছেন, ইতি-মধ্যে সোপান মার্গে অন্যের কথোপকথন শব্দ শ্রবণ গোচর হওয়াতে তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন; একজন কহিতেছে "বাঙ্গলা মুলুকে স্ত্রীলোকের চমৎকার বল ও বুদ্ধি! সেই আলেয়া রূপিণী স্ত্রীলোক কত লোককে ভয় দেখাইয়াছে, আর আপনার শাসন না হইলে অদ্যাপি ঐ পথের ভয় প্রচলিত থাকিত, সে যথার্থই বীর নামের যোগ্য। আর এই ভয়েই নৌকা বাহীরা ঐ পথ দিয়া রাত্রিতে আসিত না!

অবিলম্বে দুই জন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। পাঠকগণ ইহাদিগকে জানিয়াছেন—কীর্ত্তিপুরগামী সেই আগন্তুক ও তাহার সহচর। কীর্ত্তিপুরবাসীরা ইঁহাকে রাজপুরুষ কহিয়াছিলেন, অন্য কোন পরিচয়াভাবে আমরাও তাঁহাকে সেই নামে ডাকি। রাজপুরুষকে দেখিবামাত্র গৃহস্থ মণ্ডলী সঙ্কুচিত হইলেন। বুদ্ধি প্রভাবে তিনি সকলি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "কি পত্র আসিয়াছে—দিল্লীর সংবাদ কি?

বিদ্রোহের প্রভাব কতদূর?" গৃহবাসীরা রাজপুরুষকে একবার আপনাদের দলে জ্ঞান করিয়া তাবৎ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন—এতদ্দূর তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন যে তাঁহাকে কোন কথা গোপন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বিদ্রোহের পরিচয় দিয়াই তিনি বাঙ্গলা দেশে আগমন পর্য্যন্ত ঐখানে আবাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল ও অসাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভয়ও করিত। অতএব সংক্ষেপে এই কহিল যে "পশ্চিমের সংবাদ শোচনীয়—দিল্লীর বাদসাহ সিপাহীদিকে আশ্রয় দিয়াছেন, ফিরিঙ্গী ও তৎকর্ম্মচারিগণ হত হইয়াছেন; নানাসাহেব লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিতে না করিতে তথায় বিদ্রোহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; পঞ্জাবের দ্বারস্বরূপ ফিরোজপুর ও আগ্রার দ্বার স্বরূপ আলিগড় সিপাহী হস্তগত হইয়াছে। এখন সকলে মিলিত হইলে ও বারাকপুরের সিপাহিগণ উত্তেজিত হইলেই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ হয়।" সঙ্কুচিত দল রাজপুরুষের নিকট অধিক মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, অতএব কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন। এই নিস্তব্ধ ভাব মোচনার্থ রাজপুরুষ তাঁহার সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলিকাতার বাজারাদি দেখা হইয়াছে? কল্যই পশ্চিমে যাইতে হইবেক।"

সহচর নিতান্ত বিষণ্ন ও সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন "আমার মনোমত দ্রব্যাদি ক্রয় হয় নাই!"

"কেন তোমাকে যে দশ মুদ্রা দিয়াছিলাম তুমি কি করিলে?

সহচর নিস্তব্ধ রহিলেন এবং বারম্বার পৃষ্ট হইয়া কহিলেন "আমি কোন খরচ করি নাই।"

"তবে কি হইল?"

সহচর আপন কটিদেশ দেখাইয়া কহিলেন বস্ত্র ছেদন করতঃ কে উহা হরণ করিয়াছে। তৎশ্রবণে কলিকাতা বাসীরা আগন্তুকগণকে উপহাস করতঃ কিঞ্চিৎ দুঃখও প্রকাশ করিলেন।

রাজপুরুষ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়া কহিলেন "কল্য ইহার প্রতিবিধান করিব, আমার টাকা জীর্ণ করে এরূপ লোক বিরল।" গৃহস্থ মণ্ডলী হাস্য করিল।

(ক্রমশঃ)

ইংরেজজাতি ও ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালী।

এখন যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষের উপর একাধিপত্য করিতেছেন, ইউরোপখণ্ডের এককোণে ইংলণ্ড বলিয়া একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে সেই খানে ইহাঁদের বাস। ইংলণ্ডের সহিত ওয়েল্‌স ও স্কট্‌লণ্ড নামে দুইটী প্রদেশ একত্র হইয়া গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই দ্বীপটী পশ্চিমস্থ আট্‌লান্টিক মহাসাগরের মধ্যে। ইহা ইংলিস্ প্রণালী দ্বারা ফ্রান্স হইতে এবং জর্ম্মণীয় সাগর দ্বারা জর্ম্মণি, হলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপকে ব্রিটেন বলিত এবং ইহাতে ব্রিটন নামে এক অসভ্যজাতি বাস করিত। তাহারা পর্ব্বতের গহ্বরে বা পাতালতার ঘরে থাকিত, গাছের বাকল বা জন্তুর ছাল পরিত এবং কাঁচা মাংস ও ফলমূল ভক্ষণ করিত। রোমানেরা তাহাদিগকে জয় করিয়া প্রায় ৪০০ বৎসর শাসন করেন। পরে জর্ম্মণির উত্তরাংশ হইতে আঙ্গল ও সাক্‌সন নামক জাতি ব্রিটেন জয় করিয়া আপনাদের নামে ইহার নাম ইংলণ্ড রাখিলেন এবং তথায় আঙ্গলো সাক্‌সন ভাষা প্রচলিত করিলেন। এই সময় হইতে ইংরেজজাতির সুত্রপাত হয়। প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইল, যখন প্রাচীন ভারত, পারস্য, বাবিলন, মিসর, গ্রীস, রোম প্রভৃতির সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইল, তখন এই জাতির আরম্ভ। কিন্তু দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ইহাঁরা পৃথিবীর এক সর্ব্বপ্রধান জাতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন জাতি সকলের পুনরুদ্ধারের সাহায্য করিতেছেন।

যে সাক্‌সন জাতির কথা উল্লেখ করা গেল তাহারা খৃষ্টাব্দ ৪৪৯ হইতে ১০৬৬ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। মধ্যে কেবল কিছুকাল দিনামার জাতি তাঁহাদিগকে অধীন করিয়া রাখেন। ১০৬৬ অব্দে ফ্রান্সের নর্ম্মান্ জাতি ইংলণ্ড জয় করিলেন এবং দেশবাসীদিগকে অতি নিষ্ঠুররূপে শাসন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক না হওয়াতে তাঁহারা ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের রক্ত ইংলণ্ডের রাজবংশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাঁহা-

দিগের ভাষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সাক্‌সনদিগের ভাষা ও রীতি নীতির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে, ইংরেজ জাতির প্রকৃতি ক্রমশ উন্নত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এই ইংরেজ জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে স্বাধীনতার জন্য, স্বজাতির উন্নতি ও স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগের যে কি অবিশ্রান্ত ও অসাধারণ অধ্যবসায় তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। ইহার জন্য তাঁহারা রাজাদিগের সহিত অনেকবার বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, একটী রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছেন, রাষ্ট্রবিপ্লাবন দ্বারা বিদেশীয় রাজাদিগকে মনোনীত করিয়া স্বদেশীয় সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং আপনাদিগের বাঞ্ছিত নিয়ম প্রণালী ও শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া জাতীয় মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, তাহাদিগের নাম কার্য্য নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক বিভাগ।

কার্য্য নিয়ামক সভার কর্ত্তৃত্ব রাজার হস্তে; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী নহেন, কতকগুলি নিয়মের অধীন মাত্র। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য এই, তিনি প্রজাদিগকে নিয়ম অনুসারে শাসন করিবেন। রাজা যদিও বিচারপতি এবং সকল নিয়মের পরিচালক, কিন্তু যে নিয়ম একবার সংস্থাপিত হইয়া প্রজাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়াছে তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য তাঁহার নাই; কারণ সেই নিয়ম সকল দ্বারাই তাঁহাকে শাসন করিতে হইবে। ঈশ্বর এবং নিয়ম ব্যতীত রাজার উপরে আর কেহ কর্ত্তা নাই। ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার একটী মূল সূত্র এই, রাজা শাসন কার্য্যে অন্যায় করিতে পারেন না, কারণ তিনি কর্ম্মচারিগণ দ্বারা শাসন করেন এবং তাহারা নিয়মের নিকট দায়ী। শাসন কার্য্যে কোন দোষ ঘটিলে কর্ম্মচারীরা তজ্জন্য নিন্দিত ও দণ্ডার্হ হন। আর একটী মূল সূত্র—রাজা কখন মরেন না অর্থাৎ কার্য্যনিয়ামক ক্ষমতা কখন বিনষ্ট হয় না। রাজা ধর্ম্মমন্দির সকলের পার্থিব অধ্যক্ষ, কিন্তু তিনি প্রচলিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্ত করিতে পারেন না। তিনি সকল সৈন্যের অধিনায়ক, কিন্তু পার্লেমেণ্ট সভার সম্মতি ভিন্ন সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন না এবং বৎসর বৎসর নূতন সম্মতি না লইয়া তাহা রক্ষণ করিতেও পারেন না। টাকা মুদ্রাঙ্কিত করিবার

ক্ষমতা তাঁহার, কিন্তু তিনি আদর্শের পরিবর্ত্ত করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট মহাসভা আহ্বান ও ভঙ্গ প্রভৃতির ক্ষমতা তাঁহার, কিন্তু অন্ততঃ ৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে নূতন পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে হইবে। রাজা ন্যায় বিচারের জন্য প্রজাদিগের নিকট দায়ী, অনুগ্রহ স্বরূপ যেরূপ ইচ্ছা বিচার করিলে চলিবে না। বিদেশী রাজ্য সকলের সহিত মৈত্রী, সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। রাজা দয়ার আধার, তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে সাধারণ অপরাধীর যে কোন অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তিনি সকল মর্য্যাদারও আকর; উপাধি, পদ ও সম্মান দিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই।

ব্যবস্থাপক বিভাগের ক্ষমতা পার্লেমেণ্ট মহাসভার হস্তে। এই মহাসভা রাজা, সম্ভ্রান্ত লোক ও সাধারণ লোক লইয়া হয়। সম্ভ্রান্ত সমাজ বা হাউস্ বা লর্ডস্—দুই জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ২৪ জন ইংলণ্ডীয় এবং ৪ জন আয়র্লণ্ডীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং ৪০০ জন অন্য সম্ভ্রান্ত উপাধিধারী লোক সম্ভ্রান্ত সমাজের সভ্য। সাধারণ সমাজের সভ্য ৬৫৮ জন এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টী বা জেলা, বিশ্ববিদ্যালয়, নগর বা উপনগর হইতে মনোনীত হয়েন। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৫০০, আয়র্লণ্ড হইতে ১০৫ এবং স্কট্‌লণ্ড হইতে ৫৩ জন মনোনীত হন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মনোনীত হইলেও দেশ সাধারণের মঙ্গল সাধনই সভ্যদিগের কর্ত্তব্য। শাসন প্রণালীর দোষ নিবারণ বা সংশোধন; সাধারণ বা ব্যক্তি বিশেষের কষ্ট নিরাকরণ; রাজ্য সংক্রান্ত আয় ব্যয় পরিদর্শন; অনুসন্ধান ও দোষোদ্ঘোষণ দ্বারা বিচার কার্য্যের সকল বিভাগের সংস্করণ; সুনিয়ম ব্যবস্থাপনের সাহায্যদান; এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়মসঙ্গত উপায় দ্বারা প্রজাদিগের শান্তি, স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য রক্ষণ ও বর্দ্ধন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সাধারণ সমাজ বা হাউস্ অব কমন্স্ যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রাহক ও রাজকোষ রক্ষক এবং সকল প্রকার কর সংগ্রহ বা আনুকূল্যদান স্থলে তাহাদিগের সম্মতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। টাকাদানে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহারা সকল কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন। যে কোন সভা হইতে নূতন নিয়মের প্রস্তাব হইতে পারে, কিন্তু তিন সভার গ্রাহ্য না হইলে কোন নিয়ম কার্য্যকর হইবে না। তিন সভার

এক সভার অসম্মতিতে নূতন নিয়ম হইতে পারে না, কিন্তু তিন সভার সম্পূর্ণ সম্মতি ভিন্ন পুরাতন কোন নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না।

ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা প্রণালী যে এত উত্তম, তাহার কারণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ পরস্পরকে শাসন করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভা কার্য্য নিয়ামক সভার ন্যায্য কোন ক্ষমতার ব্যাঘাত করিতে পারেন না। সাধারণ সমাজ সম্ভ্রান্ত সমাজের দমন কর্ত্তা এবং রাজা উভয়ের দমন কর্ত্তা। আবার সাধারণ সমাজ ও সম্ভ্রান্ত সমাজ রাজার কর্ম্মচারীদিগের চরিত্র অনুসন্ধান, দোষোৎঘোষণ ও দণ্ডবিধান করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া রাজকীয় ক্ষমতাকে দমনে রাখিতে পারেন।

নূতন সংবাদ

১। ফরাসী ও প্রুসীয়দিগের মহাযুদ্ধ এতদিনের পর এক প্রকার শেষ হইয়াছে। ফরাসীরা যেমন গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দর্প তেমনি চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা সকল স্থানে হারিয়া এবং সম্রাট ও অসংখ্য সৈন্য হারা হইয়া রাজধানী পারিস রক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নাশ হইয়া শত্রুদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। প্রুসীয় মহারাজ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১০০ কোটি টাকা ও দুই তিনটী স্থানের অধিকার চাহিয়াছেন। ইদানীং ফরাসীরা যেরূপ বিলাসী, বৃথাড়ম্বর প্রিয় এবং অসার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগের এরূপ দুর্গতি হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। অধিক বাড়িলেই পতন, এটী ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়ম।

২। ফ্রান্সের মহারাণী ইউজিনকে রাজক্ষমতা দিয়া সম্রাট্ যুদ্ধে গমন করেন। রাজ্যের বিপ্লব সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। তাঁহার নিজ সম্পত্তি মণিমাণিক্যাদিতে ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডে জমা হইয়াছিল।

৩। বিলাতের একটী বালক ৩ বৎসর বয়স হইতে তমাক খাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহার পক্ষাঘাত রোগ হইয়াছে।

৪। পার্লেমেণ্টের নূতন দরবার খুলিয়াছে। আমাদিগের মহারাণী একটী সুদীর্ঘ শান্তি সূচক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাজ্ঞী পারিসের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ কয়েক জাহাজ খাদ্য পাঠাইয়াছেন।

৫। এবারকার ১১ই মাঘের ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের যে স্বতন্ত্র বিভাগ আছে তাহাতে এত ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন যে নিতান্ত স্থানাভাব হইয়াছিল।

৬। আমাদিগের দেশের কোন স্ত্রীলোকের ২০।২২ বৎসরের মধ্যে সন্তান না হইলে তিনি বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হন। সম্প্রতি আমাদিগের কোন পরিচিত রমণীর ৩০ বৎসর বয়সের পর প্রথম সন্তান হইয়াছে। এডুকেশন গেজেটের রাজসাহীর একজন সংবাদ দাতা লেখেন ৪০।৫০ বৎসর বয়সের একজন স্ত্রীলোক এককালে ৩টী সন্তান প্রসব করে, কিন্তু তাহাদের সকলেই অবিলম্বে মরিয়া যায়, এই প্রথম প্রসব।

৭। কুলীন কন্যা বিধুমুখীকে লইয়া যে মোকর্দ্দমা হইতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে। উক্ত বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত প্রমাণ হওয়াতে তাঁহার মাতুলদিগের নিকট থাকিয়া স্বেচ্ছানুরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন করিতে সক্ষমা হইবেন।

৮। অবলাবান্ধব বলেন, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে একটী বালিকা জন্মে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু হস্তের পরিবর্ত্তে পক্ষ ও তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুলি ও নখের চিহ্ন দেখা যায়। সেটী ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। যাহাদিগের উৎপত্তি অস্বাভাবিক, দয়াময় পরমেশ্বর তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া কষ্টভাগী করেন না।

৯। দক্ষিণ ভারতবর্ষের তাঞ্জোর প্রদেশে উচ্চ জাতীয় স্ত্রীলোকদের জন্য একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে শিক্ষয়িত্রী আসিবে।

১০। সুলভ সমাচার পত্রে এই সংবাদটী লিখিত হইয়াছে।

"আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়া এদেশের লোকদের কত যত্ন এবং স্নেহ করেন তাহা আমাদিগের পাঠকগণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। ভারত সংস্কার সভা দেশের কারিকর প্রভৃতি সাধারণ লোক এবং স্ত্রীলোকদিগের যে ভাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা শুনিতে পাইয়া সভার সভাপতি বাবু কেশব চন্দ্র সেনকে তাঁহার সেক্রেটরি দিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এক খানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।"

১১। ইটালি এবং ফরাসীদেশের মধ্যে একটী বৃহৎ পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেলের গাড়ী যাইবার জন্য একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গকে পৃথিবীর মধ্যে একটী আশ্চর্য্য কাণ্ডের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। জামালপুরে যে সুড়ঙ্গ আছে ইহার কাছে তাহাকে আর সুড়ঙ্গ বলা যায় না। সুড়ঙ্গটী প্রায় ৪চারি ক্রোশ লম্বা এবং ১৫ বৎসরের পরিশ্রমের পর তবে শেষ হইয়াছে। ফরাসী ইংরাজ ও ইটালি দেশের লোক মিলিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

হে জগদীশ্বর, পাপ তাপ হর,
জ্বলে মরি প্রাণ যায়।
কে আছে আমার, তোমা বিনা আর,
মতি রাখ তব পায়॥
অনাথের নাথ, তুমি জগন্নাথ,
তুমি অখিলের পতি।
তোমার কৃপায়, জীব সমুদায়,
মহীতলে করে স্থিতি॥
আমি মূঢ় জন, না জানি সাধন,
হিতাহিত জ্ঞান হীন।
এভব মণ্ডলে, ঘোর মায়া জালে,
বদ্ধ আছি নিশি দিন॥
আত্মসুখ লাগি, সদা অনুরাগী,
মত্ত থাকি অনিবার।
তব প্রতি মন, থাকে অনুক্ষণ,
নিবেদন এ দীনার॥
পেয়ে পরিজন, ভুলে গেল মন,
সংসার ভাবিনু সার।
এভব পাথারে, পাসরি তোমারে,
কেমনে হইব পার॥
ভাই বন্ধু জন, আশ্রিত আপন,
কালি কেহ কারু নয়।
বিভব দেখিলে, তাহারা সকলে,
কাছে আসে নত প্রায়॥

কিন্তু ধন গেলে, পলায় সকলে,
নাহি করে অন্বেষণ।
এইত আচার, করে বার বার,
সংসারের সর্ব্বজন ॥
ওহে মূলাধার, কর মোরে পার;
এ ভব সাগর হতে।
তব কৃপাবিনা, কিছুই দেখি না,
আশা মম এ জগতে ॥
তোমার কৃপায়, সদা বায়ু বয়,
যাহাতে জীবন ধরি।
নদী যত সব, আজ্ঞাধীন তব,
তৃষ্ণা যাতে দূর করি ॥
আছে গ্রহ যত, তব আজ্ঞা মত,
চলিছে গগণ পথে।
তব মহিমায়, রবি আলো দেয়,
শশি ভ্রমে তারা সাথে ॥
আমার প্রার্থনা, চরণে ধারণা,
কর তুমি বিশ্ব পতি।
যায় যেন ভয়, ওহে দয়াময়,
তোমাতেই থাকে মতি ॥

শ্রীরঘুমণি দেবী

ভারত সংস্কারক।

কোন এক মহামতি, দেখে ভারতের গতি,
ভারত সংস্কার সভা করেন স্থাপন।
ধন্য সে সাধুর চিত, মঙ্গল ভাব পূরিত,
নিয়ত সৎকার্য্য করি আনন্দে মগন ॥
সভা সংস্থাপিত করে, দুঃখীর হিতের তরে,
পঞ্চবিভাগেতে তাহা করেন বিভাগ।
নিজ সুখ পরি হরি, পিতার আদেশ ধরি,
পরহিতে দিবা নিশি কত অনুরাগ ॥

এমন হিতার্থী বন্ধু, দেখিনা দেখিনা কভু,
নারীকুল উন্নতিতে সদত চিন্তিত।
ভারত সন্তান হেন, হলে দুই'এক জন,
ভারত উন্নতি তবে হইবে নিশ্চিত ॥
ভারত মঙ্গল তরে, কত কষ্ট সহ্য করে,
অপার জলধি তরে ইংলণ্ডে গমন।
রাজমাতা সন্নিধানে, ভারতের কন্যাগণে,
দুঃখের কাহিনী তিনি করেন বর্ণন ॥
শুনিয়া কন্যার গতি, জননী কাতরা অতি,
করেন উৎসাহ দান হেন সাধু জনে।
আর যত কুৎসিত, আছে ভারত চলিত,
দৃঢ় মনে সযতনে যত্ন উচ্ছেদনে ॥
ধন্য ভ্রাতঃ তব চিতে, নারী কুল উদ্ধারিতে,
না জানি কতই চিন্তা হতেছে উদয়।
বুঝিলাম এত দিনে, অবলা দুঃখিনিগণে,
জ্ঞান ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইবে নিশ্চয় ॥
ভারত সংস্কার তরে, কার্য্যভার লয়ে করে,
কতই নিয়ম তুমি করিছ মনন ॥
সুউপায় করি ধার্য্য, আরম্ভিলে সভা কার্য্য,
অবশ্য হইবে তব বাসনা পূরণ।
ওগো! মাতা বঙ্গ ভূমি, এমন সন্তান তুমি,
যে দিনেতে রত্ন গর্ভে করিলে ধারণ।
সেই দিন হতে গত, তব দুরবস্থা যত,
বুঝিলাম সমুদিত সুখের তপন ॥
যাঁহার করুণা বলে, সাধুর হৃদি কমলে,
পর উপকার ব্রত সদা বিরাজয়।
চরণে প্রণাম তাঁর, কর সবে বার বার,
ভক্তিভাবে যত আছ বঙ্গ বাসি চয় ॥
বঙ্গের রমণী যত, হয়ে এস এক মত,
কৃতজ্ঞ কুসুম হার গাঁথি যত্ন করে।
আনন্দ মনেতে দিই সে ভ্রাতার করে ॥

যোগমায়া চক্রবর্ত্তী।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা ওহে দয়াময় জগত জীবন,
কৃপা করি কৃপাময় দেহ শ্রীচরণ।
যতেক সঞ্চিত পাপ করিয়া স্মরণ,
খেদেতে অন্তর মম করিছে ক্রন্দন।
পাপের সাগরে নাথ হইয়া পতিত,
জানিতে না পারি নিজে কোন হিতাহিত।
একেত অবলা নারী জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
তায় আরো বিদ্যাহীনা আছি চির দিন।
বৃথা কাটাতেছি কাল সংসার মায়ায়,
চাই না কেমনে পাই তব পদাশ্রয়।
দেখিতে মানব কায় কিন্তু পশু মত,
বিদ্যা-বুদ্ধি উপদেশে হইয়া বঞ্চিত।
কদাচারে বদ্ধ হয়ে সদা মন মম,
লঙ্ঘন করিছে কত তোমার নিয়ম।
তথাপি তোমার দয়া বর্ণিতে না পারি,
আনিতেছ ধর্ম্মপথে বলে আপনারি।
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার,
তেমনি তোমার দয়া অসীম অপার।
এই মাত্র আছে নাথ সাহস আমার,
ক্ষমিবে করুণা গুণে যত পাপাচার।
দূর কর দয়াময় দাসীর দুর্গতি,
দীনবন্ধো! দয়া কর এদীনার প্রতি।
নাহি জানি পিতা আমি তব স্তুতি নতি,
তোমা বিনা বিশ্বনাথ নাহি অন্যগতি।
কৃপাসিন্ধু নাম তব জানি হে নিশ্চয়,
চরণে আশ্রয় দিয়া দূর কর ভয়।

অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন,
দুর্ব্বলের বল তুমি অন্ধের লোচন।
অগতির গতি তুমি পতিত পাবন,
নিজাশ্রয়ে রাখি সবে করিছ পালন।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী বন্ধু পরিজন,
না করে যতন কেহ তোমার মতন।
তোমার গুণের নাথ নাহিক তুলন,
সংসারের সার, তুমি অদ্বিতীয় ধন।
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার,
অপার মহিমা বর্ণি কি সাধ্য আমার।
তাহাতে যে পিতা আমি অতি অভাগিনী,
তোমার যথার্থ তত্ত্ব কিছু নাহি জানি।
দয়া কর দয়াময় এই অধীনীরে,
পরিত্রাণ পাই যাতে এ ভব তিমিরে।
তোমার নিকটে পিতা এই ভিক্ষা চাই,
করিয়া তোমার সেবা জীবন কাটাই।
কায়মনে প্রাণপণে যাবত জীবন,
হৃদয়ে তোমায় যেন করি দরশন।
যখন আসিবে সেই দুরন্ত শমন,
বলে ধরি লয়ে যাবে আপন ভবন।
প্রস্তুত থাকি হে যেন সেই অসময়,
অধীনী কন্যাকে নাথ দিও পদাশ্রয়।
তোমারে সহায় করে যেন জয়ী হই,
অনুক্ষণ ছায়া তুল্য তব সঙ্গে রই।
বার বার নমস্কার চরণে তোমার,
কৃপা করি লহ মম এই উপহার।

শ্রীরামমতি।
কৃষ্ণনগর।

PRINTED AT J, G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS. 115 AMHERST STREET,

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
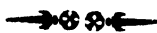
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯১ সংখ্যা } ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দয়া।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অসবরণ নামক স্থানে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি পীড়িত হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে, এমন সময় এক দিন একটী মহিলা শোক-সূচক বস্ত্র পরিধান করিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শয্যার পার্শ্বে বসিয়া এক খানি পুস্তক হইতে তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ক কথা সকল পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। রোগী ব্যক্তি মহিলাটীর গভীর শোকার্ত্ত চিত্ত দর্শনে ও সস্নেহ মৃদু হিতবাক্য শ্রবণে আপনার ক্লেশের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব বোধ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ যে সকল কথা ব্যথিত জনের অন্তঃকরণে শান্তি দান করিতে পারে তিনি তাহাই শুনাইতে ছিলেন। এমন সময় সেই স্থানের ধর্ম্মযাজক ঐ রোগীর গৃহে আগমন করিলেন। তিনি গৃহদ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক প্রশান্তমূর্ত্তি রমণী পীড়িত ব্যক্তিকে ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে যাইতে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন আপনি গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন। রোগার্ত্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মযাজকের সুখকর সহবাস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এই কথা বলিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। তাঁহার হাতের পুস্তক খানি শয্যাতেই পড়িয়া রহিল।

ধর্ম্মযাজক পুস্তক খানি পড়িয়া রহিল দেখিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন এবং যেমন তাহা খুলিয়া পড়িতে যাইবেন অমনি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কারণ মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ঐ পুস্তক লইয়া ঐ সামান্য ব্যক্তির রোগ-শয্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীধন।

কোন্ কোন্ প্রকার ধন, শাস্ত্রমতে স্ত্রীধন তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে এই সকল স্ত্রীধনে স্ত্রী কতদূর সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বামীর অধীন তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে। কাত্যায়ন ঋষির বচনানুসারে ঃ—

উঢ়য়া কন্যয়া বাপিপত্যুঃ পিতৃগৃহেহথবা।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং॥
সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে।
যস্মাত্তদানৃশংস্যার্থং তৈর্দত্তং তৎপ্রজীবনং॥
সৌদায়িকে সদাস্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যংপরিকীর্ত্তিতং।
বিক্রয়েচৈব দানেচ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি॥

বিবাহিতা বা অবিবাহিতা দুহিতা পতির বা পিতার গৃহে পতি কিম্বা পিতা মাতার নিকট হইতে যাহা পায় তাহাকে সৌদায়িক বা প্রীতিলব্ধ ধন কহে। প্রাপ্ত সৌদায়িক (১) ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা আছে, যেহেতু জ্ঞাতি কুটুম্ব তাহা তাহাদের সন্তোষ বা ভরণ পোষণের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন। সৌদায়িক ধনের স্থাবর (২) অর্থাৎ ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতিও ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেপিতং।
সা যথাকামমশ্নীয়াৎ, দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে॥ নারদঃ॥

পতি প্রীতি প্রযুক্ত স্ত্রীকে যাহা দেন, পতি মরিলেও তাহা ঐ স্ত্রীর, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে এবং স্থাবর ব্যতিরেকে দান করিবে।

(১) পিতা, মাতা ও ভর্ত্তার জ্ঞাতি কুটুম্ব হইতে যে ধন লব্ধ হয় তাহাও সৌদায়িকের মধ্যে গণ্য।

(২) ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্য স্থাবর।

"বিদ্যমানেতু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়েৎ তৎকুলেঽন্যথা।"

পতি বিদ্যমানে স্ত্রী তৎপ্রদত্ত ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে অন্যথা তৎকুলে দিবে।

পতির আপদ বিপদে পাছে অর্থের প্রয়োজন হয়, এই জন্য তাঁহার প্রদত্ত ধন স্ত্রী যথেচ্ছা ব্যবহার না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন এইটী শাস্ত্রের অভিপ্রায়। স্থাবর মাত্রে দান নিষিদ্ধ হইলে তাহা পতিকুলকে প্রদান করিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যেচ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।

গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈদাতুমর্হতি।। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।।

দুর্ভিক্ষে বা ধর্ম্ম কার্য্যে, পীড়াগ্রস্ত হইলে অথবা প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে অর্থাৎ মহাজন প্রভৃতি নিজ প্রাপ্য ধন পাইবার নিমিত্ত তাঁহার স্নান ভোজনাদি নিষেধ করিলে ভর্ত্তা যদি স্ত্রীধন গ্রহণ করেন, তাহা ঐ স্ত্রীকে ফিরিয়া দিতে হইবে না।

যখন দুর্ভিক্ষাদি কারণে স্ত্রীধন না লইলে ভর্ত্তার আর চলে না, তখন তিনি স্ত্রীধন লইতে পারেন, অন্য সময়ে পারেন না। অনধিকার বিষয়ে কাত্যায়ন বলিয়াছেন ঃ—

ন ভর্ত্তা নৈবচ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো নচ।

আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনং প্রভবিষ্ণবঃ।।

যদি হ্যেকতরস্তেষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাৎ।

সবৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ।।

তদেব যদ্যনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতি পূর্ব্বকং।

মূলমেব তদাদাপ্য, যদা স ধনবান্ ভবেৎ।।

অথ চেৎ স দ্বিভার্য্যঃ স্যাৎ ন চ তাং ভজতে পুনঃ।

প্রীত্যা বিসৃষ্টমপি চেৎ প্রতিদাপ্যঃ স তদ্বলাৎ।।

গ্রাসাচ্ছাদন বাসানামুচ্ছেদো যত্র যোষিতঃ।

তত্র স্বমাদদীত স্ত্রী বিভাগং রিক্থিনাং তথা।।

পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতারা স্ত্রীধন গ্রহণ বা দান করিতে পারেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি বল পূর্ব্বক স্ত্রীধন ভক্ষণ করে, তবে রাজা তাহা

সবৃদ্ধি (৩) অর্থাৎ সুদ সমেত দেওয়াইবেন এবং সমুচিত দণ্ডও দিবেন। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীকে জানাইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে যখন সে ধনবান হয় তখন কেবল মূল অর্থাৎ আসল টাকা দেওয়াইবেন। কিন্তু পতি যদি দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া পূর্ব্ব স্ত্রীর সহবাস না করে, তবে স্ত্রী প্রীতিপূর্ব্বক দিলেও রাজা তাহা বলপূর্ব্বক ঐ স্ত্রীকে দেওয়াইবেন। স্ত্রীকে গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান না দিলে ঐ স্ত্রী বলপূর্ব্বক লইবে অথবা দায়াদ-দিগের (৪) সহিত স্বীয় প্রাপ্য বুঝিয়া লইবে।

ভর্ত্রা প্রতিশ্রুতং দেয়মৃণবৎ স্ত্রীধনং সুতৈঃ।
তিষ্ঠেৎ ভর্ত্তৃকুলে যাতু ন যা পিতৃকুলে বসেৎ॥

ভর্ত্তা স্ত্রীধন দিবার অঙ্গীকার করিলে ঐ স্ত্রী যদি পতিকুলে বাস করে, পুত্রেরা পিতৃঋণের ন্যায় তাহাকে টাকা শোধ দিবে, কিন্তু পিতৃকুলে বাস করিলে দিবে না।

অপকার ক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী।
ব্যভিচাররতা যাচ স্ত্রীধনং নচ সার্হতি॥ কাত্যায়নঃ।

অপকার ক্রিয়া যুক্তা অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীকে বিষ প্রয়োগাদি করে, নির্লজ্জা অর্থাৎ গ্রামান্তরে বৃথা গমনাদি শীলা, অর্থনাশিনী অর্থাৎ বৃথা ব্যয়কারিণী, এবং ব্যভিচারিণী সে স্ত্রীধন পাইবার যোগ্যা নহে। এতা-দৃশী নারীর স্ত্রীধন বান্ধবেরা কাড়িয়া লইবে, কোন কোন ব্যবস্থাকার এরূপ আদেশও করিয়াছেন।

পতি, পিতা ও মাতার জ্ঞাতিটুকুম্ব ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইতে স্ত্রী যে ধন লাভ করেন এবং শিল্প ও চিত্রকর্ম্মাদি দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহাতে স্বামীর প্রভুত্ব আছে; তিনি আপদ বিনাও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। স্ত্রী এ প্রকার ধন দানাদি করিতে ইচ্ছা করিলে পতির অনুমতি ভিন্ন করিতে পারেন না।

---

(৩) স্ত্রীর স্বতন্ত্র ধনে এইরূপ ব্যবস্থা খাটে।

(৪) ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রী স্বীয় প্রাপ্য গ্রাসাচ্ছাদনাদি দেবরাদির স্থানে পাইবে।

চিত্তবিনোদিনী।

(২৯৮ পৃষ্ঠার পর)

রাজপুরুষের যে উক্তি সেই কার্য্যে। পর দিবস দূর হইতে অলক্ষ্য ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া গোপনাপহারক এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া সন্ধ্যা-কালে যখন সে আবাসাভিমুখে গমন করিল তাহাকে অনুসরণ করিলেন। অপহারক বাগবাজারস্থ কোন এক জঘন্য ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারে করাঘাত করিলে, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অপহারকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপুরুষ ও প্রবেশ করিলেন। কুটীরটি গুলির আড্ডা; যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে দোকানদার। সম্পত্তিশালীরূপী নুতন ব্যক্তিকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। অপহারক স্বীয় স্থানে বসিতে না বসিতে রাজপুরুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " গত কল্য বড়বা-জারে আমার অনুচরের কটিচ্ছেদন পুর্ব্বক যে দশ টাকার থলি লইয়াছ দাও।"

অপহারক কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া কহিলেন " কে তুমি? কি কহি-তেছ? পথ ভুলিয়াছ বুঝি?"

রাজপুরুষ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, " তোমার অনুসরণে আসি-য়াছি, আমাকে উপহাস করিবার উপায় নাই—স্মরণ কর অদ্য এক বাবুর লাল রুমাল জেব হইতে উঠাইয়া লইয়াছ, ঐ মাড়ওয়াড়ীর বাটী হইতে মুদ্রা লইলে, ইহুদীর বক্ষ হইতে নোট অপহরণ করিলে," ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কহিলেন "আমার টাকা প্রত্যপর্ণ না করিলে এই দলের ব্যবসা কল্যই নাশ করিব।"

অপহারক কলিকাতাবাসীর উপযোগী—ধূর্ত্তের উপযোগী ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু আগন্তুকের কথায় চমকিত ও ভীত হইয়া কহিল " ভাই! তুমি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি অতএব তোমার টাকা দিব।—কিন্তু এ টাকা আমি লই নাই। কল্য আমাদের অন্য এক সঙ্গী ঐ স্থলে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষা কর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া তাহার স্থানে লইয়া যাই।"

আগন্তুক 'তাহাই হউক, বলিয়া গৃহ বহির্ভাগে গেলেন। পরে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; প্রতিজ্ঞা সিদ্ধে হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন। সহসা, পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র গলি হইতে কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। উপরিস্থ গবাক্ষ দ্বার হইতে একটি বামাস্বর কহিতেছে "প্রিয়তম! বিধাতা কি সদয় হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন? গবাক্ষ দ্বার পরিষ্কার করিয়াছি, মনকেও বিদেশ ভ্রমণে প্রস্তুত করিয়াছি এক্ষণে বাহির হইতে পারিলেই হয়। কিন্তু কোথায় যাইব কি বিপদে পড়িব জানি না।

অধস্থ কোন ব্যক্তি কহিল " ভয় নাই, চারুচন্দ্র আমার পরম বন্ধু, তিনি এক্ষণে উচ্চপদারূঢ় হইয়াছেন আমাদিগকে পাইলে বিলক্ষণ সমাদর করিবেন ও সুখেও রাখিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক কল্য এমন সময় আমি রজ্জু সোপান আনিব তদ্দ্বারা নামিতে হইবে।"

কামিনী। "আহা! দাদা যদি আজ থাকিতেন তাহা হইলে আমাকে এরূপ কুলটার ন্যায় কার্য্য করিতে হইত না! হায় কি বিড়ম্বনা, বিবাহিত পতির অনুগমনও এরূপ গোপন ভাবে করিতে হইল! প্রিয়তম! কি করিয়া যে আমি এরূপ অপথ দিয়া অবতরণ করিব ভয়ে ও লজ্জায় আমি অস্থির হইয়াছি। হায়! কি করি এত করিয়া বিমাতাকে বুঝাইলাম, পিতার পদতলে পড়িলাম তথাপি তাঁহারা আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেনই দিবেন। বলেন পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেও বিবাহ হয় না—মনে মনে প্রণয় করিলেও বিবাহ হয় না! কি সর্ব্বনাশ, ধর্ম্মনাশ প্রাণনাশ অপেক্ষা বিষম। প্রাণনাথ! সুদ্ধ তোমার জন্য আমি এতক্ষণ জীবিত আছি। প্রিয়তম! এপাপ পুরী হইতে নিষ্কৃতিই পরম মোক্ষ। আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝম্প দিতে পারি, সমুদ্রে মগ্ন হইতে পারি, পর্ব্বত হইতে লম্ফ দিতে পারি, কিন্তু প্রাণপতি বিরহিত হইতে পারি না, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর! কল্য রজনীতে তুমি রজ্জুসোপান আনিও, অবশ্যই তদ্দ্বারা অবতরণ করিব। আমি এরূপ ক্ষুদ্র এক রজ্জু খট্টে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা অবতরণ করিতে অভ্যাস করিতেছি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।—আর ঈশ্বর সতীত্ব অবশ্যই রক্ষা করিবেন।"

এমত সময় অপহারক দ্বার উদ্ঘাটন পুরঃসর নির্গত হইল, রাজপুরুষও তাহার অনুসরণ করিলেন। প্রবঞ্চক দক্ষিণমুখী হইয়া সোণাগাছি গলির মধ্যে প্রবেশ করত এক বেশ্যালয়ের কবাটে করাঘাত করিল। রাজপুরুষ পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে অপহারক তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে কহিলেন। রাজপুরুষ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে এক শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন, আগার মধ্যে একটী বাররমণী বসিয়াছিল, অপহারক আগন্তুকের পরিচয় ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নির্ভীক হইতে কহিল। বারনারী উপযাচিকা হইয়া রাজপুরুষের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ জানিতে পারিলেন, ঐ দুষ্টা রমণীকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর এক স্থলে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার গৃহ যত শঠ, প্রবঞ্চক ও দুষ্টলোকের বিরামশালা।

ইত্যবসরে ধন অপহারক উপস্থিত—কিঞ্চিৎ বচসার পর সে নীলবর্ণ স্থলী সহিত আগন্তুকের টাকা প্রত্যর্পণ করিল। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন—উপহাসকারী সহবাসীগণকে দেখাইতে গেলেন, যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনবহেলনীয়।

পাঠকগণ বোধ করি আশ্চর্য্য হইতেছেন, ইনি কিরূপ রাজপুরুষ? রাজপুরুষভাবে তদন্ত করেন, আবার বিদ্রোহির সহবাসী, অপহারক ও বেশ্যাগণেরও শত্রু নহেন। অথচ কাহারও মিত্র নহেন! ফলতঃ আমাদের রাজপুরুষ এক অদ্ভুত জীব। ইহার কৌতুকও আছে, আবার দয়াও আছে বোধ হয়; আর বুদ্ধি ও ক্ষমতার ত সীমা নাই।

রাজপুরুষ কোন অভিসন্ধি প্রযুক্ত অথবা কৌতুহল বোধে, পর রজনীতে পূর্ব্বোক্ত যুবকযুবতীর পলায়ন দেখিতে লাগিলেন। যুবতী রজ্জু সোপানে আরোহণ করিলে, যত দূর হস্তে পাওয়া যায় ছেদন করিয়া কর্দ্দমপূর্ণ খানাতে নিক্ষেপ করিলেন এবং করস্থ দেসালাই জ্বালিত করিয়া উপরিভাগ সাগ্নিক করিয়া দিলেন। উভয়ে চলিয়া গিয়া অপর এক গলিস্থ এক ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন তাঁহারা সৌভাগ্যবলে গেলেন। কিন্তু রাজপুরুষ উহাদের অগোচরে শান্তিরক্ষক-

গণকে উৎকোচ না দিলে তাঁহারা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিতেন না। এই পলায়ন-পর যুবক-যুবতী কে?

ভারতবর্ষে ইংরজেদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার।

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার ক্রোশ দূর, এখানে যখন দুই প্রহর বেলা, তখন সেখানে সূর্য্যোদয়। এত দূরবর্ত্তী দুই দেশের পরস্পরের সহিত পরিচয় হওয়া সহজ নহে। বস্তুতঃ ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে কোন ইংরেজ আসিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী সুবিখ্যাত এলিজেবেথ এবং দিল্লীর সম্রাট্ সুবিখ্যাত আকবর বাদসাহ। এই সময়ে ফিচ্ নামে এক ইংরেজ তিন জন সঙ্গীর সহিত এদেশে প্রথম পদার্পণ করেন। ইহাঁরা স্থলপথে আলিপো বাগদাদ দিয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় বণিক্‌দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ বাদসাহকে অনুরোধ পত্র দেন এবং নিজে বাদসাহের বণিকদিগের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেও চান। যাহা হউক ফিচ্ ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং ইহার অতুল ঐশ্বর্য্যের সমাচার স্বদেশবাসিদিগের নিকট প্রচার করেন। ইংরেজেরা তখন পর্টুগিজ জাতির দৃষ্টান্তে বাণিজ্যের নব উৎসাহে উৎসাহিত, এই সংবাদে একটী নূতন লাভের পন্থা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিন অর্থাৎ ১৫৯৯ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর লণ্ডন নগরের কতকগুলি বণিক্, কর্ম্মকার, তাঁতী ও অন্যান্য সম্পন্ন ব্যক্তি ৩ লক্ষ ২ হাজার ৩১০ টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে উৎসুক হইলেন। পর বৎসর তাঁহারা রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিয়া একটী কোম্পানী অর্থাৎ বণিক্‌সমাজ বলিয়া গণ্য হন এবং ‘ইংরেজ জাতির পক্ষে যদি সুবিধা জনক হয়, তাহা হইলে ১৫ বৎসর একচেটিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন নতুবা দুই বৎসর অগ্রে সংবাদ দিয়া তাঁহা-

দিগের স্বত্বলোপ করা যাইবে' এইরূপ অনুমতি পত্র পান। আমরা এত দিন যে 'কোম্পানির মুলুকে' বাস করিতেছিলাম তাহার জন্মবৃত্তান্ত এই। এই কোম্পানি ১৫০ দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন, পরে বাণিজ্য কুঠী সকল রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়া ১০০ বৎসরের মধ্যে হিমালয় হইতে কুমারিকা ও আসাম হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাজ্য সংস্থাপন করিয়া বসিলেন।

কোম্পানী সর্ব্ব প্রথমে প্রায় ৬৮ হাজার টাকা মূল্যের লৌহ, দস্তা, কাপড়, অস্ত্র, কাচ ইত্যাদিতে ৫ খানি জাহাজ পূর্ণ করিয়া এবং নগদ ২ লক্ষ, ৮৭ হাজার, ৪২০ টাকা দিয়া লাঙ্কাষ্টার সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে পাঠাইলেন। তিনি ১৬০১, ২রা মে তারিখে জাহাজ ছাড়িলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ ঠিক্ কোথায় না জানাতে সুমাত্রাদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং মালাই সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। এই সময়ে যাবা দ্বীপে পর্টুগিজদিগের অধিকার ছিল, কাপ্তেন লাঙ্কাষ্টার তাহাদের কয়েক খানি জাহাজ লুঠ করিয়া ঐ দ্বীপের বান্টাম নামক স্থানে একটী কুঠী স্থাপন পূর্ব্বক ১৬০৩ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইহার পর ১০ বৎসরের মধ্যে ৮ বার জাহাজ প্রেরিত হয় এবং তদ্দ্বারা শত করা ১০০ হইতে ২০০ টাকা লাভ হয়। ১৬০৮ অব্দে বান্টামের লোকে কালিকো বস্ত্র চায়, তাহাতেই ভারতবর্ষের উপকূলে প্রথম ইংরেজী জাহাজ আইসে।

এই সময়ে পূর্ব্বদেশে পর্টুগিজদিগের একাধিপত্য। লোহিত সাগর, পারস্যোপসাগর, ভারতবর্ষের উপকূল, মালাই ও চিন এ সকল দেশের বাণিজ্য তাহাদের হস্তগত, দাক্ষিণাত্যে গোয়া এবং বঙ্গদেশে হুগলী তাহাদের অতি বর্দ্ধিষ্ণু নগর। ইংরেজেরা তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দী হইলেন। ১৬১১ অব্দে ইহাদিগের দুই খানি জাহাজ সুরাটে আসিলে পর্টুগিজেরা বারম্বার আক্রমণ করিল, কিন্তু বারবার পরাজিত ও অপমানিত হইয়া গেল। ইহাতে পর্টুগিজদিগের প্রতি এদেশীয় লোকের ঘৃণা এবং কোম্পানির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল। সুরাটের মোগল গবর্ণর ইংরেজদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সুরাট, আমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে কুঠী

নির্ম্মাণ করিতে ক্ষমতা দিলেন। ১৬১৩ অব্দের ১১ই জানুয়ারি জাহাঙ্গির বাদসাহের নিকট সনন্দ পাইয়া সেই ক্ষমতা দৃঢ়বদ্ধ হইল এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমকূলে সুরাট ইংরেজদিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইয়া উঠিল।

১৬১৫ অব্দে ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেম্‌স্ জাহাঙ্গিরের নিকট সার টমাস্ রোকে রাজদূত করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং কোম্পানির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ অনুরোধ করেন। টমাস্ রো বাদসাহের নিকট অনেক সমাদর পান এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াও যান।

১৬৩৩ অব্দে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে কুঠী নির্ম্মাণার্থ সাজিহান্ বাদসাহের নিকট সনন্দ পাইলেন, কিন্তু হুগলীর পর্টুগিজদিগের বিপক্ষতায় সমুদ্রতটে বালেশ্বরের নিকট পিপলী বন্দর নির্ম্মাণ করিতে হইল। দুই বৎসর পরে যখন বাদসাহ দক্ষিণ ভারতে, তখন তাঁহার কন্যার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়ায় তিনি সুরাট হইতে একজন ইংরেজ চিকিৎসক আহ্বান করেন। ডাক্তার বাউটন রাজকুমারীকে ত্বরায় আরোগ্য করিলে সাজিহান তাঁহাকে 'কি পুরস্কার চাই', জিজ্ঞাসা করেন। বাউটন এমনি স্বদেশহিতৈষী, আপনার জন্য কিছু না চাহিয়া ইংরেজেরা বিনা মাসুলে বাণিজ্য করিতে এবং দেশ মধ্যে কুটী সকল নির্ম্মাণ করিতে পান তজ্জন্য বিশেষ ক্ষমতাপত্র চাহিলেন। তাঁহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইল। দুই বৎসর পরে সাজিহানের পুত্র সা সুজা বঙ্গদেশের নবাব হইয়া রাজমহলে রাজধানী করেন, বাউটন তাঁহার অন্তঃপুরের একটী স্ত্রীলোকের রোগ আরোগ্য করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরেজদের কুটী স্থাপনের অনুমতি পান। ইংরাজী চিকিৎসা ইংরেজদিগের রাজলক্ষ্মীর প্রথম সুত্রপাত বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)।

কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

কুকুর মেধাবী অর্থাৎ তাহাকে যাহা শিখাও শিখিতে পারে। কুকুর মুখে করিয়া লাঠী বয়, লণ্ঠন ধরে, দোকান হইতে রুটী কিনিয়া আনে

এ সকল ত সামান্য কথা। ইহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের ন্যায় দুরূহ কার্য্য সকল আশ্চর্য্য কৌশলে সম্পন্ন করিতে পারে।

৫০ বৎসরের অধিক হইল এক জন ফরাসী প্রায় ১০০টী কুকুর লইয়া লণ্ডন নগরে গিয়াছিলেন। তিনি শিশুকাল হইতে কুকুরদিগকে এমত শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তাহারা দুই পায় ভর দিয়া অনায়াসে চলিতে পারিত, সৈন্য দলের ন্যায় নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে যুদ্ধের ক্রীড়া প্রদর্শন করিত এবং যাত্রার সঙ সাজিয়া দর্শকগণের কৌতুক উৎপাদন করিত। ইহাদিগের যে যুদ্ধক্রীড়াটী হয় তাহা অতি আশ্চর্য্য। নাট্যশালার পট উত্তোলন করিলে দেখা গেল একদিকে একটী সহরের সম্মুখে একটী দুর্গ, তাহার উপরে একটী উড্ডীয়মান পতাকা এবং সম্মুখে গড়খাই। দুর্গের প্রাচীর তিন সারি, তাহার উপরে ঠিক একবিধ রণবেশ পরিধান করিয়া এবং হস্তে তরবার বা বন্দুক লইয়া কুকুরদল দুর্গ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অন্যদিকে আর একদল কুকুর সমপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দুর্গ আক্রমণার্থ সুসজ্জিত। ইহাদিগের অধ্যক্ষ সেনাপতিযোগ্য সাজ পরিয়া কতকগুলি সৈন্যসমেত গুপ্তভাবে দুর্গের একদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কেমন করিয়া আক্রমণ করা যায় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় এক জন গুপ্তচর তাঁহাদিগের সন্ধান লইতেছে দেখিবা মাত্র তাহার প্রতি একটী গুলিনিক্ষিপ্ত করা হইল। অমনি স্বপক্ষীয় সেনাগণ দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত। কিন্তু গড়খাই কিরূপে পার হওয়া যাইবে? যোদ্ধারা সিঁড়ি মান্দাস প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র আনিলেন এবং রণবাদ্যসহ খাই পার হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উপর ক্রমাগত গুলি গোলা প্রক্ষেপ হইতে লাগিল, ধোঁয়াতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। আক্রমণকারীরা সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অসমসাহসে অগ্রসর হইলেন। দুই পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাজিল, দুই পক্ষেই তুল্য বলে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে সেনাপতি সিঁড়ি দ্বারা শত্রুদিগের দুর্গ প্রাচীরে উঠিলেন। তাঁহার আস্ফালন দেখে কে? একবার এদিক একবার ওদিক তাড়া করিয়া বিপক্ষদিগকে ভাগাইয়া দিলেন, সঙ্গিগণ সহিত দুর্গের মধ্যস্থলে গিয়া তাহার পতাকা

নামাইয়া ফেলিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বপক্ষীয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া জয় জয়কার রবে রণস্থল পরিপূর্ণ করিলেন। এই সময়ে দর্শকগণ এ প্রকার মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারা ইহা কাল্পনিক যুদ্ধ বলিয়া কখনই অনুভব করিতে পারেন নাই। ইহার কোন কোন কার্য্য মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ কুকুরদিগের শিক্ষা কৌশলেরই ফল তাহার সন্দেহ নাই।

আর একস্থলে ভোজের ব্যাপার হয়। তাহাতে কতকগুলি কুকুর সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীর ন্যায় জরী, সার্টিন, রেশম ইত্যাদি নির্ম্মিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পোমেটম লাবেণ্ডার প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে সর্ব্বাঙ্গ আমোদিত করিলেন এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষের ন্যায় বেশ পরিধান করিলেন। কুকুরের যেমন মুখ তেমনি রহিল অথচ তাহাতে এই সকল সজ্জায় যে কি শোভা হইল, দেখিতেই চমৎকার। সাহেব বিবীর মত পুরুষ ও স্ত্রী কুকুরগণের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। সকলই অতি গম্ভীর ভাবে ও ভদ্রতার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছিল। ছোট কুকুরদের প্রকৃতি এক একবার প্রকাশ পাইল বটে কিন্তু তাহাতে দর্শকগণের আমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে কুকুরটী যুদ্ধের সেনাপতি, এক্ষণে তিনি ভোজোৎসবের কর্ত্তা হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভদ্রতা ও ব্যাপকতার সীমা নাই। তিনি নিমন্ত্রিতগণের নিকটে আসিয়া কাহাকে প্রণাম, কাহাকে নমস্কার, কাহার সহিত করস্পর্শ করিতে লাগিলেন। রমণীদিগের প্রতি অধিকতর সমাদর। তাঁহার এক একজনের প্রতি এক এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আদর ও আলাপের ভঙ্গী দেখিয়া দর্শকগণ যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এইরূপে আমোদ চলিতেছে, এমত সময়ে মৃদু মন্দ বাদ্যধ্বনি হইল, দ্বারে বার বার আঘাত শব্দ, সকলেই নিস্তব্ধ। সুসজ্জিত কয়েকটী কুকুর একখানি কেদেরা ঘাড়ে করিয়া একপার্শ্বে রাখিল ও দ্বার উদ্ঘাটন করিল। অমনি সাটিন ও মণিমুক্তাখচিত বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা একটী রমণী দৃষ্ট হইলেন। কর্ত্তা অমনি দৌড়িয়া গিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইল, দুই দুইটী কুকুর একত্র হইয়া গৃহের চারিদিকে পাইচাড়ী করিতে লাগিল। অব-

শেষে সকলে আসনে বসিলে কর্ত্তা ও মান্যামহিলা গৃহের মধ্যস্থলে এক সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের নৃত্যের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলে দর্শক অবাক হইয়া রহিলেন এবং অবশেষে ঘোরতর করতালি শব্দে ক্রীড়া প্রদর্শককে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। উৎসব কিয়ৎক্ষণ পরেই শেষ হইল।

১৮৪৩ অব্দে লিয়নার্ড নামে আর একজন ফরাসী ব্রেক ও ফাইলাক্স নামে দুইটী কুকুর লইয়া লণ্ডন নগরে যান। তাহারা আশ্চর্য্য মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। চারি খণ্ড কাগজে ২, ৪, ৬, ৮ এইরূপ সংখ্যা লিখিয়া কেবল একবার মাত্র বলিয়া দেওয়া হইল, কাগজ কয়খানি যেমন করিয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া পড়ুক, যে সংখ্যার কাগজের নাম করা গেল তাহারা তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিল। সংখ্যা বদলাইয়া দিলেও তাহাদের চতুরতার হ্রাস দেখা গেল না। কুকুরেরা ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের বস্তু পৃথক্ করিয়া বুঝিতে লাগিল এবং এইরূপে এক প্রকার তাস লইয়া খেলিতে লাগিল। লিয়নার্ড এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পয়সার জন্য এইরূপ ক্রীড়া করিতেন না, কিন্তু ইতরজন্তুদিগের কার্য্য-পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কুকুরদিগকে উদ্দেশ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে এবং নিজের মরজী মত কাজ করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ সার ওয়াল্‌টার স্কট ডাণ্ডী নামে এক কুকুরের কতকগুলি আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছেন। এক কৃষকের হেক্টর নামে এক কুকুর ছিল। একদিন কৃষক তাঁহার মাতাকে বলিলেন আমি দুই সপ্তাহের জন্য কল্য প্রাতে অমুক স্থানে যাত্রা করিব, কিন্তু হেক্‌টর কুকুর দেখিলেই ঝগড়া করে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব না। কৃষক গম্যস্থানে উপনীত হইতে না হইতে দেখেন, কুকুর রাত্রিকালেই তথায় আসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে।

কুকুরেরা কেবল যে কথা বুঝে তাহা নয়, কথা কহিতেও পারে। লিবনিজ নামে পণ্ডিত বলেন, জর্ম্মণির এক লোক ৩ বৎসর চেষ্টা করিয়া কুকুরকে ৩০টীর অধিক জর্ম্মণ ভাষার কথা কহিতে শিখাইয়াছিলেন। সে চা, কাফী ইত্যাদির নাম করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিত।

গান বাদ্য বুঝিতে কুকুরেরা বড় পটু। অনেকে ভাল গান বাদ্য হইলে চুপ করিয়া মন দিয়া শুনিতে থাকে। এমন কি ভাল বাজনা ও গান শুনিবার জন্য অনেকে ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। আবার সুস্বরের কিছু ব্যতিক্রম হইলে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠে। জর্ম্মণির এক জন যাত্রাওয়ালা গান বাদ্য ঠিক্ কি বিঠিক্ হইতেছে আপনার কুকুর দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কুকুরদিগকে চেষ্টা করিয়া শিখাইলে তাহারা মানুষের মত কোন্ কার্য্য শিখিতে না পারে বলা যায় না।

কারা-কুসুমিকা।

(২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

চার্নি এক্ষণে আর একটী শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষের দৃষ্টান্তে বুঝিলেন যে মানব প্রকৃতিতে সাধুতা ও অসাধুতা আশ্চর্য্যরূপে মিশ্রিত আছে। অতঃপর তিনি ঘোরতর পীড়ায় আক্রান্ত হন, কারা-রক্ষক লুডোবিক তাঁহার সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। কাউন্ট ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বৃক্ষটীর রোগ-প্রতীকারক গুণ আছে। পাছে কারারক্ষক তাঁহাকে বালকবৎ বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন, সেই আশঙ্কায় তিনি এই মিথ্যা কথাটী বলিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ তিনি এতদিন বৃক্ষটীর গুণের বিষয়ে কিছুমাত্র জানিতেন না। যাহা হউক ইহা দ্বারা তাঁহার এক প্রকার প্রাণ রক্ষা হইল বলিতে হইবেক। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক দেখিয়া কারাধ্যক্ষ কারাগারের চিকিৎসককে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার সাহেব যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপসম হইল না। চার্নি বিকারে অচৈতন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "পিসিওলা পিসিওলা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি কারা কুসুমিকাকে পিসিওলা বলিয়া ডাকিতেন। লুডেবিক ঐ নাম শুনিবা মাত্র মনে করিলেন, আর কিছু নয় ঐ বৃক্ষ দ্বারা চার্নীর

রোগ প্রতীকার হইবেক তাহাতেই তিনি উহার নাম করিতেছেন। কিন্তু কি প্রকারে ইহা সেবন করাইতে হইবে? যাহা হউক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক এই ভাবিয়া স্বীয় পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া পিসিওলার কতকগুলি পাতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার আস্বাদ অতি তীব্র ও তিক্ত হইল—লুডোবিক্ বলিয়া উঠিলেন যখন ইহা এত তিক্ত ইহার গুণ অবশ্যই মহৎ হইবে। যাহা হউক প্রকৃতি সহায়তা করিতেছিলেন এমত সময়ে ঔষধ সেবন করাতে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল এবং সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। চার্নি রোগমুক্ত হইয়া যখন দেখিলেন তাঁহার আদরের গাছটীর পত্র সকল ছিন্ন হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কিন্তু ইটি তাঁহার মিথ্যা কথার শাস্তি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন এবং ইহার দ্বারা তাঁহার শারীরিক রোগ যত আরোগ্য হউক না হউক, তাঁহার ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা করিল। চার্নির পীড়ার পূর্ব্বে তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষটীর চতুর্দ্দিকে একটী আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার নাম "মনোহারিণীর গৃহ" রাখিয়াছিলেন। বৃক্ষটী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। দয়ালু লুডেবিক্ পিসিওলা নামটী দেন এবং ইহার রক্ষার্থ অনেক যত্ন করেন, এই জন্য তিনি কারাকুসুমিকার 'ধর্ম্ম পিতা' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন।

চার্নি এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে উঠানে বেড়াইতে পারেন চিকিৎসকের নিকট এমন অনুমতি পাইলেন, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল থাকাতে এ অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক এই রুগ্ন অবস্থায় চিন্তা করিতে তাঁহার মন স্বতঃ ধাবমান হইত এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাতেই অধিক মগ্ন হইয়া আনন্দ লাভ করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার চিন্তার বিঘ্ন জন্মাইবার কিছুই ছিল না। কেবল পূর্ব্বে যে জানালার নিকটে মক্ষিকা ধৃতকারীকে দেখিয়াছিলেন, সেই খানে দ্বিতীয় একটী মূর্ত্তি সময় সময় নয়নগোচর হইত। লুডোবিক একটু আলাপী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনের অন্যথা করিয়া চারনির নিকট কখনই ভদ্রতা প্রকাশ করিতে আসিতেন না। কাউন্ট প্রতিদিন তাঁহার

বৃক্ষটীর যে সকল গুণ গাঢ় আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিতেন, তাহা লিখিয়া রাখিবার জন্য উৎসুক হইতেন; কিন্তু কারালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া কাগজ কলম কোন ক্রমেই পাইতেন না!

লুডোবিক বলিলেন "কাগজ কলমের জন্য কেন সুপারিন্টেণ্ডের অনুমতি চান না? আমার দিতে সাহস হয় না এবং তাহা দিবও না।"

কাউন্ট উত্তর করিলেন "আমি কখনই তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে চাই না।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা" এই কথাটী বলিয়া লুডোবিক স্বদেশী ইটালীয় সুরে একটী গান করিতে করিতে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চারনি প্রধান অধ্যক্ষের নিকট নম্রতা স্বীকার করিতে অক্ষম, আবার আপনার অভিলাষটীও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ছুরী দ্বারা তিনি একটী কাঠী চাঁচিয়া কলম করিলেন এবং আলোকের শিখা লাগিয়া যে ভুষা পড়িয়াছিল তাহা একটী বোতলে জল দিয়া গুলিয়া কালী করিলেন এবং কাগজের পরিবর্ত্তে আপনার কেম্ব্রিকের রুমালে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পিসিওলা এখন কুসুমিত, এবং আর আর ঘটনার মধ্যে তিনি দেখিলেন ইহার ফুল সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং উত্তম রূপে কিরণ লাভ করিবার জন্য সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়; যখন সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টির আশঙ্কা হয় তখন আসন্ন বৃষ্টিঝটিকা হইতে সাবধান হইবার জন্য নাবিকেরা যেরূপ পাল গুটায়, পিসিওলা সেইরূপ মাথা হেঁট করিয়া পত্র সকল মুদিত করে। কাউন্ট মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "উত্তাপ কি ইহার পক্ষে এত আবশ্যক? কিন্তু যে ছায়া এমন স্নিগ্ধ তাহা দেখিয়া সে ভয় পায় কেন? ইহার কারণ কি, আমি জানিতে চাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার বৃক্ষ ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেন, একটী পুষ্পের উপর তাঁহার এত বিশ্বাস হইল।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব।*

হিন্দুদিগের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা সকল যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে কেবল তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে চলিবে না, তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন ইতিহাসও অনুশীলন করিতে হইবে। হিন্দুজাতি কল্যকার জাতি নহেন; তাঁহারা অতি প্রাচীন ও মহোচ্চ সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকেন। অদ্য আমরা যে জাতিকে চারিদিকে অবলোকন করিতেছি, তাঁহারা দুর্দ্দশাপন্ন-তাঁহাদিগের প্রাচীন মহত্ত্ব ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। এই জাতির সাহিত্য ও বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিল্প ও বাণিজ্য, সামাজিক সৌভাগ্য এবং পারিবারিক সরল ও মধুর-ভাব সকলই প্রায় ভূতকালের গর্ভজাত হইয়াছে। যখন আমরা চতুর্দ্দিগব্যাপী অধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানসিক দুর্গতির শোচনীয় ও ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করি, তখন এই দেশকে আর কালিদাসের জন্মভূমি-কাব্য সাহিত্য এবং সভ্যতার ভূমি বলিয়া চিনিতে পারি না। অতএব হিন্দু-জাতির প্রকৃত স্বভাব অবগত হইতে হইলে, কার্য্যতঃ তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে এতদ্দেশের পুরাকালপ্রচলিত সামাজিক রীতি পদ্ধতির যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের যথার্থ জ্ঞান লাভহইলে জাতীয় সভ্যতা মঞ্চ নির্ম্মাণের স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রবল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এতদ্দেশীয় সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে, অতএব স্বদেশ সংস্কারকগণ যাহাতে দুই বিপরীত সীমা পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বস্তুতঃ কতকগুলি লোক বিশ্বাস করেন যে প্রকৃষ্টরূপে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহা কিছু দেশীয় তাহা বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ও অবিকৃত ভাবে-প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আবার এমন অনেক লোক আছেন তাঁহারা

* ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সামাজিক বিজ্ঞান সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহার অনুবাদ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এককালে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চান এবং যাহা কিছু ইউরোপীয় ও বিদেশীয় তাহারই প্রতিবাদ করেন। আমার সামান্য বিবেচনায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার ভাব সকল যতদূর সাধ্য মিশ্রিত করা আবশ্যক এবং কোনটীকেও পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ভারতবর্ষের যত ত্রুটী ও অভাব থাকুক বর্ত্তমান কালে ইহা ভাবী উন্নতি ও সভ্যতার অতি অনুকুল পথে অবস্থিতি করিতেছে। দেখ, ইহা কেমন দুই প্রবল স্রোতস্বতীর সঙ্গমস্থলে সন্নিবিষ্ট এবং উভয় স্রোতোবাহিত অমূল্য সত্যরত্ন সংগ্রহ করিতেছে—পূর্ব্ব দেশর সভ্যতা, পশ্চিম দেশের মানসিক প্রাখর্য্য, প্রাচীনকালের জ্ঞান এবং বর্ত্তমানকালের উদ্যম সকলই ইহাতে মিশিতেছে। প্রাচীন আসিয়ার ও বর্ত্তমান ইউরোপের যাহা কিছু মহৎ ও উৎকৃষ্ট, তৎসমুদায়ই এই বিভিন্ন স্রোতদ্বয়ের মধ্য দিয়া আমাদিগের বৃহৎ ভূখণ্ডের উপকারার্থ প্রবাহিত হইতেছে। দেশবাসী হইয়া আমাদিগের পক্ষে এই শুভযোগের আনুকুল্য গ্রহণ করা আবশ্যক। আমরা ধর্ম্ম, সমাজ বা বিদ্যা যে বিষয়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাই না কেন, বিবেচনা পূর্ব্বক উন্নতির এই উভয় স্রোত হইতেই যেন তৎবিষয়ের সাহায্য লাভ করিতে পারি। আমাদিগের দেশের যে সকল মহামূল্য সত্য এবং হিতকর রীতি পদ্ধতি আছে সে সকল সংরক্ষণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য ও লাভ জনক স্বীকার করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমস্থ জাতীয়েরা যে কিছু উপকার দান করেন তাহাও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। কয়েক বৎসর হইল অত্রত্য শিক্ষা বিভাগে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার পক্ষপাতীদিগের মধ্যে যে ঘোরতর সংগ্রাম বহু দিনাবধি চলিয়াছিল এবং অবশেষে উভয় পক্ষ মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া যাহার মীমাংসা করিয়া লন, সেই সংগ্রাম এদেশের উন্নতির প্রত্যেক বিভাগে হওয়া আবশ্যক এবং সকল বিষয়ে সেইরূপ মীমাংসারও প্রয়োজন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উল্লিখিত মহাতর্কের কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন তাহা আপনাদিগের মধ্যে সকলেই জানেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, অন্যদিকে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনার্থ

উৎসাহ দান করিতেছেন। আমরা যদি অকপট হৃদয়ে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের প্রয়াসী হই, সমাজ সংস্কারের প্রতি বিভাগে আমরা এই রীতি অবলম্বন করিব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান, প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালীন সভ্যতার একত্র সমন্বয় করিব। অদ্য ভারতবর্ষে আমরা এই দুই প্রকার বিভিন্ন ভাবের যেমন আশ্চর্য্য সন্ধি দেখিতেছি এমন পৃথিবীর আর কুত্রাপি নহে। আমাদের ভাবী মহত্ত্বের রহস্য এই সম্মিলনের অন্তর্ভূত। এদেশে প্রকৃত এবং স্থায়ী সমাজ সংস্কারের অর্থ কেবল নূতন সভ্যতা নয়, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার পুনরুদ্ধার। এদেশে কেবল পশ্চিম দেশের আচার প্রবর্ত্তিত করিলে এই সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, হিন্দুজাতির প্রকৃতি মধ্যে যে ক্ষীণ জীবনী শক্তি আছে তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি ও সংস্কারসাধন পক্ষে যে নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক, অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহা বিশেষরূপে আবশ্যক। অদ্য ভাগীরথীতীরস্থ কতকগুলি লোক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী বলিয়া ভারতবর্ষ চিরকাল স্ত্রীজাতির উন্নতির বিরোধী একথা বলা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত। একবার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া কল্পনা পথে অতীত শত শত বৎসর অতিক্রম করিয়া যাও, দেখিবে আজি আমরা যে সকল দোষাকর দেশাচার উন্মূলনের চেষ্টা করিতেছি এই মহৎ জাতির প্রাচীন গ্রন্থ ও অনুষ্ঠানে তাহার দৃঢ় প্রতিবাদ রহিয়াছে এবং যে সকল সমাজসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রতিপোষক আদেশ ও উপদেশের অভাব নাই। বৈদান্তিক সময়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে মৈত্রেয়ী ও তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের একটী পবিত্র ও অতি হৃদ্য কথোপকথন দেখিতে পাই। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে, (১) "মৈত্রেয়ী বলিলেন ভগবন্! যদি সমুদায় পৃথিবী ধনেতে পূর্ণ হয়, তদ্দ্বারা আমি অমর

(১) সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনা মৃতা স্যামিতি। নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেতি, সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।

হইতে পারি কি না?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে।" ধনদ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন "যাহাদ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব?" (২)। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন মনুসংহিতায় স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মাননা বিষয়ে অতি উচ্চ নীতি সূত্র সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। "যেখানে স্ত্রীজাতি আদৃত হন সেখানে দেবতাগণ সন্তুষ্ট এবং যেখানে তাহাদের অনাদর সেখানে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিফল হয়।" (৩)। "যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যাতে সন্তুষ্ট ও ভার্য্যা স্বামীতে সন্তুষ্ট, সেই পরিবারেরই নিত্য কল্যাণ নিশ্চয় জানিবে।" (৪)। "স্ত্রীগণ সতর্ক আত্মীয়গণ দ্বারা গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করেন তাঁহারাই সুরক্ষিতা।" (৫)। "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কতকগুলি অতি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—"কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় পালন করিবেক এবং যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবেক।"(৬)। "যত দিন কন্যা পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ থাকে তাবৎ পিতা তাহাকে বিবাহ দিবেন না।" এই সকল বচনদ্বারা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা এবং উপযুক্ত বয়সে বিবাহদান শাস্ত্রসিদ্ধ স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে এবং কিয়ৎকাল হইতে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে তৎ-প্রতিপোষক যুক্তিরও খণ্ডন হইতেছে। কিন্তু হিন্দু-

(২) যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃক্রিয়াঃ॥

(৩) সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবং॥

(৪) অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনাযাস্তু রক্ষেয়ু স্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

(৫) কন্যা প্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

(৬) অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা মজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালা মজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং॥

দিগের প্রাচীন ইতিহাসে কেবল উপদেশ নয়, দৃষ্টান্ত সকলও দেখিতে পাওয়া যায়।

এদেশে যে অনেক অসাধারণ গুণবতী রমণী ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-গৃহ সকল অলঙ্কৃত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং আপনাদিগের কল্যাণ-কর প্রভাব বহুদূর বিস্তারিত করিয়াছেন তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান কালে অনেক হিন্দু পরিবারে তাঁহাদিগের নাম সম্মানও কৃতজ্ঞতা-এমন কি ভক্তির আস্পদ হইয়া আছে। উপনিষদের আদি সময়ে পূর্ব্বোক্ত মৈত্রেয়ী এবং গার্গী ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধান ও আলোচনায় সবিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত মগ্ন থাকিতেন। হিন্দুদিগের দুই প্রধান বীরকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রমণীগণের উপাখ্যান বর্ণিত আছে এবং বর্ত্তমান হিন্দুমহিলাগণ তাঁহাদিগের সাধুতা ও সতীত্ব গুণ ভক্তিভাবে অনুকরণ করিয়া থাকেন। খনা ও লীলাবতী বিজ্ঞানশাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে তাঁহাদিগের নাম চিরপ্রসিদ্ধ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যায় খনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং প্রত্যেক হিন্দু গৃহে তাঁহার বচন সকলেরই বিদিত। গণিতশাস্ত্রে লীলাবতী অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে, তাহা তাঁহার পিতা ভাস্করাচার্য্য তাঁহারই উপকারার্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেক গণিত শিক্ষার্থী ইহা অধ্যয়ন করিয়া আনন্দিত হন। ইদানীন্তন কালে দাক্ষিণাত্যে অবিয়ার নাম্নী একটী বিখ্যাত ধর্ম্মনীতিবেদিনী রমণীর নাম শুনা যায়। তিনি ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও পারদর্শিনী ছিলেন এবং তাঁহার রচিত নীতি গ্রন্থ সকল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিদ্যালয় সকলে অধীত হইয়া থাকে। মিরাবাই নাম্নী এক সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণা নারীর ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বৈষ্ণব তন্ত্রের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। হাতী বিদ্যালঙ্কার বারাণসী ধামে একটী নূতন দার্শনিক মত সংস্থাপন করেন, তিনি ন্যায় ও মনো-বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তির নিঃসংশয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবশেষে অহল্যাবাই—ইহার অসাধারণ রাজ্যশাসন ক্ষমতা এবং সর্ব্ব-জন হিতৈষিতা সুপ্রসিদ্ধ আছে। এ প্রকার আরও অনেক নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহাহউক যে সকল নাম প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রচলিত ছিল তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু হায়! কালক্রমে হিন্দুজাতির অনেক সদাচার অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু জাতি ভ্রষ্ট ও হীনবীর্য্য হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদিগের মানসিক ও সামাজিক হীনাবস্থার লক্ষণ চতুর্দ্দিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় শোকে পরিপ্লুত হয়। আমাদিগের দেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমাদিগের জাতির মানসিক বীর্য্য অবসন্ন এবং সমুদায় উচ্চ আশা ও মহৎ ভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষগণ যেরূপ পবিত্র, মধুর এবং সুখময় গৃহে বাস করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিতেন এবং আধ্যাত্মিক যোগের উচ্চতর আনন্দ সম্ভোগ করিতেন এক্ষণে আমরা তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে পাই না।

হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়: ঠিক্ অর্দ্ধ শতাব্দ গত হইল ইহাদিগের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়। এই সময়ে খৃষ্টীয় মিসনরীগণ নিন্দা ও অপমান স্বীকার পূর্ব্বক সত্য প্রচার এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির নিমিত্ত উৎসাহ পূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কলিকাতার নারীগণের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিস্ কুক (অতঃপর বিবী উইলসন) ১৮২১ অব্দে কলিকাতায় আগমন করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে আটটী বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং দুই শত চৌদ্দ জন বালিকা সংগ্রহ করেন। তিনি পরিশ্রম স্বীকারে ক্লান্ত হইতেন না এবং স্বাবলম্বিত কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ অনুরাগিণী ছিলেন। এই সমুদায় বিদ্যালয় পশ্চাৎ একত্র হইয়া সেন্ট্রাল স্কুল অর্থাৎ মধ্যস্থ বিদ্যালয় নামে খ্যাত হয়। এই বিদ্যালয়টী ১৮২৬ অব্দে সংস্থাপিত হয়, এবং এদেশীয় এক ধনী সম্পন্ন মহাত্মা রাজা বৈদ্যনাথ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ২০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়া তদুৎযোগীদিগকে উৎসাহিত করেন। মিস্ কুক চর্চ মিসনরি সোসাইটীর অধীনে অনেক

দিন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন, এবং তাহার পরিশ্রম যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু তাঁহার জেলা বিদ্যালয় সকলের অধিকাংশ ছাত্রী যে কলিকাতার মধ্যস্থ ও চতুঃপার্শ্বস্থ দরিদ্র শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা বলিলে অন্যায় হয় না। মহামান্য বেথুন সাহেব ১৮৪৫ অব্দে কলিকাতায় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং তথায় ধনী ও মধ্যবিধ শ্রেণীর ছাত্রীদিগের বিশেষ উপকারার্থ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান। এই মহানগরে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় মহাসমারোহে সংস্থাপিত হইল।

এতদ্দেশীয় অনেকানেক ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া এবিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন এবং বেথুন মহোদয়কে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, এই বিদ্যালয়ের সত্বর শ্রীবৃদ্ধি হইল না। ইহা বদ্ধমূল হইতে অনেক দিন লাগিল। ক্রমে ক্রমে জন সাধারণের বিপক্ষতাবেগ নিবৃত্ত হইল, এদেশীয় লোকে স্ত্রীজাতির উন্নতির ইষ্টকারিতা দিন দিন অধিকতর রূপে বুঝিতে লাগিলেন এবং ইহার আবশ্যকতা ও শুভফল প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপে সময়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত-রূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। গত দশ বর্ষ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট ও দেশ বিদেশীয় হিতৈষী মহাত্মাগণের চেষ্টার ফল যে যথেষ্ট হইয়াছে তাহার অখণ্ড প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮৬০ ও ৬১ অব্দে ১৬টী মাত্র বালিকাবিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৯৫ জন মাত্র ছাত্রী ছিল, কিন্তু গত ১৮৬৯—৭০ অব্দে আমরা অন্যূন ২৮৪টী বালিকাবিদ্যালয় ও ৬৫৬৯ জন ছাত্রী দেখিতে পাই। হাউয়েল সাহেব শিক্ষাবিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তদনুসারে সমুদায় ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে অন্যূন ২০০০ বালিকা বিদ্যালয় আছে এবং তাহাতে ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্রের অধিক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে।

আপাত দৃষ্টিতে যেরূপ উন্নতি দেখা যায়, ইহা দ্বারা সেইরূপ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে যে এত গুলি বিদ্যালয় আছে এবং এত সংখ্যক বালিকা উদার শিক্ষার সাহায্য লাভ করিতেছে ইহা যার

পর নাই সন্তোষের বিষয়! কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে উন্নতি সম্পন্ন হইয়াছে তৎ প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট নহে।

স্ত্রীজাতির যে বাহ্য উন্নতি স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় এবং যাহা প্রকাশ্য শিক্ষা বিবরণ হইতে সংগ্রহ করা যায় তদপেক্ষা দেশবাসিগণের চিন্তা ও আশাস্রোত অন্তঃ সলিলা নদীর ন্যায় অধিকতর উন্নতির দিকে প্রবাহিত হইতেছে ইহা দেখিয়া হৃদয় অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হয়। হিন্দু অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, দেখিবে যে সকল রমণী কখনও ইংলণ্ডীয় শিক্ষয়িত্রীদিগের সংস্পর্শে আইসেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গলা পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিতেছেন এবং স্বামী ও ভ্রাতা প্রভৃতির সাহায্যে অনেক উন্নতি লাভ করিতেছেন তাঁহারা যে কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য্য সাধন করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং সর্ব্ব প্রকার উন্নত ভাবে বিভূষিত হইতেছেন। হিন্দুরমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ এবং অসংখ্য বাধায় পরিবেষ্টিত হইয়াও মূর্খতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতা ও সর্ব্ব প্রকার অপবিত্রতা পরিত্যাগ করিতেছেন এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেন ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় না? এই প্রথা কেবল দুই একটী সভ্য পরিবারের মধ্যে বদ্ধ নাই, কিন্তু ইহা কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক নগর ও উপনগরস্থ সভ্য হিন্দু-পরিবার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জ্ঞানের আলোক অন্তঃপুরের কঠিন দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং যাহারা বাহিরে আসিয়া গ্রহণ করিতে না পারে তাহাদিগকেও উজ্জ্বল করিতেছে। বঙ্গদেশের মধ্যবিভাগে উড্রো সাহেবের অধীনে ১৩২৭ ছাত্রী অন্তঃপুরে থাকিয়া অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকটে নিয়ামিত শিক্ষা লাভ করিতেছে। এ প্রকার শিক্ষয়িত্রীগণকে ধন্যবাদ! তাঁহারা অতি মহৎ ও উদার অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ হিন্দু রমণীগণ যদি আমাদিগের বিদ্যালয়ে না আইসেন, আমাদিগের বিদ্যালয় সকল তাঁহাদিগের নিকট যাইবে। তাঁহারা যদি প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে আসিয়া জ্ঞান লাভ করিতে না চান, ঘরে বসিয়া যাহাতে তাহার উপায় ও সুবিধা

(ক্রমশঃ)।

সকল পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নূতন সংবাদ

১। "বজ্রযোগিনীর কোন নৈকুষ্য কুলীনের স্ত্রী অনেকদিন কষ্টেশ্রেষ্ঠে কাটাইয়া এক শূদ্রের গৃহিণী হইয়া তদন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত হইতেছেন।

একজন কুলীন আপনার এক স্ত্রীকে অন্যস্থানের এক শ্যালকের সহিত বিবাহ দিতে গিয়াছিল, প্রকাশ হওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।"

কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভ্রষ্টাচার ও দুর্ব্যবহার আর আমরা শুনিতে পারি না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতায় কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী নামে যে একটী সভা করিয়াছেন তাহা হইতে বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয় নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। দেশের সকলে এবিষয়ে একমত হইয়া ত্বরায় প্রতীকার বিধান করুন।

২। সম্প্রতি শ্রীরামপুরে একজন, বৃদ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিতে আইসে। বর সভায় আসিয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি যুবক বারয়ারির টাকার নিমিত্ত গোলযোগ করিয়া তাহার ঘড়ি প্রভৃতি কাড়িয়া লয়। বর পুলিষে সংবাদ দিতে গেলেন, আসিয়া দেখিলেন একজন যুবকের সহিত কন্যাটীর বিবাহ হইতেছে। বৃদ্ধবর নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

৩। ফাল্গুনের প্রথমে শনি, রবি ও সোমবার ৩ দিবস হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুজাতির মধ্যে একটী ঐক্যবন্ধন ও তাঁহাদের উন্নতি সাধন এই মেলার উদ্দেশ্য। মেলাস্থলে স্ত্রীলোকের নির্ম্মিত অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্য প্রতিবৎসর প্রেরিত হয় এবং যাঁহাদের শিল্প উৎকৃষ্ট হয় তাঁহারা অনেক উৎসাহ লাভ করেন। এবৎসরের শিল্পকার্য্য সকল প্রশংসনীয় হইয়াছে।

৪। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের বিবি এস্ নাম্নী এক স্ত্রীলোক ১০৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা সোমপ্রকাশ পাঠে আশ্চর্য্য হইলাম, বারাসতে একটী স্ত্রীলোকের বয়স ১১৫ বৎসর হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধা বিলক্ষণ সবল আছেন, তাঁহার একটীও দন্ত নষ্ট হয় নাই।

৫। কেল্লার মাঠে একজন বাজীকর নানা তামাসা দেখাইতেছিল। সে একটী উড়ের হাতে ডবল পয়সা

টাকা করিয়া দিব বলিল এবং যথার্থ টাকা দেখাইয়া দিল। কিন্তু উড়ে টাকাটী লইয়া প্রস্থান করে দেখিয়া সে পুলিস্‌কে বলে আমি নিজের টাকা উহার হাতে কৌশল করিয়া দিয়াছিলাম, এখন তাহা চাই। পুলিষ তাহার নালিস অগ্রাহ্য করায় ধূর্ত্ত আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছে।

৬। বিলাতে অনেক স্ত্রীলোক বক্তৃতাদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। জুলিয়া ওয়ার্ড হাউই নাম্নী এক বিবি সম্প্রতি 'পৃথিবীতে শান্তি এবং মনুষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব হউক' এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। মেরি এ লিবার মোর আর একটী বক্তৃতা করেন। আমেরিকা হইতে এমা হার্ডিঞ্জ নাম্নী একটী স্ত্রীলোকে ইংলণ্ডে আসিয়া প্রতি রবিবারে যেরূপ বক্তৃতা করিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি।

৭। বোম্বায়ে মোরোবা কানোবা নামে একজন প্রসিদ্ধ লোক ভুলিবাই নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। সম্প্রতি ঐ স্ত্রীপুরুষের মৃতদেহ একত্রে এক কূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

৮। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, শ্রীরামপুরে একটী অন্তঃপুর স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বার্ষিক ৩৬০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

৯। বরাহ নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী আমাদিগের প্রিয়বন্ধু বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় ত্বরায় সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিবেন। ইংলণ্ডে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের গমনের এই প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহাঁরা নিরাপদে রাজদেশে গমন করিয়া এদেশের মঙ্গলোন্নতির উপায় শিক্ষা করুন্ এবং স্বদেশে সচ্ছন্দ শরীর মনে প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ বর্দ্ধন করুন্।

১০। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো ও তাঁহার পত্নী লেডী মেয়ো উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করেন।

১১। ভারত সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্যা ১৭টী হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গালা শিক্ষা দেন এবং একটী বিবী ইংরাজী ও শিল্প কার্য্য শিখান। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। ছাত্রীগণ এক মাস কাল শিক্ষা করিয়া যেরূপ সুন্দর মাসিক পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। আগামী আষাঢ় মাসে তাঁহাদিগের একটী বিশেষ পরীক্ষা লইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীদিগকে ভাল করিয়া পারিতোষিক দিবেন, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি না থাকাতে যে কত অনুপকার হইতেছে তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে

পুরুষেরা অর্থ উপার্জ্জন করেন, সত্য বটে কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর সংসারের সমস্ত ভার। বালক বালিকাগণ প্রথমত তাহাদেরই হস্তে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কিসে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে কিসে বা মন্দ ঘটে তাহাদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিসে সন্তানেরা অশ্লীল ও অসাধু ভাষা শিক্ষা না করে, কিসে সভ্য হয় তাহাদিগের দেখা অত্যাবশ্যক, কেন না বাল্যকালের সংস্কার অতি গাঢ় হয়, এবং ঐকালে অধিক সময় উহাদিগের নিকট ক্ষেপণ হয়। যে সংসারের কর্ত্রী উত্তম, সরল, দয়ালু ও বিবেচক সেই সংসারের সকলেই সেই রূপ হইতে চেষ্টা করে। যে কর্ত্রীকে একের অধিক পুত্র, কন্যা, ও পুত্রবধূ লইয়া থাকিতে হয় তাহাকে যে কি প্রকার বিবেচনার সহিত চলিতে হয়, কিরূপে সকলের প্রতি সমান ভাল বাসা ও সমান স্নেহ দর্শাইতে হয়, এবং কি প্রকার ব্যবহার করিলে সকলের মন তুষ্ট থাকে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। যে সংসারে গৃহিণী সকল দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সকল কার্য্য মঙ্গল অমঙ্গল বিচার করিয়া সমাধা করেন সেই সংসারের

দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে, নচেৎ অবিবেচনার কার্য্য হইলে সংসারের শ্রী থাকে না এবং সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও কলহ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমার পক্ষে সংসার অতি কঠিন ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। আমার ঈশ্বর কৃপায় দুইটি পুত্র—দুইটি বিদেশে কাল যাপন করে। দুটি পুত্রবধূ আর স্বামী ও একটি দাস ও একটী দাসী এই অতি ক্ষুদ্র সংসার। আমি প্রথমত স্থির করিয়াছি যে কিরূপে পুত্র বধূদ্বয় সর্ব্বদা কাজে নিযুক্তা থাকেন এবং তাহাদের কর্ম্মের শেষ না হয়। যে হেতু অলস থাকিলে নানা প্রকার চিন্তা আক্রমণ করে এবং চিন্তা করিতে অধিক সময় পাইলে মন উচাটন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহাদিগের উপর সংসারের অনেক কার্য্যেরই ভারার্পণ করিয়াছি। তাঁহাদিগের কাজের উদ্যোগ করিয়া দিই, স্বয়ং নিকটে থাকিয়া আবশ্যক মতে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করি। এক দিবস বড় বউমা রন্ধন করেন, এক দিবস ছোট বউমা। যে দিবস যিনি রন্ধন শালায় গমন না করেন সে দিবস তিনি বাহিরের কার্য্য সমস্ত করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্বশুরের জলযোগের উদ্যোগ, স্নানের ও চা খাবার জল তৈয়ার, পান সাজা, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্তা থাকেন। কর্ত্তার কর্ম্মস্থলে গমনের পর এবং আমার ঈশ্বর আরাধনার পর প্রায় ৯৷৷৹ ঘন্টা বেলার সময় একবার কন্যাদ্বয়কে (পুত্রবধূ) লইয়া জলযোগ করাই বা কোন দিবস একত্র বসিয়া সকলেই জলযোগ করি। পরে আহারের উদ্যোগ করিতে কহি। বৈকালেও ঐরূপ করিয়া থাকি। আহারাদির পর তাঁহাদিগকে লইয়া শিল্প কার্য্য করি। কখন বা কোন পুস্তক পাঠ করাই। সাধ্যমতে সেই সেই পুস্তক হইতে সদুপদেশ প্রদান করি। সন্ধ্যার সময় তাঁহাদিগকে লইয়া কর্ত্তার নিকটে বসিয়া পড়া শুনা করাই ও করি এবং একত্রে পান ভোজনাদি করি। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শয়ন করিতে দিই না, উভয়কে নিকটে লইয়া শয়ন করি। দাস দাসীর উপর এমত অনুমতি দিয়াছি যে তাহারা তাঁহাদেরই ভৃত্য, তাঁহাদিগের অনুমতি ক্রমে সমস্ত কার্য্য আমাকে একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া করিবে। বৌমাদিগকে খাতা বাঁধিয়া দিয়াছি।

কেহবা সংসারের হিসাব রাখেন, কেহবা ধোবার কাপড় মজুরের রোজ লিখিয়া রাখেন। আমিই তাঁহাদের সম বয়স্কের ন্যায় বন্ধুর কার্য্য করি, কখন বা পাঠাদি লইয়া উপদেশ দিই; হাস্য পরিহাস করি। তাঁহারা আমা ভিন্ন অন্যের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা করেন না। ক্রমে এমত করিয়া তুলিয়াছি যে আমার সঙ্গ ছাড়া হইতে ক্ষণেকের নিমিত্ত কেহই বাঞ্ছা করেন না। আমার নিকট উভয়ে এমত তুল্য প্রিয় হইয়াছেন যে কাহার কোন গোপন কথা আমার নিকট অপ্রকাশ নাই। সংসারের গতিকে যদি কখন কোন কারণে কাহারও উপর বিরক্তি প্রকাশ করি আর এমন সময়ে ভুল ক্রমে যদি অপরটি কোন পোষকতার কথা কন তাহা হইলে তাঁহারই উপর এমত রাগ প্রকাশ করি যে তিনি আর ও রূপ কথা কদাচ না কহেন। আমি আমার বধূ মাতাদিগকে আহার এবং জল খাবার সময় শিশু বালিকার ন্যায় ব্যবহার করি, পাঠের সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করি এবং কর্ম্মের সময় গাম্ভীর্য্য দর্শন করাই আর আনন্দের সময় নিতান্ত সমবয়স্ক বন্ধুর তুল্য ব্যবহার করিয়া হাস্য পরিহাস করি।

* * * *

উপরি উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, জানি না ইহাতে কতদূর কর্ত্তব্য পালন হইতেছে।

যোগমায়া দেবী (শাশুড়ী)। *

আত্মীয় জনের সহিত প্রণয় কি রমণীয় পদার্থ! আত্মীয় লোকের প্রণয়াস্পদ হইলে মন কতদূর তৃপ্ত থাকে। তাঁহাকে দর্শন করিলেও মনে সন্তোষ জন্মে। আর ঐরূপ আপনার লোকের সহিত অপ্রণয় হইলে যে কি পর্য্যন্ত অসুখ জন্মে, তাহা যে প্রণয়ের সুখ অনুভব করিয়াছে, সে ব্যতীত অন্যে জানিতে পারে না। বিশেষতঃ সংসার মধ্যে কোন আত্মীয় জনের সহিত অপ্রীতি হইলে মন কতই যন্ত্রণা ভোগ করে; কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। যতক্ষণ না তাহার অনুরাগ পুনরায় লাভ করা যায় ততক্ষণ ক্লেশের অবধি থাকে না। ইহা জানিয়া যে স্বজনের সহিত প্রেম না রাখে তাহার পর নির্ব্বোধ আর জগতে কেহই নাই।

আমরা দুইটি যা দুইটি সহোদরার তুল্য। আমাদের পরস্পরের বিশেষ অনুরাগ আছে এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতেছি।

* স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করেন এবং কাজের বিষয় সকল লইয়া রচনা করেন এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিলে যথেষ্ট আনন্দলাভ করা যায় সন্দেহ নাই। আমাদিগের কোন বন্ধু তাঁহার পরিচিত কোন হিন্দু-পরিবারের শাশুড়ীও বধূর রচনা পাঠাইয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

আমরা দুই ভগ্নী প্রাতঃকালে মাতার অর্থাৎ শাশুড়ীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া গিয়া একত্রে স্নান করিতে গমন করি, স্নানান্তে যাহাকে যে দিবস রন্ধন করিতে হয় তিনি সেই দিবস রন্ধন শালায় গমন করেন। নচেৎ বাহিরের কার্য্য সমস্ত করিতে হয়। যদি পিতা বা মাতা (শ্বশুর শাশুড়ী) কাহাকে আহ্বান করেন এবং তাহার তৎকালে সাবকাশ না থাকে তাহা হইলে যাহার সাবকাশ থাকে সেই দ্রুতপদে গমন করে। আমাকে ডাকিলে কখন দিদি গমন করে, কখন বা দিদিকে ডাকিলে আমি গমন করি। পিতা মাতা কোন সময়ে অসুখ প্রকাশ করিলে উভয় ভগ্নীতে পরামর্শ করিয়া যাহাতে তাঁহাদের সে অসুখ দূর করিতে পারি তাহার চেষ্টা করি। আমাদিগের আমরাই বন্ধু, মনের কথা উভয় উভয়ের কাছে কহিয়া মন তৃপ্ত করি। যদি কখন বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত কোন অন্যায় কার্য্য করি এবং তজ্জন্য তিরস্কারের ভাজন হই, দিদি পিতা মাতার নিকট আমাকে নিরপরাধী করিতে যত্ন করেন এবং ঐরূপে তাঁহার সময়ে আমিও যাহাতে সে বিষয়ে দিদি নির্দ্দোষী হন তাহার বিশেষ চেষ্টা করি। যদি তিনি কোন দিবস পাঠ দিবার জন্য প্রস্তুত না হইতে পারেন, সে দিবস আমিও পড়া দিতে যাই না। উভয়ে নিরস্ত থাকিলে কাহারও উপর দোষ আসে না। পিতার রোগ জন্য আমরা উভয় ভগ্নীতে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকি। পিতা যতক্ষণ না কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাগমন করেন ততক্ষণ আমাদিগের বিষম ভাবনা থাকে। হয়ত পীড়িত হইয়া আসিবেন এই আশঙ্কা করি। যে সমস্ত দ্রব্যাদি সেবন করিলে তাঁহার শরীর সুস্থ থাকে তাহার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকি। পিতার ঘরে হিম প্রবেশ না করে দিবসে তাহার উপায় উভয় ভগ্নীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করি। যদি আমাদিগের অন্য চিন্তা আসিয়া আক্রমণ করিতে চায় আমরা উভয় ভগ্নীতে কোন পুস্তক লইয়া বসি কিম্বা উভয়ে মাতার নিকটে গিয়া তাঁহার মধুমাখা সরল অন্তঃকরণের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনকে চঞ্চল হইতে দিই না। আমাদিগের বিরসবদন দেখিলে পিতা মাতা উভয়েই অতিশয় কষ্ট বোধ করেন, এজন্য আমরা উভয়েই সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্লবদন দর্শন করাই। যদি কখন দিদির মন বিচলিত দেখি আমি কোন গল্প করি বা পুস্তক লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া তাঁহার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাই। পিতা মাতার যে রূপ স্নেহ ও ভালবাসা, আমাদিগের ভক্তি বা সেবা তাহার শত অংশের একাংশও নহে। আমাদিগের কোন অসুখ বা পীড়া হইলে পিতা মাতা যে কি প্রকার ব্যাকুল হন তাহা বলিবার

নহে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কি উপায়ে আরোগ্য লাভ করিব তাহারই সদুপায় চিন্তা করেন। আমার পীড়া হইলে ভগ্নী রন্ধন করিতে করিতে আমার শুশ্রূষা করিতে আইসেন, কতই চিন্তা করেন। আমি কিসে ভাল থাকিব, কি খাইতে ইচ্ছা করি এই সমস্ত তত্ত্ব করেন এবং সেই রূপ উদ্যোগ করিয়া আহারাদি করান। আমিও ক্ষমতা অনুসারে তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টা করি। এই রূপ পরস্পরে পরস্পরের সাহায্যে স্নেহে ও ভালবাসায়, আমোদ প্রমোদের সহিত প্রণয়ে কালাতিপাত করিতেছি। পিতা মাতার সেবার কথা কি বলিব তাঁহাদের সন্তানগণ নিকটে নাই, আমরাই সন্তান। পুত্র কন্যার যাহা কর্ত্তব্য সেই রূপ সেবা ভক্তি করা আমাদিগেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নীরদা দেবী (বধূ)।

প্রার্থনা।

কোথা তুমি দীননাথ দীন দয়াময়।
দুঃসহ পাপের জ্বালা প্রাণে নাহি সয়॥
অজ্ঞানের প্রায় আছি এ ভব সংসারে।
একবার তব নাম স্মরি না অন্তরে॥
সর্ব্বদাই আশা মদে মন মত্ত রয়।
ক্রমে ক্রমে দিন মম হইল হে ক্ষয়॥
সংসারের ঘোর মোহে আছি অবিরত।
একবার তব কার্য্যে নাহি হই রত॥
যেতে হবে পরলোকে নাহি ছিল জ্ঞান।
ভেবেছিনু চির দিন যাইবে সমান॥
অকিঞ্চিৎ সংসারের আমোদ নিচয়।
তুচ্ছ বলে এক দিন মনে নাহি হয়॥
অসার পদার্থে কত করিয়া যতন।
অনর্থক নষ্ট করি সময় রতন॥
হায় প্রভু কি হইবে অধমার গতি।
কি পাপে হইল মম এমন দুর্ম্মতি॥

তব কার্য্যে হইতেছে কত সুখোদয়।
ভ্রমেতেও মনোমধ্যে উদয় না হয়।।
যে দিকে ফিরাই আঁখি তোমার কৃপায়।
সুখময় শোভাময় দেখি সমুদায়।।
যা কিছু দেখিতে পাই সুখের কারণ।
সর্ব্বসুখ দাতা তুমি কর বিতরণ।।
মাতা পিতাধিক স্নেহ তোমাতেই পাই।
তোমারে না চিনি অন্যে দেই হে দোহাই।।
তোমার অদ্ভুত কার্য্য করিলে হে মনে।
আনন্দাশ্রু কার বল ঝরে না নয়নে?
কি কৌশলে করিয়াছ জীবের সৃজন।
কত সাবধানে কর গর্ভের স্থাপন।।
জননীর স্নেহভাব লালন পালন।
শিশুর আহার হেতু দুগ্ধের যোজন।।
আমাদের আবশ্যক যাহা কিছু চাই।
সকলি কৃপায় তব অপ্রতুল নাই।।
কত দ্রব্যে কত গুণ করেছ বিস্তার।
অনায়াসে জানে জীব করিলে ব্যাভার।।
তোমার কৌশল কিছু বুঝিতে না পারি।
এ কারণ কত বস্তু ভাবি অপকারী।।
যা কিছু করেছ তুমি অখিলে সৃজন।
হিতের কারণ তাহা হিতের কারণ।।
এক দ্রব্যে কত গুণ করেছ হে যোগ।
কত মতে কত সুখ করি উপভোগ।।
এক মাটী হতে বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিলে।
ফল ফুল পত্রে ভিন্ন আস্বাদন দিলে।।
ভিন্ন ভিন্ন গুণ তারা করিছে ধারণ।
কার্য্য দেখে কিবা হবে না বুঝি কারণ।।

শ্রীসারদা সুন্দরী রায়।
শিবহাটী।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯২ সংখ্যা } চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

স্ত্রীজাতির পরিশ্রম।

"শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাও তাই সয়।"

পৃথিবীর অনেক অংশে এইরূপ একটী কুসংস্কার আছে যে পুরুষ-জাতি জগতের কার্য্য করিবার জন্য এবং স্ত্রীজাতি কেবল শোভার নিমিত্ত। এ কথা শুনিলে আপাততঃ অনেকে পুরুষ জাতিকে দুর্ভাগ্য ও স্ত্রীজাতিকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারেন, কিন্তু ফলে তাহার ঠিক্ বিপরীত। কি পুরুষ কি স্ত্রী জগদীশ্বর উভয়কেই কার্য্যক্ষম ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি দিয়া রচনা করিয়াছেন, উভয়েরই জীবন তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এবং কার্য্য সাধনই সুখ, শান্তি ও আনন্দের প্রধান সহায়। কার্য্য না করিয়া অলস হইয়া যিনি মনুষ্য নাম ধারণ করেন, তাঁহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি যদি কুবেরের ভাণ্ডার পান, রত্ন-অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া থাকেন এবং ইচ্ছামাত্র পৃথিবীর সকল সুখ সামগ্রী লাভ করিতে পারেন, তথাপি তিনি অপদার্থ ও প্রকৃত সুখে বঞ্চিত—পরিশ্রমী সামান্য শাকান্নভোজী কৃষক তাঁহার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী ও ভাগ্যবান্। পুরুষেরা স্ত্রীজাতির উপরে যত অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই প্রকার অলস অপদার্থ

করিবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। তাঁহারা ইহাদিগের নাম বিলা-সিনী রাখিতে চান, পুত্তলিকার ন্যায় সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া গৃহের পাঁচটী আসবাবের একটী করিতে চান। অবলাগণও এমনি অল্পবুদ্ধি, যে এইরূপ হইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। দুর্ভাগ্য বামাগণ! জগতে প্রজাপতিও ফড়িঙ অনেক আছে, তোমরা মনুষ্য হইয়া কি তাহাদিগের দলে মিশিতে চাও? আর স্বার্থপর পুরুষদিগের প্রলোভনে ভুলিয়া তোমরা কি আপনাদিগের অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না? পুরুষেরা তোমাদিগকে সুদৃশ্য সুসজ্জিত করিয়া কেবল উপভোগের বস্তু করিতে চান, তোমরাও কি কেবল তাঁহা-দিগের উপভোগের বস্তু হইবার জন্য জীবন সমর্পণ করিবে? ইহা অতি লজ্জার-অতি দুঃখের বিষয়!

আমরা কেবল এদেশের বামাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না, সভ্য-তম ইংলণ্ড প্রভৃতির মহিলাগণের অবস্থাও বড় অধিক উৎকৃষ্ট নহে। সাহেবেরা যেমন এদেশের পুরুষদের, বিবীরাও তেমনি ক্রমে স্ত্রীলোক-দের আদর্শ হইতেছেন। কিন্তু ইহারাও স্বামীর সুখের উপকরণ মাত্র হইয়া থাকেন। অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে ইহাদের পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিলক্ষণ। ইহাদের অধিকাংশের গুণের মধ্যে গল্পের পুস্তক পড়িতে পারা, চেক্‌নাই শিল্পকার্য্য করা এবং গানবাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা। কিন্তু এ সকলই অসার গুণ এবং কেবল পুরুষের মনোরঞ্জনের উপায় মাত্র। এ গুণ কয়েকটীর অনুকরণ করিলেই এদেশের নারীগণ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।

পুরুষ ও স্ত্রীজাতির প্রকৃতি বিভিন্ন, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীও অনেক বিষয়ে বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য যে প্রকার হউক উভয়-কেই পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু সমাজে এতকাল যে প্রকার ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে অর্থোপার্জ্জন ও বাহিরের সমুদায় কার্য্য পুরুষের এবং গৃহকার্য্য সমস্তের ভার স্ত্রীলোকেরই উপরে। পুরু-ষেরা আপনাদিগের কার্য্য বিহিতরূপে সম্পন্ন করিয়া যেরূপ প্রশংসা ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, স্ত্রীগণও সেই রূপ। বস্তুতঃ গৃহস্থের

বাটীর মহিলাগণ রন্ধন, গৃহমার্জ্জন, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি কার্য্য যে রূপ শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করেন, তাহাতে তাঁহারা যে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা বিদ্যা-হীনা ও কুসংস্কারাপন্না হউন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যতদূর সাধ্য কর্ত্তব্য সাধনে ক্রটি করেন না।

বর্ত্তমানকালের সভ্য হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে যত প্রবেশ করা যায় ততই পরিশ্রম বিষয়ে শিথিলতা এবং বিলাসের প্রতি প্রবল তৃষ্ণা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। এখনকার যুবকগণ যেমন অলস, অকর্ম্মণ্য ও সুখপ্রিয় হইতেছেন তাঁহাদের পত্নীগণও সেই রূপ সভ্যরুচি অনুকরণ করিয়া অপদার্থ হইয়া পড়িতেছেন। যে আবধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারে পুরুষ-দিগের অশেষ অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে নারীগণেরও সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইতেছে। পতিসেবা, শ্বশুর শ্বশ্রুর পরিচর্য্যা, সন্তান পালন এবং রন্ধনাদি গৃহকার্য্য অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। যাঁহারা এসকল কার্য্য করেন, তাঁহারা আবার প্রকাশ পাইলে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হন। একদিকে যেমন গৃহকার্য্যের প্রতি অবহেলা, অন্যদিকে তেমনি ভাল বাসস্থান, ভাল আহার, ভাল বস্ত্রালঙ্কার এই সকলের জন্য স্পৃহা বাড়িতেছে। তাঁহাদিগের স্বামিগণ অনেক স্থলে এই সকল অনিষ্টের কারণ হন। তাঁহারা পিতা মাতাকে তিরস্কার ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কষ্টে রাখিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীদিগের প্রতি কোন কঠিন ভাব ধারণ করিতে অনিচ্ছু ও অক্ষম। ঈশ্বরের রাজ্যে লোকে আপনাদের দোষের আপনারাই শাস্তিভোগ করিয়া থাকেন। পুরুষগণ যেরূপ নারীগণকে বিলাসিনী করিয়া সুখলাভের অভিসন্ধি করেন, স্ত্রীগণ সেই রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া তাঁহাদিগের দুঃখের কারণ হন। ইহাঁদিগের হইতে তাঁহারা না সময়ে আহার পান, না গৃহের সুশৃঙ্খলা দর্শন না সন্তানগণের রীতিমত প্রতিপালনের আশা করিতে পারেন। ইহাঁরা রীতিমত বিদ্যা ও ধর্ম্ম-ভাবে উন্নত হইলে নীচকার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া মহৎকার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারেন সত্যবটে, কিন্তু সচরাচর সেই রূপ হওয়া কোনক্রমে সহজ নয়, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে প্রতারিত হইতে হয়

বামাগণকে আমরা বিলাসিনী দেখিতে চাই না, যাহাতে তাঁহাদিগের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় তাহাই দর্শন করিতে চাই। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি সবিনয়ে অনুরোধ করি, বর্ত্তমান সময়ে স্বেচ্ছাচার রূপ শত্রু সকল চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া আছে, একটু অসাবধান হইলে ইহারা সর্ব্বনাশ করিবে। অবলাগণ! আপনাদিগের দুর্ব্বলতা স্মরণ রাখিয়া যৎদূর সাধ্য সতর্ক হইতে চেষ্টা করুন, যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন তাহা সংসাধন জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন এবং শ্রমশীলা ও কার্য্যকুশলা হইয়া আপনাদিগের, পরিবারের এবং জন সমাজের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের সহকারিতা করুন। শ্রম করিতে যত অভ্যাস হইবে, শ্রম ততই সহজ হইবে ও অজস্র সুখ প্রদান করিতে থাকিবে। আলস্য দ্বারা সুখী হইবার প্রত্যাশা করা ভ্রান্তি মাত্র।

কারা-কুসুমিকা।

(৩২৪ পৃষ্ঠার পর।)

চারনি তাঁহার পুষ্পের চিন্তায় দিন দিন অধিকতর নিমগ্ন হইলেন; পুষ্পও নিঃশব্দে তাঁহার শিক্ষক ও সহচরের কার্য্য করিতে লাগিল। পুষ্পটীর উন্নতি সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন তাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু প্রতিক্ষণ ইহার প্রকৃতি মধ্যে যে সকল স্বাভাবিক, সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক এইরূপ দর্শন করিতে করিতে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একদিন তাঁহার মন অধিকতর অবসন্ন ও দুর্ব্বলতাতে অভিভূত হইয়া পড়িল দেখিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এমন সময়ে লুডোবিক তাঁহার নিকট একটী উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র আনয়ন করিলেন। গবাক্ষের নিকটে যে অপরিচিত ব্যক্তি মক্ষিকা ধৃত করিতেন এই যন্ত্রটী তাঁহারই। তিনি ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের শরীর পরীক্ষা করিতেন এবং একটী মক্ষিকার চক্ষু মধ্যে ৮০০০ আট হাজার খণ্ড স্বচ্ছ কাচ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। চারনি যন্ত্রটী পাইয়া আনন্দে অধৈর্য্য হইলেন, তাঁহার বৃক্ষের ক্ষুদ্র পরমাণু সকল এক্ষণে শত গুণ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইল। সহজ উপায়ে অদ্ভুত ব্যাপার সকল আবিষ্কার করিবার আশায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি পুষ্পের বহিরাবরণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন পুষ্পের দল সকল অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর ধূমল বিন্দু রঞ্জিত এবং ইহার কেশরগুচ্ছ মখমলের ন্যায় চিক্কণ। এই সকল দ্বারা কেবল নয়নরঞ্জন

শোভা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পুষ্পের অভাব অনুসারে সূর্য্য কিরণ সকল সঞ্চিত বা বিকীর্ণ হইয়া থাকে। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন যে উজ্জ্বল ও সুচিক্কণ পুষ্পরেণু সকল রস প্রণালীর মুখ স্বরূপ, ইহারা বীজ সকলের পুষ্টি সাধনার্থ বায়ু, উত্তাপ ও শৈত্য* গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারে। যদি আলোক না থাকিত, বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারিত না এবং বায়ু ও উত্তাপের অভাবে জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ উদ্ভিদ্‌ রাজ্য বায়ু, শৈত্য, উত্তাপ ও আলোকে নির্ম্মিত এবং মৃত হইলে তাহাদের পরমাণু পুঞ্জ এই সকল মূল পদার্থের সহিত পুনরায় মিশ্রিত হইয়া যায়।

চারনি এইরূপে তাঁহার বৃক্ষটীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আনন্দ অনুভব পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে দুই ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যগতিক দর্শন করিতেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি সেই মক্ষিকাধারী গির্‌হারদী এবং তাঁহার একটী দুহিতা। চার্‌নির প্রতি ইহাঁদের অত্যন্ত দয়া ও কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল।

স্বভাব কবিকল্পনা অতিক্রম করে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে যেরূপ সুন্দরী রমণী অবতীর্ণ হয়, এই কন্যাটী সেইরূপ। তিনি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হইয়া পিতাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সমুদায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, সাধুতা ও গুণগ্রাম দর্শনে অনেক বর বিবাহার্থী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মন কাহার প্রতি মুগ্ধ হয় নাই। তাঁহার মনে অন্য চিন্তা ছিল না, পিতার বন্ধনদশা ভাবিয়া সর্ব্বদা শোক উথলিত হইত। তিনি জানিতেন সুখী ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় দুঃখিনীর স্থান হইতে পারে না, এই জন্য দুঃখীর অশ্রুজল মোচন ও সান্ত্বনা দান তিনি আনন্দ ও গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু যে অবধি চার্‌নিকে দেখিলেন, সেই অবধি তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও দয়ার উদ্রেক হইল। পিতার ন্যায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমবেদনা উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার প্রতি তিনি যেরূপ একান্ত অনুরক্ত, তাহাতে অন্যের প্রতি প্রণয় সহজে সঞ্চারিত হইবার নহে। চার্‌নির তেজস্বী ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল বটে, কিন্তু সম্পদ্‌কালে তাহার আকর্ষণ কখনই এতাধিক হইত না। বালিকা মানবজীবনের সহিত পরিচিত না থাকাতে দুর্ভাগ্যকে একটী গুণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই আকর্ষণে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইল।

* শৈত্য—জলীয় পরমাণু সকল।

স্ত্রীধন।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্ত্রীধনে অধিকারিগণের ক্রম নির্ণয়।

তঃ সংক্ষেপে স্থূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল, পরে সবিস্তার বর্ণন করা যাইবে।

বিবাহিতার ধনে—

১। সহোদর ভ্রাতা। ২। মাতা। ৩। পিতা।

ইহাদের অভাবে পিতৃ মাতৃ কুটুম্বেরা অপ্রজার (১) ধনে যেরূপ নিয়মে অধিকারী, সেরূপ হইবে। বাগ্দত্তার (২ বরদত্ত ধনে প্রথমে বর অধিকারী। তদভাবে উপরি উক্ত নিয়মে অধিকারী নির্ণয় হইবে।

বিবাহিতা সপ্রজার (৩) ধনে।—

যৌতুক ধনে।

কুমারী দুহিতা।
২ বাগ্দত্তা ঐ
৩ পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা ঐ
৪ বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্র হীনা বিধবা ঐ
৫ পুত্র
৬ দৌহিত্র
৭ পৌত্র
৮ প্রপৌত্র
৯ সপত্নীর পুত্র
১ সপত্নীর পৌত্র
১: সপত্নীর প্রপৌত্র

অযৌতুক ধনে।

১ পুত্র, অবিবাহিতা দুহিতা
২ পুত্রবতী দুহিতা, সম্ভাবিত ত্রা ঐ
৩ পৌত্র
৪ দৌহিত্র
৫ প্রপৌত্র
৬ সপত্নীর ত্র
৭ সপত্নীর পৌ
৮ সপত্নীর প্রপৌত্র
৯ বন্ধ্যা দুহিত

পিতৃ দত্ত ধন মাত্রে।

১। অবিবাহিতা দুহিত
২ পুত্র
{ পুত্রবতী দুহিতা, সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতা }
৪ দৌহিত্র
৫ পৌত্র
৬ প্রপৌত্র
৭ সপত্নীর পুত্র
৮ সপত্নীর পৌত্র
৯ সপত্নীর প্রপৌত্র
{ বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্রহীন বিধবা দুহিত }

(১) যে স্ত্রীলোক পুত্র কন্যাদি বিহীনা তাহাকে অপ্রজা বলে। (২) যে কন্যার বিবাহজন্য কাহার সহিত বচনবদ্ধ হওয়া যায় তাহাকে বাগ্দত্তা বলে।

(৩) সপ্রজা অর্থাৎ পুত্র কন্যাদি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক।

বিবাহিতা অপ্রজা (১) স্ত্রীর ধনে অধিকারিগণের ক্রম—

শুল্ক এবং অন্বাধেয় রূপধনে, তথা অবিবাহিতাবস্থায় মাতা ও পিতার দত্ত ধনে—	বন্ধুদত্ত তথা শুল্কান্বাধেয়াদি ভিন্ন অন্যরূপ স্ত্রীধনে— ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য বা গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহিতার ধনে—	আসুর, রাক্ষস, অথবা পৈশাচ বিবাহে বিবাহিতার ধনে—
১। সহোদর ভ্রাতা	১। ভর্ত্তা	১। মাতা
২। মাতা	২। ভ্রাতা	২। পিতা
৩। পিতা	৩। মাতা	৩। ভ্রাতা
৪। ভর্ত্তা	৪। পিতা	৪। ভর্ত্তা

উক্ত পর্য্যান্তাভাবে ব্রাহ্মাদি অষ্টবিধ বিবাহের যে কোন বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর যে কোন রূপ স্ত্রীধনে—

৫। দেবর	৮। ভর্ত্তার ভাগিনেয়	১২। সকুল্য
৬। { দেবরের পুত্র / ভ্রাতৃশ্বশুরের পুত্র }	৯। নিজ ভাতৃ পুত্র	১৩। সমানোদক
	১০। নিজ জামাতা	১৪। সমান গোত্র
৭। নিজ ভগিনীর পুত্র	১১। সপিণ্ড	১৫। সমান প্রবর

রাশি চক্র।

আমাদিগের পাঠিকাগণ অনেকবার পড়িয়াছেন, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে আহ্নিক ও বার্ষিক দুই প্রকার গতিতে ভ্রমণ করিতেছে ইহাতেই দিবারাত্রি, ঋতু পরিবর্ত্ত এবং বৎসর হইয়া থাকে। পৃথিবী বার্ষিক গতিতে ১২ মাসে অথবা ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে, এই কারণে বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস আমরা এক বৎসর গণনা করিয়া থাকি। পৃথিবীর এই ভ্রমণ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, গণিত বিদ্যা দ্বারা নিরূপণ করিয়া থাকি। সাধারণের চক্ষে বোধ হয়, দিবা রাত্রি সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে এবং সংবৎসরেও সেই রূপ সূর্য্য পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিতেছে। এই কারণেই আমরা বলি, সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয় অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় মাস সূর্য্য পৃথিবীর উত্তরে ও আশ্বিন হইতে চৈত্র দক্ষিণে থাকে। সূর্য্যের এই যে গতি দেখা যায় ইহা বাস্তবিক নহে, আনুমানিক বা কল্পিত মাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরাও সাধারণকে সহজে বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের এই রূপ একটী পথ কল্পনা করেন। সূর্য্য যেমন সংবৎসর এই পথে চলিতে থাকে, ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল বা রাশিতে অবস্থিতি করিতেছে বোধ হয়। সূর্য্যের পথ যেমন গোলাকার, এই রাশি গুলিও চক্রাকার হইয়া সেই পথে সাজান রহিয়াছে বোধ হয়। রাশিচক্রে ১২ টী রাশি আছে যথা, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। বারমাসে সূর্য্য এক এক করিয়া এই বার রাশি ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ সূর্য্য বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন রাশিস্থ হয়। পঞ্জিকাতে রাশি চক্র অঙ্কিত থাকে এবং তাহাতে মেষ, বৃষ ইত্যাদি জন্তুর আকার দেখা যায়। নক্ষত্র সকল জন্তুর মত কেন আঁকা থাকে ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহার কারণ এই, রাশিচক্রে এক এক স্থানে নক্ষত্র পুঞ্জ এমনি একত্র হইয়া আছে, যে একটু ভাবিয়া দেখিলে এক একটী জন্তুর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান হয়। রাত্রিকালে পরিষ্কৃত আকাশের প্রতি কেহ যদি দৃষ্টিপাত করেন একটু ভাবিলে দেখিতে পান, কোথায় নক্ষত্র সকল ভেড়া, কোথায় ষাঁড় কোথায় বিছা এই রূপ নানা আকার হইয়া আছে। এই গুলিকেই এক একটী রাশি বলিয়া থাকে। পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ জীবদিগের উপরে রাশি সকলের নানা প্রকার প্রভাব আছে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব।

(৩৩৩ পৃষ্ঠার পর)।

অনেক অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হিন্দু পরিবার সকল দর্শন করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ফলও আশাকর ও আনন্দজনক। অন্তঃপুরের চতুঃসীমার মধ্যে কয়েক বৎসরে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা এই টেবিলের উপরিস্থ কতকগুলি পুস্তক এবং চতুর্দ্দিক সজ্জীভূত সুন্দর সূচী-কার্য্য দর্শন করিলে প্রতীত হইবে। যে সকল হিন্দুরমণী স্বহস্তে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই—এমন কি তাঁহাদের কেহ কেহ কোন বিবি শিক্ষকের কিছুমাত্র আনুকুল্য পান নাই। এই কারণে যে রমণীগণ এই পুস্তক সকল প্রণয়ন ও শিল্পকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা নামে একখানি হিতকর মাসিক পত্রিকা আছে, ইহা কেবল হিন্দুরমণীদিগের বিশেষ উপকারার্থ কলিকাতা হইতে প্রচারিত হয় এবং কলিকাতা ও অতিদূর-বর্ত্তী মফঃস্বলের অনেক স্ত্রীলোক ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। শত শত নারী ইহার নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা, ইহার পত্র সকল পাঠ করিলে হিন্দুরমণীগণের লেখনী বিনির্গত সুমধুর পদ্য, নীতি, ইতিহাস ও কখন কখন বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সকলও দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। টেবিলের উপরে যে সকল পুস্তক দেখিতেছেন তন্মধ্যে কতকগুলি দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রীদিগের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়: ১—হিন্দুমহিলা-গণের হীনাবস্থা, ২—হিন্দুমহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা, ৩—বিশ্বশোভা (কৈলাসবাসিনী দেবী প্রণীত) ৪—উর্ব্বসী নাটক (কোন ব্রাহ্মণ কন্যা বিরচিত) ৫—ভুবনমোহিনী দাসী প্রণীত পদ্যাকিশোর। ৬—কবিতা-মালা (কোন সম্ভ্রান্ত কুলবালা রচিত), ৭—মার্থা সৌদামিনী সিংহ প্রণীত নারীচরিত। ৮—মনোত্তমা (কোন হিন্দুনারী রচিত)। ৯—বিদ্যা, দারিদ্র্যদলনী। ১০—নীলনলিনী নাটক। ১১—কৃষ্ণকুমারী দাসী প্রণীত চিত্তবিলাসিনী।

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্ত্রী-শিক্ষা কেবল অন্তঃপুরের বহির্ভাগে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বদ্ধ নাই, কিন্তু

অন্তঃপুরের অভ্যন্তরেও প্রভূত উন্নতি লাভ করিতেছে। এ সকলই উৎসাহকর নিদর্শন এবং আমাদিগের দেশের ভাবী কল্যাণের পথ-প্রদর্শক। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ যে কথা বলিয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা বিবরণের উপসংহার করিয়াছেন, আমি কোন মতেই তাহার সহিত একমত হইতে পারি না। তিনি বলেন "বিদ্যাশিক্ষার এ বিভাগের ফল আশাজনক না হইয়া অধিকন্তু নিরাশাজনক বলিতে হইবে।" অন্তঃপুরের প্রকৃত অবস্থা যাঁহারা অবগত, তাঁহারা এ কথাটী যে সত্য নহে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। হিন্দু মহিলাদিগের মন আপনাদিগের দুরবস্থার প্রতি সচেতন ও জাগ্রৎ হইয়াছে, অনেক হিন্দু পরিবারে উৎসাহসম্পন্না, সুশীলা, গুণবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণ ধূর্ত্ত-যাজক-সম্প্রদায়-নির্ম্মিত এবং পুরুষ-পরম্পরা-সেবিত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধীনতা শৃঙ্খল সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতে যে চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করা যায়। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালকেরা যে সভ্যতা ও জ্ঞান জ্যোতিঃ অবাধে লাভ করিতেছে, অনেক হিন্দু বালিকা তাহা গ্রহণে উৎসুক হইতেছেন। হিন্দু বিধবারা যে এত দুর্ভাগ্য তাঁহারাও অনুভব করেন তাঁহারা অন্যায় রূপে অসহ্য যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে সভ্যতা, জ্ঞান ও সামাজিক সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষেও আবশ্যক। বয়স্কা রমণী, বালিকা, বিধবা সকলেরই মধ্যে একটী শুভকর উৎসাহের ভাব লক্ষিত হয় তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

যাহা হউক পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন পক্ষে অনেক গুরুতর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, এই সকল প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং যদি সাধ্য হয় অবিলম্বে ইহাদিগকে অন্তরিত করিতে হইবে। নারীজাতির সভ্যতা ও উন্নতি যে প্রকার হইলে প্রকৃত ও স্থায়ী হইতে পারে তাহা অদ্যাপি হয় নাই। হিন্দু মহিলাগণের মন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে মাত্র, কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গিয়া স্থগিত হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের সমুদায় যত্ন চেষ্টা এই সীমা পর্য্যন্ত যায়, বর্ত্তমান অবস্থায় ইচ্ছা করিলেও ইহা অতিক্রম করিয়া

একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। যত শীঘ্র পারা যায় এই গণ্ডীরেখা অতিক্রম করিতে হইবে, নতুবা স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কখন সংসাধিত হইবে না। যতদিন আমরা পাপ ও মূর্খতা তরুর মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতে না পারি এবং আমাদিগের নারীগণকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং উন্নতির স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন করাইতে না পারি ততদিন কোন নিত্য ও স্থায়ী কল্যাণের আশা করা বৃথা। অতএব আমি কতকগুলি কার্য্যকর প্রস্তাবের উল্লেখ করিতেছি, এই গুলি সম্পাদন করিতে পারিলে হিন্দু স্ত্রীগণের পক্ষে যে রূপ প্রকৃত সভ্যতা ও উন্নতি নিতান্ত আবশ্যক এবং উন্নতির পথে অবাধে অগ্রসর হইতে যে যে উপায়ের প্রয়োজন তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিবে।

১ম শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন। আমি আনন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে রাজধানীতে এরূপ দুইটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে— একটী বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের ও অপরটী ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে এক্ষণে ১৩টী মহিলা আছেন এবং তাঁহারা বাঙ্গালা ইংরাজী ও সূচীকর্ম্মে নিয়মিত রূপে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। আমি বোধকরি তাঁহারা যদি এক বৎসর বা দেড় বৎসর মাত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইয়া প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ের বা অন্তঃ-পুরস্থ বয়স্কা স্ত্রীগণের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। ঢাকা ও রামপুরে এইরূপে আর দুইটী বিদ্যালয় আছে, শুনা যায় ইহাদের তত্ত্বাবধান উত্তমরূপে হইতেছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাদের অবস্থোন্নতি হইবে আশা করা যায়। এরূপ বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। অন্তঃপুর মহিলাগণকে শিক্ষাদিতে পারেন এবং গবর্ণমেন্ট বা স্থানীয় প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করিতে পারেন এরূপ সুশিক্ষিতা রমণীগণের অভাব আমরা অনুভব করিতেছি। পুরুষ শিক্ষকদিগের নীরস ও কঠোর শিক্ষা স্ত্রীজাতির প্রকৃতির উপযোগী নহে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষকগণই স্ত্রীলোকের মন বিকসিত, উন্নত ও বিশোধিত করিতে পারেন এবং তাহাদের জীবন পবিত্র করিতেও বিশেষ

সমর্থ। অতএব যে কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ হইয়াছেন তিনি ইহার সুস্পষ্ট আবশ্যকতা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে মিস্ কার্পেন্টরের নামোল্লেখ না করিয়া এই প্রস্তাব সমাপন করিতে পারি না। তিনি যাবৎ এদেশে ছিলেন তাবৎকাল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবল উৎসাহ দান করেন এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের ও গবর্ণমেন্টের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেন। তাঁহারই অনুরোধে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থানুকূল্য স্বীকার করিয়াছেন।

২য়—একটী ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ বা তত্ত্বাবধারিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি হিন্দু পরিবার সকল পরিদর্শন করিবেন এবং অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীগণ কিরূপ কার্য্য করেন তাহার পরীক্ষা করিবেন। তিনি প্রকাশ্য গবর্ণমেন্ট বালিকাবিদ্যালয় সকলও পরিদর্শন করিবেন এবং তাহাদিগের কিরূপ কার্য্য চলিতেছে সময় সময় তাহার বিবরণ গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাই-বেন। এরূপ তত্ত্বাবধারিকাদ্বারা যে প্রকার উপকার সাধিত হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আর কোনরূপে হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে অন্তঃপুরে কিরূপ শিক্ষাকার্য্য চলিতেছে গবর্ণমেন্ট তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন না এবং কেহ তথায় গিয়া তাহার বিবরণ গবর্ণমেন্ট ও সাধারণের গোচর করিতেও পারেন না এই নিমিত্ত অন্তঃপুর শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না। গবর্ণমেন্ট এবং সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকল পরিদর্শনার্থ যেমন সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টর সকল আছেন, বালিকাবিদ্যালয় এবং অন্তঃপুর শিক্ষাকার্য্য সুফলপ্রসূ করিবার জন্য তেমনি সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

৩য়—বয়স্কা ছাত্রীর শ্রেণী স্থাপন করা আবশ্যক। যাবৎকাল বাল্য-বিবাহরূপ অনিষ্টকর দেশাচার এদেশে প্রচলিত থাকিবে, তাবৎকাল হিন্দু বালিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ না করিয়া প্রকাশ্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা সাত বৎসরের সময় বিদ্যারম্ভ করে এবং নয় কিম্বা দশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করিয়া থাকে; পরে যখন তাহারা

স্ব স্ব অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়, তখন চতুর্দ্দিকে মুর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে বেষ্টিত হয়, ইহাতে তাহাদের উৎসাহানল নির্ব্বাণ হয়, মানসিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয় এবং বিদ্যানুশীলন স্থগিত হইয়া যায়। এইরূপে এদেশীয় বালিকারা যে প্রকার অল্প বয়সে পাঠ ছাড়িয়া দেয় সে বয়সে সভ্য দেশের বালিকাগণকে পাঠ আরম্ভ করিতে দেখা যায়। বড় বড় নগরের মধ্যস্থলে ও সুবিধাজনক স্থানে বয়স্কা স্ত্রীগণের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করা এই দুর্ঘটনা নিবারণের একমাত্র উপায়। অবস্থা সকল যেরূপ আছে তাহা রক্ষা করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। হিন্দু রমণীগণ যদি সুশিক্ষার ফল লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে আরও পাঁচ ছয় বৎসর প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে থাকিতেই হইবে একথা বলিলে চলিবে না। এ প্রকার বিষয়ে আমরা স্বীয় মতানুযায়ী অখণ্ড ব্যবস্থা করিতে পারি না। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বালিকাগণকে পিতা মাতা ও রক্ষকগণের আদেশ ও মতানুসারে চলিতে হয়, দেশের আচারানুযায়ী অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হইতে হয় এবং অবিলম্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতে আরও কিয়ৎকাল যদি এই নিয়ম অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিবিধানার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বালিকাদিগের যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয় এবং পুনরায় বাহিরে আসিবার মন না থাকে, আমরা যাহাতে তাহাদিগের নিকট শিক্ষক প্রেরণ করিতে পারি এবং তাহাদিগের পাঠোন্নতির উপায় করিতে পারি, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিকটবর্ত্তী পাঁচ ছয় বাটীর বালিকারা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে প্রতি দিন সমবেত হউন এবং তাঁহাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হউক। এইরূপে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ২০।৩০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বয়স্কা বালিকার শ্রেণী হইবে, এবং তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে অবসৃত হইয়া যত দিন ইচ্ছা তাহাতে নিরাপদে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন।

৪র্থ—অন্তঃপুরে ব্যবসায়ী শিক্ষক চাই। বর্ত্তমান অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীগণ যেরূপ প্রশংসা পাইবার যোগ্য আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে

তাহা প্রদান করিয়াছি। তাঁহারা সাধুভাবে যাহা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা ছাত্রীগণকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার উদ্দেশেই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবিষয়টীতে আমরা অন্ধ থাকিতে পারি না। তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, তাঁহাদিগের স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে এবং তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা নিক্ষেপ করিলে আমাদিগের অকৃতজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করা হইবে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের মতানুসারে চলিতে থাকুন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাব প্রদর্শন করিতে বাধ্য, অতএব যাহাতে বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ, বালিকাদিগের বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করেন তজ্জন্য অনুযোগ করিব। বর্ত্তমান কালের যে প্রকার স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী, তাহাতে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান শিক্ষা লাভে এককালে অসমর্থ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের স্কুল ও কলেজে বহুদিনাবধি যেরূপ প্রণালী চলিয়া আসিতেছে তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট সুযোগ্য ও উপযুক্ত ইউরোপীয় রমণীগণকে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করুন, ইহারা হিন্দু পরিবার সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট বালকদিগকে যেরূপ ধর্ম্মনিরপেক্ষ উদার শিক্ষা দান করিতেছেন, বালিকাদিগকে তাহা দেন না ইহা কি অন্যায় নহে? গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বর-বিহীন বিদ্যা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করুন এ প্রকার বলা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে নীতি ও ভাষাজ্ঞান যদি সরল ও ধর্ম্মভাবে প্রদত্ত হয় তাহাতে কেবল বালক-বালিকাদিগের মন পবিত্র হইবে এরূপ নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের পরিবার সকল বিশুদ্ধ হইবে এবং আবশ্যক নীতি ও ধর্ম্মালঙ্কারে বিভূষিত হইতে থাকিবে। আমার বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা প্রভাবে এদেশীয়দিগের মন এতদূর উত্তেজিত হইয়াছে যে তাহাতে তাঁহারা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার হইতে বিরত হইয়া উদার উন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছেন; স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা কি আমরা সেইরূপ শুভফলের প্রত্যাশা করিতে পারি না? আমার বিবেচনায়

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের এবিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ বোধ হয় এবিষয়টী গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকৃত রূপে বর্ণনা করা হয় নাই নতুবা প্রস্তাবিত অসংলগ্ন আচরণের কারণান্তর উপলব্ধি করা যায় না। এ বিষয়টী যখন সাধারণের গোচর করা হইল তখন অবিলম্বে এই মহৎ অনিষ্টের প্রতীকার ও মহৎ অভাবের পরিপূরণ হইবে আমি সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। একদল ইংলণ্ডীয় ও এদেশীয় শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হউন এবং তাঁহারা ভারতের অঙ্গনাগণকে সম্পূর্ণ উদার অসাম্প্রদায়িক জ্ঞান শিক্ষা দিউন এই আমার প্রস্তাব।

৫ম—উপকার জনক স্থান দর্শনের উপায় বিধান। ইংলণ্ডে শ্রমজীবী লোকদিগের উপকারার্থ যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ তাহা অবলম্বন করা বিধেয়। ইংলণ্ডে যাহারা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহারা বিজ্ঞ ও বহুদর্শী পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের তত্ত্বাবধানে থাকে। ঐ সকল পণ্ডিতের উপদেশে ইহারা প্রকাশ্য মিউসিয়ম অর্থাৎ চিত্রশালিকা, পুস্তকালয় এবং অন্যান্য হিতকর স্থান দর্শন করে এবং তাঁহাদের সাহায্যে অনেক বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক মহৎ সত্য শিক্ষা করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এইরূপ উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথেষ্ট ইষ্টলাভের সম্ভাবনা। সুযোগ্য বহুদর্শী ইউরোপীয় মহিলাগণ সময় সময় ২০।২৫টী এদেশীয় মহিলা সঙ্গে লইয়া আসিয়াটিক মিউসিয়ম, কোম্পানীর বাগান ইত্যাদি স্থানে যাইতে পারেন এবং তাঁহাদের হৃদয় মনের উন্নতি সাধনার্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচিত্র ও আনন্দজনক পদার্থ সকল বুঝাইয়া দিতে পারেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ শিক্ষা দিলে যে প্রকার অসীম উপকার হইবে, পুস্তকপঠিত কোন জ্ঞান তাহার সমতুল্য হইতে পারে না। এক্ষণে বামাগণ অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া বাহিরে কি হইতেছে বুঝিতে পারে না, কিন্তু যেরূপ স্থানের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাতে গমনাগমন করিলে তাহারা পুরুষ পরম্পরাগত শিল্প ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সকল স্বচক্ষে দর্শন করিবে; প্রকৃতির প্রশস্ত ক্ষেত্রে পুষ্প ও তরু, গিরি ও নদী এবং সৃষ্টির যাবতীয় মহৎ ও সুন্দর পদার্থ অবলোকন করিবে, ইহাতে তাহাদিগের

মন প্রশস্ত হইবে, কুসংস্কার বিনষ্ট হইবে এবং জ্ঞান আনন্দের আকর হইতে থাকিবে।

৬ষ্ঠ—ও আমার শেষ প্রস্তাব এই, সমাজ বিজ্ঞান সভার অধীনে এতদ্দেশীয় বালিকাগণের সময় সময় পরীক্ষা লইয়া গুণবতী ও বুদ্ধিমতী ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ হয়। হিন্দুমহিলাগণ যদি বুঝিতে পারেন যে আমরা তাহাদিগের যথার্থ কল্যাণ চিন্তা করিতেছি এবং তাহাদিগের গুণের পুরস্কার স্বরূপ পুস্তক, ও বিজ্ঞানসাধক যন্ত্রাদি দিতেছি তাহাহইলে তাহাদিগের উৎসাহ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। কলিকাতার অনেক বালিকা ও বয়স্কা রমণী আছেন, তাঁহারা বামাবোধিনী সভার পরক্ষাধীন হইয়া শিক্ষা নৈপুণ্যের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পান। আমার প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট ও সমাজবিজ্ঞান সভার ন্যায় সম্ভ্রান্ত দলস্থ লোকেরা এবিষয়ে সাহায্য দান করিবেন এবং গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বামাগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

আমি আপনাদিগের নিকট ছয়টী সহজ ও কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব করিলাম, আমি বোধ করি এগুলি অনায়াসে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে। আমার হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস এই, এগুলি অসাধ্য বা কল্পনাসিদ্ধ নহে। এগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন হইতেছে না। স্ত্রীজাতির উন্নতির আবশ্যকতা যদি আমরা যথার্থ পক্ষে স্বীকার করি, আমরা কয়েক জন একত্র কিয়ৎক্ষণ বসিয়া এই প্রস্তাব সকল সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত ও আশুকার্য্যকর উপায় সকলও অবলম্বন করিতে পারি। যদি আমরা এবিষয়ে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে না পারি, যাঁহারা অর্থে বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন চলুন তাঁহাদিগের নিকটে যাই। যদি আবশ্যক হয় আসুন গবর্ণমেন্টের নিকট যথাবিহিত ও বিনয়পূর্ণ আবেদন অর্পণ করি। সাধারণ দেশবাসিগণের দাতব্য ও সাহায্য, সামাজিক বিজ্ঞান সভার উৎসাহ ও আনুকূল্য এবং উপস্থিত মহাত্মাগণের দৃঢ়তর যত্ন দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এবং যথাসময়ে হইবে এই আমার বিশ্বাস। এক্ষণে আমার দেশীয় বন্ধুগণকে কয়েকটী কথা বলি। এতা-

দৃশ পুরাতন বিষয় লইয়া অধিক বলিবার নাই। আপনারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শত শত আলোচনা ও বক্তৃতা শুনিয়াছেন। ইহার আবশ্যকতা এবং যৎপরোনাস্তি উপকারিতার বিষয় আপনারা স্বীকার করিয়া থাকেন এবিষয়ে আপনাদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এবিষয়ের যথার্থ কর্ত্তব্য বোধ উদ্রেক করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন ও ভাবোত্তেজক অনেক বাক্য ব্যয় আবশ্যক এরূপ যদি অনুমান ও করি, তাহাতে আপনাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ এবং আপনাদিগের বুদ্ধি শক্তির অবমাননা করা হয়। আপনাদিগের নিকটস্থ ও প্রিয়তম অন্তরঙ্গগণকে প্রকৃত শিক্ষাদান আবশ্যক, ইহা আপনারা প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকেন। (আপনারা স্বীয় স্বীয় রমণীগণকে মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কখনই নিরাপদ হইতে পারেন না। এ প্রকার অশুভ চেষ্টা করিলে আপনাদিগকে ভয়ানক প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এবিষয়ে আমাদিগের পত্নী, ভগিনী এবং কন্যাগণের কল্যাণেই আমাদিগের কল্যাণ। আমরা যদি তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করি এবং তাঁহাদিগের স্বত্ব ও অধিকার বঞ্চনা করি, তাহাতে নিশ্চয় আমাদিগকে মহত্তম লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমাদিগের নারীগণকে শিক্ষাদান করা কেবল দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শনার্থ নহে। যদি আমরা কেবল স্বার্থপরতারূপ নীচলক্ষ্য ধরিয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলেও আমাদিগের স্ত্রীকন্যাগণের শিক্ষাদান ও সভ্যতা বিধান করা কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, কিন্তু আমাদিগের লাভেরও হেতুভুত। ইংলণ্ডীয় নারী-সমাজ সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে কথা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। তিনি বলেন "এখন এমন সময় উপস্থিত, যে স্ত্রীলোকেরা যদি মানসিক উন্নতিতে পুরুষদিগের সমতুল্য হইতে না পারে পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীলোকের সমান হইবে।") অথবা, প্রসিদ্ধ কবিরত্নের কথায় বলিতে হইলে :—

"নারী হিতে পুরুষের হিত সুনিশ্চয়
উন্নত বা অধোগত একত্রে উভয়,

বামন বা দেবতুল্য, দাস বা স্বাধীন,
অখণ্ড নিয়ম এই আছে চিরদিন।"

আপনারা কি প্রতি দিনের জীবনে দেখিতে পান না যে আপনাদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আপনাদিগের পত্নী ও মাতাগণ মহা প্রতিবন্ধক, কখন কখন দুর্নিবার বাধা স্বরূপ হইয়া থাকেন? এই মুহূর্ত্তেই আপনাদের মধ্যে কতশত ব্যক্তি ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহাতে জাতিনাশের ভয় আছে এবং আপনাদিগের পুরন্ধ্রীগণ জাতি প্রথার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতেই আপনাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন না। আপনাদিগের মধ্যে অনেকে এই মুহূর্ত্তে পৌত্তলিকা ও কুসংস্কারেরর বন্ধন সকল ছেদন করিতে ইচ্ছুক। আপনাদিগের স্ত্রীগণ প্রতিবন্ধক হন বলিয়া আপনারা এক পদ অগ্রসর হইতে সাহসী হন না। স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিউন, তাঁহারা আপনাদিগের সহকারিণী হইবেন। যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাত তাঁহারা শিক্ষা করিবেনই, স্বীয় হৃদয়ে সত্য সকলত গ্রহণ করিবেনই, আবার আপনাদিগের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিবেন এবং মহত্তর সাহসিক কার্য্য সকলে সহকারিণী হইবেন। অধুনা পিতারা শিক্ষিত, মাতারা অশিক্ষিত; স্বামীরা দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কিন্তু পত্নীগণ এককালেই অনক্ষর। ন্যায়পর, পবিত্রহৃদয়, উৎসাহ পূর্ণ পিতা সকল দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদিগের কন্যাগণ কুসংস্কারাপন্ন মাতাদিগের নিকট মিথ্যা ও অপবিত্রতা শিক্ষা করিতেছে। এ প্রকার অসংলগ্নতা অন্তরিত করুন এবং মাতা, ভগিনী, পত্নী ও কন্যাগণকে শিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সমশ্রেণীতে স্থাপিত করুন। আপনারা যেমন অগ্রসর হইয়া সভ্যতার উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে ধাবমান হইতেছেন, আত্মীয় নারীগণকে সঙ্গে লউন, তাহা হইলেই দেশের সম্পূর্ণ উন্নতি সংসাধিত হইবে। অধুনা ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের অর্দ্ধাংশ মাত্র শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিতেছে। পুরুষদিগের মধ্যে যে উন্নতি হইতেছে, নারী সমাজের অশিক্ষা নিবন্ধন তাহা অনেক পরিমাণে নিস্ফল হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করিয়া

আমরা আপনাদিগের বল দ্বিগুণিত করিব এবং পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা দেশের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করিতে পারিব। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিবার জন্য আপনাদিগকে অবিচারিত ও অসাময়িক উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি না। আপনাদিগের নারীগণের স্কন্ধে কাল্পনিক সভ্যতা বল পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবেন না। বিজাতীয় প্রথারূপ শিথিল ভিত্তির উপরে বাহ্য সভ্যতার প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইবেন না। ভারতবর্ষের ভূমিতে সভ্যতার মূল যাহাতে দৃঢ়-বদ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করুন। উন্নতি ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে যেরূপ, সমাজ সংস্কার বিষয়েও সেইরূপ, যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ অথচ দৃঢ়রূপে সম্পন্ন হয় এবং বাস্তবিক জাতীয় প্রকৃতি সঙ্গত ও চিরস্থায়ী হইতে পারে এরূপ উপায় চিন্তা করুন। ভিন্ন জাতীয়দিগের অনুকরণ অপেক্ষা মহত্তর অভিপ্রায়ে যে কার্য্য সাধিত না হয়, তাহা শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি স্বজাতীয়দিগের অন্তর্নিহিত ক্তি সকল উত্তেজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বজাতির প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি সংসাধন করিতে পারিবেন।

সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে ইংরেজজাতির পারিবারিক পবিত্রতা ও সামাজিক সুখ স্বচ্ছন্দতার মূল কারণ আমি আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমি অনুসন্ধান ও বহুদর্শন দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে ইংলণ্ডের নারীগণের শ্রেষ্ঠতাই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সৌভাগ্যের মূল। আমি ইংলণ্ডের অনেক নগর ও উপনগরে গুণবতী ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নারীগণের সংসর্গে ছিলাম, এবং সেই দূরবর্ত্তী দেশে স্ত্রীজাতির যে সকল মহৎ গুণ স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহা স্বদেশে আনয়ন করিবার জন্য স্বভাবতঃ আমার প্রয়াসও হইল। কিন্তু এ প্রয়াস কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? ইংরেজদিগের বাহ্য জীবন অনুকরণ করিলে হইবে না; বাহ্য আচার ব্যবহারের আড়ম্বর শিক্ষা করিলেও হইবে না, যৌবন-সুলভ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ক্ষণেকের জন্য জাতীয় সমাজকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেও হইবে না। প্রকৃত ইংরাজী সভ্যতার গভীর ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ডের মহত্ত্ব বাহ্য সামাজিক নিয়ম রক্ষার উপর অথবা প্রত্যেক

ব্যক্তির অবলম্বনীয় নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনের উপর নির্ভর করে স্ব স্ব মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আপনারা এদেশে পারিবারিক সুশিক্ষানিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন, স্ত্রীজাতির মন উন্নত করুন, তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসাহে উত্তেজিত করুন. এবং ধর্ম্ম নিয়মের সুশাসনের অধীন করুন। পাপ ও অসত্যের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়া যে যথার্থ মুক্তিলাভ এবং ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানানুসারে অকুতোভয়ে কার্য্য করা এবং আপনার প্রতি, অন্যের প্রতিও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সকল সাধন করাতেই যে যথার্থ স্বাধীনতা ইহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিউন। বর্ত্তমান সময়ে আপনাদিগের নারীগণের এই সকল প্রধান অভাব, যদি আপনারা তাহাদিগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শাসন শিক্ষা দেন, সত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের যে সামাজিক তুল্যতা ও পবিত্রতা ভিন্ন ভারতসংস্কার কেবল বাহ্যসভ্যতা মাত্র তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন। যদি ভারতবর্ষের যথার্থ সভ্যতা সাধন করিতে চান, এদেশীয় নারীগণের মনে পবিত্রতা এবং কর্ত্তব্যের যথার্থ ভাব যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহার উপায় বিধান করুন।

ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার।

করমণ্ডল অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে মস্‌লিপত্তনে ইংরেজদিগের প্রথম কুটী হয়। পরে চন্দ্রগিরির রাজার আহ্বানে ১৬৩৯ অব্দে মান্দ্রাজ সংস্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ জর্জের নামানুসারে ইহার নাম ফোর্ট সেন্ট জর্জ হয়। ইহার পর ইংলণ্ডে রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে ঘোর গৃহ-যুদ্ধ ঘটাতে ১৫ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ইংরেজদের কোন উন্নতি হয় নাই। ক্রমওয়েল যখন ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে একটী স্বতন্ত্র কোম্পানি হইল, কিন্তু অল্প-দিন পরে তাহারা পুরাতন কোম্পানির সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। দ্বিতীয়

চার্লস সিংহাসন লাভ করিয়া ১৬৬১ অব্দের ৩রা এপ্রেল এই মিশ্রিত বণিক্ দলকে এক খানি ক্ষমতা পত্র দিলেন এবং তাহাতে বাণিজ্য ক্ষমতা ব্যতীত আরও কতকগুলি স্বত্ব দান করিলেন অর্থাৎ কোম্পানি খৃষ্টান ব্যতীত এদেশীয় সকল জাতির সহিত সন্ধিবিগ্রহ করিতে পারিবেন, যে সকল ইংরেজ রাজ-অনুমতি ব্যতিরেকে এদেশে আসিবে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবেন এবং মোকর্দ্দমাদির বিচার করিবেন। যে কোম্পানি আদৌ বাণিজ্যের জন্য হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা রাজ-ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় চার্লস্ পর্টুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ ও তাহার অধীনস্থ স্থান সকল প্রাপ্ত হন। কিন্তু ছয় বৎসর অধিকার করিয়া দৃষ্ট হইল, ইহাদের শাসনে ইংলণ্ডের ব্যয় যত হয়, আয় তত নাই। সুতরাং বোম্বাই কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করা হইল। ইহাদিগের যত্নে ইহার লোক সংখ্যা ১০ হাজার হইতে ৫ লক্ষ এবং ইহার বাণিজ্য কয়েক লক্ষ টাকা হইতে ত্রিশ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশে বদ্ধমূল দেখিয়া আর কতকগুলি ইউরোপীয় জাতি তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। ১৬৬৩ অব্দে ফরাসীরা একটী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন করিলেন এবং চন্দন নগরে বাণিজ্যের কুটী নির্ম্মাণ করিলেন। ওলন্দাজেরা চুঁচড়ায় এবং দিনামারেরা শ্রীরামপুরে বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশে ধুমধামের সীমা রহিল না। ইংলণ্ডে রাজবংশ পুনঃ স্থাপিত হইয়া ইংরেজদিগের সৌভাগ্যের পুনরুদয় হইল, বাঙ্গলায় কোম্পানিরও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সস্তা খাঁ নামে এক ব্যক্তি বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন। তিনি কোম্পানির অনেক অর্থ শোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের উপকার সাধনে ত্রুটি করিতেন না। ইতিপুর্ব্বে বঙ্গদেশে নূতন নবাব হইলে ইংরেজদিগকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া নূতন সনন্দ লইতে হইত, সস্তা খাঁ দিল্লীর রাজ-সভাসদ হইলে তাঁহারা ইহা হইতে অব্যাহতি পান। ডিরেক্টরেরা বঙ্গদেশে

আপনাদিগের বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া ইহাকে একটী স্বতন্ত্র প্রেসি-ডেন্সী করেন এবং হেজেস্ সাহেবকে প্রথম গবর্ণর করিয়া পাঠান। কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডে আর একটী বৃহৎ কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং পুরাতন কোম্পানির অপকারার্থ কতকগুলি ইংরেজ সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করেন। কোম্পানির হস্তে দস্যু দমনের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাঁহারা এককালে নিরাপদ হইবার জন্য নবাবের নিকট হুগলীর মুখে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। নবাব ইহা শুনিয়া ভীত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগের বাণিজ্যের উপর শতকরা ৩॥ টাকা করিয়া মাস্তুল ধার্য্য করিলেন। ইংরেজদিগের বিনা মাস্তুলে বাণিজ্য করিবার যে স্বত্ব ছিল, তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ এই সংবাদ শুনিয়া রাগান্ধ হইলেন এবং মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডাধিপতি ২য় জেম্সের অনুমতি লইয়া জাহাজ কামান ও সৈন্য সহিত আডমিরাল নিকলসন্ সাহেবকে পাঠাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে ঝটিকাতে অনেক গুলি জাহাজ নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক সৈন্যগণ হুগলীনগরে আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া ১৬৮৬ অব্দের ২০এ ডিসেম্বর সেনাপতি যব চার্ণক সুতানুটী গ্রামে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজেরা তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে এই স্থানে কলিকাতা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবে। এদিকে নবাব সৈন্যগণ লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন. ইংরেজেরা গঙ্গাসাগরের নিকট ইঙ্গলী দ্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থান অত্যন্ত পীড়াজনক, ইহাতে ৩ মাসে ইংরেজদিগের অর্দ্ধেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এই সময়ে ইংরেজেরা ভারতবর্ষ হইতে মক্কা যাইবার পথ অবরোধ করিয়াছিল। সম্রাট আওরঙ্গজীব মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সাধনের প্রতিবন্ধক দেখিয়া শত্রুগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমত সময়ে ক্যাপ্তেন হিথ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ বঙ্গদেশে আসিলেন। ইহাতে সম্রাট কুপিত হইয়া ইংরাজদিগকে এককালে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিলেন এবং তাহাদের এতদিনের বাণিজ্যের আশা সমূলে বিনাশ করিলেন।

পবিত্রতা।

(কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

পবিত্রতা সমুদয় গুণের ভূষণ। ইহা মনুষ্যকে দেবত্ব প্রদান করে। পবিত্রতা শূন্য কিছুই সুন্দর নহে। ইহাই সাধুতা এবং সতীত্বের মূল। পবিত্রতা ভিন্ন কেহই সাধু এবং সাধ্বী হইতে পারে না। পবিত্রতা আমাদের প্রকৃত অবস্থা। ইহার অভাবই বিকৃতি। পবিত্রতাই মনুষ্যকে সৌন্দর্য্য, গৌরব, এবং মহত্ত্ব প্রদান করে।

অবৈধ সুখভোগ-স্পৃহা পবিত্রতার প্রতিকূল। ঈশ্বর-প্রেরিত দাম্পত্য-প্রণয় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে শারীরিক পবিত্রতা বিনষ্ট করা নিতান্ত জঘন্য কার্য্য। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষেরও এবিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। সতী স্ত্রী এবং সাধু পুরুষের হৃদয় ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিতে চায় না। তাঁহারা যখন পরস্পরকে স্পর্শ করেন তখন তাঁহাদের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ শ্রবণ করে। ইদানীং ভারতবর্ষে পবিত্র ধর্ম্ম বিকীর্ণ হইতেছে, অনেকেই দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, প্রকৃত সতীত্ব এবং অকৃত্রিম সাধুতা কি তাহা অনেকেরই নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্বর্গীয় জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই জীবনে পরিণত হইয়াছে। যে স্ত্রী সুখ-লিপ্সার অধীন হইয়া পতির প্রেম আকর্ষণ করে তাহাকে কখনও আমরা সতী কিম্বা নির্ম্মল-হৃদয় বলিতে পারি না এবং যে স্বামী বিলাস লালসার পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হয়, তাহার হৃদয়ও সাধুতা শূন্য। ভারতবর্ষীয় দম্পতিদিগের অবস্থা এই সত্য দ্বারা পরীক্ষা করিলে নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়।

বাস্তবিক সাধুতা এবং সতীত্বের এই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিলে, দেখা যায়, জগতে সতী এবং সাধুর সংখ্যা অতি অল্প। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ প্রায় ৯০০০,০০০০ নয় কোটী স্ত্রীলোকের বাসস্থান। কিন্তু এই আদর্শমতে কয়টী ভারতমহিলাকে আমরা সতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি? নয় কোটির মধ্যে সহস্র স্ত্রীলোকও ইহা জানেন কি না সন্দেহ। আবার

যে অল্প সংখ্যক অবলা এই স্বর্গীয় ভাবের আভাস পাইয়াছেন তাঁহারাও চির-পোষিত মলিনভাবকে দমন করিতে না পারিয়া ইহার সঙ্গে জীবনের যোগ সাধন করিতে অক্ষম।

পর স্ত্রী এবং পর পুরুষের প্রতি মলিন ভাবে দেখিলে যে সাধুতা এবং সতীত্ব বিরহিত হইতে হয়, সহজ অবস্থায় ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু স্বীয় স্ত্রী এবং স্বীয় পতির প্রতি ঐ ভাবে দৃষ্টিপাত করাও যে ব্যভিচার ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না, এবং যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারাও অভ্যস্ত পাপ-নিবন্ধন সেই নরকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অশক্ত। সুতরাং যে অবধি প্রচ্ছন্ন ভাবে এই প্রকার পাপ-শিখা প্রজ্বলিত থাকিবে সেই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বহির্গমন এবং স্বেচ্ছাচার প্রভৃতিকে স্বাধীনতা বলিয়া উল্লেখ করা আমাদের মতে নিতান্ত গর্হিত। যে সকল উপায় দ্বারা অন্তরতম এই পাপ-স্রোত রুদ্ধ হয়, অগ্রে সেই সকল অবলম্বন করিতে হইবে। পরে যখন দেখিব যে তাঁহাদের অন্তরে পবিত্রতা অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া বিকৃত ভাব সকল ভস্মীভূত করিয়াছে, তাঁহারা পুরুষদিগের প্রতি পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছেন—তখন তাঁহারা পুরুষদের সমাজে বিচরণ করিলে আমাদের আহ্লাদের সীমা থাকিবে না।

যাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রীদিগকে সাধারণ সভাতে ও পরপুরুষদিগের নিকট যাতায়াত করিতে দিলেই এই পাপ বিদূরিত হইবে, আমরা বন্ধুভাবে বলিতেছি, ইহা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম, এবং ইহা নিরাকৃত না করিলে নিশ্চয়ই অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে। ইহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইবে। আন্তরিক অপবিত্রতা এবং গুপ্ত পাপস্রোত ভারতসন্তানদিগের কল্যাণ পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিবে। বিকৃত কামনা, যশোলিপ্সা যৌবন-সুলভ চপলতা, অবৈধ কৌতূহল ইত্যাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি শত শত যুবক যুবতীর হৃদয়ে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের কোমল স্বর্গীয় ভাব সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অতএব আমাদের এই অনুরোধ যে অবধি অন্তরে পবিত্র অনুরাগ উদ্দীপ্ত না হয়—যে অবধি ভ্রাতাকে ভ্রাতা, ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া হৃদয় স্বীকার না করে সে পর্য্যন্ত স্ত্রী-জাতি ও পুরুষ জাতিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে হইবে। নতুবা নিশ্চয়ই অপবিত্রতাজনিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং আমাদের দোষে দেশ কলঙ্কিত হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ফাল্‌গুন মাসে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এবং আরও কতকগুলি ভদ্রমহিলা 'এসিয়াটিক্ মিউসিয়ম' নামক চিত্রশালিকা দেখিতে গিয়াছিলেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ বোধ হয় শুনিয়াছেন, ঐ স্থানে সকল প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ ও মৃত জন্তু সংগৃহীত আছে এবং তাহা দেখিলে অনেক জ্ঞান পাওয়া যায়। এদেশের রমণীগণ যেরূপ অন্তঃপুর মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাহাতে এইরূপ স্থানে গমন করিলে তাঁহাদের কৌতুক ও আশা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হইতে পারে। বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে এই কার্য্য হয় এবং তাঁহার অনুরোধে চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ সাহেব হিন্দু-মহিলাগণের সম্ভ্রম রক্ষার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সে দিন কেশব বাবু টাউন্ হলে যে বিষয় বলিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি ছাত্রীগণ একবার গিয়া কেবল দর্শন সুখ চরিতার্থ করিয়া নিরস্ত হইবেন না, যাহাতে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন এরূপ উপায় করা হইবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিএ, এম এ, বিএল ইত্যাদি উপাধি দান করিবার জন্য টাউনহলে একটী মহাসভা হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম আমাদিগের কয়েকটী ভগিনী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পুরুষ-সমাজে হিন্দু স্ত্রীগণের গমনের এইটী প্রথম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এবিষয়টী যেরূপ গুরুতর, সেরূপ বিবেচনা সহকারে কার্য্য করা হইয়াছে আমাদিগের কোন মতে বোধ হয় না।

৩। রাণীগঞ্জের প্রসিদ্ধ মৃত গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের পত্নী শ্রীমতী দাড়িম্ব দেবী বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় ১০০০ এক হাজার টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকের এপ্রকার সাধু দৃষ্টান্ত আমাদিগের পক্ষে যে কতদূর আনন্দজনক বলিতে পারি না।

৪। আমাদিগের মহারাজ্ঞীর কন্যা লুইসার বিবাহের যৌতুক দিবার নিমিত্ত বিলাতের পাঁচ হাজার কুমারী অর্দ্ধমুদ্রা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানি সুন্দর ধর্ম্ম পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

৫। ব্রহ্মদেশের রাজা এক শ্বেত হস্তিশাবক ধৃত করিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। রাজা এই জন্য অনেক গুলি দুগ্ধবতী রমণীকে রাজধানীতে রাখিয়া দিয়াছেন।

৬। গত বৎসরের শেষ দিন রাত্রি ১০॥ টার পর ভারত ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা হয়। নিশীথ সময়ে উপা-

সর্দার যেরূপ গাম্ভীর্য্য হয় এরূপ আর কখনও নহে। গত বর্ষকে বিদায় দিয়া কি প্রকারে নববর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ হইলে এই গানটী হইল :—

"অনন্তকাল সাগরে সম্বৎসর হল লীন। সমাগত নববর্ষ জীবে করিতে শাসন।

যমদণ্ড লয়ে করে, আসিতেছে ধীরে ধীরে, কে জানে কখন কারে, করিবে কেশাকর্ষণ। থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন ত্যজিতে হবে এভব পান্থ ভবন।

মাস ঋতু সংবৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন ; মিলিয়া অনন্ত যোগে, ভাব নিত্য অনুরাগে, কাল ভয় নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ ।।"

৭। বিলাত হইতে আমাদিগের একজন আত্মীয় লেখেন, ইংরাজী বর্ষের শেষ দিন মধ্যরাত্রে বিলাতে এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে। গতবারে একটী উপাসনা স্থলে অনেকগুলি ইংরেজ রমণী একত্র হইয়া সমস্বরে এই বাঙ্গলা সঙ্গীতটী গান করেন :—

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন, উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন। আয়ু সূর্য্য অস্ত যায় দেখিয়া দেখ না তায়, ভুলিয়া মোহ মায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান। নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব কর্ণধার তিনি পাপসন্তাপ হরণ।।

বৎসর শেষ হইলে গত জীবন আলোচনা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নূতন জীবনে প্রবৃত্ত হওয়া সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য।

বামাগণের রচনা

বঙ্গদেশ মধ্যে বিধবা রমণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবার রীতি বহু দিবসাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। এই ঘৃণিত নিয়ম কেবল ইতর লোকের গৃহেই বিদ্যমান আছে এমত নহে, অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও ইহার বিদ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয়। বিধবা হইলেই বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এটী এদেশের অনেকের সংস্কার হইয়া গিয়াছে। অনেক পিতা মাতা শ্বশ্রূ ননদ ও অন্যান্য পরিজনগণ পদে পদেই বিধবাদিগের ছল অন্বেষণ করেন। বিধবা যদি উত্তম বস্ত্র পরিধান করে, উত্তম শয্যায় শয়ন করে, উত্তম দ্রব্য আহার করে, আসনে উপবেশন করে, এবং সমবয়স্ক রমণীদিগের সহিত হাস্য করে, তাহা হইলে অনেক গৃহিণী খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। আত্মজন যদি সুশীল বুদ্ধিমান হয় কথঞ্চিৎ রক্ষা থাকে, নতুবা উপদ্রবের পরিসীমা থাকে না। আমরা অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছি ও অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি যে, অমুক তাঁহার বিধবা ভগিনীর নাসিকা কর্ত্তন করিতে গিয়াছেন, অমুক তাঁহার বিধবা

কন্যাকে প্রত্যহ পাদুকা প্রহার করিতেছেন, অমুক তাঁহার বিধবা পুত্র বধুকে ধানে ভাতে খাওয়াইতেছেন, এ সকল নিদারুণ বাক্য শুনিলে দেশের প্রতি স্বভাবতই অশ্রদ্ধা জন্মে। ভদ্রলোকদিগের গৃহের কুসংস্কার অনেকাংশে পূর্ব্বমত রহিয়াছে। গুণাধার পরিজনেরও অপ্রতুল নাই। একেত স্ত্রীলোকেরা দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া গৃহে সর্ব্বদা কণ্ঠিত হইয়াই বাস করে, তাহার উপর শাসন কর্ত্তার পশুবৎ ব্যবহার তাহাদিগের পক্ষে কতদূর কষ্টকর হয় সাধারণে অনায়াসেই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

চিত্র-কাব্য।

শ্রী হীন হতেছে দেহ তোমারে না স্মরি।
ম জাইছে ছয় রিপু ছল বল করি॥
তী ক্ষ্ন বুদ্ধি দেহ নাথ করি নিবেদন।
ল ভিতে পারি হে যেন তব প্রেম ধন॥
ক্ষী ণ হলো মম প্রাণ রহিতে না পারি।
ম ঙ্গল ময়ের কিসে পাব প্রেমবারি॥
নি কট হইল কাল জ্বলিছে জীবন।
দে খ দেখ দীননাথ রেখ নিবেদন॥
বী রেশ্বর বীরজয়ী এসো হৃদাসনে।
ক রুণা করহে পিতা ঠেলনা চরণে॥
লী ন হই যেন প্রভু চরণে তোমার।
কা ল পূর্ণ যেই দিন হইবে আমার॥
তা পিতা হইয়া কাঁদি দেহ দরশন।
বা সনা পূরাও নাথ পাতকনাশন।
গ তি হীনা ডাকিতেছে অগতির গতি।
বা রেক কটাক্ষ কর অখিলের পতি॥
জা নিনা ভজন পূজা ওহে দয়াময়।
র মণীরে রাখ নাথ দিয়া পদাশ্রয়॥

৬ষ্ঠ ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র

বৈশাখ—৮১ সংখ্যা

১। নববর্ষ
২। ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তামাক ব্যবহার
৩। সৌন্দর্য্য
৪। পারস্যের প্রাচীন বিবরণ ১৪
৫। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দয়া ১৭
৬। অদ্ভুত দেশাচার ১৮
৭। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ২০
৮। বঙ্গদেশীয় বাত্যা ২৩
৯। নূতন সংবাদ ২৫
১০। বামাগণের রচনা ২৭

জ্যৈষ্ঠ—৮২ সংখ্যা।

১। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা ২৯
২। পতিব্রতা এবং সতী ৩৪
৩। রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৮
৪। নারীচরিত—প্রাস্কোবিয়া ৪০
৫। কুকুরের অদ্ভুত বিবরণ ৪৩
৬। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ৪৭
৭। গৃহ-চিকিৎসা ৫১
৮। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫২
৯। নূতন সংবাদ ৫৩
বামাগণের রচনা ৫৫

আষাঢ়—৮৩ সংখ্যা।

১। গৃহস্থাশ্রম ৫৭
২। স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য ৫৯
৩। ভারতবর্ষের বিবাহ প্রণালী ৬২
৪। নিশিবটের ভূত (পদ্য) ৬৪
৫। চন্দ্র সূর্য্যের বিষয় ৬৭
৬। তীর্থযাত্রা ৭১
৭। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ৭৫
৮। পুরাণ কথা—তিলোত্তমা ৭৯
৯। নূতন সংবাদ ৮১
১০। বামাগণের রচনা ৮৩

শ্রাবণ—৮৪ সংখ্যা।

১। গৃহস্থাশ্রম ৮৫
২। গৃহিণীর কর্ত্তব্য ৮৮
৩। চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় ৯০
৪। বিধবা বামার শোকোক্তি (পদ্য) ৯৫
৫। নারীচরিত—জেনোবিয়া ৯৯
৬। হিন্দুবিধবা ১০১
৭। কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ১০৫
৮। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ১০৭
৯। নূতন সংবাদ ১১১
১০। বামাগণের রচনা ১১৩

ভাদ্র—৮৫ সংখ্যা।

১। বামাবোধিনীর অষ্টম বাৎসরিক জন্মোৎসব ১১৭
২। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য ১২০
৩। চিত্তবিনোদিনী ১২৫
৪। বেওবাব বৃক্ষ ১২৯
৫। ইউরোপীয় যুদ্ধ ১৩১

৬। গৃহিণীর কর্ত্তব্য ১৩৩
৭। হিন্দু বিধবা ১৩৪
৮। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপ-
কথন ১৩৮
৯। বিলাতের সংবাদ ১৪৪
১০। নূতন সংবাদ ১৪৬
১১। বামাগণের রচনা ১৪৮

আশ্বিন—৮৬ সংখ্যা।

১। বঙ্গীয় স্ত্রী-সমাজ ১৪৯
২। বাজবাহাদুরের হিন্দুরাণী
(পদ্য) ১৫৬
৩। প্রাণিবিদ্যা-বিহঙ্গম জাতি ১৫৯
৪। চিত্তবিনোদিনী ১৬৫
৫। বিলাতের পত্র ১৭০
৬। বিলাতের সংবাদ ১৭২
৭। নূতন সংবাদ ১৭৪
৮। বামাগণের রচনা ১৭৬
৯। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা-
পুস্তক ১৭৯

কার্ত্তিক—৮৭ সংখ্যা।

১। ব্লান্স রেমণ্ড ১৮১
২। কারাকুসুমিকা ১৮৫
৩। গৃহিণীর কর্ত্তব্য ১৯০
৪। কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ১৯০
৫। ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া ১৯৩
৬। বামাবোধিনীর বিশেষ
অধিবেশন ২০০
৭। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা ২০২
৮। বিলাতীয় সংবাদ ২০৯
৯। নূতন সংবাদ ২১১
১০। বামাগণের রচনা ২১২

অগ্রহায়ণ—৮৮ সংখ্যা।

১। আসামী স্ত্রীলোক ২১৩
২। পর্ব্বত ২১৭
৩। গৃহশিক্ষা ২২২
৪। ব্লান্স রেমণ্ড ২২৫
৫। কারা-কুসুমিকা ২২৯
৬। বাবু কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি
বামাগণের প্রীতি ও কৃত-
জ্ঞতা প্রকাশ ২৩১
৭। ভারত-সংস্কার সভা ২৩৮
৮। নূতন সংবাদ ২৪১
৯। বামাগণের রচনা ২৪৪

পৌষ—৮৯ সংখ্যা।

১। বিবেক ২৪৫
২। পর্ব্বত ২৪৮
৩। কারা-কুসুমিকা ২৫২
৪। মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার
সন্তান প্রতিপালন ২৫৫
৫। জর্ম্মণি ও তত্রত্য নারী
সমাজ ২৫৭
৬। গৃহ-চিকিৎসা ২৬০
৭। সুলভ সমাচার ২৬১
সূতার কল ২৬২
বৃহৎ কাচের ঘর ২৬৪
৮। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পারি-
তোষিক ২৬৬
৯। ধাত্রীবিদ্যালয় ২৬৯
১০। নূতন সংবাদ ২৭০
১১। বামাগণের রচনা ২৭৪

মাঘ—৯০ সংখ্যা।

১। গবর্ণমেন্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যা-
লয় ২৭৭
২। দাক্ষিণাত্য ২৮০
৩। স্ত্রীধন ২৮৫

৪। কারা-কুসুমিকা ২৮৯
৫। চিত্তবিনোদিনী ২৯৪
৬। ইংরেজজাতি ও ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালী ২৯৯
৭। নূতন সংবাদ ৩০২
৮। বামাগণের রচনা ৩০৪

ফাল্গুন—৯১ সংখ্যা।
১। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দয়া ৩০৯
২। স্ত্রীধন ৩১০
৩। চিত্তবিনোদিনী ৩১৩
৪। ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার ৩১৬
৫। কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ৩১৮
৬। কারাকুসুমিকা ৩২২
৭। এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ৩২৫
৮। নূতন সংবাদ ৩৩৩
৯। বামাগণের রচনা ৩৩৫

চৈত্র—৯২ সংখ্যা।
১। স্ত্রীজাতির পরিশ্রম ৩৪১
২। কারা-কুসুমিকা ৩৪৪
৩। স্ত্রীধন ৩৬৩
৪। রাশিচক্র ৩৪৮
৫। এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ঐ
৬। ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার ৩৬০
৭। পবিত্রতা ৩৬৩
৮। নূতন সংবাদ ৩৬৫
৯। বামাগণের রচনা ৩৬৭
১০। ৬ষ্ঠ ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র ৩৬৮
১১। ৬ষ্ঠ ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র ৩৭০

৬ষ্ঠ ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী।

নববর্ষ ১
বামাবোধিনীর অষ্টম বাৎসরিক জন্মোৎসব ১১৭
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা পুস্তক ১৭৯
বামাবোধিনীর বিশেষ অধিবেশন ২০০
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা ২০২
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পারিতোষিক ২৬৬

২। নারী-চরিত।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার দয়া ১৭
প্রাস্কোবিয়া ৪০
জেনোবিয়া ৯৯
রাজবাহাদুরের হিন্দুরাণী (পদ্য) ১৫৬
ব্লান্স স্রেমণ্ড ১৮১
ঐ ২২৫
মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার সন্তান প্রতিপালন ২৫৫
মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার দয়া ৩০৯

৩। ইতিহাস।

পারস্যের প্রাচীন বিবরণ ১৪
রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৮
ইউরোপীয় যুদ্ধ ১৩১
ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া ১৯৬

জর্ম্মণি ও তত্রত্য নারী সমাজ ১৫৭
ইংরেজজাতি ও ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালী ২৯৯
ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার ৩১৬
ঐ ৩৬০

৪। বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ২০
ঐ ৪৭
ঐ ৭৫
ঐ ১০৭
ঐ ১৩৮
বঙ্গদেশীয় বাত্যা ২৩
চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় ৬৭
ঐ ৯০
পর্ব্বত ২১৭
ঐ ২৪৮
রাশিচক্র ৩৪৮
প্রাণি বিদ্যা-বিহঙ্গ জাতি ১৫৯

৫। অদ্ভুত বিবরণ।

বেওবাব বৃক্ষ ১২৯
কুকুরের অদ্ভুত বিবরণ ৪৩
ঐ ১০৫
ঐ ১৯৩
ঐ ৩১৮
সূতার কল ২৬২
বৃহৎ কাচের ঘর ২৬৪

৬। দেশাচার।

ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তামাক ব্যবহার ৫
অদ্ভুত দেশাচার ১৮
ভারতবর্ষের বিবাহ প্রণালী ৬২
তীর্থযাত্রা ৭১
হিন্দু বিধবা ১০১
ঐ ১৩৪
বিধবা বামার শোকোক্তি (পদ্য) ৯৫
আসামী স্ত্রীলোক ২১৩
দাক্ষিণাত্য ২৮০
নিশিবটের ভূত (পদ্য) ৬৩

৭। নীতি ও ধর্ম্ম।

সৌন্দর্য্য ৯
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা ২৯
পতিব্রতা এবং সতী ৩৪
গৃহস্থাশ্রম ৫৭
স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য ৫৯
গৃহস্থাশ্রম ৮৫
গৃহিণীর কর্ত্তব্য ৮৮
ঐ ১৩৩
ঐ ১৯০
বিবেক ২৫৪
স্ত্রীজাতির পরিশ্রম ৩৪১
পরিব্রতা ৩৬৩

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫২
ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য ১২০
বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বামাগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ২৩১
বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ ১৪৯
ধাত্রী বিদ্যালয় ২৬৯
গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ২৭৭

গৃহশিক্ষা ২২২

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ২৩৫

ঐ ৩১৩

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

চিত্তবিনোদিনী ১২৫

ঐ ১৬৫

ঐ ২৯৪

ঐ ৩১১

কারা-কুসুমিকা ১৮৫

ঐ ২২৯

ঐ ২৫২

ঐ ২৮৯

ঐ ৩২২

ঐ ৩৩৪

গৃহচিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ ৫১

ঐ ২৬০

হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ।

তিলোত্তমা ৭৯

স্ত্রীধন ২৯০

ঐ ৩১০

ঐ ৩৩৬

বিবিধ।

ভারত সংস্কার সভা ২০৮

সুলভ সমাচার ২৬১

বিলাতীয় সংবাদ।

বিলাতের সংবাদ ১৪৪

ঐ ১৭২

ঐ ২০৯

বিলাতের পত্র ১৭০

নূতন সংবাদ।

নূতন সংবাদ ২৫

ঐ ৫৩

ঐ ৮১

ঐ ১১১

ঐ ১৪৬

ঐ ১৭৪

ঐ ২১১

ঐ ২৪১

ঐ ১৭০

ঐ ৩০২

ঐ ৩৩১

ঐ ৩৬৫

বামাগণের রচনা।

ঐ ২৭

ঐ ৫৫

ঐ ৮৩

ঐ ১১৩

ঐ ১৪৮

ঐ ১৭৬

ঐ ২১২

ঐ ২৪৪

ঐ ২৭৪

ঐ ৩০৪

ঐ ৩৩৫

ঐ ৩৬৭

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.